বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত ৪ বছর মেয়াদি প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের **৫ম পর্ব ঃ** মেরিন (২০১০ প্রবিধান) **৭ম পর্ব ঃ** আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টিরিয়র ডিজাইন, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রো-মেডিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, ফুড, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, পাওয়ার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, সিরামিক, গ্রাফিক ডিজাইন, এরোস্পেস, এভিওনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ও সার্ভেয়িং (২০১০ প্রবিধান) **৬ষ্ঠ পর্ব ঃ** গ্লাস ও শিপবিল্ডিং (২০১০ প্রবিধান) টেকনোলজির সপ্তম পর্বের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত

এন্টারপ্রিনিউরশিপ
Entrepreneurship

Subject Code 5853 (Polytechnic) / 5871 (Textile)

রচনায় ও সম্পাদনায় ঃ

খন্দকার আলী আজম

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ইউকে), স্নাতক ডিগ্রি (ঢাঃ বিঃ)
এ.এম.আই.ই (বাংলাদেশ), ডিপ-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (বাংলাদেশ)
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
উপাধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট; সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক,
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার (টিটিটিসি); সহকারী পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
চীফ ইনস্ট্রাক্টর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ইনস্ট্রাক্টর (যন্ত্র); ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (যন্ত্র), ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

কারিগরি বিষয়ক ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রণীত বইসমূহ

এন্টারপ্রিনিউরশিপ, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস, প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল, অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কস আত্ম-কর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ, আত্ম-কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ গ্রহণ-১/২, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা-১/২, ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি-১/২, অফিস ব্যবস্থাপনা

হক পাবলিকেশনস্
HAQUE PUBLICATIONS
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ হক পাবলিকেশনস্‌-এর পক্ষে

হাজী জাহানারা হক

৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা--১১০০

ফোন ঃ ৯৫৮০৩৭০

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

একাদশ প্রকাশ ঃ ১ জানুয়ারি ২০১৪

ত্রয়োদশ প্রকাশ ঃ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ ঃ

চতুর্দশ প্রকাশ ঃ ২৫ জানুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ আফরা সাইয়ারা আভা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ ইঞ্জিঃ মোঃ হামিদুল হক (মামুন)

চিত্রাঙ্কনে ঃ লেখক

বর্ণবিন্যাসে ঃ **জি. মাওলা কম্পিউটার**

মুদ্রণে ঃ **জি. মাওলা প্রিন্টিং প্রেস**

৩৪ শ্রীস দাস লেন, বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

মূল্য (MRP) ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক গৃহীত]

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত ও অপার কৃপায় ৪ বছর মেয়াদি প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্সের নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী **"এন্টারপ্রিনিউরশিপ"** বইটি প্রকাশিত হল। বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে যেখানে চাকরির সমস্যা প্রকট, সেখানে একজন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী স্ব-উদ্যোগে বাস্তবোচিত কিছু করার মানসিকতা নিয়ে পলিটেকনিক হতে বের হয়ে আসবে, এটা অত্যন্ত সুখের খবর। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে **"এন্টারপ্রিনিউরশিপ"** বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে একটা সময়োচিত ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিষয়টির উপর সিলেবাস অনুযায়ী কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকায় এ বিষয়ে একটি পুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হলেও চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নি।

এখানে সিলেবাসে বর্ণিত Specific objectives অনুযায়ী পুস্তকটি বিন্যাস করা হয়েছে। প্রত্যেক General objective-এর অধীন Specific objective-সমূহের বর্ণনা ছাড়াও অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর সংযোজন করা হয়েছে এবং শেষে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, রচনামূলক প্রশ্নাবলি (উত্তর-সংকেত) সহ সংযোজন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষণ-শিখন কর্মকাণ্ডের প্রধান উপাদান হল শিক্ষার্থী। তাদের মানসিক চাহিদা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিখনশৈলী বিবেচনা করে পুস্তকটি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যের মধ্যে নিয়ে আসার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তথ্য এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তিত মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ইতিবাচক হয়।

আশা করি পুস্তকটি পাঠে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন। পুস্তকটি প্রণয়নে যেসব দেশি/বিদেশি লেখকের পুস্তক হতে সহযোগিতা নিয়েছি, তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তা ছাড়াও যারা পুস্তকটি প্রণয়নে বিভিন্নভাবে আমায় সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের জন্য রইল আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পুস্তকটিতে মুদ্রণজনিত ভুলত্রুটি থাকতে পারে, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিমার্জন করার আশা রাখি। পুস্তকটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও মান উন্নয়নে পাঠকদের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, যাদের উদ্দেশ্যে পুস্তকটি প্রণীত, তারা যদি পুস্তকটি পাঠে সামান্যতম উপকৃত হন, তবেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হবে।

ধন্যবাদান্তে

খন্দকার আলী আজম

উৎসর্গ

১৯৭১-এর

শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি



- লেখক

সিলেবাস

Subject code	Name of the subject	T	P	C	MARKS				
					Theory		Practical		Total
					Cont. assess	Final exam.	Cont. assess	Final exam.	
5853	Entrepreneurship	2	0	2	20	80	–	–	100

AIMS

- To be able to understand the concept of entrepreneurship & entrepreneur.
- To be able to understand the concept of environment for entrepreneurship.
- To be able to understand the sources of venture ideas in Bangladesh.
- To be able to understand the project selection.
- To be able to understand business planning.
- To be able to understand the case study.

SHORT DESCRIPTION

Concepts of entrepreneurship & entrepreneur; Entrepreneurship & economic development; Environment for entrepreneurship; Entrepreneurship in the theories of economic growth; Sources of ventures ideas in Bangladesh; Evaluation of venture ideas; Financial planning; Project selection; Self employment; Entrepreneurial motivation; Business plan; Sources of assistance & industrial sanctioning procedure.
Insurance ; case study.

DETAIL DESCRIPTION

Theory:

1. Understand the basic concept of entrepreneurship & entrepreneur.

1.1 Define entrepreneurship & entrepreneur.
1.2 Discuss the characteristics and qualities of entrepreneur.
1.3 Mention the classification of entrepreneur.
1.4 Discuss the case entrepreneurship and mass entrepreneurship.
1.5 Discuss the necessity of entrepreneurship as a career.
1.6 Discuss the function of entrepreneur in developing countries.
1.7 Discuss the prospect of entrepreneurship development in Bangladesh.

2. Understand the concept of entrepreneurship and economic development.

2.1 Define economic development.
2.2 Discuss that the economic development is a process.
2.3 Describe the entrepreneurship as a factor of economic development.
2.4 Discuss the capital accumulation or rate of savings.
2.5 Discuss the role of entrepreneur in the technological development and their introduction into production process.
2.6 Discuss the entrepreneur in the discovery of new sources of resources.
2.7 Discuss the entrepreneur in the discovery of new product.
2.8 Discuss the discovery of new markets.

3. **Understand the concept of entrepreneurship in the theories of economic growth.**
   3.1 Define entrepreneurship in the theories of economic growth.
   3.2 Discuss the theory of need for achievement of David MacClelland.
   3.3 Discuss the Malthusian theory of population and economic growth.
   3.4 Discuss the labour theory of production and limit to growth.
   3.5 Discuss the Keynesian theory of employment and output.
   3.6 Discuss the stage theory of growth.
   3.7 Discuss the Schumpterian theory of economic development.
   3.8 Discuss the entrepreneurship motive in economic development.
4. **Understand the sources of venture ideas in Bangladesh.**
   4.1 Define sources of venture ideas in Bangladesh.
   4.2 Discuss different types of sources of venture ideas in Bangladesh.
   4.3 Discuss informal sources of venture ideas in Bangladesh.
5. **Understand the evaluation of venture ideas.**
   5.1 Define evaluation of venture ideas.
   5.2 Discuss the factors that influence the selection of venture ideas.
   5.3 Discuss the evaluating financial aspects of business.
   5.4 Discuss the determinats of the firm size.
6. **Understand the concept of project selection and financial planning.**
   6.1 Define project.
   6.2 Discuss the idea of project.
   6.3 Describe the guide lines for project ideas.
   6.4 Discuss the sources of project ideas.
   6.5 Discuss the evaluation of project ideas.
   6.6 Describe the technical aspect of project.
   6.7 Define financial planning.
   6.8 Discuss the long term financial plan.
   6.9 Discuss the short term financial plan.
7. **Understand the concept of self employment.**
   7.1 Define self employment.
   7.2 Describe different types of employment.
   7.3 Describe the importance of business as a profession.
   7.4 Discuss the reasons for success and failure in business.
   7.5 Discuss the self assessment of entrepreneurial qualities.
8. **Understand the concept of entrepreneurial motivation.**
   8.1 Define entrepreneurial motivation.
   8.2 Discuss the achievement motivation theory.
   8.3 Describe the means of improving achievement motivation.
   8.4 Discuss the background of high need achievement.
   8.5 Describe the problems associated with high need achievement.

9. Understand the business pla ı and the concept of the environment for entrepreneurship.

9.1 Define business plan.
9.2 Describe the importance of business plan.
9.3 Discuss the contents of business plan.
9.4 Describe the business plan proforma.
9.5 Define environment of business.
9.6 Describe the factors which effect environment on entrepreneurship.
9.7 Discuss the aspects of business environment.

10. Understand the concept of sources of assistance & industrial sanctioning procedure.

10.1 Define sources of assistance.
10.2 Describe different types of sources of assistance.
10.3 Describe entrepreneurship development cycle.
10.4 Discuss the aid of sources.
10.5 Discuss the industrial policy.
10.6 Describe the technique of industrial policy.
10.7 Define foreign aid.

11. Understand the insurance and premium.

11.1 Define insurance and premium.
11.2 Describe the essential conditions of insurance contract.
11.3 Discuss various types of insurance.
11.4 Distinguish between life insurance and general insurance.

12. Understand the concept of case studies.

12.1 Define case study.
12.2 Discuss the objectives of case study.
12.3 Describe the method of case analysis.
12.4 Discuss the importance of case study.
12.5 Mention the advantages and disadvantages of case study.

সূচিপত্র

অধ্যায়-৩ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে শিল্পোদ্যোগ

অধ্যায়-৪ ঃ বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসসমূহ

অধ্যায়-৫ ঃ শিল্প ধারণার মূল্যায়ন

অধ্যায়-৬ ঃ প্রকল্প নির্বাচন এবং আর্থিক পরিকল্পনা

অধ্যায়-৭ ঃ আত্মকর্মসংস্থান

অধ্যায়-৮ ঃ শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা

অধ্যায়-১১ ঃ বিমা এবং সেলামি

অধ্যায়-১২ ঃ কেস পর্যালোচনা

অধ্যায় ১

শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোক্তা
Entrepreneurship and Entrepreneur

১.০ সূচনা (Introduction) ঃ

অর্থনৈতিক বিচারে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যায় ভরপুর এ দেশের শিক্ষিতের হার কম। অন্যদিকে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বেকার। বেকার সমস্যাই এ দেশের উন্নয়নের পথে বাধা বলে অনেকে মনে করেন। দেশকে বেকারত্বের এ ভয়াবহ সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য চাকরির বিকল্প হিসেবে শিল্পোদ্যোগ কিংবা ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করার জন্য ব্যাপকহারে শিল্পোদ্যোক্তার প্রয়োজন।

১.১ শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা (Definition of Entrepreneurship and Entrepreneur) ঃ

শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোক্তা এ শব্দ দুটির মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে আলাদা দুটি শব্দ। যেমন– উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা। 'শিল্প' শব্দের সঙ্গে 'উদ্যোগ' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'শিল্পোদ্যোগ'। তেমনি শিল্প শব্দের সঙ্গে উদ্যোক্তা যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'শিল্পোদ্যোক্তা'। শিল্প বলতে কাজ বুঝায় আর এ কাজ যিনি সম্পাদন করেন তাঁকেই উদ্যোক্তা বলে। আবার শিল্প বা কাজ করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাকেই শিল্পোদ্যোগ বলে।

শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship) ঃ ইংরেজি **Entrepreneurship** শব্দের বাংলা অর্থ শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সব রকম উৎপাদন, বণ্টন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালনার সকল কার্যাবলিকে শিল্পোদ্যোগ বলে।

শিল্পোদ্যোগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা ঃ

(ক) **E. E. Hagen-এর মতে,** "শিল্পোদ্যোগের কাজ হচ্ছে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি, নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন, মূলধন সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংস্থান, নতুন উৎপাদন কৌশল, নতুন পণ্য উদ্ভাবন, কাঁচামালের নতুন উৎস সন্ধান এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের দৈনিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক নির্বাচন করা।"

(খ) **Finner-এর মতে,** "সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ইচ্ছার প্রতি সাড়া দেয়া এবং অর্থনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগানো ও কাজের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষমতাই শিল্পোদ্যোগ।"

(গ) **Robert D. Hisrich-এর মতে,** "শিল্পোদ্যোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আর্থিক, কায়িক ও সামাজিক ঝুঁকি অনুমান করে প্রয়োজনীয় সময় ও প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে মূল্যবান কোন জিনিস তৈরি করা এবং ফলস্বরূপ আর্থিক সন্তুষ্টির পুরস্কার গ্রহণ করা।"

(ঘ) **বসু ও মৌলিকের মতে,** "শিল্পোদ্যোগ হল অর্থনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগানো, প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করে তোলা।"

পরিশেষে বলতে পারি যে, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নতুন কিছু উদ্ভাবন, ঝুঁকি গ্রহণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে শিল্পোদ্যোগ বলে।

শিল্পোদ্যোক্তা (Entrepreneur) ঃ উদ্যোক্তা ইংরেজি শব্দ যা **Entrepreneur** (এন্টারপ্রিনিউর) হতে সৃষ্ট যার অর্থ হল উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে, Entrepreneur শব্দটি ফরাসি শব্দ Entreprendre হতে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হল কোন কিছু করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা।

সহজ কথায়, যিনি বা যে ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাকেই উদ্যোক্তা বলা হয়। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের নিমিত্তে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় শিল্পোদ্যোক্তা/ব্যবসায় উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা একজন সংগঠক। তিনি ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব বহন করেন এবং উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ যথা ঃ ভূমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি ইত্যাদি সংগ্রহ ও একত্রিত করে ব্যবসায় বা শিল্প সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সাফল্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিভিন্ন অবস্থার আলোকে বিভিন্ন পণ্ডিত ও মনীষীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোক্তার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হল ঃ

প্রামাণ্য সংজ্ঞা ঃ

(ক) **অর্থনীতিবিদ ক্যানটিলন (Cantillon)**-এর মতে, "শিল্পোদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন প্রতিনিধি (Agent) যিনি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে পণ্য প্রস্তুত করেন যার বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত।"

(খ) **জোসেফ এ. সুমপিটার (Joseph A. Schumpeter)** বলেন যে, "শিল্পোদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন এবং উন্নয়নে গতিশীলতা সঞ্চার করেন।"

(গ) **ডব্লিউ এফ. গ্লুচ (W. F. Gluech)** বলেন, "উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যান।"

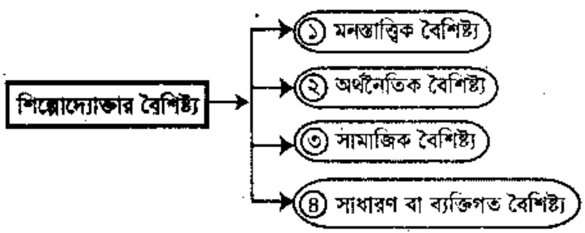
(ঘ) **জে. বি. সে (Jean Baptiste Say)**-এর মতে, "শিল্পোদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন প্রতিনিধি যিনি উৎপাদনের সকল উপাদান যেমন– ভূমি, শ্রমিক, সংগঠন ও মূলধন একত্রিত করে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এমনভাবে নিরূপণ করেন, যাতে করে উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মূলধন পুনর্গঠন নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ ও ভূমির খাজনা পরিশোধ করা যায় এবং তার প্রত্যাশিত মুনাফার ব্যবস্থা হয়।"

(ঙ) **জে. এস. মিলস (J.S Mills)**-এর মতে, "শিল্পোদ্যোক্তা হলেন সংগঠক যিনি মেধাপূর্ণ কাজের পুরস্কার পেয়ে থাকেন।"

সুতরাং বলা যায় যে, শিল্পোদ্যোক্তা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বীয় উদ্যম বা প্রচেষ্টা, কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রেরণার সাহায্যে একটি নতুন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করে একে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১.২ শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি (The characteristics and Qualities of an Entrepreneur) ঃ

শিল্পোদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ঃ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। সে প্রেক্ষিতে একজন উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ



শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

১। **মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ** মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সাফল্য, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য, আক্রমণাত্মক স্পৃহা, স্বীকৃতি, বদান্যতা, ঝুঁকি গ্রহণের মনোবৃত্তি, দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, জানার আগ্রহ, উদ্ভাবনী শক্তি, গ্রহণযোগ্যতা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সাহস, অঙ্গীকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঃ** পুঁজির যোগান ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, সুযোগের সদ্ব্যবহার, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি একজন উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে।

৩। **সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ** উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা, কাজ-কর্মে পৈত্রিক গুণাবলির প্রতিফলন, সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন, বংশ মর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪। **সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঃ** একজন উদ্যোক্তাকে আকর্ষণীয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, বিক্রয়িক গুণের অধিকারী, নৈতিকতা ও সাধুতা, সহজ-সরল, কর্মতৎপরতা, ত্যাগ স্বীকার , প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রমী, কাজের প্রতি একাগ্রচিত্ততা, শারীরিক সুস্থতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

শিল্পোদ্যোক্তার বা উদ্যোক্তার গুণাবলি ঃ একজন উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গুণাবলির উপর ব্যবসায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। অধিকতর দক্ষ ও গুণাবলি সম্পন্ন উদ্যোক্তার তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের রূপ নিয়ে থাকে। ব্যবসায়ের সফলতার জন্য একজন উদ্যোক্তার যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **সাংগঠনিক ক্ষমতা ঃ** ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও কার্যকর সংগঠনের উপরই ব্যবসায়ের সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। উদ্যোক্তাকেই উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করে সুসংগঠিত করতে হয়।

২। **সাফল্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ঃ** নিজের কাজে সাফল্য অর্জনের অদম্য স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ। ব্যবসায়ের ইপ্সিত লক্ষ্য হাসিলের জন্য তাকে হতে হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, সুদৃঢ় মনোবল ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকারী।

৩। **উদ্যম ও সাহস ঃ** একজন সফল উদ্যোক্তার প্রচন্ড উদ্যম ও সাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। উদ্যম ও সাহস উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ঝুঁকি ও সমস্যার মোকাবিলা করতে শক্তি যোগাতে সহায়তা করে।

৪। **বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ঃ** সাধারণ যে কোন লোকের চেয়ে একজন উদ্যোক্তার অধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। উদ্যোক্তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা তাকে সফলতা লাভে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে।

৫। **সতর্কতা ঃ** একজন উদ্যোক্তাকে সব বিষয়ে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। উদ্যোক্তার সামান্যতম অসতর্কতার কারণে ব্যবসায়ের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। তাকে ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

৬। **উদ্ভাবনী ক্ষমতা ঃ** একজন সফল উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। ব্যবসায়ের নিত্য-নতুন ক্ষেত্র ও কলা-কৌশল উদ্ভাবন, নতুন নতুন পণ্য আবিষ্কার, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মৌলিক জ্ঞান উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৭। **সুযোগের সদ্ব্যবহার ঃ** সুযোগ বার বার আসে না। উপস্থিত সুযোগকে তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগানো সফল উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ।

৮। **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ** ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য উদ্যোক্তাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বহীন মানুষকে কেউই পছন্দ করে না। উদ্যোক্তার ব্যক্তিত্ব এমন হওয়া উচিত যেন তা শ্রমিক-কর্মচারী ও ক্রেতাদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে।

৯। **পরিশ্রমী ঃ** প্রবাদ আছে যে, 'পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি'। যে কোন কাজের চেয়ে ব্যবসায়ের কাজে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তাই সাফল্যের জন্য উদ্যোক্তাকে হতে হবে কঠোর পরিশ্রমী।

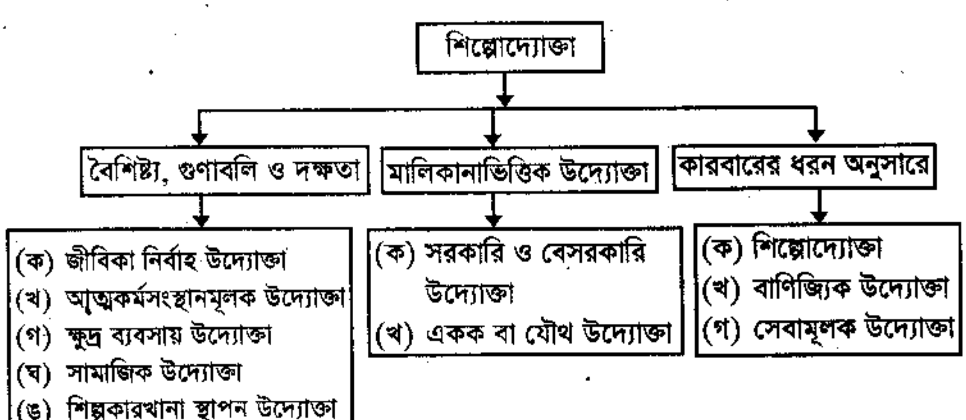
১০। **কাজের প্রতি একাগ্রচিত্ততা ঃ** বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ও জটিল ব্যবসায় কার্যে উদ্যোক্তাকে একাগ্রচিত্তে নিরলসভাবে লেগে থাকতে হবে। তা না হলে ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

১১। **দূরদর্শিতা ঃ** দূরদর্শিতাকে উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ উদ্যোক্তাকে দূরদর্শী জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যথাযথ পূর্বানুমান করার ক্ষমতা উদ্যোক্তার থাকতে হবে। শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় সম্পর্কে পূর্বানুমান করার ক্ষমতা উদ্যোক্তাকে সফলতা অর্জনে ব্যাপকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

১২। **আন্তরিকতা ঃ** একজন সফল উদ্যোক্তার একটি গুণাবলি হচ্ছে ব্যবসায়ের প্রতি আন্তরিকতা। ব্যবসায়ের প্রতি আন্তরিকতা উদ্যোক্তাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। পক্ষান্তরে, আন্তরিকতার অভাব উদ্যোক্তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে নিয়ে যাবে।

উপরোক্ত গুণাবলিগুলো ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণগুলো উদ্যোক্তার মধ্যে থাকতে হবে। উল্লিখিত গুণাবলি ও যোগ্যতা থাকলে একজন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে।

১.৩ শিল্পোদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগ (The Classification of Entrepreneur) ঃ



বিভিন্ন প্রকার শিল্পোদ্যোক্তার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১। **বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও দক্ষতার ভিত্তিতে উদ্যোক্তা ঃ**

(ক) **জীবিকা নির্বাহ উদ্যোক্তা ঃ** যখন কোন মানুষ কোন কাজকর্ম খুঁজে না পেয়ে জুতা পালিশের কাজ করে কিংবা ফুটপাতে ফলমূল বিক্রি করে কিছু উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদেরকে জীবিকা নির্বাহ উদ্যোক্তা বলে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কাজকর্ম করে যারা আয় -রোজগার করে তাদেরকে শিল্পোদ্যোক্তা বলা যায় না।

(খ) **আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোক্তা ঃ** এ ধরনের কর্মকাণ্ডে উদ্যোক্তা কেবলমাত্র নিজের কর্মসংস্থান করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসার পরিসর খুবই ছোট হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ পান-সিগারেট বিক্রি করার জন্য দোকান দেয়া।

(গ) **ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোক্তা ঃ** সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকেই উদ্যোক্তা বলা যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম না হয়। যে ব্যবসায়ী ছোট ব্যবসায়কে নতুন ধ্যান-ধারণা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বড় করতে সক্ষম হয় তাকেই উদ্যোক্তা বলা যায়।

(ঘ) **সামাজিক উদ্যোক্তা ঃ** যে সমস্ত উদ্যোক্তা নিজ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সুষ্ঠুভাবে কোন প্রতিষ্ঠান সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচালনা করে থাকে তাদেরকে সামাজিক উদ্যোক্তা বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফজলে হোসেন আবেদ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুস এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ঙ) **শিল্প-কারখানা স্থাপন উদ্যোক্তা ঃ** এ ধরনের উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প ধারণা থেকে শুরু করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ ও সংগঠিতকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি মূল্যায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হন। উদাহরণ হিসেবে, 'প্রাণ' সামগ্রী প্রস্তুতকারক মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ হোসেন চৌধুরী এবং ঢাকা ক্লাবের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সফল উদ্যোক্তা গীতি আরা চৌধুরী এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

২। **মালিকানাভিত্তিক উদ্যোক্তা ঃ**

(ক) **সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ঃ** মালিকানা ভেদে শিল্পোদ্যোক্তাকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে ভাগ করা যায়। শিল্পোদ্যোগ সাধারণত একটি বেসরকারি কার্যকলাপ হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগও প্রসার লাভ করেছে। যেসব দেশে বৈদেশিক মূলধনের অভাব এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিল্পোদ্যোক্তার স্বল্পতা রয়েছে সেসব দেশে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাসহ শিল্পায়নে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে সেক্টর কর্পোরেশন এবং আরো কিছুসংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি শিল্প স্থাপন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(খ) **একক এবং ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ ঃ** শিল্পোদ্যোগকে আবার একক এবং ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ হিসেবে বিভক্ত করা যায়। সরকারের সামগ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা পরিবারভিত্তিক বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে একক শিল্পোদ্যোগ বলা যায়। এভাবে সরকারি নীতির মাধ্যমে ভাগ্যবান শিল্পসমৃদ্ধ পরিবার সৃষ্টির ফলে একটি অনগ্রসর অর্থনীতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

যেসব দেশে উন্নয়নের ব্যাপক অংশ জুড়ে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বিষয়টি জড়িত সেখানে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির প্রয়োজন সর্বাধিক। এ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ কৌশল দেশের বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশের প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ আবশ্যক।

৩। **কারবারের ধরন অনুসারে উদ্যোক্তা ঃ**

(ক) **শিল্পোদ্যোক্তা ঃ** যে সমস্ত উদ্যোক্তা রাষ্ট্রীয় সম্পদের রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করে থাকে তাদেরকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে। দেশে বৃহদায়তন কারবার গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) **বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা ঃ** এ ধরনের উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন প্রণালির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এরা উৎপাদকের নিকট হতে ব্যাপকহারে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করে। খুচরা বা পাইকারি ব্যবসায়ী এ শ্রেণির উদ্যোক্তার অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **সেবামূলক উদ্যোক্তা ঃ** যে সকল উদ্যোক্তা মানুষের জনকল্যাণমূলক এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সেবাকর্মের সৃষ্টি ও সেগুলোর বিতরণের উদ্দেশ্যে কারবার গঠন করে তাকে সেবা পরিবেশক উদ্যোক্তা বলে। ব্যাংক, পরিবহন সংস্থা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইত্যাদি সেবা পরিবেশন উদ্যোক্তা।

১.৪ একক এবং ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ (The Case Entrepreneurship and Mass Entrepreneurship) ঃ

একক শিল্পোদ্যোগ ঃ যেসব ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান একক বা বিশেষ শ্রেণির জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পোদ্যোক্তার সৃষ্টি করে থাকে, এ ধরনের সৃষ্ট শিল্পোদ্যোক্তাকে একক শিল্পোদ্যোক্তা (Case Entrepreneurship) বলে। অন্যকথায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা পরিবার ভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকে একক শিল্পোদ্যোগ বলা হয়। এ ধরনের পক্ষপাতপূর্ণ সরকারি বাণিজ্য নীতি ও শিল্পনীতি দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্তরায় হয়। কেবলমাত্র তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়।

ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য জনগণের মাঝে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো আবশ্যক যাতে করে সমগ্র দেশের প্রতিভাবান ও নিষ্ঠাবান উদ্যোক্তাদের সুষ্ঠু অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত হয়। এছাড়া শিল্পোদ্যোক্তার উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশে সব রকম ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীলতা (Productivity) এবং আত্মকর্মসংস্থান (Self employment) বিষয়টির উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। এজন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে যাতে করে যে কোন উদ্যোক্তা সহজেই দক্ষ জনবল নিয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হন।

মোটকথা, ব্যাপকভিত্তিক বা গণশিল্পোদ্যোগ দেশের বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে আরও বেগবান করে। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ এর ব্যাপারে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান যাতে করে ছোট ও মাঝারি আকারের উৎপাদনশীল কার্যক্রমে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা যায়। এভাবেই শিল্পোদ্যোগের ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং কালক্রমে এর পরিধি ব্যাপক ভিত্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে এবং দেশে টেকসই (Sustainable) অর্থনীতি গড়ে উঠবে।

১.৫ পেশা বা বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা (The Necessity of Entrepreneurship as a Career) ঃ

আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তা সফলতার সাথে পরিচালনার ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে শিল্পোদ্যোগ বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ আধুনিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার একটি নতুন বৈশিষ্ট্য।

শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা বলতে জ্ঞানভাণ্ডারের এ শাখাকেই বুঝায় যা পাঠ করলে একজন শিক্ষার্থীর সুপ্তগুণাবলি বিকাশের পথ প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হয়, আত্মবিশ্বাস ও বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, উদ্ভাবনী সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জিং কাজে উৎসাহিত হয় এবং নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রাণিত ও তা সফলতার সাথে পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করে। এ শিক্ষা একজন ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে এবং শিল্পোদ্যোগ পেশায় উদ্বুদ্ধ করে।

নিম্নে পেশা হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **শিল্পোদ্যোগের ধারণা লাভ ঃ** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন ও কর্মীদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত হওয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজন। শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যবসায়ের ধারণা, প্রকল্প তৈরি, প্রকল্প নির্বাচন, ব্যবসায় পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

২। **উদ্ভাবনী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহ ঃ** শিল্পোদ্যোগের জ্ঞান একজন তরুণ ব্যক্তিকে উদ্ভাবনী, সৃজনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন, নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা খুবই জরুরি।

৩। **দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি ঃ** শিল্পোদ্যোগের শিক্ষা গ্রহণ করলে একজন ব্যক্তি সুপ্ত গুণাবলি বিকাশের পথ প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হয়। আত্মবিশ্বাস ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত হয় এবং সে কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি যত্নশীল হয়। এ শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে সহায়তা করে।

৪। **আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ ঃ** শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় উদ্বুদ্ধকরণে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিল্পোদ্যোগ কোর্স একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকে বেতনভিত্তিক চাকরির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে এ কোর্সের বিকল্প নেই। এ কোর্স একজন শিক্ষার্থীকে চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান বা শিল্পোদ্যোগ পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান তীব্র বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসা পেশায় আগ্রহ সৃষ্টি কেবল শিল্পোদ্যোগ শিক্ষাই দিতে পারে। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের যেসব ছাত্র-ছাত্রী শিল্পোদ্যোগ কোর্স পাঠ করেছে, অন্যান্য কোর্সের তুলনায় অধিক হারে তারা ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৫। **সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি ঃ** শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একদিকে যেমন আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

৬। **শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি ঃ** বাংলাদেশে শিল্পে অনগ্রসরতার প্রধান কারণ প্রকৃত শিল্পোদ্যোক্তার অভাব। শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির সম্ভাব্যতা সৃষ্টি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন শিল্পোদ্যোক্তা জন্মগতভাবেই শিল্পোদ্যোক্তা, বর্তমানে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকলিল্যান্ড গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, যাদের মধ্যে কৃতিত্বার্জনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, প্রশিক্ষণ পেলে তারা শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে নতুন শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি করতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিল্পোদ্যোগ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশেও বর্তমানে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কারিগরি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭। **আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার বিকাশ ঃ** কারিগরি পর্যায়ে শিল্পোদ্যোগ কোর্সের অন্তর্ভুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও নিজের প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা। যারা নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে পড়াশুনা করতে পারে না তারা যেন জীবিকার্জনের পথ হিসেবে ব্যবসায়কে গ্রহণ করে। তাছাড়া আত্মকর্মসংস্থান বা ব্যবসায় যে একটি সম্মানজনক পেশা সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করাও শিল্পোদ্যোগ কোর্সের উদ্দেশ্য।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, দেশের জনগণের মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যমের উন্নয়নের বিকাশ ঘটিয়ে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুবন্দোবস্ত করণে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১.৬ উন্নয়নশীল দেশের শিল্পোদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তার কাজ (The Functions of Entrepreneur in Developing Countries) ঃ

উন্নয়নশীল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ের অগ্রগতির জন্য একজন উদ্যোক্তাকে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। এসব কার্যাবলি সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে গ্রহণ ও সমাপ্ত করার মাঝেই নির্ভর করে কারবারের সত্যিকারের সফলতা।

নিম্নে উদ্যোক্তার উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ ঃ** একজন উদ্যোক্তার প্রাথমিক কাজ হল ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। ব্যবসায় উদ্যোগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বসহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় ঃ

(ক) ব্যবসায়ের প্রকৃতি নির্ধারণ;
(খ) ব্যবসায়ের জন্য সঠিক প্রযুক্তি নির্বাচন;
(গ) ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ,
(ঘ) সরকারের শিল্পনীতি, শ্রমনীতি, করনীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ;
(ঙ) ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি।

২। **ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** কারবারের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিকে উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

নিম্নে উদ্যোক্তার কারবার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) **কারবারের উদ্দেশ্য স্থাপন ঃ** কারবারের সঠিক উদ্দেশ্য এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হয়।

(খ) **নীতি নির্ধারণ ঃ** উদ্যোক্তাকে কারবারের ক্রয়-বিক্রয়, শ্রমিক-কর্মী ইত্যাদি ক্ষেত্রের নীতিসমূহ নির্ধারণ করতে হয়।

(গ) **পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** ব্যবসায়ের উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উক্ত পরিকল্পনায় গোটা কারবারের একটা পরিপূর্ণ চিত্র বা নকশা তুলে ধরতে হবে।

(ঘ) **সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ ঃ** ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করাও উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উদ্যোক্তাকে শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব স্থির করতে হবে এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

(ঙ) **নিয়ন্ত্রণ ঃ** ব্যবসায়ের নীতি ও পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা উদ্যোক্তাকে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

(চ) **নির্দেশনা, প্রেরণা ও সমন্বয় সাধন ঃ** কারবার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে হবে। শ্রমিক-কর্মীদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রেরণা দিতে হবে এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মীদের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাকেই করতে হয়।

৩। **অর্থসংস্থান ঃ** উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। উদ্যোক্তা নিজস্ব তহবিল হতে অথবা ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে অথবা শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৪। **বাজারজাতকরণ ঃ** পণ্যসামগ্রী উৎপাদন বা সংগ্রহ করার পর পণ্যের বাজার ও চাহিদা সৃষ্টির জন্য উদ্যোক্তাকে পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এর জন্য বিজ্ঞাপন, বিক্রয় ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, গুদামজাতকরণ ও বাজার গবেষণা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়।

৫। **অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** কারবার প্রতিষ্ঠানের অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। এজন্য উদ্যোক্তাকে কারবারের অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলির সুষ্ঠু ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হয়।

৬। **ঝুঁকি বহন ঃ** ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি বহন করতে হয়। উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ পূর্বানুমান করার ক্ষমতা এবং তার সমাধানের ক্ষেত্র তৈরির উপরও ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে।

৭। **গবেষণা ও উন্নয়ন ঃ** উদ্যোক্তাকে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলি পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে, ব্যয় হ্রাস করে এবং সর্বোপরি উদ্যোক্তাকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, একজন উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যেমন নিজের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে তেমনি পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.৭ বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তা উন্নয়নের সম্ভাবনা (The Prospect of Entrepreneurship development in Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশ। প্রকট বেকার সমস্যাই এ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। দেশের এক-তৃতীয়াংশ শ্রমশক্তি বেকার। দেশকে বেকারত্বের এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায় এবং আত্মকর্মসংস্থানই একমাত্র উপায়। শিল্পোদ্যোগীয় গুণাবলি যাদের রয়েছে তাদেরকে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে তারা শুধু নিজেদের কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করবেন না, অধিকন্তু অন্যের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন। এ চিন্তার আলোকে দেখা যেতে পারে বাংলাদেশে ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ পেশার উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে কি না। বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনার পটভূমি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। **শিল্প স্থাপনে উৎসাহ ঃ** বাংলাদেশে যেখানে ৪ লক্ষের অধিক ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বর্তমান সেখানে এটি স্পষ্ট যে, সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশের অভাবের মধ্যেও এদেশের অনেক মানুষের শিল্পোদ্যোগমূলক চেতনা রয়েছে। কুটিরশিল্প উন্নয়নে এদেশের উদ্যোক্তারা মোট বিনিয়োগের ৮.৫ শতাংশ মাত্র শিল্প ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। শিল্প স্থাপনে উৎসাহ ও ইতিবাচক চেতনা থাকা সত্ত্বেও মূলধন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক উৎসাহী উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন করে প্রসার লাভ করতে পারে নি। অতএব, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদান করলে প্রচুর উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসবে।

২। **শিল্পোদ্যোগ চেতনা ঃ** বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ব্যবসায় ও শিল্প স্থাপনে শিল্পোদ্যোগীয় মানসিকতা ও সচেতনতাবোধ রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সংখ্যাগত অবস্থান থেকেই এটা প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। এর অধিকাংশই নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে এদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

৩। **শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগ ঃ** শিক্ষার সাথে শিল্পোদ্যোগের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়া আবশ্যক। বর্তমানে দেশে কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ উদ্যোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা যাবে।

৪। **শিল্পনীতি ঃ** সরকার কর্তৃক প্রণীত বর্তমান উদার শিল্পনীতি শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখছে। শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ দান তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করছে, যেমন— কর অবকাশ, শুল্ক হ্রাস, ঋণ প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা ইত্যাদি।

৫। **স্থানীয় বাজার ঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৃহত্তর স্থানীয় বাজার শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এদেশের স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ন্যূনতম মান বজায় রেখে পণ্য উৎপাদন করা গেলে এখানে ভোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হবে।

৬। **জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় পল্লী এলাকার শিল্পায়ন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপনে উৎসাহবোধ করছে।

৭। **পেশার গতিশীলতা ঃ** শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পেশার গতিশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমশক্তি যদি কৃষিক্ষেত্র হতে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তাহলে শিল্প স্থাপন ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কৃষিক্ষেত্রে অত্যধিক চাপের কারণে জনগণ অকৃষি খাতের পেশায় নিয়োজিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। পারিবারিক ঐতিহ্য এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্র্যাক ও কেয়ার যৌথভাবে এ বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে জনগণের শিল্পখাতে নিয়োজিত হওয়ার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।

৮। **সম্মানজনক পেশা ঃ** শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বর্তমান সমাজে সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত। ফলে অনেক শিক্ষিত যুবক এ পেশার দিকে এগিয়ে আসছে। এ পেশায় অল্প সময়ে ব্যাপক আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করে সমাজের উচ্চ বিত্তে প্রবেশ করা যায়। সেই সাথে তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টেলিভিশনে প্রচারিত "মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেখা যায় যে, অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক এনজিও (NGO) হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ উদ্যোগে মাছের খামার, হাঁস-মুরগির খামার, নার্সারি ও বনায়ন, কুটিরশিল্প ইত্যাদি স্থাপন করে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে।

৯। **প্রচুর দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের সরবরাহ ঃ** শিল্পায়নের সম্ভাবনা যাচাইয়ে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে প্রচুর দক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তির সরবরাহ রয়েছে। শিল্প বিকাশের জন্য প্রচুর জনশক্তি কৃষিকাজে নিয়োজিত জনশক্তির বাইরে হতে নিয়োগ করা সম্ভব। এ ছাড়া শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের সরবরাহ থেকে অনেক কৃষি উৎপাদন-ভিত্তিক কাঁচামাল শিল্পের জন্য যোগান দেয়ার সুবিধা বর্তমান আছে।

১০। **অকৃষি খাতে শ্রম বিনিয়োগের আগ্রহ ঃ** কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। ফলে মানুষের গড় মাথাপিছু আয় কম। শিল্পোদ্যোগ বিকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিশ্রমিক শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তর করে কার্যক্ষেত্রে গতিশীলতা (Dynamism) আনয়ন করা সম্ভব। এ ছাড়া দেশের প্রাথমিক শিল্প কৃষিতে সারা বছর শ্রমিক নিয়োজিত থাকে না বলে কৃষি মওসুম বাদে অন্য সময় অকৃষি কর্মে নিয়োজিত থাকলে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

১১। **কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ঃ** বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশে কৃষিজাত পণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পাওয়া যায়। ফলে কৃষিজাত পণ্যের ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করলে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হবে।

১২। **কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঃ** দেশে এখন প্রচুর কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান হতে বেশিরভাগ শিক্ষিত যুবক-যুবতী চাকরিতে না গিয়ে যে কোন হাতের কাজ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন এমন কোন পেশা বা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসে। সাধারণ শিক্ষার সাথে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার যত বিকাশ ঘটবে শিল্পোদ্যোগ প্রসারের সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পাবে।

১৩। **উদার শিল্পনীতি ঃ** শিল্পকারখানার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে বর্তমানে সরকার উদার শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া সহজ শর্তে ঋণ দান, ব্যাংকের সুদের হার হ্রাসকরণ, শিল্প স্থাপনে বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের শীতিলকরণের ফলে দেশের মানুষের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ চেতনা বিস্তার লাভ করছে। এ ছাড়া পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে পল্লী উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

১৪। **বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ** জলবিদ্যুৎ ও থারম্যাস বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের ফলে বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোগ স্থাপনে শক্তি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৫। **স্বাধীন জীবনযাপনের আগ্রহ বিস্তার ঃ** বেকার সমস্যা ও চাকরির মধ্যে পরাধীন থাকার বিড়ম্বনাসহ নানা কারণে মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে বেঁচে থাকার প্রতি আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোন স্বাধীন পেশা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সম্মানজনক কাজ বলে বর্তমানে বিবেচিত হবে। ফলে স্বাধীন জীবনযাপনের আগ্রহ থেকে উদ্যোক্তার বিকাশ লাভ ঘটছে।

১৬। **উন্নয়নমূলক সংগঠনের প্রতি বেকার যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি ঃ** দেশে শিক্ষিত, আধাশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নানা সংগঠন কাজ করছে। এসব কার্যক্রম প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দানের কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। দেশে এখন সেলাই, রান্না, ড্রাইভিং শিক্ষা, পোল্ট্রিফার্ম, মাছ চাষ, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন, চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা, নার্সিং শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ব্যবসায় উদ্যোগ বিস্তারে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **উদ্যোক্তা কে?** [পলি-২০০৮, ১১]
অথবা, উদ্যোক্তা কাকে বলে? [পলি-২০১৪(পরি)]
অথবা, উদ্যোক্তার সংজ্ঞা লিখ। [টেক্স-২০১০]
অথবা, এন্টাপ্রেনিয়র কে? [পলি-২০০৩, ০৯, ১৩]

উত্তর ঃ যে কোন কাজে প্রথমেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়তে যিনি বা যে ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই উদ্যোক্তা।

২। **শিল্পোদ্যোগের বা ব্যবসায় উদ্যোগের সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৫, ০৬, ১১, ১৪; টেক্স-১৩]
অথবা, শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship) কী? [পলি-২০০৯]

উত্তর ঃ নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নতুন কিছু উদ্ভাবন, ঝুঁকি গ্রহণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে শিল্পোদ্যোগে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

৩। **Entrepreneur শব্দের উৎপত্তি এবং এর অর্থ কী?** [পলি-২০০৬; টেক্স-১৪; জিটি-১২]
অথবা, Entrepreneur শব্দটি কোন দেশীয় শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর ঃ Entrepreneur একটি ইংরেজি শব্দ। এটি ফরাসি শব্দ Entreprendre হতে উৎপত্তি হয়েছে এবং এর অর্থ হল উদ্যোগ গ্রহণ করা বা কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা।

৪। **উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য কী কী?** [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর ঃ উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ হল- (১) মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, (২) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, (৩) সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং (৪) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

৫। **উদ্যোক্তা কত প্রকার ও কী কী?** [পলি-২০১০]

উত্তর ঃ উদ্যোক্তা চার প্রকার। যথা- (১) কারিগরি উদ্যোক্তা, (২) সুযোগ সন্ধানী উদ্যোক্তা, (৩) উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্যোক্তা এবং (৪) অনুকরণপ্রিয় উদ্যোক্তা।

৬। **ক্যানটিলন প্রদত্ত উদ্যোক্তার সংজ্ঞাটি লিখ।**

উত্তর ঃ অর্থনীতিবিদ ক্যানটিলন (Cantillon)-এর মতে, "উদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন প্রতিনিধি (Agent) যিনি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো সমন্বয়ের পণ্য মাধ্যমে প্রস্তুত করেন যার বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত।"

৭। **বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের শিল্পের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব?**

উত্তর ঃ বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সমাধান অর্থাৎ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন।

৮। **একক শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে?**
অথবা, একক শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর ঃ ব্যক্তি ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা পরিবারভিত্তিক এক ধরনের বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কার্যক্রমকে একক শিল্পোদ্যোগ (Case entrepreneurship) বলা হয়। যিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাকে একক শিল্পোদ্যোক্তা বলা হয়।

৯। **ব্যাপকভিত্তিক বা গণশিল্পোদ্যোগ কাকে বলে?** [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]

উত্তর ঃ দেশের বিদ্যমান সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ছোট ও মাঝারি আকারের উৎপাদনশীল শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রমকে ব্যাপকভিত্তিক বা গণশিল্পোদ্যোগ (Mass entrepreneurship) বলে।

১০। **উদ্যোক্তাকে পরিশ্রমী হতে হবে কেন?**

উত্তর ঃ প্রবাদ আছে যে, "পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি"। আবার কেউ কেউ বলেন, পরিশ্রমই উন্নতির চাবিকাঠি এবং পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। যে কোন কাজের চেয়ে ব্যবসায়ের কাজে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তাই সাফল্যের জন্য উদ্যোক্তাকে হতে হবে কঠোর পরিশ্রমী।

১১। **উদ্যোক্তার যে কোন চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের নাম উল্লেখ কর।**

উত্তর ঃ উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ চারটি কাজ হল ঃ

১। ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ

২। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি

৩। অর্থসংস্থান

৪। ঝুঁকি গ্রহণ।

১২। **উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর ঃ সফল উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। ব্যবসায়ের নিত্য-নতুন ক্ষেত্র ও কলাকৌশল উদ্ভাবন, নতুন নতুন পণ্য আবিষ্কার, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মৌলিক জ্ঞান উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দিক।

১৩। **উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে হবে কেন?**

উত্তর ঃ ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি বহন করতে হয়। উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ পূর্বানুমান করার ক্ষমতা এবং তার সমাধানের ক্ষেত্র তৈরির উপরও ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। তাই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।

১৪। **উদ্যোক্তাকে সংগঠক হতে হবে কেন?**

উত্তর ঃ ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও কার্যকর সংগঠনের উপরই ব্যবসায়ের সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। উদ্যোক্তাকেই উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করে সুসংগঠিত করতে হয়। তাই অবশ্যই উদ্যোক্তাকে একজন ভাল সংগঠক হতে হবে।

১৫। **জীবিকা নির্বাহ অবস্থা কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজকর্ম খুঁজে না পেয়ে নিজের শিক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বাইরে যে কোন কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে তখন তাকে জীবিকা নির্বাহ অবস্থা বলে।

[পলি-২০০৩, ০৬]

১৬। **'এন্টারপ্রিনিয়রশিপ' কথাটির অর্থ কী?**

উত্তর ঃ এন্টারপ্রিনিয়রশীপ (Entrepreneurship) একটি ইংরেজি শব্দ যার বাংলা অর্থ ব্যবসায় উদ্যোগ বা শিল্পোদ্যোগ।

[টেক্স-২০১৫]

১৭। **সামাজিক উদ্যোক্তা কাকে বলে?**

উত্তর ঃ যে সমস্ত উদ্যোক্তা নিজ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সুষ্ঠুভাবে কোন প্রতিষ্ঠান সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচালনা করে থাকে তাকে সামাজিক উদ্যোক্তা বলে।

[পলি-২০০৩, ০৯]

১৮। **কেস স্টাডি হতে ছাত্র-ছাত্রীরা কী জ্ঞান লাভ বলে?**

উত্তর ঃ কেস স্টাডি হতে ছাত্র-ছাত্রীরা মুখস্তবিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল চিন্তা, তাত্ত্বিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, বিচার শক্তি এবং ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

১৯। **অর্থনীতিতে উদ্যোগ বিষয়টি সর্বপ্রথম কে প্রচলন করেন?**

উত্তর ঃ অর্থনীতিতে উদ্যোগ বিষয়টি সর্বপ্রথম প্রচলন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ক্যানটিলন।

২০। **শিল্পোদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তির দিকগুলো কী কী উল্লেখ কর।**

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোক্তার উদ্ভাবনী দিকগুলো হল ঃ উৎপাদনের নতুন প্রক্রিয়া সৃষ্টি, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান, বাজার অনুসন্ধান, নতুন পণ্য সৃষ্টি, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার প্রভৃতি।

২১। **উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তি থাকার প্রয়োজন কেন?** [পলি-২০১১, ১৩]

উত্তর ঃ উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হতে হয়। উৎপাদনের নতুন প্রক্রিয়া সৃষ্টি, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান, নতুন পণ্য উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার চিহ্নিতকরণ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তির বিভিন্ন দিক।

২২। **উদ্যোক্তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকতে হয় কেন?**

উত্তর ঃ উদ্যোক্তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব শ্রমিক, কর্মচারী ও ক্রেতাদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে।

২৩। **উদ্যোক্তা কিভাবে জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করেন?**

উত্তর ঃ উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন প্রকল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ফলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনশক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

২৪। **উদ্যোক্তার সাংগঠনিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কী?**

উত্তর ঃ ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যোক্তাকে সংগঠনের কাঠামো প্রণয়ন, পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধান নিশ্চিত করতে হয়। একেই সাংগঠনিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বলে।

২৫। **একজন উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

উত্তর ঃ উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা, কাজকর্মে পৈতৃক গুণাবলির প্রতিফলন, সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, বংশ মর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২৬। **পরিমিত ঝুঁকি বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৪]

উত্তর ঃ কারবার গঠনের সিদ্ধান্ত তথা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন নতুন পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য কিছু পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বাজারে প্রেরণ করতে যে ঝুঁকি বহন করা হয় তাকে পরিমিত ঝুঁকি বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৪, ২০০৫, ১১; ০৫(সমা)]

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা কাকে বলে? [পলি-২০০৮]

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের নিমিত্তে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় শিল্পোদ্যোক্তা/ব্যবসায় উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা একজন সংগঠক। তিনি ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব বহন করেন এবং উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ, যথা ঃ ভূমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি ইত্যাদি সংগ্রহ ও একত্রিত করে ব্যবসায় বা শিল্প সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সাফল্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হল ঃ

প্রামাণ্য সংজ্ঞা ঃ

(ক) **অর্থনীতিবিদ ক্যানটিলন (Cantillon)**-এর মতে, "উদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন প্রতিনিধি (Agent) যিনি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে পণ্য প্রস্তুত করেন যার বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত।"

(খ) **জোসেফ এ. সুমপিটার (Joseph A. Schumpeter)** বলেন যে, "উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন এবং উন্নয়নে গতিশীলতা সঞ্চার করেন।"

(গ) **ডব্লিউ এফ. গ্লুচ (W. F. Gluech)** বলেন, "উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যান।"

সুতরাং বলা যায় যে, শিল্পোদ্যোক্তা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বীয় উদ্যম বা প্রচেষ্টা, কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রেরণার সাহায্যে একটি নতুন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করে একে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২। **শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৫(সমা)]

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোক্তা এ শব্দ দুটির মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে আলাদা দুটি শব্দ। যেমন– উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা। 'শিল্প' শব্দের সঙ্গে 'উদ্যোগ' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'শিল্পোদ্যোগ'। তেমনি শিল্প শব্দের সঙ্গে উদ্যোক্তা যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'শিল্পোদ্যোক্তা'। শিল্প বলতে কাজ বুঝায় আর এ কাজ যিনি সম্পাদন করেন তাকেই উদ্যোক্তা বলে। আবার শিল্প বা কাজ করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাকেই শিল্পোদ্যোগ বলে।

৩। **শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য কী কী? বর্ণনা দাও।** [পলি-২০০৫, ১০, ১৪]

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [পলি-২০০৮]

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০০৯]

উত্তর ঃ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। সে প্রেক্ষিতে একজন উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(i) মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য; (ii) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য;
(iii) সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং (iv) সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

(i) **মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ** মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য, আক্রমণাত্মক স্পৃহা, স্বীকৃতি, বদান্যতা, ঝুঁকি গ্রহণের মনোবৃত্তি, দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, জানার আগ্রহ, উদ্ভাবনী শক্তি, গ্রহণযোগ্যতা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সাহস, অঙ্গীকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(ii) **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঃ** পুঁজির যোগান ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, সুযোগের সদ্ব্যবহার, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি একজন উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে।

(iii) **সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ** উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা, কাজ-কর্মে পৈত্রিক গুণাবলির প্রতিফলন, সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন, বংশ মর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(iv) **সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঃ** একজন উদ্যোক্তাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, বিক্রয়িক গুণের অধিকারী, নৈতিকতা ও সাধুতা, সহজ-সরল, কর্মতৎপর, ত্যাগ স্বীকার, প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রমী, কাজের প্রতি একাগ্রচিত্ততা, শারীরিক সুস্থতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

৪। **শিল্পোদ্যোক্তার যে কোন পাঁচটি গুণাবলির বর্ণনা দাও।**

উত্তর ঃ একজন উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গুণাবলির উপর ব্যবসায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। ব্যবসায়ের সফলতার জন্য একজন উদ্যোক্তার যে সকল গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তার মধ্য থেকে নিম্নে ৫টি গুণাবলি আলোচনা করা হল ঃ

(i) **সাংগঠনিক ক্ষমতা ঃ** ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও কার্যকর সংগঠনের উপরই ব্যবসায়ের সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। উদ্যোক্তাকেই উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করে সুসংগঠিত করতে হয়।

(ii) **সাফল্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ঃ** নিজের কাজে সাফল্য অর্জনের অদম্য স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ। ব্যবসায়ের ইপ্সিত লক্ষ্য হাসিলের জন্য তাকে হতে হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, সুদৃঢ় মনোবল ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকারী।

(iii) **উদ্যম ও সাহস ঃ** একজন সফল উদ্যোক্তার প্রচণ্ড উদ্যম ও সাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। উদ্যম ও সাহস উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ঝুঁকি ও সমস্যার মোকাবিলা করতে শক্তি যোগাতে সহায়তা করে।

(iv) **বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ঃ** সাধারণ যে কোন লোকের চেয়ে একজন উদ্যোক্তার অধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। উদ্যোক্তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা তাকে সফলতা লাভে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে।

(v) **সতর্কতা ঃ** একজন উদ্যোক্তাকে সব বিষয়ে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। উদ্যোক্তার সামান্যতম অসতর্কতার কারণে ব্যবসায়ের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। তাকে ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

৫। একক শিল্পোদ্যোগ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর ঃ যেসব ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান একক বা বিশেষ শ্রেণির জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি করে, থাকে, এ ধরনের সৃষ্ট শিল্পোদ্যোক্তাকে একক শিল্পোদ্যোক্তা (Case Entrepreneurship) বলে।

৬। গণ বা ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য জনগণের মাঝে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো আবশ্যক যাতে করে সমগ্র দেশের প্রতিভাবান ও নিষ্ঠাবান উদ্যোক্তাদের সুষ্ঠু অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত হয়। এছাড়া শিল্পোদ্যোক্তার উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশে সবরকম ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীলতা (Productivity) এবং আত্মকর্মসংস্থান (Self employment) বিষয়টির বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। এজন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে যাতে করে যে কোন উদ্যোক্তা সহজেই দক্ষ জনবল নিয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হন।

মোটকথা, ব্যাপকভিত্তিক বা গণশিল্পোদ্যোগ দেশের বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে আরও বেগবান করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ এর ব্যাপারে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। যাতে করে ছোট ও মাঝারি আকারের উৎপাদনশীল কার্যক্রমে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা যায়। এভাবেই শিল্পোদ্যোগের ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং কালক্রমে এর পরিধি ব্যাপকভিত্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে এবং দেশে টেকসই (Sustainable) অর্থনীতি গড়ে উঠবে।

৭। বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আছে কী? যদি থাকে কেন?

অথবা, **বৃত্তি বা পেশা হিসাবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০০৫, ০৭, ১২; টেক্স-১৪; জিটি-১৩]

উত্তর ঃ বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ আধুনিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার একটি নতুন বৈশিষ্ট্য।

শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা বলতে জ্ঞান ভাণ্ডারের এ শাখাকেই বুঝায়, যা পাঠ করলে একজন শিক্ষার্থীর সুপ্তগুণাবলি বিকাশের পথ প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হয়, আত্মবিশ্বাস ও বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, উদ্ভাবনী সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জিং কাজে উৎসাহিত হয় এবং নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রাণিত ও তা সফলতার সাথে পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করে। এ শিক্ষা একজন ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে এবং শিল্পোদ্যোগ পেশায় উদ্বুদ্ধ করে।

নিম্নে বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল ঃ

(i) **শিল্পোদ্যোগের ধারণা লাভ ঃ** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন ও কর্মীদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত হওয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা প্রয়োজন। শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যবসায় ধারণা, প্রকল্প তৈরি, প্রকল্প নির্বাচন, ব্যবসায় পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

(ii) **উদ্ভাবনী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহ ঃ** শিল্পোদ্যোগের জ্ঞান একজন তরুণ ব্যক্তিকে উদ্ভাবনী, সৃজনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন, নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা জরুরি প্রয়োজন।

(iii) **দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি ঃ** শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা গ্রহণ করলে একজন ব্যক্তির সুপ্ত গুণাবলি বিকাশের পথ প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হয়। এ শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে সহায়তা করে।

(iv) **আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ ঃ** শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় উদ্বুদ্ধকরণে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিল্পোদ্যোগ কোর্স একজন শিক্ষার্থীকে চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান বা শিল্পোদ্যোগ পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

(v) **সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি ঃ** শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একদিকে যেমন আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, দেশের জনগণের মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যমের বিকাশ ঘটিয়ে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুবন্দোবস্তকরণে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৮। উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা কাকে বলে?

উত্তর ॥ যেসব উদ্যোক্তা যথেষ্ট উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন তাঁদেরকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোগ বলে। ব্যবসায়ের নিত্যনতুন ক্ষেত্র ও কলাকৌশল উদ্ভাবন, নতুন পণ্য আবিষ্কার ও বাজার সৃষ্টি, নতুন কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁরা নিজের উদ্যোগে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন, উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করে পণ্য উৎপাদন করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার চেষ্টা করেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তারা উদ্ভাবন কার্য পরিচালনায় এর উদ্ভাবনী কার্যসমূহকে শিল্প সম্ভাবে ব্যবহারে আগ্রহী।

৯। কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা কাকে বলে? [পলি-২০১১]

উত্তর ॥ এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ করিৎকর্মা ও বাস্তবমুখী। তারা জনসংযোগের তেমন একটা ধার ধারেন না, ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বেশি আগ্রহী। কারণ, বড় প্রতিষ্ঠান তাঁরা পছন্দ করেন না। ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এরা প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন।

১০। সুযোগ সন্ধানী উদ্যোক্তা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর ॥ যে সকল শিল্পোদ্যোক্তা বাজারে বিদ্যমান সুযোগকে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়নে চেষ্টা করেন তাদেরকে সুযোগ সন্ধানী শিল্পোদ্যোক্তা বলে। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে কাজ করে থাকেন। তারা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে কোন সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। তারা নিজেদের কারিগরের চেয়ে একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে গণ্য করতে আগ্রহী। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ অধিক জনসংযোগে বিশ্বাসী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকেন।

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়নে একজন উদ্যোক্তার ভূমিকা কী? [পলি-২০০৩, ০৮, ০৯, ১০]
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৩]

উত্তর ॥ উদ্যোক্তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই একটি দেশে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এতে তার নিজের এবং অন্যদের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং কর্মসংস্থান মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ফলে দেশের সঠিক অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

১২। শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৭]
অথবা, শিল্পোদ্যোগ পাঠের উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর ॥ শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা বলতে জ্ঞানভাণ্ডারের এ শাখাকেই বুঝায়, যা পাঠ করলে একজন শিক্ষার্থীর সুপ্ত গুণাবলি বিকাশের পথ প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হয়, আত্মবিশ্বাস ও বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, উদ্ভাবনী সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জিং কাজে উৎসাহিত হয় এবং নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রাণিত ও তা সফলতার সাথে পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করে। এ শিক্ষা একজন ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে এবং শিল্পোদ্যোগ পেশায় উদ্বুদ্ধ করে।

১৩। একজন শিল্পোদ্যোক্তা হতে হলে তার কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন? [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর ॥ একজন শিল্পোদ্যোক্তা হতে হলে তার নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। যথা ঃ

১। উদ্ভাবনী শক্তি,
২। কৃতিত্বার্জন আকাঙ্ক্ষা,
৩। দূরদৃষ্টি,
৪। আত্মবিশ্বাস,
৫। ঝুঁকি গ্রহণ করার ক্ষমতা,
৬। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা,
৭। সাংগঠনিক দক্ষতা, ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। "শিল্পোদ্যোক্তা জন্মগতভাবেই শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি হয় না"। উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত ঃ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষকের বক্তৃতা ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তুত কর।

২। উন্নয়নশীল দেশের শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলির বর্ণনা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১৫(পরি)]

অথবা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১৪; টেক্স-১৪]

অথবা, উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তার ভূমিকা লেখ। [পলি-২০১৪(পরি)

অথবা, "শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নশীল দেশের সম্পদ"-ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৩]

অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.৬ দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। শিল্পোদ্যোক্তা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তার শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত ঃ ১.১ নং অনুচ্ছেদের ২য় অংশ এবং অনুচ্ছেদ ১.৩ দ্রষ্টব্য।

৪। শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে? একক ও ব্যাপক শিল্পোদ্যোক্তা বলতে কী বুঝায়? আমাদের জন্য কোনটি উপযোগী?

উত্তর সংকেত ঃ ১.১ নং অনুচ্ছেদের ১ম অংশ এবং অনুচ্ছেদ ১.৪ দ্রষ্টব্য।

৫। বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের সম্ভাবনার বর্ণনা দাও।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.৭ দ্রষ্টব্য।

৬। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? বর্ণনা কর।

[পলি-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪; জিটি-১৩]

অথবা, একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫(সমা); টেক্স-১৫]

অথবা, শিল্প উদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৯, ১১; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ১.২ দ্রষ্টব্য।

৭। পেশা বা জীবিকার্জনের পথ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ১২]

উত্তর সংকেত ঃ ১.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ২

শিল্পোদ্যোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

Entrepreneurship and Economic Development

২.০ সূচনা (Introduction) ঃ

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। আশি ভাগ লোক কৃষি কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষির উপর চাপ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। নগর, বন্দর, হাট-বাজার, আবাসিক গৃহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের ফলে কৃষি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই কৃষি জমিতে যতোই ইনপুট দেয়া হোক না কেন এ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি উৎপাদনশীলতা আশা করা যায় না। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বেকার। কেবলমাত্র প্রচলিত কৃষি কাজ এই বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এই বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিভিত্তিক (Agrobased) শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা আবশ্যক। যেহেতু আমাদের সম্পদ/ মূলধনের পরিমাণ সীমিত, তাই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে একথা সত্য যে, আমাদের দেশে শিল্প-কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তির তেমন ব্যবহার হতে দেখা যায় না। উৎপাদনশীলতা যেমন কম তেমনি দক্ষ জনশক্তির ব্যবহারও কম হচ্ছে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষ জনশক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনে দেশে অধিক পরিমাণে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এতে করে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। দেশের কাঁচামাল ও শ্রমিক ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

দেশের শিল্প-কারখানার বিকাশের জন্য শিল্পোদ্যোক্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবশ্যক। ফলে প্রত্যাশিত বেকার সমস্যার সমাধান ও শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

২.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা (Definition of Economic Development) ঃ

'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' কথাটি অর্থনীতি শাস্ত্রের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। কিন্তু মজার বিষয় হল এটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন।

নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ

১। **অধ্যাপক মায়ার ও বল্ড উইন**-এর মতে, 'যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘকাল প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।"

২। **অধ্যাপক সুইডার**-এর মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদি বা অপ্রতিহত বৃদ্ধিকে বুঝায়।"

৩। **অধ্যাপক লুইস**-এর মতে, "প্রতি ঘণ্টা কাজের মাধ্যমে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে বুঝতে হবে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

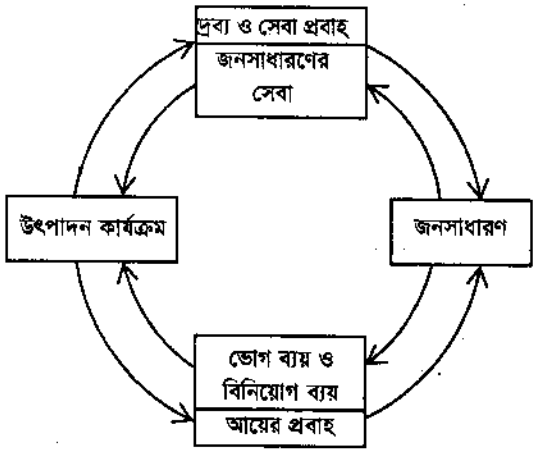
৪। **অধ্যাপক উইলিয়াম ও ব্যাট্রিক**-এর মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের জনগণ প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রতিহত গতিতে মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়াতে পারে।"

পরিশেষে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দেশের দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

২.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া (The Economic Development is a Process) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি ও অবিরত প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে **মায়ার** (Meeir) এবং **বল্ড উইন** (Bond Win) বলেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া– যার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়।" তবে উন্নয়নের হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় তখনই মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। প্রক্রিয়া বলতে কতকগুলো নির্দিষ্ট শক্তির সম্মিলিত কাজকে বুঝায়, যে শক্তিগুলো দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে কোন কোন গুণকের পরিবর্তন আসে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ, স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ার সাধারণ ফলই হল একটি অর্থনীতির জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যা নিজেই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন।" সুতরাং একথা সহজেই বলা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের জাতীয় উৎপাদনের পরিবর্তন নিয়ে আসে, যদি সুষ্ঠু ও

সুষম বণ্টন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তবেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থশাস্ত্রে জনগণ ও উৎপাদন এর ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে, যা বৃত্তাকার চিত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে ধারণা লাভ করা যায়।



চিত্র ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

বৃত্তাকার চিত্র হতে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, অর্থনীতিতে ব্যবসায় কিংবা উৎপাদন কার্যক্রমের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে উৎপাদনে নিয়োজিত উপাদানসমূহের আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত আয়ের কারণে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং এতে করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়। এই চিত্র একটি ভারসাম্য অর্থনীতির পরিচয় প্রদান করে।

একটি দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদানগুলোর পুনঃব্যবহার, উপাদানগুলোর মধ্যে আয়ের সুষম বণ্টন এবং দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সরবরাহ বাজারের চাহিদা মতো অব্যাহত রাখা।

আমরা জানি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন হল একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনজীবনে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলো পরিবর্তন নিয়ে আসে। আবার এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া কতকগুলো গুণকের উপর নির্ভরশীল হয়। যেমন–

১। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা;
২। মূলধন গঠনের হার;
৩। মূলধন ও উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাত;
৪। উদ্যমী উদ্যোক্তা;
৫। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন;
৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার;
৭। সামাজিক অবকাঠামো (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য);
৮। অ-অর্থনৈতিক গুণকসমূহ।

আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থনীতি বলা যেতে পারে। আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাফল্য মূলত নির্ভর করে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত উন্নয়ন কৌশল ও নীতির সঠিক বাস্তবায়নের উপর। এগুলো দেশের আর্থিক নীতি, কর ব্যবস্থা, ঋণ নীতি, শিল্প নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ও শিল্প উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। পরিশেষে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পোদ্যোগের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

২.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসেবে শিল্পোদ্যোগ (The Entrepreneurship as a Factor of Economic Development) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসেবে শিল্পোদ্যোগ এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে অনেক অর্থনীতিবিদ এর মতামত ভিন্ন রয়েছে। যেমন– অর্থনীতিবিদ **স্যুমপিটার (Schumpeter)**-এর মতে, উদ্যোক্তার কাজ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সামাজিক পরিবেশে নিজস্বভাবে উদ্যোক্তার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের উদাহরণ আনা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক সাফল্যজনকভাবে কৃষকদের এই পদ্ধতি শিখিয়ে কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতিগত বিপ্লব আনা সম্ভব হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগই উদ্যোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত কৌশলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের দ্বারা কাজে লাগিয়ে সাফল্য অর্জন করেছে।

গারশেনক্রন (Gershenkron) এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ব্যাংকগুলোও উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে থাকে। আরও জানা যায় যে, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা হিসেবে সরকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সরকারের বিনিয়োগকৃত প্রকল্পে ঝুঁকি গ্রহণের ব্যাপারটি অনুপস্থিত থাকে। কেননা যে সরকারি কর্মকর্তা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে, তাকে তেমন ঝুঁকি নিতে হয় না, যা ব্যক্তি উদ্যোক্তাকে নিতেই হয়।

মার্ক্স উদ্বৃত্তমূল্যের (Surplus value theory) তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রত্যাশাই পুঁজিপতিরা আরও বেশি করে সঞ্চয় করে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযোজন করে, এতে করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। **মার্ক্স** বলেছেন, তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণকে বাড়ানো যায়। পদ্ধতিগুলো হল ঃ (১) শ্রমের সময় বৃদ্ধি করে, (২) মজুরির হার হ্রাস করে, (৩) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। তাঁর প্রদর্শিত যুক্তির মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদনে নিয়োজিত প্রযুক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে অবশ্যই নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদনে সংযোজন করতে হবে। তাই উৎপাদনকারীগণ নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি সংযোজনে যথেষ্ট উদ্যোগী হবে। এর ফলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, যা একমাত্র মূলধন যোগানের মাধ্যমেই সম্ভব।

সকল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে **স্যুমপিটারই** অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকায় উদ্যোক্তাকে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তাই হল নতুন ও উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁর মতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের নতুন সংযোজন পাঁচ ভাবে হতে পারে। যেমন– (১) নতুন কোন দ্রব্যের উৎপাদন করা, (২) নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা, (৩) নতুন বাজার সৃষ্টি করা, (৪) কাঁচামালের উৎসের আবিষ্কার করা ও (৫) একচেটিয়া বাজার ধরার জন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি চালু করা।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, উন্নয়নের চাবিকাঠি মূলত চারটি গুণকের মধ্যেই নিহিত। যথা– (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) জনসংখ্যা, (৩) মূলধন গঠন এবং (৪) প্রযুক্তি। এছাড়া 'প্রবৃদ্ধিই উন্নয়ন' এই ধারণার সমর্থক আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান গুণক হিসেবে মূলধন যোগান ও বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। আবার বন্টনকারী সমর্থক আধুনিক অর্থনীতিবিদগণও প্রবৃদ্ধিকে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত বলে স্বীকার করেন। তবে তাঁরা প্রবৃদ্ধির সাথে জাতীয় আয় ও সম্পদের সমবন্টনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের ধারণা হল এর মাধ্যমেই জনগণের জীবন ধারণের মান বৃদ্ধি সম্ভব।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা তখনই সাফল্য লাভ করে যদি সে দেশের সরকারের অর্থনৈতিক নীতি। যেমন– কর নীতি, আর্থিক নীতি, ঋণ নীতি, শিল্প নীতি, মজুরি নীতি ইত্যাদি উদ্যোক্তার উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এ কথা সত্য যে, উন্নয়ন একটি অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেই উন্নয়ন দেখা যায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণগুলো হল ঃ (১) প্রযুক্তির উন্নয়ন, (২) বাজারের প্রসার, (৩) সম্পদের নতুন উৎসের আবিষ্কার, (৪) নতুন ধরনের দ্রব্য সম্ভার সৃষ্টি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে নিম্নবর্ণিত গুণকসমূহকে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১। মূলধন যোগান, ২। ঋণ ব্যবস্থা, ৩। আধুনিক প্রযুক্তি, ৪। সম্পদের নতুন উৎসের আবিষ্কার, ৫। নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, ৬। নতুন বাজার সৃষ্টি।

পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রকৃতিতে উদ্যোক্তার ভূমিকা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে উদ্যোক্তা একজন সংগঠক, উদ্ভাবক, সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী, ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এমনি একজন উদ্যোক্তা দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে নিজের তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচিত।

২.৪ মূলধন যোগান বা সঞ্চয়ের হার (Capital Accumulation or Rate of Saving) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুণক হল মূলধন যোগান। মূলধন ব্যতিরেকে বিনিয়োগ হয় না। আমরা মূলধন যোগান বলতে মূলধন সংগ্রহ বুঝে থাকি। সঞ্চয়ের হার বলতে কি হারে সঞ্চয় হচ্ছে তা বুঝায়। মূলধন যোগানের উৎস হল দুটি। যথা ঃ অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎস বলতে দেশীয় সঞ্চয় ও ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদান করাকে বুঝায়। বৈদেশিক উৎস বলতে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকে বুঝায়।

উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন তার নিজস্ব ও ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। কোন কোন বিনিয়োগে যদি মূলধনের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে নিজস্ব সঞ্চয় হতে যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। এমন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অন্যান্য বিনিয়োগকারীর সহযোগিতায় মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। তাহলে একজনের স্থানে কয়েকজন লোক একত্রে মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, এদেরকে 'প্রবর্তক' বলা হয়। তারা নতুন কোম্পানি গড়ে তুলে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। আর এভাবে বড় পরিমাণের মূলধন যোগান সম্ভব হয়। মোটকথা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ছোট ছোট সঞ্চয় একত্রিত করে বড় মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অধিক উৎপাদন করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করা।

কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) মতে, পুঁজিপতিদের প্রধান লক্ষ্য হল তাঁদের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। তাঁর মতে, উদ্বৃত্ত মূল্যের (Surplus value) পরিমাণ বাড়ানোর জন্য পুঁজিপতিরা বেশি করে সঞ্চয় করে এবং উৎপাদনে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আসে ও দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ ও আর্থিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ায় সরকারের প্রয়োজনীয় খাতে মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

মানুষ সঞ্চয় করে কেন? মানুষ সঞ্চয় করে ঃ (১) অনেক মানুষের সঞ্চয় করার প্রবণতা থাকে, (২) অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য, (৩) বার্ধক্যকালীন সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, (৪) আপদ-বিপদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, (৫) জিনিসপত্র কিংবা জমি - জমা ক্রয়ের জন্য, (৬) সঞ্চয় যখন লাভজনক বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হয়।

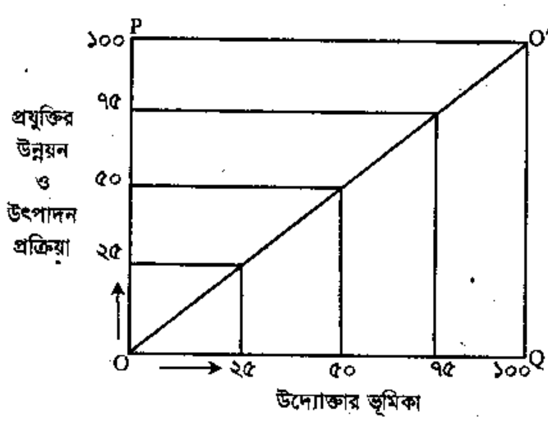
আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁরা মনে করেন, মূলধন যোগানোর হার সরাসরি ভাবে সঞ্চয়ের হারের সাথে সম্পর্কিত। তাঁদের মতে, সঞ্চয়ের হার সাধারণত দুটি গুণকের উপর নির্ভর করে। যেমন– (১) আয়ের স্তরের উপর ও (২) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হারের উপর।

মূলধন যোগানের অন্যতম পদ্ধতি হল সঞ্চয়। সঞ্চয় প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে সঞ্চয়ের ইচ্ছা, আয়ের স্তর ও সঞ্চয় বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়ের হারের উপর। উদ্যোক্তা কর্তৃক সঞ্চয়ের লাভজনক বিনিয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। এতে করে কেবলমাত্র জনগণের আয়ের স্তরকে বাড়ায় না, বরং জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

২.৫ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা (The Role of Entrepreneur in the Technological Development and Their Introduction into Production Process) ঃ

"প্রযুক্তি" শব্দের ইংরেজি হল Technology। এর অর্থ হল শিল্পোৎপাদনে প্রযুক্তি যে কোন বা সমগ্র বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োগ। একে প্রয়োগ বিদ্যাও বলা হয়। প্রযুক্তি বলতে এমন এক ধরনের প্রায়োগিক বিদ্যাকে বুঝায় যা শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং কারবার কার্যক্রমকে সহজতর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে। তাই প্রযুক্তি শিল্প-কারখানা ও কারবারের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। ইদানিংকালে উৎপাদন প্রযুক্তির অধিকতর উন্নয়ন ও নতুন নতুন সম্পদ ভাণ্ডার আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে এবং পণ্যের মানও বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির সংযোজনই উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। প্রযুক্তি একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়ায় অন্য দিকে তেমনি কর্মসংস্থান (Job market) কমায়। আমাদের দেশে অধিক জনসংখ্যার কারণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শিল্প-কারখানায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার স্বংয়ক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহ করছে। তথাপি প্রযুক্তির উন্নয়ন মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা (Technology Management) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহুমাত্রিক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত ও অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ তো নয়ই, বরং বোঝা হয়ে দেখা দিচ্ছে। আর এ কাজটি সম্ভব কেবলমাত্র প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।



চিত্র ঃ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার সরাসরি সম্পর্ক

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এখানে উদ্যোক্তা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি প্রবর্তক এবং উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংযোজক হিসেবে সংশ্লিষ্ট থাকে। উদ্যোক্তার প্রাথমিক লক্ষ্য হল ব্যবসায়ের প্রসার ও মুনাফা অর্জন। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুনাফা বৃদ্ধি উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। তাই প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সঙ্গে উদ্যোক্তার ভূমিকা সরাসরি জড়িত।

উন্নত দেশে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার সরাসরি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়নশীল দেশের জন্য এরূপ একটি সম্পর্ক আবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উদ্যোক্তার ভূমিকা ঃ কেন উদ্যোক্তারা উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়নে ও উৎপাদনের তার ব্যবহারে মনোযোগী হন? যদিও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এ প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন, তথাপি সবাই যে বিষয়ে একমত তা হলো যে, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ ও চাহিদাই উদ্যোক্তাদেরকে ক্রমাগতভাবে প্রযুক্তি উন্নয়নে এবং উৎপাদনে তার ব্যবহারে সচেষ্ট রাখবে। কার্ল মার্কস ও মার্শালসহ অন্যান্য নব্য ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ক্ল্যাসিক্যাল বিশ্লেষণ, বিশেষ করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং শ্রমকে মূলধন দ্বারা প্রতিস্থাপন করার সম্ভাবনাই স্বীকার করেছেন এবং শ্রমকে মূলধন দ্বারা প্রতিস্থাপন করার এ সম্ভাবনাই উৎপাদনের প্রযুক্তির উন্নয়ন করার উদ্যোক্তার প্রচেষ্টাকে আরো তীব্র করেছে।

অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো ও মার্শাল বলেছেন, প্রযুক্তির বর্তমান স্তরে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানোর সুযোগ সীমাবদ্ধ, সেহেতু বর্ধিত হারে মুনাফা অর্জনের চাহিদাই পুঁজিপতিদেরকে উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়ে প্রযুক্তির উন্নয়ন, সংস্কার ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার সংযোজনকে অধিক উদ্যামী ও অধিক সম্পদ বিনিয়োগে বাধ্য করে।

অতএব, উপসংহারে এটা বলা যায়, অধিক মুনাফা অর্জনের চাহিদাই উদ্যোক্তাদেরকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকারী প্রযুক্তির উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণায় ও উৎপাদনে তার সংযোজনে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে।

২.৬ নতুন সম্পদের উৎস আবিষ্কারে শিল্পোদ্যোক্তা (The Entrepreneur in the Discovery of New sources of Resources) ঃ

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো হল ঃ

১। মানব সম্পদ, ২। প্রাকৃতিক সম্পদ, ৩। মূলধন গঠন, ৪। প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা। একথা সত্য যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই উদ্যোক্তারা সম্পদের সবসময়ই নতুন নতুন উৎসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদনের অন্যতম ভিত্তি হল সম্পদের উৎসসমূহের আবিষ্কার। এতে করে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে বাজারে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বাড়ে ও বাজার দর হ্রাস পায়। সম্পদের মূল্য হ্রাস অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং এর ফলে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আসে। শিল্পোদ্যোক্তা যে সমস্ত কারণে নতুন সম্পদের উৎসের সন্ধানে নিয়োজিত হয়, তার পিছনে রয়েছে ঃ

১। কাঁচামালের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ এবং ২। কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে রূপান্তরকরণ। উপরোক্ত কাজ করার জন্য অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সম্পদের নতুন উৎস প্রাপ্তির ফলে শুধুমাত্র বিনিয়োগই বৃদ্ধি পায় না, সেই সাথে আয়ের স্তর ও আয়ের হারও বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে সঞ্চয় ও মূলধন যোগানের হারও বৃদ্ধি পায়। কেননা, আবিষ্কৃত সম্পদের নতুন উৎস সম্পদের (কাঁচামাল) মূল্য কমায়, ফলে মুনাফা অর্জনের পরিমাণ বাড়ায়। তাই উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারের দিকে সর্বদাই নিয়োজিত থাকে। নতুন উৎসের আবিষ্কার অর্থনীতিতে বিনিয়োগের নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে। এতে করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।

২.৭ নতুন পণ্যের আবিষ্কারে শিল্পোদ্যোক্তা (The Entrepreneur in the Discovery of New Products) ঃ

একই রকম দ্রব্য বা সেবা ব্যবহারে জনসাধারণের মধ্যে একঘেয়েমিত্ব দেখা দেয়। জনসাধারণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী পরিবর্তিত নতুন অথচ অধিক গুণগতমানসম্পন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়। ব্যবহারকারী জনগণের মনোভাব যাচাই করে তাদের রুচি ও চাহিদা মতো নতুন উৎপন্ন পণ্য বাজারজাত করতে পারলে ব্যবসায়ে সাফল্য আসে। মোটকথা এতে করে চাহিদার এই বৃদ্ধি উৎপাদিত ও বিক্রয়ের পরিমাণকে বাড়ায় যার ফলে মুনাফা ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য বাড়ানো সম্ভব। তাই দ্রব্যের গুণগত মানের উন্নতি সাধন করে দ্রব্যের মোট চাহিদা ও মূল্য উভয়কেই বাড়ানো যেতে পারে। এখানে শিল্পোদ্যোক্তাকে নতুন দ্রব্য চিহ্নিতকরণ ও তার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণার আয়োজন করতে হয় এবং গবেষণার জন্য অর্থ বিনিয়োগের দরকার হয়। এ কথা সত্য যে, জনসাধারণের রুচি ও পছন্দ পরিবর্তনশীল। অতএব, ক্রেতা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন করতে হয়। এখানেই গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রশ্নটি এসে যায়। আর এ জন্যে শিল্পোদ্যোক্তাকে গুণগত মানসম্পন্ন নতুন পণ্যের সন্ধানে সদা সম্পৃক্ত থাকতে হয়। নতুন উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের সংযোজন অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির সহায়ক।

২.৮ নতুন বাজার আবিষ্কারে শিল্পোদ্যোক্তা (Entrepreneur in the Discovery of New Markets) ঃ

সাধারণ অর্থে 'বাজার' (Market) বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনীতিতে 'বাজার' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না, বরং কোন দ্রব্যকে বুঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেমন– পাটের বাজার, সোনার বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। অধ্যাপক **চ্যাপম্যান** (Chapman) বলেন, "বাজার বলতে কোন স্থানকে বুঝায় না, বরং এক বা একাধিক পণ্যকে বুঝায় যা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়।"

নতুন বাজার সৃষ্টি বা বাজার সম্প্রসারণের অর্থ হল উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা সামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাতে করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য হয়। অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা। উদ্যোক্তারা সবসময়ই নতুন বাজার সৃষ্টি অথবা বাজার সম্প্রসারণে আগ্রহী হয় এই জন্য যে, বাজার সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায় অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি পায়। এতে করে অধিক মুনাফা অর্জিত হয়।

তাই উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী সবসময় নতুন বাজার সৃষ্টি করার চিন্তা-ভাবনা কিংবা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এতে করে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করবে। এর ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে আর সেই সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী?** [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে? [পলি-২০১৫]
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১২(পরি), ১৪; টেক্স-১৩]

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল জাতীয় ও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন।

২। **কিন্ডেল বার্গার প্রদত্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর ঃ কিন্ডেল বার্গার প্রদত্ত সংজ্ঞা "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একদিকে অধিক উৎপাদন এবং একই সাথে যে কৌশলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তার পরিবর্তন নির্দেশ করে"।

৩। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী?** [পলি-২০০৫, ০৯, ১০]
অথবা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১৪(পরি); টেক্স-০৯, ১০, ১৪; জিটি-১৪]

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া কী?**

উত্তর ঃ একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ মোট প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলে।

৫। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দুটি গুণকের নাম কর।**

উত্তর ঃ (১) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা (২) মূলধন গঠনের হার।

৬। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেশের কোন কোন অবস্থার পরিবর্তন আনে?**

উত্তর ঃ (১) সামাজিক অবস্থা, (২) অর্থনৈতিক অবস্থা ও (৩) জীবনযাত্রার মান।

৭। **কোন কোন উপায়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণকে বাড়ানো যায়?**

উত্তর ঃ তিনটি উপায়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণকে বাড়ানো যায়। যথা ঃ (১) শ্রমের সময় বৃদ্ধি করে, (২) মজুরির হার কম করে ও (৩) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৮। **কার্ল মার্ক্স এর অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতত্ত্বে কার ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়নি?**

উত্তর ঃ কার্ল মার্ক্স এর অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতত্ত্বে উদ্যোক্তার ভূমিকার গুরুত্ব স্থান পায়নি।

৯। **আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া কী?**

উত্তর ঃ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন ও সুসামঞ্জস্য প্রক্রিয়া।

১০। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তাকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় কোন অর্থনীতিবিদ্‌ দেখিয়েছেন?**

উত্তর : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যুমপিটার।

১১। **একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা কখন সাফল্য লাভ করবে?**

উত্তর : একটি দেশের সরকারের অর্থনৈতিক নীতির উপর সে দেশের উদ্যোক্তার সাফল্য নির্ভর করে।

১২। **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি কী কী?** [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি বলতে বুঝায়, যেমন– কর নীতি, ঋণ নীতি, শিল্প নীতি, মজুরি নীতি, আর্থিক নীতি ইত্যাদি।

১৩। **কী কী কারণে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়?** [পলি-২০০৫, ০৯]

উত্তর : (১) প্রযুক্তির উন্নয়ন, (২) বাজারের প্রসার, (৩) কাঁচামালের নতুন উৎসের আবিষ্কার ও (৪) নতুন ধরনের পণ্যের উদ্ভাবন করলে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

১৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধানতম গুণক কোনটি?**

উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধানতম গুণক হচ্ছে মূলধনের যোগান।

১৫। **সঞ্চয়ের হার কিসের উপর নির্ভর করে?** [টেক্স-২০১৪]

উত্তর : (১) আয়ের স্তরের উপর ও (২) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের উপর।

১৬। **মূলধন যোগানের অন্যতম পদ্ধতি কী?**

উত্তর : মূলধন যোগানের অন্যতম পদ্ধতি হল জনগণের সঞ্চয়।

১৭। **শিল্প কারখানায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কী হয়?**

উত্তর : শিল্প কারখানায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে এবং পণ্যের মানও বৃদ্ধি পায়।

১৮। **উদ্যোক্তা কেন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হয়?**

উত্তর : উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে, পণ্যের মান বাড়ে, ব্যবসায়ে প্রসার হয় এবং সর্বোপরি মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

১৯। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান কী কী?**

উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান হল : (১) মানব সম্পদ, (২) প্রাকৃতিক সম্পদ, (৩) মূলধন গঠন, (৪) প্রযুক্তি ও (৫) ব্যবস্থাপনা।

২০। **উদ্যোক্তারা সম্পদের উৎসের সন্ধানে আগ্রহী কেন?**

উত্তর : (১) কাঁচামালের প্রাপ্যতা সহজ করার জন্য ও (২) কাঁচামালকে রূপান্তর করে মুনাফা অর্জন করার জন্য।

২১। **উদ্যোক্তারা নতুন পণ্যের সন্ধানে আগ্রহী কেন?** [টেক্স-২০১৪]

উত্তর : ক্রেতা সাধারণ বা ভোক্তা উন্নত মান সম্পন্ন কম দামের নতুন পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হয় সেই জন্যে।

২২। **অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন বাজার বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন বাজার বলতে উৎপন্ন পণ্য বা সেবা সামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করাকে বুঝায়।

২৩। **উদ্যোক্তারা নতুন বাজার সৃষ্টিতে আগ্রহী কেন?**

উত্তর : নতুন বাজার সৃষ্টিতে উৎপন্ন পণ্যের বা সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে বিক্রয়ের ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২৪। **বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা কী?** [পলি-২০০৩; জিটি-১২]

উত্তর : উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীগণ সবসময় বাজারে নতুন পণ্যসামগ্রী বাজারে প্রেরণের পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা বলে।

২৫। **লাগসই প্রযুক্তি কী?** [পলি-২০০৪, ১১, ১২; টেক্স-১৪, ১৫; জিটি-১৩]

উত্তর : যে প্রযুক্তি একটি দেশের আর্থসামাজিক পরিবেশের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ, তাকে লাগসই প্রযুক্তি বলে।

২৬। **শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায়িক যোগাযোগের অর্থ কী?** [পলি-২০০৬]

উত্তর : শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায়িক যোগাযোগের অর্থ হল পণ্যের সেবা ও চাহিদার ফলে বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি করা।

২৭। **কিভাবে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়?** [পলি-২০১৩]

উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তখনই জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়।

২৮। **উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোগী হন কেন?**

উত্তর : উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কার করার সুযোগ গ্রহণ করার কারণ উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কার করলে সম্পদের দাম কমে, ব্যাপক লাভ ও বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

২৯। **প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের পূর্বশর্ত কী?**

উত্তর ঃ প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের পূর্বশর্ত হল বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টি করা।

৩০। **কোন পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?** [পলি-২০১১]

উত্তর ঃ কোন পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সুবিধা বাড়ে। ফলে মানুষের আয় স্তর বৃদ্ধি পায় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৩১। **প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন উদ্যোক্তার ভূমিকা কী হতে পারে?**

উত্তর ঃ একজন উদ্যোক্তার নিম্নলিখিত ভূমিকা হতে পারে। যথা ঃ

(১) নতুন প্রযুক্তির সরাসরি প্রবর্তক হিসেবে।

(২) অন্যের দ্বারা যেমন– গবেষণা সংস্থা বা রাষ্ট্র সমর্থিত সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত বা উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংযোজনের মাধ্যমে।

৩২। **কোন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি কী?**

উত্তর ঃ কোন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৩৩। **আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের চাবিকাঠি কয়টি গুণকের উপর নির্ভর করে?** [পলি-২০১১]

উত্তর ঃ আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের চাবিকাঠি প্রধানত চারটি গুণকের উপর নির্ভর করে। যথা ঃ (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) জনসংখ্যা, (৩) মূলধন গঠন ও (৪) উন্নত প্রযুক্তি।

৩৪। **অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে?**

উত্তর ঃ সাধারণ অর্থে, বাজার বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'বাজার' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না, বরং কোন দ্রব্যকে বুঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

▶▶ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৯; জিটি-১২]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [পলি-২০০৫, ২০০৮, ২০১৩, ১৫(পরি)]

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) বলতে কেবলমাত্র মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করে না, বরং সেই সাথে যে কলাকৌশল এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে তা উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তার পরিবর্তনও নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। একটি উদাহরণ থেকে এ দুটি অর্থনৈতিক টার্ম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হতে পারে। দুটি দেশের প্রবৃদ্ধির হার এক হলেও তাদের উন্নয়নের স্তর ভিন্ন হতে পারে। যেমন– একটি দেশ তার ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। অপরদিকে, দ্বিতীয় দেশটি অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল কার্যক্রম হতে অধিক উৎপাদনশীল কার্যক্রমে সম্পদ স্থানান্তর করে এবং নতুন নতুন কলাকৌশল প্রবর্তন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে উভয় দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও কেবলমাত্র দ্বিতীয় দেশটির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যায়।

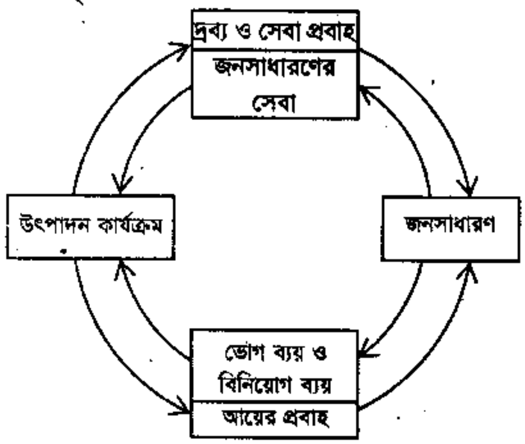
২। **অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?** [পলি-২০০৫; টেক্স-১৪]

অথবা, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া'– আলোচনা কর। [পলি-২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২(পরি), ১৪]

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া এবং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে **মায়ার** (Meair) এবং **বন্ড উইন** (Bond Win) বলেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি অবিরত প্রক্রিয়া– যার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। তবে উন্নয়নের হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অধিক হয় তখনই মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। প্রক্রিয়া বলতে কতকগুলো নির্দিষ্ট শক্তির সম্মিলিত কাজকে বুঝায়, যে শক্তিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে কোন কোন গুণকের পরিবর্তন আসে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ, স্থান ও কাজের পারিপার্শ্বিক বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ার সাধারণ ফলই হল একটি অর্থনৈতিক জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যা নিজেই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন নির্দেশ করে।" সুতরাং, একথা সহজেই বলা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের জাতীয় উৎপাদনের পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসে, যদি সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলেই কেবলমাত্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩। **জনসাধারণ ও উৎপাদনে ভোক্তার সম্পর্কটি একটি চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।**

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের জাতীয় উৎপাদনের পরিবর্তন নিয়ে আসে, যদি সুষ্ঠু ও সুষম বন্টন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তবেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থশাস্ত্রে জনগণ ও উৎপাদন এর ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে, যা বৃত্তাকার চিত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে ধারণা লাভ করা যায়।



চিত্র ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

বৃত্তাকার চিত্র হতে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, অর্থনীতিতে ব্যবসায় কিংবা উৎপাদন কার্যক্রমের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে উৎপাদনে নিয়োজিত উপাদানসমূহের আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত আয়ের কারণে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং এতে করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়। এই চিত্র একটি ভারসাম্য অর্থনীতির পরিচয় প্রদান করে।

একটি দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদানগুলোর পুনঃব্যবহার, উপাদানগুলোর মধ্যে আয়ের সুষম বন্টন এবং দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সরবরাহ বাজারের চাহিদা মতো অব্যাহত রাখা।

৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন কোন গুণকের উপর নির্ভরশীল?**

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া কতকগুলো গুণকের উপর নির্ভরশীল হয়। যেমন–

১। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা;
২। মূলধন গঠনের হার;
৩। মূলধন ও উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাত;
৪। উদ্যমী উদ্যোক্তা;
৫। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন;
৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার;
৭। সামাজিক অবকাঠামো (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য);
৮। অ-অর্থনৈতিক গুণকসমূহ।

আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থনীতি বলা যেতে পারে। আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাফল্য মূলত নির্ভর করে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত উন্নয়ন কৌশল ও নীতির সঠিক বাস্তবায়নের উপর। এগুলো দেশের আর্থিক নীতি, কর ব্যবস্থা, ঋণ নীতি, শিল্প নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ও শিল্প-উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। পরিশেষে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পোদ্যোগের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৫। **মানুষ সঞ্চয় করে কেন?**

উত্তর ঃ মানুষ যে জন্য সঞ্চয় করে ঃ

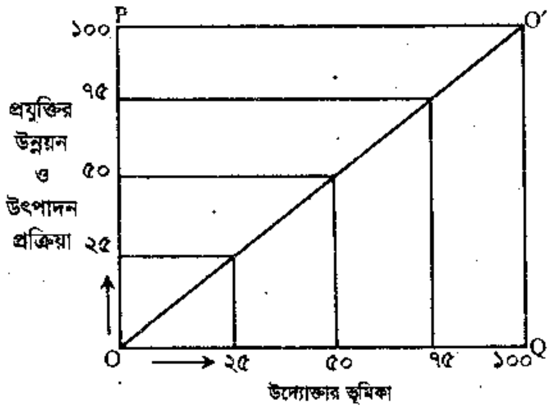
(১) অনেক মানুষের সঞ্চয় করার প্রবণতা থাকে,
(২) অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য,
(৩) বার্ধক্যকালীন সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য,
(৪) আপদ-বিপদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য,
(৫) জিনিসপত্র কিংবা জমি-জমা ক্রয়ের জন্য,
(৬) সঞ্চয় যখন লাভজনক বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হয়।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁরা মনে করেন, মূলধন যোগানের হার সরাসরিভাবে সঞ্চয়ের হারের সাথে সম্পর্কিত। তাদের মতে, সঞ্চয়ের হার সাধারণত দুটি গুণকের উপর নির্ভর করে। যেমন– (১) আয়ের স্তরের উপর ও (২) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হারের উপর।

৬। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার ভূমিকা রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
অথবা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫; টেক্স-২০১০]

উত্তর ঃ "প্রযুক্তি" শব্দের ইংরেজি হল Technology। এর অর্থ হল শিল্পোৎপাদনে প্রযুক্তি যে কোন বা সমগ্র বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োগ। একে প্রয়োগ বিদ্যাও বলা হয়। প্রযুক্তি বলতে এমন এক ধরনের প্রায়োগিক বিদ্যাকে বুঝায় বা শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং কারবার কার্যক্রমকে সহজতর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে। তাই প্রযুক্তি শিল্প-কারখানা ও কারবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইদানিংকালে উৎপাদন প্রযুক্তির অধিকতর উন্নয়ন ও নতুন নতুন সম্পদ ভাণ্ডার আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ে এবং পণ্যের মানও বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির সংযোজনই উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। প্রযুক্তি একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়ায় অন্য দিকে তেমনি কর্মসংস্থান (Job market) কমায়। আমাদের দেশে অধিক জনসংখ্যার কারণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শিল্প-কারখানায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছে। তথাপি প্রযুক্তির উন্নয়ন মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এখানে উদ্যোক্তা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি প্রবর্তক এবং উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংযোজক হিসেবে সংশ্লিষ্ট থাকে। উদ্যোক্তার প্রাথমিক লক্ষ্য হল ব্যবসায়ের প্রসার ও মুনাফা অর্জন। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুনাফা বৃদ্ধি উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। তাই প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সঙ্গে উদ্যোক্তার ভূমিকা সরাসরি জড়িত। উন্নত দেশে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার সরাসরি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়নশীল দেশের জন্য এরূপ একটি সম্পর্ক আবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।



চিত্র ঃ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার সরাসরি সম্পর্ক

৭। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৮, ১১, ১৪(পরি); জিটি-১৩]

উত্তর ঃ সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো হল ঃ

১। মানব সম্পদ ২। প্রাকৃতিক সম্পদ ৩। মূলধন গঠন ৪। প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা। একথা সত্য যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই উদ্যোক্তারা সম্পদের সবসময়ই নতুন নতুন উৎসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদনের অন্যতম ভিত্তি হল সম্পদের উৎসসমূহের আবিষ্কার। এতে করে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে বাজারে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বাড়ে ও বাজার দর হ্রাস পায়। সম্পদের মূল্য হ্রাস অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং এর ফলে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আসে। শিল্পোদ্যোক্তা যে সমস্ত কারণে নতুন সম্পদের উৎসের সন্ধানে নিয়োজিত হয়, তার পিছনে রয়েছে ঃ

১। কাঁচামালের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ এবং ২। কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে রূপান্তরকরণ। উপরোক্ত কাজ করার জন্য অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সম্পদের নতুন উৎস প্রাপ্তির ফলে শুধুমাত্র বিনিয়োগই বৃদ্ধি পায় না, সেই সাথে আয়ের স্তর ও আয়ের হারও বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে সঞ্চয় ও মূলধন যোগানের হারও বৃদ্ধি পায়। কেননা আবিষ্কৃত সম্পদের নতুন উৎস সম্পদের (কাঁচামাল) মূল্য কমায়, ফলে মুনাফা অর্জনের পরিমাণ বাড়ায়। তাই উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারের দিকে সর্বদাই নিয়োজিত থাকে। নতুন উৎসের আবিষ্কার অর্থনীতিতে বিনিয়োগের নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে। এতে করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।

৮। **নতুন পণ্যের সন্ধানে উদ্যোক্তারা আগ্রহী হয় কেন?**

উত্তর একই রকম দ্রব্য বা সেবা ব্যবহারে জনসাধারণের মধ্যে একঘেয়েমিত্ব দেখা দেয়। জনসাধারণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী পরিবর্তিত নতুন অথচ অধিক গুণমান সম্পন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়। ব্যবহারকারী জনগণের মনোভাব যাচাই করে তাদের রুচি ও চাহিদা মতো নতুন উৎপন্ন পণ্য বাজারজাত করতে পারলে ব্যবসায়ে সাফল্য আসে। মোট কথা এতে করে চাহিদার এই বৃদ্ধি উৎপাদিত ও বিক্রয়ের পরিমাণকে বাড়ায় যার ফলে মুনাফা ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য বাড়ানো সম্ভব। তাই দ্রব্যের গুণগত মানের উন্নতি সাধন করে দ্রব্যের মোট চাহিদা ও মূল্য উভয়কেই বাড়ানো যেতে পারে। এখানে শিল্পোদ্যোক্তাকে নতুন দ্রব্য চিহ্নিতকরণ ও তার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণার আয়োজন করতে হয় এবং গবেষণার জন্য অর্থ বিনিয়োগের দরকার হয়। এ কথা সত্য যে, জনসাধারণের রুচি ও পছন্দ পরিবর্তনশীল। অতএব, ক্রেতা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন করতে হয়। এখানেই গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রশ্নটি এসে যায়। আর এ জন্যে শিল্পোদ্যোক্তাকে গুণগত মান সম্পন্ন নতুন পণ্যের সন্ধানে সদা সম্পৃক্ত থাকতে হয়। নতুন উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের সংযোজন অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির সহায়ক।

৯। **নতুন বাজারের অনুসন্ধান বলতে কী বুঝায়? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৯]

উত্তর নতুন বাজার সৃষ্টি বা বাজার সম্প্রসারণের অর্থ হল উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা সামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাতে করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য হয়। অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা। উদ্যোক্তারা সব সময়ই নতুন বাজার সৃষ্টি অথবা বাজার সম্প্রসারণে আগ্রহী হয় এই জন্য যে, বাজার সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায় অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি পায়। এতে করে অধিক মুনাফা অর্জিত হয়।

তাই উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী সব সময় নতুন বাজার সৃষ্টি করার চিন্তা-ভাবনা কিংবা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এতে করে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করবে। এর ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে আর সেই সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

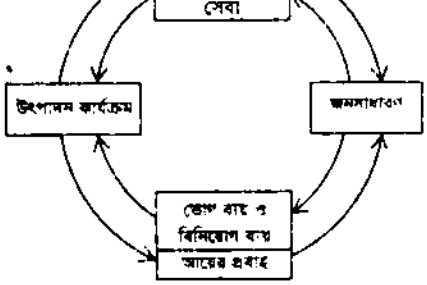
১০। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসেবে শিল্পোদ্যোগ এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে অনেক অর্থনীতিবিদ-এর মতামত ভিন্ন রয়েছে। যেমন– অর্থনীতিবিদ **স্যুমপিটার** (Schumpeter)-এর মতে, উদ্যোক্তার কাজ কেবল মাত্র নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সামাজিক পরিবেশে নিজস্বভাবে উদ্যোক্তার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাঁর মতে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের নতুন সংযোজন পাঁচ ভাবে হতে পারে। যেমন– (১) নতুন কোন দ্রব্যের উৎপাদন করা, (২) নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, (৩) নতুন বাজার সৃষ্টি, (৪) কাঁচামাল উৎসের আবিষ্কার করা এবং (৫) একচেটিয়া বাজার ধরার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করা।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান হল ঃ
(১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) জনসংখ্যা, (৩) মূলধন গঠন এবং (৪) প্রযুক্তি।

১১। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০১০]

উত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া এবং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও অবিরত প্রক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে **মায়ার** (Meeir) এবং **বন্ড উইন** (Bond Win) বলেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া– যার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়। তবে উন্নয়নের হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় তখনই মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। প্রক্রিয়া বলতে কতকগুলো নির্দিষ্ট শক্তির সম্মিলিত কাজকে বুঝায়, যে শক্তিগুলো দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে কোন কোন গুণকের পরিবর্তন আসে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ, স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ার সাধারণ ফলই হল একটি অর্থনীতির জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যা নিজেই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন।" সুতরাং, একথা সহজেই বলা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের জাতীয় উৎপাদনের পরিবর্তন নিয়ে আসে, যদি সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তবেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থশাস্ত্রে জনগণ ও উৎপাদন এর ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে, যা বৃত্তাকার চিত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে ধারণা লাভ করা যায়।



চিত্র ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

বৃত্তাকার চিত্র হতে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, অর্থনীতিতে ব্যবসায় কিংবা উৎপাদন কার্যক্রমের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যসামগ্রীর ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে উৎপাদনে নিয়োজিত উপাদানসমূহের আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত আয়ের কারণে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং এতে করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়। এই চিত্র একটি ভারসাম্য অর্থনীতির পরিচয় প্রদান করে।

১২। **উদ্যোক্তা নতুন বাজার আবিষ্কার করেন কেন?**

উত্তর নতুন বাজার আবিষ্কারের অর্থ হল, দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, যার ফলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নতুন বাজার সৃষ্টির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ব্যাপক উৎপাদন, বর্ধিত বিক্রয় এবং এ বর্ধিত কর্মকাণ্ডের ফলে অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে বিনিয়োগকারী বা শিল্পোদ্যোক্তাগণ সবসময় নতুন বাজার সৃষ্টিতে আগ্রহী থাকে।

[পলি-২০০৬, ০৮, ১১]

১৩। **উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয় কেন?**

[টেক্স-২০০৯]

অথবা, 'উদ্যোক্তা নতুন পণ্যের আবিষ্কারক'-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয়। কারণ বর্তমান বিশ্বে উৎপাদনের আধুনিক জটিল পদ্ধতিতে, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিদ্যমান সেখানে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পণ্য বা দ্রব্যসামগ্রীর বর্তমান চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কেবল নতুন কোন উৎপন্ন দ্রব্য আবিষ্কারের মাধ্যমে। দ্রব্যের চাহিদার এই বৃদ্ধি উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে ফলে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাভ ও আয়ের পরিমাণ বাড়ে।

১৪। **অর্থনীতিবিদ স্যুমপিটারের মতে, "শিল্পোদ্যোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপাদান" আলোচনা কর।**

উত্তর উদ্যোক্তার কাজকে অর্থনীতিবিদ স্যুমপিটার (Schumpeter) নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর মতে, "উদ্যোক্তার কাজ শারীরিকভাবে কোন ব্যক্তির বিশেষ করে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।" প্রত্যেক সামাজিক পরিবেশ নিজস্বভাবে উদ্যোক্তার কাজ সম্পন্ন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক সাফল্যজনকভাবে কৃষকদের এ পদ্ধতি শেখানোর মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিতে পদ্ধতিগত বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ অর্থে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিভাগই উদ্যোক্তার ভূমিকায় কাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উদ্যোক্তার সংজ্ঞানুসারে শিল্পোদ্যোক্তা বলতে ঝুঁকি গ্রহণের কাজ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহকে একীভূত করাকেও বুঝানো হয় এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ শুধু প্রযুক্তির সূত্র হিসেবে কাজ করেছে, যা কৃষকগণ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের কৃষিতে সংযোজন করছে।

স্যুমপিটারের এ ধারণাটি উনবিংশ শতাব্দীতে গারশেনক্রন (Gerschenkron) কর্তৃক অনুন্নত দেশসমূহের উন্নত প্রক্রিয়ার উপর ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রকাশ পায়। "তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে ফ্রান্স ও জার্মানিতে নতুন ব্যাংকসমূহ উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেছে এবং ১৮৮০ হতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রাশিয়াতে সরকার কিভাবে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেছে তার উল্লেখ করেছেন।" গারশেনক্রন আরো দেখিয়েছেন যে, বর্তমান উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা হিসেবে সরকারের ভূমিকা উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কর্তৃক বিনিয়োগকৃত প্রকল্প ঝুঁকি গ্রহণের ব্যাপারটি অনুপস্থিত থাকে এবং সেই সাথে সরকারি কর্মকর্তা যিনি উক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁর কাজ উদ্যোক্তার কাজের চেয়ে অনেকাংশে ভিন্নতর হয়।

১৫। **বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।**

অথবা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী সবসময় বাজারে নতুন পণ্যসামগ্রী প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা বলে। বাজার সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া' উদ্যোক্তা উন্নয়নের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
অথবা, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া" ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত : অনুচ্ছেদ ২.২ দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসেবে শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৯]
অথবা, শিল্পোদ্যোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপাদান আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্পোদ্যোগে মূলধন যোগানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত : অনুচ্ছেদ ২.৪ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। [পলি-২০১০; টেক্স-০৯, ১০]
অথবা, কারিগরি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। [পলি-২০১৪(পরি)]

উত্তর সংকেত : অনুচ্ছেদ ২.৫ দ্রষ্টব্য।

৫। নতুন কাঁচামাল, নতুন প্রযুক্তি, নতুন পণ্য ও নতুন বাজার সন্ধানের জন্য শিল্পোদ্যোক্তারা বেশি আগ্রহী কেন? আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : অনুচ্ছেদ ২.৫, ২.৬, ২.৭ ও ২.৮ এ দ্রষ্টব্য।

৬। নতুন বাজার আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা কী? বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত : ২.৮ নং অনুচ্ছেদ অংশ দ্রষ্টব্য।

৭। মূলধন যোগান এবং উদ্যোক্তার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ২.৪ নং অনুচ্ছেদ অংশ দ্রষ্টব্য।

৮। উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয় কেন? আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : ২.৭ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত : ২.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত : ২.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে শিল্পোদ্যোগ
Entrepreneurship in the Theories of Economic Growth

৩.০ সূচনা (Introduction) ঃ

উন্নত ও অনুন্নত যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিল্পোদ্যোক্তাদের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকাই একটি দেশকে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের পরিকল্পিত শিল্পায়নের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে। এতে করে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন সম্ভব হয়। কিন্তু এখনও অনেকে আছেন যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্বে শিল্পোদ্যোগের অবদানকে ততটা গুরুত্ব দেন না। তথাপি কেউ কেউ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির তত্ত্বে শিল্পোদ্যোক্তার অবদানকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। স্যুমপিটার, ক্যানটিলন, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতির বিশেষজ্ঞবৃন্দ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের ভূমিকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship in the Theories of Economic Growth) ঃ

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্ব রাখে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেসব তত্ত্ব একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পোদ্যোগের ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তত্ত্ব বলে। এ প্রসঙ্গে অনেক অর্থনীতিবিদ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে অ্যাডাম স্মিথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। নিম্নে কয়েকজন অর্থনীতিবিদের তত্ত্ব উপস্থাপন করা হল–

১। **অ্যাডাম স্মিথের** প্রদত্ত উন্নয়নতত্ত্ব অনুযায়ী শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষীকরণের মাত্রার উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে।

২। **ম্যালথাসের** জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তত্ত্বে তিনি বলেছেন দুটি চিরন্তন ও স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। একটি হল জৈবিক নিয়ম অন্যটি অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম।

৩। **কেইনসের** কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয় সমষ্টি চাহিদা দ্বারা।

৪। **স্যুমপিটারিয়** অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্পোদ্যোক্তার বহুমুখী কার্যকলাপের উপর। এ বহুমুখী কার্যকলাপগুলো উদ্ভাবনমূলক।

আধুনিক যুগে উৎপাদনের আয়তন ও পরিমাণ এত ব্যাপকভাবে বেড়েছে যে, কোন শ্রমদাতাই এককভাবে উৎপাদন পদ্ধতির অসংখ্য স্তর সম্পন্ন করে উৎপাদন করতে পারে না। যার ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, একক প্রতি উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, আর এ অবস্থায় জাতীয় অর্থনীতি দ্রুতহারে প্রবৃদ্ধি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

অবিভক্ত শ্রমের অদক্ষতার কারণ প্রধানত দুটি। যেমন–

(ক) কাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে স্থানান্তরের ফলে প্রতি একক উৎপাদনে সময় বেশি লাগে।

(খ) এক ব্যক্তি একটি সময়ে অনেককিছু করার ফলে Jack of all trades master of none হয়, এজন্য সব কাজ দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না, এতে করে মোট দক্ষতা (Total efficiency) হ্রাস পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে শ্রম বিভাগ বা কাজের বিশেষীকরণের উপর। শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিক একই কাজ বার বার করাতে তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কর্মনিপুণতা বৃদ্ধি পায়। অ্যাডাম স্মিথ এর ধারণা হল শ্রম বিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের জন্য দুটি বিষয় সম্পৃক্ত ঃ

১। বাজারের পরিধি এবং ২। পর্যাপ্ত মূলধন।

অ্যাডাম স্মিথ অভিমত প্রকাশ করেন, "শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ" অর্থাৎ বাজারের আয়তন যতো বেশি হবে শ্রম বিভাগের মাত্রাও ততো বেশি হবে। পক্ষান্তরে, বাজারের পরিধি কম হলে শ্রমবিভাগের মাত্রাও কম হবে।

সুপরিকল্পিত বিভাজিত বা বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের টিকে থাকার জন্য যে চারটি উপাদানের প্রয়োজন, তা হল ঃ

১। অধিক পরিমাণ উৎপাদন,

২। বৃহৎ আয়তনের বাজার,

৩। শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা এবং

৪। বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এদের অবর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীলতা পাওয়া সম্ভব হয় না। আর সে সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা।

অধ্যায় ৩

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে শিল্পোদ্যোগ

Entrepreneurship in the Theories of Economic Growth

৩.০ সূচনা (Introduction) ঃ

উন্নত ও অনুন্নত যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিল্পোদ্যোক্তাদের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকাই একটি দেশকে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের পরিকল্পিত শিল্পায়নের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে। এতে করে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন সম্ভব হয়। কিন্তু এখনও অনেকে আছেন যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্বে শিল্পোদ্যোগের অবদানকে ততটা গুরুত্ব দেন না। তথাপি কেউ কেউ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির তত্ত্বে শিল্পোদ্যোক্তার অবদানকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। স্যুমপিটার, ক্যানটিলন, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতির বিশেষজ্ঞবৃন্দ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের ভূমিকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship in the Theories of Economic Growth) ঃ

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্ব রাখে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেসব তত্ত্ব একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পোদ্যোগের ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তত্ত্ব বলে। এ প্রসঙ্গে অনেক অর্থনীতিবিদ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে অ্যাডাম স্মিথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। নিম্নে কয়েকজন অর্থনীতিবিদের তত্ত্ব উপস্থাপন করা হল–

১। **অ্যাডাম স্মিথের** প্রদত্ত উন্নয়নতত্ত্ব অনুযায়ী শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষীকরণের মাত্রার উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে।

২। **ম্যালথাসের** জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তত্ত্বে তিনি বলেছেন দুটি চিরন্তন ও স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। একটি হল জৈবিক নিয়ম অন্যটি অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম।

৩। **কেইনসের** কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয় সমষ্টি চাহিদা দ্বারা।

৪। **স্যুমপিটারিয়** অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্পোদ্যোক্তার বহুমুখী কার্যকলাপের উপর। এ বহুমুখী কার্যকলাপগুলো উদ্ভাবনমূলক।

আধুনিক যুগে উৎপাদনের আয়তন ও পরিমাণ এত ব্যাপকভাবে বেড়েছে যে, কোন শ্রমদাতাই এককভাবে উৎপাদন পদ্ধতির অসংখ্য স্তর সম্পন্ন করে উৎপাদন করতে পারে না। যার ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, একক প্রতি উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, আর এ অবস্থায় জাতীয় অর্থনীতি দ্রুতহারে প্রবৃদ্ধি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

অবিভক্ত শ্রমের অদক্ষতার কারণ প্রধানত দুটি। যেমন–

(ক) কাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে স্থানান্তরের ফলে প্রতি একক উৎপাদনে সময় বেশি লাগে।

(খ) এক ব্যক্তি একটি সময়ে অনেককিছু করার ফলে Jack of all trades master of none হয়, এজন্য সব কাজ দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না, এতে করে মোট দক্ষতা (Total efficiency) হ্রাস পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে শ্রম বিভাগ বা কাজের বিশেষীকরণের উপর। শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিক একই কাজ বার বার করাতে তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কর্মনিপুণতা বৃদ্ধি পায়। অ্যাডাম স্মিথ এর ধারণা হল শ্রম বিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের জন্য দুটি বিষয় সম্পৃক্ত ঃ

১। বাজারের পরিধি এবং ২। পর্যাপ্ত মূলধন।

অ্যাডাম স্মিথ অভিমত প্রকাশ করেন, "শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ" অর্থাৎ বাজারের আয়তন যতো বেশি হবে শ্রম বিভাগের মাত্রাও ততো বেশি হবে। পক্ষান্তরে, বাজারের পরিধি কম হলে শ্রমবিভাগের মাত্রাও কম হবে।

সুপরিকল্পিত বিভাজিত বা বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের টিকে থাকার জন্য যে চারটি উপাদানের প্রয়োজন, তা হল ঃ

১। অধিক পরিমাণ উৎপাদন,

২। বৃহৎ আয়তনের বাজার,

৩। শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা এবং

৪। বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

৩.১.১ অ্যাডাম স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্ব (Adam Smithian Theory of Growth) ঃ

স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমবিভাগের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষীকরণের মাত্রার উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। একটি কাজের বিভিন্ন স্তর যদি উল্লম্ব সমন্বিত থাকে এবং তা একজন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহলে শ্রমিক দক্ষতার সাথে কাজটি করতে পারে না, যার ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, একক প্রতি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়, আর এ অবস্থায় জাতীয় অর্থনীতি দ্রুত হারে প্রবৃদ্ধি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। অবিভাজ্য শ্রম অদক্ষতার কারণ দুটি কাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে স্থানান্তরের ফলে প্রতি একক উৎপাদনের সময় বেশি লাগে; একই সময়ে অনেককিছু করার ফলে একজন হয়ত সবজান্তা হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পাদন করার ক্ষমতা অর্জন করে না, ফলে তার দক্ষতা হ্রাস পায়।

সুতরাং, জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে শ্রম বিভাজন বা কাজের বিশেষীকরণের অগ্রগতির উপর। শ্রম বিভাজনের কারণে একটি কাজের একটি অংশ একজন শ্রমিক বার বার করার ফলে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অ্যাডাম স্মিথ মনে করেন, শ্রমবিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক ঃ (১) বিস্তৃত বাজার ও (২) পর্যাপ্ত মূলধন। উত্তমভাবে বিভাজিত বা বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমাণ উৎপাদিত পণ্যের বিস্তৃতি, বাজারের উপস্থিতি, শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা এবং দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা; এতদব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি পেতে পারে না। উপরোক্ত বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক এবং বিপণন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন বিরাট অঙ্কের মূলধন।

স্মিথ ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের শুরুতে বেঁচে ছিলেন যখন বড় শিল্পের পুরনো পদ্ধতি বিলুপ্তি হয় এবং তার স্থলে শক্তিচালিত মেশিনারি সমন্বিত কারখানা যুগের সূচনা হয়। তিনি তার শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ তত্ত্বটি এ শিল্প বিপ্লব ও উদ্ভাবনে প্রয়োগের চেষ্টা করেন। শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়নের ফলে যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেখানে স্মিথ শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকাকে সরাসরি স্বীকার করে নেন নি, যদিও তাঁর ব্যাখ্যায় পরোক্ষভাবে এর ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর মতে, শিল্পোদ্যোক্তা পর্যাপ্ত মূলধন গঠনের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করে থাকেন এবং বাজার বিস্তৃত করার ব্যবস্থা করে থাকে, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শ্রমবিভাগ ও দক্ষতার বিশেষায়ন সম্ভব হয়।

৩.২ ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড এর কৃতিত্বার্জনের চাহিদা তত্ত্ব (Theory of Need for Achievement of David MacClelland) ঃ

কৃতিত্বার্জনের ক্ষেত্রে প্রেষণা তত্ত্বগুলোর মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি আলোচিত। কিভাবে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে কিংবা কিভাবে অন্যের স্বীকৃতি লাভ করবে কিংবা কিভাবে মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে এটিই কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। **ম্যাকলেল্যান্ড** ও তাঁর বিশিষ্ট সহযোগী **এটকিনসন** কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞা হল "কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হচ্ছে একটি শিক্ষালব্ধ প্রেষণা যা ব্যক্তিকে উচ্চ মানের কার্য সম্পাদনে উৎসাহিত করে।"

ম্যাকলেল্যান্ড "কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব' গবেষণার সঙ্গে কৃতিত্বার্জনের চাহিদা (Need for Achievement বা সংক্ষেপে N-Ach) তত্ত্বটির ব্যাপারে বাস্তবতার নিরীখে বিশেষ গুরুত্ব দেন। **অ্যাডাম স্মিথ** যেমন– অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকাকে গুরুত্ব দেননি তেমনি ম্যাকলেল্যান্ড শিল্পোদ্যোক্তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে বসিয়েছেন।

ম্যাকলেল্যান্ড বলেন, "কৃতিত্বার্জনের চাহিদা স্তরটি যে উপায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রূপান্তরিত হয় সেটি হল উদ্যোক্তা শ্রেণি। যদি কৃতিত্বার্জনের চাহিদা স্তর উঁচু হয়, তাহলে সম্ভবত সে সমাজে অধিক সংখ্যক লোক পাওয়া যাবে, যারা উদ্যোক্তার আচরণ করবে।"

ম্যাকলেল্যান্ড-এর মতে, কৃতিত্বার্জন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোক্তার মতো আচার-আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি। তাই যে সমাজে তুলনামূলকভাবে কৃতিত্বার্জনের চাহিদার গড়পড়তা স্তর উঁচু হয়, তাহলে সহজেই বুঝা যায় যে, সে সমাজে তুলনামূলকভাবে উদ্যোক্তার সংখ্যাও বেশি হবে।

অন্যভাবে বলা যায়, যে সমাজে শিল্পোদ্যোক্তা বেশি সে সমাজে কৃতিত্বার্জনের চাহিদাও বেশি। আবার যে সমাজে কৃতিত্বার্জন চাহিদা বেশি, সে সমাজে শিল্পোদ্যোক্তাও বেশি। সে সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেশি। তাই **ম্যাকলেল্যান্ড** কৃতিত্বার্জন চাহিদার স্তর বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন যাতে করে শিল্পোদ্যোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমান তালে ঘটে যায়।

ম্যাকলেল্যান্ড যে বিষয়গুলোকে উচ্চ কৃতিত্বার্জনের চাহিদার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন তা হল–

১। স্বল্প ঝুঁকি গ্রহণের আগ্রহ এবং ঐ অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব।

২। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং বিশ্বাস হতে আনন্দ লাভ।

৩। উদ্দেশ্য অর্জন যদি বড় হয় তাহলে সাফল্য লাভের উপলব্ধিই বেশি বড় হয়।

৪। যে কোন প্রচেষ্টার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার কারণ জানার প্রয়োজনীয়তা।

৫। অগ্রিম পরিকল্পনা করার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত করা :

৬। উন্নত মানের পণ্যের প্রতি আগ্রহী থাকা। এছাড়া তাঁর অতিরিক্ত পরামর্শ হল, উচ্চ কৃতিত্বার্জনের চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি আর্থিক প্রণোদনা লাভে তৃপ্ত হয় না। আর্থিক পুরস্কার কেবলমাত্র তাদের কৃতিত্বার্জনের একটি প্রতীক ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, কৃতিত্বার্জন তাদের জন্য প্রাথমিক পুরস্কার মাত্র।

ম্যাকলেল্যান্ডের কৃতিত্বার্জন চাহিদা তত্ত্বের সমালোচনা ঃ

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বটির বহুল গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ এ পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। কৃতিত্বার্জন চাহিদা তত্ত্বে কর্মীর আকাঙ্ক্ষা বা মনোভাবের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে উদ্যোক্তা তার কাজে সফলতা অর্জন করলে তার কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং সে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবে এমনটি সব সময় নাও ঘটতে পারে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে শুধুমাত্র সফলতা বা কৃতিত্বার্জনকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তার প্রেষণা বা আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কোন উদ্যোগের বিফলতার কারণে যুদ্ধ পরবর্তীতে স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্যোক্তা ঐ ধরনের কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। প্রেষণার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কোন কাজটি উত্তম ও সময় উপযোগী।

৩.৩ ম্যালথাসের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব (The Malthusian Theory of Population and Economic Growth) ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটেনের লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির মারাত্মক পরিণতি আশংকা করে প্রখ্যাত ইংরেজ ধর্মযাজক ও অর্থনীতিবিদ **থমাস রবার্ট ম্যালথাস** (Thomas Robert Malthus) ১৭৯৮ সালে তাঁর "Essay on the Principle of Population" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে জনসংখ্যার উপর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব প্রচার করেন। এ তত্ত্বে জনসংখ্যার উপর তিনি যে মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেন তাকে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বা সংক্ষেপে ম্যালথাসবাদ বলা হয়।

জনসংখ্যা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে **ম্যালথাস** বলেন, "By nature human food increases in slow arithmetic ratio, man himself increases in a quick geomatrical ratio unless want and vice stop him." অর্থাৎ "প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য ধীর গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু অভাব এবং পাপ তাকে বিরত না করলে মানুষ নিজে দ্রুত জ্যামিতিক হারে বাড়ে।" এই তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

১। জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (যেমন– ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ .... ইত্যাদি) বাড়ে।

২। খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে (যেমন– ১, ২, ৩, ৪, ৫,৬ .... ইত্যাদি) বাড়ে।

৩। জনাধিক্য সমস্যা ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশি হওয়ার পরিণতিতে জনাধিক্য সমস্যা দেখা দেবে।

৪। সমস্যা সমাধানের প্রতিকার হিসেবে ম্যালথাস প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক প্রতিরোধ, এ দুটি উপায়ের কথা উল্লেখ করেন।

এই অবস্থা মোকাবিলার বিষয়ে তার বক্তব্য, জন্মহার সীমিত রেখে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন এর সঙ্গে মিল রাখা। আর এটা সম্ভব না হলে প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থা, যেমন– আত্মহত্যা, শিশু হত্যা, অখাদ্য ও কুখাদ্য ভক্ষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে পুনরায় খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে।

উপরোক্ত তত্ত্ব হতে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। জনগণ উপায়ান্তর না দেখে ভূমির ব্যবহার বাড়িয়ে দিলেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমে যায়। পরিণামে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা দেয় প্রতিবন্ধকতা।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তত্ত্বের সমালোচনা ঃ

ম্যালথাসের তত্ত্বে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে উদ্যোক্তার ভূমিকা অনুপস্থিত রয়েছে। প্রকারান্তরে ম্যালথাস তাঁর সময়ে উদ্যোক্তার ভূমিকাকে গুরুত্ব তো দেননি, বরং অস্বীকার করেছেন। উন্নত দেশগুলো ম্যালথাসের তত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, খাদ্যসামগ্রী সবসময় গাণিতিক হারে বাড়ে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনেক উদ্যোক্তা কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন এবং সবক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদনশীলতা তেমন লক্ষ্যে না পৌঁছালেও এর জন্য এককভাবে উদ্যোক্তাদেরকে দায়ী করা উচিত হবে না। এর জন্য দায়ী দক্ষ জনশক্তি, উন্নত প্রযুক্তির অভাব ও সরকারের শিল্প-কৃষি নীতির দুর্বলতা।

৩.৪ উৎপাদনের শ্রমতত্ত্ব ও প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা (The Labour Theory of Production and Limit of Growth) ঃ

উৎপাদনের উপকরণ হল ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদনের শ্রমতত্ত্বে শ্রমকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্য উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। রিকার্ডো তাঁর শ্রমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, শ্রম হল উৎপাদনের মূল উপকরণ আর এর সঙ্গে ভূমি ও মূলধন সহযোগী উপকরণ হিসেবে কাজ করে থাকে। সহজ অর্থে অর্থনীতিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবহৃত দৈহিক ও মানসিক শক্তিকেই শ্রম বলে। রিকার্ডোর মতে, বর্তমানে যে শ্রম দ্বারা মূলধন পরিচালিত হয় এবং যে মূলধনের কারণেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় সে মূলধন হচ্ছে শ্রম সমষ্টি। তাই দেখা যায় ভূমির উপর মূলধনের সাহায্যে শ্রম দ্বারাই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এভাবেই ভূমিতে মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য শ্রম সক্রিয় উপকরণ হিসেবে কাজ করে। এখানে ভুললে চলবে না যে ভূমির পরিমাণ সীমিত। আবার ভূমির মান হিসেবে ভূমি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত : প্রথম শ্রেণির ভূমি বলতে যে ভূমির উৎপাদনশীলতা বেশি তাকেই বুঝায়। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভূমি বলতে নিম্নমানের স্বল্প উৎপাদনশীলতা বুঝায়। প্রথম শ্রেণির ভূমির পরিমাণও কম এবং অধিক ব্যবহারের ফলে ভূমিতে দেখা দিবে ক্রম হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রয়োগ। ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিবে।

কিন্তু ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা বাস্তবপক্ষে সম্ভব নয়। তাই রিকার্ডো শ্রমকে সক্রিয় উপকরণ এবং ভূমি ও মূলধনকে সহযোগী উপকরণ মনে করেন। তাঁর বক্তব্যে কোথাও উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, ভূমির সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদনে স্থবিরতা অবশ্যম্ভাবী। তাই এখানে উন্নয়নের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি এসে যায়। যদিও ভূমির পরিমাণগত সরবরাহ সীমিত কিন্তু এর গুণাগুণ পরিবর্তন করা সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। আর এ জন্য শিল্পোদ্যোক্তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ রিকার্ডো তাঁর উৎপাদনের শ্রম তত্ত্বের ব্যাখ্যায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকাকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৩.৫ কেইনসের কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্ব (The Keynesian Theory of Employment and Output) ঃ

জন মেনার্ড কেইনস (John Maynard Keynes) তাঁর উপস্থাপিত কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে মোট চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চাহিদা।' সরবরাহ তার নিজস্ব চাহিদা সৃষ্টি করে না, বরং কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয় সার্বিক চাহিদা দ্বারা। এই চাহিদা সৃষ্টি হয় গৃহস্থালী ভোগ ব্যয়, ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় এবং বৈদেশিক খাতে মোট ব্যয়ের সমন্বয়ে কর্মসংস্থান দ্বারা বাজারের মোট চাহিদা বুঝা যায় না। পরিকল্পিত জাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে চাহিদা ব্যবস্থাপনা নীতি প্রয়োগ করলে মোট চাহিদা অনেকটা নিশ্চিত হয়।

কেইনসের কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা সামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত চাহিদা নিশ্চিত করা হলে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও প্রত্যাশিত উৎপাদন অর্জন করা সম্ভব। সার্বিক চাহিদা উচ্চস্তরে রাখতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে না। আর এটি সরবরাহ চাহিদা ও শিল্পোদ্যোক্তার গুণগত অবস্থার উপর নির্ভর করে। এ কথা সত্য যে, শিল্পোদ্যোক্তার কাজের সাথে বিনিয়োগ সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের হার এবং উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পায়। ফলে গড় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। আর এরূপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিল্পোদ্যোক্তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

৩.৬ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব (The Stage Theory of Economic Growth) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বিবর্তনিক ধারা আছে। তাই একে একটি ঐতিহাসিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়টির উপর গবেষণা ও আলোচনা অনেক বিশেষজ্ঞ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক **রস্টোর** (Professor Rostour)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবর্তিত পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। **রস্টোর তত্ত্ব** অনুযায়ী একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত পর্যায়ে আসতে অনেক সময় লাগে। এই সময়কালে অনুন্নত হতে উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর স্তরকে কতিপয় স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্র সমাজকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিহ্নিত করে সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

প্রথম স্তর ঃ চিরাচরিত সমাজ বা সনাতন স্তর,
দ্বিতীয় স্তর ঃ স্বনির্ভর উন্নয়ন স্তরের পূর্বশর্ত অবস্থার স্তর,
তৃতীয় স্তর ঃ পূর্ণাঙ্গ স্তরে উঠার প্রচেষ্টার স্তর,
চতুর্থ স্তর ঃ শিল্পোদ্যোক্তার আবির্ভাবের স্তর এবং
পঞ্চম স্তর ঃ ব্যাপক ভোগেরকাল সম্পর্কিত স্তর।

(১) **চিরাচরিত সমাজ বা সনাতন স্তর ঃ** এই স্তরে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা (Static Equilibrium) বজায় থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির অনুপস্থিতি থাকে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সামাজিক কাঠামো বহাল থাকে বলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসে না। পরিণামে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

(২) **স্বনির্ভর উন্নয়ন স্তরের পূর্বশর্ত অবস্থার স্তর ঃ** এই স্তরে স্বাবলম্বী হবার পূর্বশর্তসমূহ দেখা দেয়। কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়।

(৩) **পূর্ণাঙ্গ স্তরে উঠার প্রচেষ্টার স্তর ঃ** শিল্প কারখানার বিকাশ ঘটে এবং সামাজিক জীবনে গতিশীলতা দেখা দেয় এবং উন্নয়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়।

(৪) **শিল্পোদ্যোক্তার আবির্ভাবের স্তর ঃ** শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনে শিল্পোদ্যোক্তার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরে পুরানো পদ্ধতির স্থানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ইত্যাদি অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে ইনপুট প্রসেস ও আউটপুট এ মনিটরিং কার্য সম্পাদন করেন শিল্পোদ্যোক্তা। ফলে মানসম্পন্ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) **ব্যাপক ভোগেরকাল সম্পর্কিত স্তর ঃ** এই স্তরে উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ফলে ক্রেতা সাধারণ প্রয়োজনীয় পণ্য সহজে ক্রয় করে ভোগ করতে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত যে তত্ত্বগুলো আলোচনা করা হল তা মোটামুটি রস্টোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বের ধারণা বলা যেতে পারে। রস্টোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বে রাজনৈতিক প্রভাবের সংশ্লিষ্টতার আভাস পাওয়া যায়।

৩.৭ স্যামপিটারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব (Schumpterian Theory of Economic Development) ঃ

স্যামপিটার তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে বলেন, "শিল্পোদ্যোক্তার বহুমুখী গুণাবলি ও তা বাস্তবায়নের উপরই অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। এই কর্মকাণ্ডগুলো উদ্ভাবনমূলক হতে হবে।" উদ্ভাবনগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

১। নতুন ও উন্নত পণ্য উদ্ভাবন,
২। নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন,
৩। নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিপণন পদ্ধতির উন্নয়ন,
৪। কাঁচামাল সরবরাহের নতুন উৎস চিহ্নিতকরণ,
৫। সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

স্যামপিটার এর মতে, শিল্পোদ্যোক্তাকে একজন মালিক হওয়ার চেয়ে ব্যবসায়িক নেতা হওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা। শিল্পোদ্যোক্তা পুঁজিপতি হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন কিন্তু তাঁকে পরিকল্পিতভাবে পুঁজি ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে। কেননা পুঁজিপতি শুধু পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া শিল্পোদ্যোক্তাকে একজন একাধারে অধিকারক ও উদ্ভাবক হতে হবে। তিনি নতুন পণ্য এবং নতুন প্রস্তুত প্রণালি উদ্ভাবন করে থাকেন। প্রক্রিয়াগত উদ্ভাবনে দ্রুত উৎপাদন প্রক্রিয়া বেছে নেয়া হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে ধীর গতিতে, কিন্তু স্যামপিটার ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক এবং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় না, বরং গতিময় পৃথিবীতে তা হঠাৎ করেই আসে। আর এটা সম্ভব হয় শিল্পোদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমেই। তাই নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তাদের ভূমিকার ব্যাপারে সামান্য গুরুত্ব দিলেও স্যামপিটার অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে ভোক্তাগণ তাদের পণ্য ও সেবা পছন্দের ব্যাপারে তেমন স্বাধীন নয়। তাদের পছন্দের স্বাধীনতা কমানো সম্ভব যদি উৎপাদনকারীর পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও ব্যবসায়ের প্রসার ঘটানো যায়। স্যামপিটারের এ প্রকার মতামত পক্ষান্তরে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে অনেকের দ্বিমত রয়েছে। ভিন্ন মতামত দানকারীরা বলেন, যদি ভোক্তার রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি উৎপাদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাহলে নতুন নতুন পণ্যের উদ্ভাবন সীমিত হয়ে থাকে। স্যামপিটার স্বীকার করেন যে, মাঝে মাঝে ভোক্তাদের রুচিরও পরিবর্তন হতে দেখা যায়, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে এ পরিবর্তন তেমন প্রভাব পড়ে না। তাঁর মতে শিল্পোদ্যোক্তা নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও ভোক্তার রুচির পরিবর্তন দ্বারা তাদের ভূমিকা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক হারকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়।

শিল্পোদ্যোক্তা তার ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য কম দামে উন্নতমানের কাঁচামাল সংগ্রহের নিমিত্তে কাঁচামালের উৎস খোঁজে। এজন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থাপণার মধ্যে ব্যবসায়ের সাফল্য বিদ্যমান। এ কাজের জন্য শিল্পোদ্যোক্তা নিজে কিংবা তাঁর নিজস্ব নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বারা ব্যবসায় সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। আজকাল অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যা এক বা একাধিক শিল্পোদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত। একজন বা যৌথভাবে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন, কোন প্রতিষ্ঠানই ঝুঁকিমুক্ত নয়। তবে ব্যবসায়ে ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস কিংবা পরিহার করা সম্ভব হয় যদি পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত ও সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়।

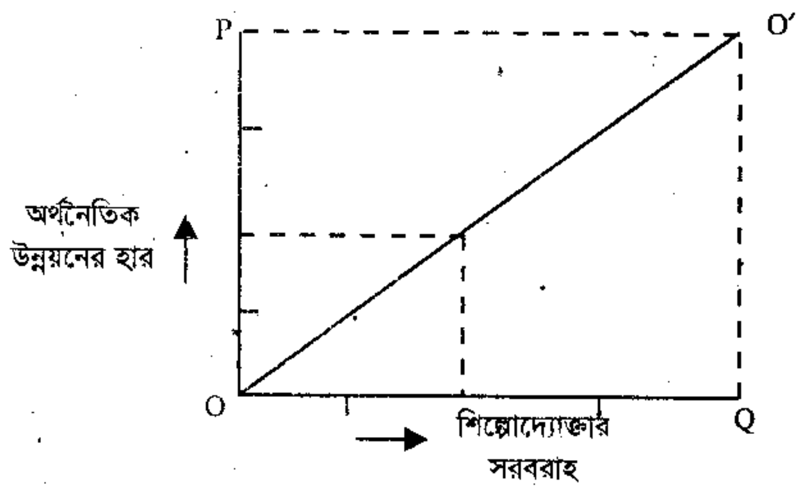
স্যামপিটার শিল্পোদ্যোক্তার ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে নিজের তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করে ব্যবসায় সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করেন, তাঁকে কেবল মাত্র একজন উদ্ভাবক বললে চলবে না, বরং '**শিল্পোদ্যোক্তা**' বলা বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে তাঁর সার্বিক কর্মকাণ্ডকে 'শিল্পোদ্যোগ' (Entrepreneurship) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

৩.৮ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের উদ্দেশ্য (The Entrepreneurship Motive in Economic Development) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের উদ্দেশ্য কী ও কেন এ প্রসঙ্গে **ম্যাকলেল্যান্ড** (MacClelland) অনেক গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তারতম্যের পশ্চাতে রয়েছে শিল্পোদ্যোক্তার সরবরাহের (Supply of Entrepreneur) তারতম্য। তিনি তাঁর গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চেয়েছেন যে, উদ্যোক্তার চাহিদা এবং সরবরাহ নির্ভর করে কৃতিত্বার্জন প্রেষণার (Achievement Motivation) উপর, যার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর নির্ধারিত হয়।

তার কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের ব্যাপারে অনেক অর্থনীতিবিদ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণাই একমাত্র কার্যকরী উপাদান নয়। এর পিছনে মুনাফা লাভের অভিপ্রায় (Profit Motive) বিশেষভাবে কাজ করে। কিন্তু তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কতিপয় অর্থনীতিবিদ বলেন, কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণার পিছনে মুনাফার উদ্দেশ্যে কাজ করে, একথা সঠিক নয়। যদি কোন শিল্পোদ্যোক্তা মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহলে মুনাফা অর্জিত হবার পরে তারা নতুন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতো। বাস্তবিকপক্ষে শিল্পোদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় ও শিল্প কারখানা প্রসারের জন্য আরো বেশি করে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে থাকে। সুতরাং এ ধারণা থেকে বলা যায় যে, শিল্পোদ্যোক্তাবৃন্দ মুনাফার চেয়ে সাফল্য লাভে বেশি আগ্রহী। তবে যে যাই বলুক, উদ্যোক্তা অবশ্যই মুনাফা বা অর্থের জন্য আগ্রহী বেশি। কারণ মুনাফা ব্যতিরেকে ব্যবসায় ব্যর্থ। তাই মুনাফা অর্জন ছাড়া ব্যবসায় বা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার কোন গুরুত্ব নেই।

পরিশেষে **ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড** (David MacClelland) তাঁর প্রদত্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় শিল্পোদ্যোক্তার অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছেন। নিচের রেখাচিত্র হতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তা সরবরাহের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে।



চিত্র ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার সরবরাহের সম্পর্ক

উপরোক্ত রেখাচিত্র হতে এই ধারণা স্পষ্ট যে, কোন দেশের শিল্পোদ্যোক্তার সরবরাহের পরিমাণ যতো বাড়বে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ততো বেশি হবে। তবে এই ধারণায় কোন বিপত্তি যেমন— কাল ও পরিবেশগত বিষয়াদি এখানে উপেক্ষিত হয়েছে।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দিয়েছেন কারা?

উত্তর ঃ স্যুমপিটার, ক্যানটিলন ও অ্যাডামস্মিথ।

২। অ্যাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কী বলেছেন? [পলি-২০১২]
অথবা, অ্যাডাম স্মিথের মতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কীসের ওপর নির্ভরশীল? [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর ঃ অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, "শ্রম বিভাগের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষীকরণের মাত্রার উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে।"

৩। 'শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ'— এ কথা কোন অর্থনীতিবিদ বলেছেন?

উত্তর ঃ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ।

৪। 'শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ'— এ কথার অর্থ কী? [পলি-২০০৫]

উত্তর ঃ বাজারের আয়তন যত বেশি হবে শ্রম বিভাগের মাত্রাও ততো বেশি হবে। পক্ষান্তরে, বাজারের পরিধি কম হলে শ্রম বিভাগের মাত্রাও কম হয়।

৫। বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের কোন কোন উপাদান প্রয়োজন?

উত্তর ঃ বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন– (১) অধিক উৎপাদন, (২) বৃহৎ আয়তনের বাজার, (৩) শুল্কমুক্ত বাজার এলাকা, (৪) বাণিজ্যে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা।

৬। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভাবক কে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর ঃ ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড ও এটকিন্‌সন।

৭। কোন সমাজের অধিক সংখ্যক লোক উদ্যোক্তার আচরণ করে?

উত্তর ঃ যে সমাজে কৃতিত্বার্জনের চাহিদার স্তর উঁচু হয়।

৮। ম্যালথাস জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কী বলেন?

উত্তর ঃ ম্যালথাস বলেন, "প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য ধীর গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু অভাব এবং পাপ তাকে বিরত না করলে মানুষ নিজে দ্রুত জ্যামিতিক হারে বাড়ে।"

৯। "ম্যালথাস" এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য কী কী? [পলি-২০০৯, ১৩; জিটি-১২]

উত্তর ঃ ম্যালথাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল– (১) জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে, (২) খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বাড়ে, (৩) জনাধিক্য সমস্যা সৃষ্টি, (৪) প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ।

১০। উন্নয়নশীল দেশে কিভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব?

উত্তর ঃ দক্ষ জনশক্তি, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও সরকারের আদর্শ কৃষি শিল্পনীতির কারণে উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব।

১১। রিকার্ডো তাঁর শ্রম তত্ত্বে কী বলেছেন?

উত্তর ঃ রিকার্ডো তাঁর শ্রমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "শ্রম হল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ আর এর সঙ্গে সহযোগী উপকরণ হিসেবে কাজ করে ভূমি ও মূলধন। যে শ্রম দ্বারা মূলধন পরিচালিত হয় এবং যে মূলধনের কারণেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, সেটি মূলধন এবং প্রকৃতপক্ষে সেটি শ্রম সমষ্টি।"

১২। উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে ভূমি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে ভূমি তিন প্রকার। যথা ঃ
প্রথম শ্রেণির ভূমি ঃ উৎপাদনশীলতা বেশি,
দ্বিতীয় শ্রেণির ভূমি ঃ অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীলতা,
তৃতীয় শ্রেণির ভূমি ঃ যার উৎপাদনশীলতা একেবারেই কম।

১৩। রিকার্ডোর উৎপাদনে শ্রম তত্ত্বে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অস্বীকৃত রয়েছে?

উত্তর ঃ কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন ঘটেছে, তার পশ্চাতে শিল্পোদ্যোক্তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ, রিকার্ডো তাঁর উৎপাদনের শ্রম তত্ত্বের ব্যাখ্যায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৪। কেইস-এর কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে কোনটি গুরুত্ব পেয়েছে?

উত্তর ঃ জন মেনার্ড কেইনস তাঁর উপস্থাপিত কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে মোট চাহিদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, "পর্যাপ্ত চাহিদা নিশ্চিত করা হলে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও প্রত্যাশিত উৎপাদন অর্জন করা সম্ভব।"

১৫। শিল্পোদ্যোক্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক কী?

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়ে এবং গড় চাহিদা বাড়ে। এতে করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিল্পোদ্যোক্তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

১৬। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঐতিহাসিক তত্ত্ব কী?

উত্তর ঃ সনাতন স্তরের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা হতে ধীরে ধীরে আধুনিক অথচ উন্নত ব্যাপক ভোগেরকালে পৌছানোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব বলা হয়।

১৭। রস্টোর তত্ত্ব অনুযায়ী অনুন্নত হতে উন্নত অবস্থায় পৌছার স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর ঃ রস্টোর পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বে পাঁচটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। যেমন– (১) চিরাচরিত সমাজ, (২) স্বনির্ভর উন্নয়ন স্তর, (৩) পূর্ণাঙ্গ স্তরে উঠার প্রচেষ্টার স্তর, (৪) শিল্পোদ্যোক্তার আবির্ভাবের স্তর ও (৫) ব্যাপক ভোগেরকালের স্তর।

১৮। চিরাচরিত বা সনাতন স্তরে অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ সনাতন স্তরে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা (Static Equilibrium) বজায় থাকে। উত্তরাধিকারসূত্র থেকে পাওয়া সামাজিক কাঠামো বজায় থাকে বলে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসে না।

১৯। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বে ব্যাপক ভোগেরকাল স্তর কী?

উত্তর ঃ আধুনিককালে উৎপাদনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষজনশক্তির ব্যবহার এবং শিল্পোদ্যোক্তার সৃজনশীল প্রতিভা ও উন্নত ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোক্তাবৃন্দ সহজে ভোগের সামগ্রী পায়। তাই এই স্তরকে ব্যাপক ভোগেরকাল স্তর বলা হয়।

২০। স্যামপিটার এর মতানুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি কিসের উপর নির্ভর করে? [পলি-২০০৮, ১১]

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক উন্নতি শিল্পোদ্যোক্তার বহুমুখী কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে।

২১। স্যামপিটার পুঁজি সরবরাহকারীর চেয়ে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন কেন?

উত্তর ঃ পুঁজিপতি কেবলমাত্র পুঁজিই সরবরাহ করে। অপরদিকে শিল্পোদ্যোক্তা পুঁজির ব্যবহারের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তার ব্যাপারটি মালিকানার পরিবর্তে নেতৃত্বের দিকটাই বেশি। শিল্পোদ্যোক্তা একাধারে আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক। তিনি পণ্য নির্বাচন, প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও পণ্য বিপণনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

২২। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর কিসের উপর নির্ভর করে? [পলি-২০১৫(পরি)]

অথবা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিসের উপর বেশি নির্ভর করে? [পলি-২০০৫, ১৫]

উত্তর ঃ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর সেই দেশের শিল্পোদ্যোক্তার সরবরাহের উপর নির্ভর করে। যে দেশে শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা বেশি সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর তত উন্নত।

২৩। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনে শিল্পোদ্যোক্তার কী উদ্দেশ্য কাজ করে?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেন, শিল্পোদ্যোক্তার মুনাফা লাভের অভিপ্রায়। আবার কেউ কেউ বলেন, কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণার কাজ করে।

২৪। অ্যাডাম স্মিথের মতে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের জন্য কোন দুটি বিষয় আবশ্যক?

উত্তর ঃ অ্যাডাম স্মিথের মতে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের জন্য আবশ্যক বিষয় দুটি হল ঃ
(ক) বিস্তৃত বাজার এবং (খ) পর্যাপ্ত মূলধন।

২৫। **ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায়?**

উত্তর ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন– ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২......।

২৬। **কোন দ্রব্য উৎপাদনে কী কী উপাদান অপরিহার্য?**

উত্তর কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন এ চারটি উপাদান অপরিহার্য।

২৭। **উন্নয়নের পিছনে শিল্প উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর উন্নয়নের পিছনে শিল্প উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য হল অনেকের মত মুনাফা অর্জন। অনেকের মতে কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণা এর পিছনে কাজ করে।

২৮। **ম্যালথাসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিসের উপর নির্ভরশীল?** [পলি-২০০৯, টেক্স-১৪]

উত্তর ম্যালথাসের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। যথা ঃ একটি হল জৈবিক নিয়ম; অন্যটি হল অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক নিয়ম।

২৯। **ম্যাকলেল্যান্ড প্রদত্ত উচ্চ কৃতিত্বার্জনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী উল্লেখ কর।** [পলি-২০১২]

উত্তর ম্যাকলেল্যান্ড প্রদত্ত উচ্চ কৃতিত্বার্জনের বৈশিষ্ট্যগুলো হল অগ্রিম পরিকল্পনা করার ক্ষমতা, নমনীয় ঝুঁকি গ্রহণের আগ্রহ এবং কঠোর পরিশ্রম করার প্রবণতা।

৩০। **ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী "খাদ্য ধীর গাণিতিক হারে বাড়ে" কিভাবে ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর জনসংখ্যা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাস বলেন, "প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য ধীর গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু অভাব এবং পাপ তাকে বিরত না করলে মানুষ দ্রুত জ্যামিতিক হারে বাড়ে।" এ তথ্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল–

১। জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। যেমন– ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২....... ইত্যাদি।

২। খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। যেমন– ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...... ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৫]

উত্তর একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের বিপুল পরিমাণ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য মাইক্রো, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এসব শিল্প কারখানায় শ্রমের ব্যবহার বেশি হয়। শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। একজন শিল্পোদ্যোক্তার নতুন কিছু সৃষ্টির ভাবনা থেকে শুরু করে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত কার্যাবলি তিনি সম্পাদন করেন। একজন উদ্যোক্তাই পারেন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক যে সকল শিল্প কল-কারখানা স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর চেয়ে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোক্তা কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলো আশানুরূপ ফল লাভ করছে। যেহেতু, শিল্পোদ্যোক্তাই তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়, সেই জন্য আমাদের মতো দেশে অধিক সংখ্যক শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির একান্ত প্রয়োজন।

২। **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের ভূমিকা বর্ণনা কর।**

উত্তর বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে বেকার সমস্যাই দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রম শক্তি বেকার। এ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে উদ্ধারের জন্য চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায় স্থাপন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও শিল্প-কলকারখানা গড়ে তোলাই একমাত্র উপায়। আমাদের দেশের উদ্যোক্তাদের যথেষ্ট গুণাবলি রয়েছে। যাদের এ গুণাবলি রয়েছে তাদেরকে যদি ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বর্তমানে চার লক্ষেরও বেশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। উপযুক্ত সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হলে এ সব শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল, জনশক্তি ও উৎপাদিত পণ্যের চাহিদাও রয়েছে। ইদানিং শিক্ষিত যুবকরা পেশা হিসেবে চাকরির স্থলে ব্যবসাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে পড়ছে। দেশের উদার শিল্পনীতি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহ ও বিভিন্ন সুযোগ -সুবিধা প্রদানের ফলে উদ্যোক্তাদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং, ঋণ-সুবিধা ইত্যাদি সহজলভ্য করা হয়েছে। এর ফলে দিন দিন বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠী চাকরি সন্ধানের পরিবর্তে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হচ্ছে।

৩। **বাজার সমীক্ষা বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৯, ১০, ১২(পরি), ১৪; টেক্স-১৩]
অথবা, বাজার সমীক্ষা কী? [পলি-২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১২; টেক্স-১০; জিটি-১২, ১৩]
অথবা, বাজার সমীক্ষা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৪, ১৫]

উত্তর ঃ বাজার সমীক্ষা হল পণ্যের চাহিদা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ। বাজার সমীক্ষার উপর পূর্বে প্রয়োগকৃত মডেল বিদ্যমান থাকলে পুনরায় সমীক্ষা সহজ হয়। সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ক্রেতাদের কাছে প্রস্তাবিত পণ্য বা সেবা উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং তারা এসব পণ্য কিনতে আগ্রহী হবে কিনা এবং এর জন্য কী রকম দাম দিতে প্রস্তুত, এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪। **আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী?** [টেক্স-২০১৫]

উত্তর ঃ আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল পণ্যের ব্যাপক উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের পরীক্ষামূলক খরচ সম্পাদন করার আগেই অলাভজনক সংগঠনসমূহ বাদ দেয়া। বাজার ও পরিব্যয়সংক্রান্ত তথ্যাদির দ্বারা উদ্যোক্তা অধিকতর ভালভাবে সার্বিক আর্থিক পূর্বানুমান করতে পারে। আর্থিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি আয় বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্রের কিছু খালি ফরম নিয়েই শুরু করতে হয় এবং পরে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে পূরণ করতে হয়। সাধারণত, প্রতি মাসে বিক্রয়ের হিসাব নিয়েই আর্থিক বিশ্লেষণ শুরু করা হয়।

৫। **সম্ভাব্য পরীক্ষণ কেন করা হয়?** [পলি-২০০৮, ১৫(পরি)]

উত্তর ঃ যদি কোন শিল্প ধারণার পণ্য নতুন হয় এবং তা যদি পরীক্ষিত না হয় তাহলে তার বাস্তবতা সম্ভাব্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। প্রাথমিকভাবে এই অনুমান করা যেতে পারে যে উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্য ক্রেতারা একটি যুক্তিসঙ্গত দামে ক্রয় করবে এবং এতে উদ্যোক্তার মুনাফা অর্জিত হবে। উদ্যোক্তার এ ধরনের বিশ্বাসের পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে।

৬। **বাজার সমীক্ষার কাজ কী?** [পলি-২০০৪; টেক্স-০৯, ১০, ১৪]

উত্তর ঃ ক্রেতাদের কাছে প্রস্তাবিত পণ্য বা সেবা উপস্থাপন করা এবং এসব পণ্য সম্ভাব্য ক্রেতাগণ ক্রয় করতে আগ্রহী কী না এবং এর জন্য কী রকম দাম দিতে প্রস্তুত, এসব ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সংগ্রহ বাজার সমীক্ষার মূল কাজ।

৭। **ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?** [পলি-২০০৫, ১২(পরি); টেক্স-০৯, জিটি-১২, ১৩]
অথবা, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [পলি-২০০৯, ১৩]
অথবা, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ম্যালথাসের তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পলি-২০০৬, ০৮, ১১, ১২]

উত্তর ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৃটেনের লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির মারাত্মক পরিণতির আশংকা করে প্রখ্যাত ইংরেজ ধর্মযাজক ও অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus) ১৭৯৮ সালে তাঁর "Essay on the Principle of Population" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে জনসংখ্যার উপর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব প্রচার করেন। এ তত্ত্বে জনসংখ্যার উপর তিনি যে মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেন তাকে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বা সংক্ষেপে ম্যালথাসবাদ বলা হয়।

জনসংখ্যা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাস বলেন, "By nature human food increases in slow arithmetic ratio, man himself increases in a quick geomatrical ratio unless want and vice stop him." অর্থাৎ, "প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য ধীর গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু অভাব এবং পাপ তাকে বিরত না করলে মানুষ নিজে দ্রুত জ্যামিতিক হারে বাড়ে।" এই তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

১। জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (যেমন– ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ .... ইত্যাদি) বাড়ে।
২। খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে (যেমন– ১, ২, ৩, ৪, ৫,৬ .... ইত্যাদি) বাড়ে।
৩। জনাধিক্য সমস্যা ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশি হওয়ার পরিণতিতে জনাধিক্য সমস্যা দেখা দেবে।
৪। সমস্যা সমাধানের প্রতিকার হিসেবে ম্যালথাস প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক প্রতিরোধ, এ দুটি উপায়ের কথা উল্লেখ করেন।

উপরোক্ত তত্ত্ব হতে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। জনগণ উপায়ান্তর না দেখে ভূমির ব্যবহার বাড়িয়ে দিলেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমে যায়। পরিণামে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা দেয় প্রতিবন্ধকতা।

৮। **রিকার্ডোর উৎপাদন ধারণায় কোনটি উৎপাদনের মূল উপকরণ এবং কেন?**

উত্তর আমরা জানি উৎপাদনের উপকরণ হল ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদনের শ্রমতত্ত্বে শ্রমকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্য উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে রিকার্ডিয়ান কেইস (The Recardian Case) আলোচনা করা হবে। রিকার্ডো তাঁর শ্রমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, শ্রম হল উৎপাদনের মূল উপকরণ আর এর সঙ্গে ভূমি ও মূলধন সহযোগী উপকরণ হিসেবে কাজ করে থাকে। সহজ অর্থে, অর্থনীতিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবহৃত দৈহিক ও মানসিক শক্তিকেই শ্রম বলে। রিকার্ডোর মতে, বর্তমানে যে শ্রম দ্বারা মূলধন পরিচালিত হয় এবং যে মূলধনের কারণেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় সে মূলধন হচ্ছে শ্রম সমষ্টি।

তাই দেখা যায় ভূমির উপর মূলধনের সাহায্যে শ্রম দ্বারাই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এভাবেই ভূমিতে মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য শ্রম সক্রিয় উপকরণ হিসেবে কাজ করে। এখানে ভুললে চলবে না যে, ভূমির পরিমাণ সীমিত। আবার ভূমি মান হিসেবে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণির ভূমি বলতে যে ভূমির উৎপাদনশীলতা বেশি তাকেই বুঝায়। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভূমি বলতে নিম্নমানের স্বল্প উৎপাদনশীলতা বুঝায়। প্রথম শ্রেণির ভূমির পরিমাণও কম এবং অধিক ব্যবহারের ফলে ভূমিতে দেখা দিবে ক্রম হ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রয়োগ। ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিবে। কিন্তু ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা বাস্তব পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রিকার্ডো শ্রমকে সক্রিয় উপকরণ এবং ভূমি ও মূলধনকে সহযোগী উপকরণ মনে করেন। তাঁর বক্তব্যে কোথাও উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, ভূমির সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদনে স্থবিরতা অবশ্যম্ভাবী। তাই এখানে উন্নয়নের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি এসে যায়। যদিও ভূমির পরিমাণগত সরবরাহ সীমিত কিন্তু এর গুণাগুণ পরিবর্তন করা সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। আর এ জন্য শিল্পোদ্যোক্তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ রিকার্ডো তাঁর উৎপাদনের শ্রম তত্ত্বের ব্যাখ্যায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকাকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৯। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি লেখ?** [টেক্স-২০১৫]

উত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বিবর্তনিক ধারা আছে। তাই একে একটি ঐতিহাসিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়টির উপর গবেষণা ও আলোচনা অনেক বিশেষজ্ঞ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক রস্টোর (Professor Rostour)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবর্তিত পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। রস্টোর তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত পর্যায়ে আসতে অনেক সময় লাগে। এই সময়কালে অনুন্নত হতে উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর স্তরকে কতিপয় স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্র সমাজকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিহ্নিত করে সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

প্রথম স্তর ঃ চিরাচরিত সমাজ বা সনাতন স্তর;
দ্বিতীয় স্তর ঃ স্বনির্ভর উন্নয়ন স্তরের পূর্বশর্ত অবস্থার স্তর;
তৃতীয় স্তর ঃ পূর্ণাঙ্গ স্তরে উঠার প্রচেষ্টার স্তর;
চতুর্থ স্তর ঃ শিল্পোদ্যোক্তার আবির্ভাবের স্তর;
পঞ্চম স্তর ঃ ব্যাপক ভোগেরকাল সম্পর্কিত স্তর।

১০। **কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কেইনসের তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৭, ১১]

উত্তর জন মেনার্ড কেইনস (John Maynard Keynes) তাঁর উপস্থাপিত কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে মোট চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চাহিদা।' সরবরাহ তার নিজস্ব চাহিদা সৃষ্টি করে না, বরং কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয় সার্বিক চাহিদার দ্বারা। এই চাহিদা সৃষ্টি হয় গৃহস্থালী ভোগ ব্যয়, ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় এবং বৈদেশিক খাতে মোট ব্যয়ের সমন্বয়ে কর্মসংস্থান দ্বারা বাজারের মোট চাহিদা বুঝা যায় না। পরিকল্পিত জাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে চাহিদা ব্যবস্থাপনা নীতি প্রয়োগ করলে মোট চাহিদা অনেকটা নিশ্চিত হয়।

কেইনসের কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্বে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা সামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত চাহিদা নিশ্চিত করা হলে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও প্রত্যাশিত উৎপাদন অর্জন করা সম্ভব। সার্বিক চাহিদা উচ্চস্তরে রাখতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে না। আর এটি সরবরাহ চাহিদা ও শিল্পোদ্যোক্তার গুণগত অবস্থার উপর নির্ভর করে। এ কথা সত্য যে, শিল্পোদ্যোক্তার কাজের সাথে বিনিয়োগ সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের হার এবং উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পায়। ফলে গড় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। আর এরূপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিল্পোদ্যোক্তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড-এর কৃতিত্বার্জন চাহিদা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.২ দ্রষ্টব্য।

২। "শিল্পোদ্যোক্তা পুঁজিপতি হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন কিন্তু তাঁকে পুঁজি ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদানের দক্ষতা থাকতে হবে।" বিষয়টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর।

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্যুমপিটারিয়ান তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ১০, ১২(পরি), ১৪(পরি)]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৭ দ্রষ্টব্য।

৩। "কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের শিল্পোদ্যোক্তার সরবরাহের উপর নির্ভরশীল" ম্যাকলেল্যান্ড এর গবেষণার ভিত্তিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৮ দ্রষ্টব্য।

৪। "মুনাফা লাভের অভিপ্রায় নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণাই শিল্পোদ্যোক্তাকে পরিচালিত করে।" ব্যাখ্যা কর।

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৩.৮ দ্রষ্টব্য।

৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ ৩.৮ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কেইনসের তত্ত্বসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [পলি-২০০১]

উত্তর সংকেত ঃ ৩.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭। অ্যাডাম স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ ৩.১.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ম্যালথাসের তত্ত্বটি বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত ঃ ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। উৎপাদনের শ্রম তত্ত্ব ও উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কেইনসের ধারণাসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত ঃ ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।

অথবা, অধ্যাপক রস্টোর (Rostour) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যাক্রমিক তত্ত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০১১]

অথবা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি লেখ। [টেক্সট-২০১৫]

উত্তর সংকেত ঃ ৩.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৪

বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসসমূহ
Sources of Venture Ideas in Bangladesh

৪.০ সূচনা (Introduction) ঃ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক ধারণা ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি। এছাড়াও সাফল্যের জন্য সঠিক অথচ দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাথমিক মূলধন আবশ্যক। তবে সবকিছুর আগে শিল্পের ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। যেমন চাহিদা আছে এবং ভবিষ্যতে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এমন সব পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম চিহ্নিত করার মাধ্যমে শিল্প ধারণার সূত্রপাত করা হয়। বাস্তবভিত্তিক শিল্প ধারণা অর্জন করতে পারলে ব্যবসায়ে সাফল্য অনেকাংশে নিশ্চিত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ শিল্পোদ্যোগের সাফল্য অনেকটা সীমিত হয়ে যায়। তাই যেমন-তেমন কিংবা অসম্পূর্ণ শিল্প-ধারণা শিল্পোদ্যোগে ব্যর্থতা বয়ে আনতে পারে। তাই ব্যবসায়ে সাফল্যের পূর্বশর্ত হল সঠিক শিল্প ধারণা (Venture idea), দক্ষ জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় মূলধন যা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক পথে পরিচালিত করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিল্প-ধারণার ব্যাপারে অনেক সময় পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হওয়া হয় না। তাই অনেক শিল্পোদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৪.১ বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসের/সূত্রের সংজ্ঞা (Define Sources of Venture Ideas in Bangladesh) ঃ

'শিল্প ধারণা' সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। এখানে ইংরেজি Venture শব্দের অর্থ হল ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম প্রচেষ্টা বা ফলাফলের নিশ্চয়তাহীন প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টাতে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা যে কোন একটি হতে পারে।

ইংরেজি "Idea" শব্দের অর্থ হল ধারণা। Venture ideas-এর অর্থ **'শিল্প ধারণা'** করা হয়েছে। এটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যকরী শব্দার্থ কিংবা ব্যবহার্য অর্থ হিসেবে 'শিল্প-ধারণা' গ্রহণ করা যায়।

সংজ্ঞা ঃ 'যে সমস্ত উৎস শিল্পোদ্যোক্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সফল শিল্প প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে তাকে শিল্প ধারণার উৎস বলে।'

উপরোক্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করার জন্য শিল্প ধারণা অর্জন করতে হয়। তবে একথাও সত্য যে, একটি দুর্বল ও অবাস্তব শিল্প ধারণা শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। তাই সঠিক শিল্পের নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে সঠিক ধারণা গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার শিল্প ধারণার উৎস/সূত্রসমূহ (Sources of Venture Ideas in Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশের সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের নতুন শিল্প ধারণার উৎস সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। যে কোন একজন উদ্যোক্তার শিল্প ধারণার উৎস সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে অনেকগুলো বাস্তবসম্মত ধারণা লাভের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার দরকার হয়। এতে করে নানা উৎস হতে নানা রকম ধারণা যাচাই-বাছাই করে বাস্তবসম্মত সঠিক ধারণা নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশে উদ্যোক্তার জন্য নানাবিধ উৎস রয়েছে। উৎসগুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন—

(১) আনুষ্ঠানিক (Formal) ও

(২) অনানুষ্ঠানিক (Non-formal)।

যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক উৎস হতে শিল্প ধারণা গ্রহণ করা যাবে তার তালিকা নিচে দেয়া হল ঃ

শিল্প ধারণার উৎসসমূহ ঃ

১। বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়;
২। শিল্প বিভাগ;
৩। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়;
৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC);
৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (IACB);
৬। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (CB);
৭। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (DFI);
৮। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR);
৯। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ (IPDC);
১০। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB);
১১। বস্ত্র বিভাগ;
১২। প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর;
১৩। বাংলাদেশ শিল্প-কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র (BITAC);
১৪। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (EPZA);
১৫। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো;
১৬। চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (CCI);
১৭। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (NGO);
১৮। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ;
১৯। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ;
২০। বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করপোরেশন;
২১। বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন কমিটি (BRAC);
২২। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক;
২৩। গ্রামীণ ব্যাংক;
২৪। বাংলাদেশ মাঠ নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট;
২৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS);
২৬। অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১। বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় (Ministry of Industries Govt. of Bangladesh) ঃ দেশের সার্বিক শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত রয়েছে। দেশের শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো, বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের উপর রয়েছে। এছাড়া শিল্পনীতি ও বিনিয়োগ তফসীল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্তও অন্যতম দায়িত্ব। তাই সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাবৃন্দ এ মন্ত্রণালয় হতে শিল্প ধারণা লাভ করতে পারে।

২। শিল্প বিভাগ (Department of Industry) ঃ এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। শিল্প বিভাগ ব্যক্তি মালিকানায় নতুন শিল্প স্থাপন ও বর্তমান শিল্পসমূহের উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এখানে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়া এ বিভাগ দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদেরকে তথ্যাদি সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ এ বিভাগ হতে প্রকাশিত পুস্তিকা, মনোগ্রাফ ও অন্যান্য প্রকাশনা পেতে পারেন যা থেকে শিল্প ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়।

৩। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় (Other Ministries of the Government) ঃ দেশের শিল্পোন্নয়নে কেবলমাত্র শিল্প মন্ত্রণালয় বা শিল্প বিভাগ এককভাবে সবরকম দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় না। সরকারের শিল্পনীতি ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ সমস্ত মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Five Year Plan) দলিল তৈরি করে থাকে যেখান থেকে সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাগণ শিল্প ধারণার দিক নির্দেশনা পেতে পারেন।

৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation) ঃ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রধান সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে শিল্প খাতের উন্নয়নকল্পে বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ দান।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার উল্লেখযোগ্য কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। শিল্পসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা;
২। উদ্যোক্তা সনাক্তকরণ;
৩। সাহায্যমূলক সেবা প্রদান;
৪। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান;
৫। প্রকল্প নির্বাচন ও মূল্যায়ন;
৬। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা;
৭। ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান;
৮। শিল্প ইউনিট অনুমোদন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন;
৯। শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
১০। ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উন্নয়ন;
১১। পণ্য ডিজাইন ও মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান;
১২। প্রটোটাইপ উন্নয়ন ও তার বিতরণের সহায়তা;
১৩। কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য প্রদান;
১৪। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিপণন বা বাজারজাতকরণে সহায়তা;
১৫। উপ-ঠিকাদারীর ব্যবস্থা করা;
১৬। গবেষণা ও উন্নয়ন;
১৭। যথোপযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ;
১৮। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
১৯। পণ্যের বাজার সমীক্ষা;
২০। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (Investment Advisory Centre of Bangladesh) ঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (IACB) ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ উপদেষ্টামূলক কাজের জন্য কেন্দ্রটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে। এ কেন্দ্রের কাজ হল ঃ

১। ব্যক্তিগত মালিকানায় বিনিয়োগের প্রাক-বিনিয়োগ অনুশীলন;

২। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের প্রস্তাব বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই;

৩। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য পথ নির্দেশকমূলক তথ্যপঞ্জী প্রস্তুত করা;

৪। বিভিন্ন শিল্প বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বিচার করা।

এ প্রতিষ্ঠান উপদেশ প্রদানের মত পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য পরামর্শ ফি গ্রহণ করে থাকে।

৬। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (Commercial Banks) ঃ শিল্প ও ব্যবসায়ে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, যথা ঃ সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া ব্যাংকিং সেবাকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বল্পমেয়াদি পুঁজির অভাব মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের জনগণের নিকট অলসভাবে পড়ে থাকা ছড়ানো-ছিটানো সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা ও যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা এ ব্যাংকের একটি প্রধান কাজ। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করাও বাণিজ্যিক ব্যাংকের দায়িত্ব।

ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা মূলধন সংগ্রহ ছাড়াও এ সব ব্যাংক থেকে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগ-পূর্ব পরামর্শ, পণ্য নির্বাচন এবং বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারে। অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সিকিউরিটিস ও কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অবলেখক হিসেবে কাজ করে থাকে।

৭। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Development Financial Institution) ঃ এ উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ হল দেশি ও বিদেশি মুদ্রায় শিল্পসমূহে ঋণ দেয়া যাতে দেশের সর্বত্র নতুন নতুন শিল্প ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া সরকারের শিল্পনীতির আলোকে দেশের শিল্পের বিকাশ ঘটানো এর অন্যতম কাজ।

৮। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Counsil for Science and Industrial Research) ঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দিক নির্দেশনা, নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও পরিষদের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এ ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সেল স্থাপনে উৎসাহিত করে।

দেশীয় প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্প ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও এ পরিষদের অন্যতম কাজ। একজন শিল্পোদ্যোক্তা এ পরিষদের উদ্ভাবিত খাদ্য বা প্রক্রিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

৯। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ (Industrial Promotion and Development Company of Bangladesh) ঃ আই পি ডি সি বি একটি শিল্প বিনিয়োগ কোম্পানি হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ কোম্পানির কাজ হল ঃ

১। বাস্তবসম্মত বিনিয়োগে উৎসাহ দান করা;

২। শিল্পোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করা;

৩। বিদেশি মূলধন আকর্ষণ করা;

৪। নতুন শিল্প স্থাপনে শিল্প ধারণা প্রদান করা ইত্যাদি।

১০। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (Investment Corporation of Bangladesh (ICB) ঃ ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) সরকারি উদ্যোগে তদানীন্তন Investment Corporation of Pakistan-এর অনুকরণে ৪০নং অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য ঃ এ কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল ঃ

১। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজি বিনিয়োগের ভিত্তি ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান;

২। পুঁজি বাজার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান;

৩। বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;

৪। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয়কে অর্থকরী কাজে লাগানো ইত্যাদি।

কার্যাবলি ঃ প্রতিষ্ঠার পর হতেই আইসিবি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কনসোর্টিয়ামের ভিত্তিতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রস্তাবের আলোকে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই ও বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক নির্ধারণের প্রেক্ষিতে শেয়ার আন্ডার রাইটিং অথবা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা করে আসছে।

১১। বস্ত্র বিভাগ (Department of Textile) ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র বিভাগ ব্যক্তি মালিকানায় বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশোনা করে থাকে। বস্ত্র বিভাগ বস্ত্রশিল্প প্রসার ও উন্নয়নকল্পে বাস্তবসম্মত ধারণা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়া নতুন শিল্প স্থাপনে শিল্প ধারণা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি প্রদান করে থাকে।

১২। প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (Office of the Chief Controller of Import and Export) ঃ বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর রয়েছে। এ দপ্তর দেশের আমদানি ও রপ্তানির সরকারি অনুমোদন দেয়ার কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এ দপ্তর পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে থাকে যা থেকে নতুন পণ্য আমদানি কিংবা রপ্তানি করা সম্পর্কিত ব্যবসায়ের ধারণা লাভ করা সম্ভব।

১৩। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা (বিটাক) Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (BITAC) ঃ দেশের শিল্পায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান কার্যাবলি হচ্ছে–

১। কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

২। নতুন যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের সাথে পরিচয় ঘটানো;

৩। যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান;

৪। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান;

৫। বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, গ্রুপ বা দলগত আলোচনা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তির ন দান ইত্যাদি।

মোটকথা, শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য।

১৪। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (Export Processing Zone Authority, EPZA) ঃ বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী স্থাপনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর নগরে এবং ঢাকার অদূরে সাভারে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া না ও উত্তরবঙ্গে এরূপ প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ নির্দিষ্ট এলাকায় স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলোকে াজনীয় কর সুবিধা, শুল্কমুক্ত আমদানি-রপ্তানি, কারখানা ভবন, গুদাম ঘর ইত্যাদি নানারকম সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ কায় শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশি মালিকানাধীন পুঁজির বিনিয়োগ সুবিধা অনুমোদিত। ইপিজেড-এর কর্তৃপক্ষ এবং এখানকার শনাগুলো রপ্তানিমুখী শিল্প সম্পর্কিত ব্যবসায়ের ধারণা প্রধান করে থাকে।

১৫। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (Export Processing Bureau, EPB) ঃ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাকিস্তান আমলে ১৯৬৩ সালে এটি স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হল ঃ

১। বিদেশে দেশজ পণ্যের বাজার সন্ধান করা;

২। সম্ভাব্য রপ্তানিকারক বা বিনিয়োগকারীদেরকে বিদেশে রপ্তানি সম্পর্কীত তথ্য প্রদান করা;

৩। আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ;

৪। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক অফিস ও প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন;

৫। জাতীয় রপ্তানি মেলার আয়োজন;

৬। বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ;

৭। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন;

৮। বিদেশের সরকার ও সংস্থার নিকট হতে শুল্ক রেয়াত ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি।

এছাড়াও ব্যুরো রপ্তানিকারক শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে রপ্তানি সংক্রান্ত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও রপ্তানিমুখী শিল্প ধারণার জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

১৬। চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (Chamber of Commerce and Industries, CCI) ঃ দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রধান শিল্প মালিকদের নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত। বাংলাদেশের পুরাতন প্রতিটি বৃহৎ জেলায় এ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর কাজ হল ঃ

১। জাতীয় শিল্পনীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ দেয়া;

২। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সরকারের সাথে শিল্প সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা;

৩। নতুন শিল্প উদ্যোগকারীদেরকে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক শিল্প সম্পর্কে ধারণা দেয়া ইত্যাদি।

১৭। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (Non-Government Organization, NGO) ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেকগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা রয়েছে। এদের মধ্যে ব্রাক, গ্রামীণ শক্তি, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্য ছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভিতরে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভূমিকা রয়েছে। এ সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক পুস্তিকা ও মনোগ্রাফ প্রকাশ করে থাকে যা থেকে শিল্প ধারণা লাভ করা যায়।

১৮। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Universities and Research Institutions) ঃ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বাণিজ্য গবেষণা সংস্থা (Bureau of Business Research, BBR), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (Bangladesh Institute of Management, BIM) ইত্যাদি গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর কাজ হল শিল্প ধারণা সম্পর্কে সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা।

১৯। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ ঃ বাংলাদেশের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে গবেষণাভিত্তিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। যেমন– বহুজাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠান (Multinational Company), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (Bangladesh Small and Cottage Industry) ইত্যাদি। সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোগকারীগণ এদের প্রকাশিত গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে শিল্প ধারণা লাভ করতে পারে।

২০। বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন (Bangladesh Handloom Products Export Corporation) ঃ হস্তচালিত তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁত শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশের তাঁত ও কুটির শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর উন্নয়নের ব্যাপারে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান এবং বিদেশে এগুলোর রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করাই এ কর্পোরেশনের মূল উদ্দেশ্য। এ কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তাঁত ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন নিজস্ব উদ্যোগে বিদেশে তাঁত শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

২১। বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন কমিটি (ব্রাক) (Bangladesh Rural Advancement Committee, BRAC) ঃ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ব্রাক ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্রাক যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

(ক) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ ব্রাক ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঃ

১। কাপড় বুনন;
২। হাঁস-মুরগি পালন;
৩। আসবাবপত্র তৈরি বা প্রস্তুতকরণ;
৪। তেল উৎপাদন;
৫। গুড় তৈরি;
৬। দড়ি বা রশি/ শিকা তৈরি;
৭। বাঁশ ও বেতের সামগ্রী প্রস্তুতকরণ;
৮। ধান ভাঙা প্রভৃতি।

(খ) সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ঃ এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন লোকদেরকে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণ বা বিপণন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। যেমন– ইট তৈরি।

(গ) উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়ন ঃ ব্রাক এ কর্মসূচির অধীনে আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন এবং সেই সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালায়।

(ঘ) কারুশিল্পের উন্নয়ন ঃ ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে জামদানি, সিল্ক, নকশী কাঁথা ইত্যাদি।

ব্রাক থেকেও বাস্তবসম্মত ও লাভজনক শিল্প ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

২২। বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড ঃ BDBL একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। দেশের শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল ঃ

১। দেশের শিল্পগুলোর উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদান করা;
২। শিল্প স্থাপনে উপযুক্ত পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;
৩। শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা।

কার্যাবলি ঃ

বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

১। ঋণ আদায়ের সামগ্রিক অবস্থা তথা ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষজ্ঞমূলক ভূমিকার উন্নয়ন সাধন;
২। সংস্থার নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
৩। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার জনসাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্য অবলেখন ও ব্রীজ ফাইন্যান্সিং প্রভৃতিতে সহায়তা দান।

২৩। গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank) ঃ গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কর্তৃক চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে গরিবদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয় এবং বর্তমানে তা এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

মূলধন ঃ গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, যার শতকরা ২৫ ভাগের মালিক সরকার ও অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ শেয়ারের মালিক গরিব ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি ঃ গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের ঋণদান ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোয় এনে তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে।

২। **সঞ্চয় সৃষ্টি ঃ** এ ব্যাংক ঋণ প্রদানের সাথে সাথে ভূমিহীন ঋণগ্রহীতাদের গ্রুপভিত্তিক সঞ্চয় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে।

৩। **জামানতবিহীন ঋণ প্রদান ঃ** কোন প্রকার জামানত ছাড়াই গ্রামের গরিব ভূমিহীনদেরকে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

৪। **গৃহ নির্মাণ ঋণ ঃ** গ্রামাঞ্চলে নিঃস্ব ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্যও গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

৫। **কর্মসংস্থান ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগসহ ভূমিহীন ও গরিব পরিবারের মহিলাদের খণ্ডকালীন কাজের সংস্থান করে।

৬। **ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও কুটির শিল্প ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে।

২৪। বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (Bangladesh Standards & Testing Institution, BSTI) ঃ ১৯৭৭ সালের ৪ আগস্ট এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে ব্যবহার্য শিল্প পণ্যের মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা। বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উন্নতমানের দ্রব্য আমদানি ও উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি রাখা এর প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মান নির্ধারণকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের ৬টি শাখা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। যথা ঃ

(ক) কৃষি ও খাদ্য;
(খ) পাট ও বস্ত্র;
(গ) কেমিক্যাল;
(ঘ) ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল;
(ঙ) বিল্ডিং ও বিল্ডিং সরঞ্জামাদি ও
(চ) ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামাদি।

উল্লিখিত ৬টি শাখার অধীনে রয়েছে ৭০টি সেকশনাল কমিটি।

বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউটের লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১। পণ্যদ্রব্য, সামগ্রী, প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত মান তৈরি করা;

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসব মানের ব্যবহার নিশ্চিত করা;

উপরোক্ত বি. এস.টি.আই হতে মানসম্পন্ন পণ্যের ধারণা লাভ করা যায় যা সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প ধারণা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

২৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics, BBS) ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের নানান দিক ও নানান বিষয়ের উপর উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরবরাহ করে থাকে। বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যাদির উপর পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ করে থাকে। এ ব্যাপারে এখান হতে পত্র-পত্রিকা, প্রতিবেদন, গবেষণাপত্র, বুলেটিন ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ হয়ে থাকে। সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাবৃন্দ বিবিএস থেকে প্রকাশিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে সহজেই নতুন শিল্প ধারণা অর্জন করতে পারেন।

২৬। অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (Other Formal Sources) ঃ দেশের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের নামোল্লেখ এখানে করা হয়নি, অথচ তাদেরও দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় বিভাগ, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, তাঁত বোর্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের কার্যাবলি ও প্রকাশনা হতে সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাগণ নতুন শিল্প ধারণা লাভ করতে পারেন।

৪.৩ বাংলাদেশের শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক সূত্র/উৎসসমূহ (Informal Sources of Venture Ideas in Bangladesh) ঃ

অনেকে আনুষ্ঠানিক উৎস হতে শিল্প ধারণার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক উৎসকেও শিল্প-ধারণা লাভের ব্যাপারে যেমন-তেমন ভাবার কোন কারণ নেই। অনেক গবেষক শিল্প-ধারণা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আলোচিত মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে (In the context of elluminative evaluation) অনানুষ্ঠানিক উৎসসমূহ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এটি সম্ভব হয় কেবল মাত্র প্রকৃত পরিবেশ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। নিচে কেবল মাত্র চারটি অনানুষ্ঠানিক উৎসের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১। ব্যবসায় ও শিল্প যোগাযোগ (Communication in Business and Industry);

২। পেশাগত যোগাযোগ (Professional Communication);

৩। পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান (Consultancy Firm);

৪। জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে ধারণা (Ideas from National Level Leaders)।

১। ব্যবসায় ও শিল্প যোগাযোগ (Communication in Business and Industry) ঃ প্রকৃত বাণিজ্য পরিবেশ থেকে নতুন শিল্প কিংবা ব্যবসায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ জন্যে ক্রেতাদের কাছ থেকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করে বর্তমান পণ্যসামগ্রীর দোষত্রুটি, সীমাবদ্ধতা, পণ্যের চাহিদা ও অন্য কোন ভাল পরামর্শ থাকলে তা জানা যেতে পারে। এছাড়া দেশে ও বিদেশের প্রদর্শনী মেলা হতে বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে পরিচিত হওয়া যায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তির ব্যবহার, পণ্য ব্যয় ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে তথ্যাদি লাভ করে শিল্প ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়।

২। পেশাগত যোগাযোগ (Professional Communication) ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি ব্যবসায় সংক্রান্ত পেশায় জড়িত তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যবসায় সংক্রান্ত বাস্তবসম্মত ধারণা লাভ করা যায়।

৩। পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান (Consultancy Firm) ঃ ইদানিংকালে বাংলাদেশে ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরামর্শ দানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র শিল্প ক্ষেত্রে কিংবা ব্যবসায় ক্ষেত্রে আর কোন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এসব প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ কিংবা তাদের অপ্রকাশিত প্রতিবেদন অনেক সময় নতুন শিল্প ধারণার উৎস হয়ে থাকে।

৪। জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে ধারণা (Ideas from National Level Leaders) ঃ দেশের সরকারি দলীয় নেতৃবৃন্দ কিংবা বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের দেশের বর্তমান শিল্পায়ন ও ব্যবসায় কর্মসূচি ও এ সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান স্ব-স্ব চিন্তাধারা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Vision) থেকে শিল্প ধারণার উৎস পাওয়া যায়।

এছাড়াও উন্নত বিশ্বের শিল্প-ধারণা সম্পর্কে নানাবিধ প্রকাশনা ও সে সমস্ত দেশের গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল ইত্যাদি পাঠ করে এবং বিদেশ ভ্রমণের (Study visit) মাধ্যমে সে দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা (Interaction) ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের (Sharing experience) মাধ্যমে নতুন ও উন্নত শিল্প ধারণা অর্জন করা সম্ভব।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সুবিধাদি (Facilities for the Foreign Investors) ঃ বাংলাদেশ সরকারের শিল্প বিভাগ কর্তৃক বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রাক-বিনিয়োগ (Pre-Investment) ও বিনিয়োগ-উত্তর (Post-Investment) সহায়ক প্রদানের জন্য শিল্পনীতি ও শিল্প সহায়তা ইউনিটের আওতায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস (One Stop Service)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত অনুমোদনের কাজটি যাতে সহজতর ও দ্রুততর হয় তার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ১৯৮০ সালের ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদেশি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও রক্ষা (Foreign Investment, Development & Protection 1980) আইন করা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ সহজতর ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করাই এ রকম কার্যক্রম গ্রহণ করার অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। 'শিল্প ধারণা' কী? [পলি-২০০৮; টেক্স-১৫]
অথবা, শিল্প ধারণা বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর ঃ 'শিল্প ধারণা' হল কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা।

২। 'শিল্প ধারণার উৎস কাকে বলে? [পলি-২০০৫, ১০, ১৫(পরি); জিটি-১৩]
অথবা, শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৮]

উত্তর ঃ যে সমস্ত উৎস শিল্পোদ্যোক্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সফল শিল্প প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে, তাকে শিল্প ধারণার উৎস বলে।

৩। কোন ধরনের 'শিল্প ধারণা' শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে?

উত্তর ঃ ত্রুটিপূর্ণ, দুর্বল ও অবাস্তব 'শিল্প ধারণা' শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

৪। শিল্প ধারণার উৎস কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ শিল্প ধারণার উৎস দু'রকম, যথা ঃ (১) আনুষ্ঠানিক এবং (২) অনানুষ্ঠানিক।

৫। বাংলাদেশের যে কোন চারটি আনুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার উৎসের নাম কর। [পলি-২০১২(পরি); টেক্স-১৪]

উত্তর ঃ (১) শিল্প মন্ত্রণালয়, (২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, (৩) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, (৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা।

৬। বাংলাদেশের যে কোন দুটি অনানুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার উৎসের নাম কর।

উত্তর ঃ ১। ব্যবসায় ও শিল্প যোগাযোগ, ২। পেশাগত যোগাযোগ।

৭। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার উল্লেখযোগ্য ২টি কাজের নাম লিখ। [পলি-২০১০]

উত্তর ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার উল্লেখযোগ্য ২টি কাজের নাম ঃ

১। ঋণ আদায়ের সামগ্রিক ব্যবস্থা ও তথা ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে বিশেষজ্ঞমূলক ভূমিকার উন্নয়ন সাধন।

২। সংস্থার নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৮। বিটাকের যে কোন ৪টি কাজের নাম লেখ। [পলি-২০০৯, ০৮, ১৪(পরি)]
অথবা, বাংলাদেশ কারিগরি সাহায্য সংস্থার কার্যাবলি আলোচনা কর। [পলি-২০০৯]

উত্তর ঃ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থার ৪টি উল্লেখযোগ্য কাজ হল ঃ

১। কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দান।

২। নতুন যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের সাথে পরিচয় ঘটানো।

৩। যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান।

৪। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান।

৯। বিএসটিআই-এর যে কোন ছয়টি কাজের নাম কর।

উত্তর ঃ বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইন্সটিটিউট-এর ছয়টি কাজের নাম ঃ

(ক) কৃষি ও খাদ্য, (খ) পাট ও বস্ত্র,
(গ) কেমিক্যাল, (ঘ) ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল,
(ঙ) বিল্ডিং ও বিল্ডিং সরঞ্জামাদি ও (চ) ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামাদি।

১০। ব্রাকের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের যে কোন ৬টি কাজের নাম উল্লেখ কর। [পলি-২০০৫]

উত্তর ঃ ব্রাকের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৬টি কাজের নাম ঃ

১। কাপড় বুনন,
২। হাঁস-মুরগি পালন,
৩। আসবাবপত্র তৈরি বা প্রস্তুতকরণ,
৪। তেল উৎপাদন,
৫। গুড় তৈরি,
৬। দড়ি বা রশি/শিকা তৈরি।

১১। যে কোন ৫টি সরকারি সহায়তার নাম কর।

উত্তর ঃ ৫টি সরকারি সহায়তার নাম ঃ

১। শিল্পনীতি,
২। শিল্পস্থাপনে সরকারি উৎসাহ,
৩। রাজস্ব সুবিধা,
৪। শিল্পের অর্থসংস্থান ও
৫। শিল্পায়নে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান।

১২। সরকারি সহায়তা কী?

উত্তর ঃ যে কোন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারি উৎসসমূহই শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তার প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, দ্রুত শিল্পায়ন সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা যেমন– শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্ব নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি, শিল্পের অবকাঠামোগত সুবিধা দানের নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকেন।

১৩। বাংলাদেশে বিদেশি উদ্যোক্তা কিংবা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কী কী সুবিধা দেয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ

১। বিদেশি-বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও রক্ষা) আইন, ১৯৮০ করা হয়েছে।
২। বিনিয়োগ সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস করা হয়েছে।
৩। বিনিয়োগ সহজতর ও দ্রুততর করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে একটি সেল গঠন করা হয়েছে।

১৪। ইপিজেড (EPZ) কী? [পলি-২০০৯; টেক্স-১০]

উত্তর ঃ 'ইপিজেড' বলতে EPZ অর্থাৎ Export Processing Zone বুঝায়, যা বাংলাতে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা বলা হয়।

১৫। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশের দুটি কাজের কথা লিখ?

উত্তর ঃ আইপিডিসি এর প্রধান দুটি কাজ হল ঃ

(১) বাস্তবসম্মত বিনিয়োগে উৎসাহ দান করা,
(২) শিল্পোন্নয়নে পরামর্শ দান করা।

১৬। পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের কাজ কী?

উত্তর ঃ শিল্প ধারণার উৎস হিসেবে পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানকে অনানুষ্ঠানিক উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হল সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাদের সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প ধারণা প্রদান করা।

১৭। শিল্প ধারণার উৎস হিসেবে পেশাগত যোগাযোগ কী?

উত্তর ঃ যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যবসায় ও শিল্প কারখানার সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শিল্প-ধারণা অর্জন করাই হল পেশাগত যোগাযোগ।

১৮। শিল্পোদ্যোগ ধারণার অনানুষ্ঠানিক সূত্রসমূহ কী কী?

উত্তর ঃ অনানুষ্ঠানিক সূত্রসমূহ হল ঃ

১। ব্যবসায় ও শিল্প যোগাযোগ,
২। পেশাগত যোগাযোগ,
৩। পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান,
৪। জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে ধারণা।

১৯। একটি সফল প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের চাবিকাঠি কী কী?

উত্তর একটি সফল প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের চাবিকাঠি হল সঠিক বাস্তবসম্মত ধারণা, সঠিক জনবলের সমষ্টি ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় মূলধন।

২০। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মাসিক প্রকাশনাসমূহ কী?

উত্তর মাসিক প্রকাশনাসমূহ নিচে দেয়া হল ঃ

১। স্ট্যাটিসটিক্যাল বুলেটিন,

২। ইকোনমিক ইনডিকেটরস,

৩। ইকোনমিক সিচুয়েশন।

২১। BBS কী? এর কাজ কী? [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর BBS হল Bangladesh Bureau of Statistics. যাকে বলা হয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। এর কাজ হল দেশের নানা দিক ও নানা বিষয়ের উপর উপাত্তসংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরবরাহ।

২২। EPZA কী? [পলি-২০১২, ১৩; টেক্স-১০, ১৪]

উত্তর EPZA হল রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, যার ইংরেজি Full meaning হল Export Processing Zone Authority. বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দরনগরে এবং ঢাকার অদূরে সাভারে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে।

২৩। গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ কী?

অথবা, দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লেখ। [পলি-০৯]

উত্তর গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংকের কাজ হল–

১। সঞ্চয় সৃষ্টি,

২। জামানতবিহীন ঋণ প্রদান,

৩। ভূমিহীন ও বিত্তদের ঋণ প্রদান,

৪। গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান,

৫। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি।

তাই দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২৪। BITAC-এর পূর্ণ অর্থ কী? [পলি-২০১১]

উত্তর BITAC-এর পূর্ণ অর্থ Bangladesh Assistance centre (বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্যে কেন্দ্র)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫]

উত্তর ইংরেজি 'Venture' শব্দের অর্থ হল ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা বা ফলাফলের নিশ্চয়তাহীন প্রচেষ্টা। ইংরেজি 'Idea' শব্দের অর্থ হল ধারণা। তাহলে Venture ideas শব্দ দুটির অর্থ দাঁড়ায় কর্ম প্রচেষ্টার ধারণা। এখানে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Venture ideas শব্দের ব্যবহৃত অর্থ করা হয়েছে **'শিল্প ধারণা'**। শিল্প-ধারণার উৎস বলতে যে সমস্ত উৎস হতে 'শিল্প ধারণা' পাওয়া যায় তাকে বলা হয়। তাহলে শিল্প ধারণার উৎস হল "যে সমস্ত উৎস শিল্পোদ্যোক্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সফল শিল্প প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে তাকে শিল্প ধারণার উৎস (Sources of Venture Ideas) বলে।"

২। **বাংলাদেশের শিল্প ধারণার আনুষ্ঠানিক উৎসগুলো কী কী?** [পলি-২০০৪, ০৬, ১১, ১৪(পরি); টেক্স-১০; জিটি-১২]

উত্তর ঃ যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক উৎস হতে শিল্প ধারণা গ্রহণ করা যাবে তার তালিকা নিচে দেয়া হল ঃ

শিল্প ধারণার উৎসসমূহ ঃ

১। বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়;
২। শিল্প বিভাগ;
৩। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়;
৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC);
৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (IACB);
৬। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (CB);
৭। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (DFI);
৮। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR);
৯। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ (IPDC);
১০। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB);
১১। বস্ত্র বিভাগ;
১২। প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর;
১৩। বাংলাদেশ শিল্প-কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র (BITAC);
১৪। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (EPZA);
১৫। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB);
১৬। চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (CCI);
১৭। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (NGO);
১৮। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ;
১৯। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ;
২০। বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করপোরেশন;
২১। বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন কমিটি (BRAC);
২২। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;
২৩। গ্রামীণ ব্যাংক;
২৪। বাংলাদেশ মাঠ নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইন্সটিটিউট;
২৫। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;
২৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS);
২৭। অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

৩। **শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎস বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।** [পলি-২০১২, ১৪; টেক্স-১০; জিটি-১২]
অথবা, বাংলাদেশের শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো কী কী? [পলি-০৪, ০৬; টেক্স-২০১৫]

উত্তর ঃ শিল্প ধারণার খোঁজ-খবর প্রধানত আনুষ্ঠানিক উৎস হতে পাওয়া যায়। আজকাল অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ আনুষ্ঠানিক উৎস ছাড়াও বিকল্প উৎসের চিন্তাভাবনা করে থাকেন। প্রচলিত উৎসের বাইরে যে সমস্ত উৎসগুলো খুঁজে পাওয়া যায় তাকেই অনানুষ্ঠানিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক গবেষণা থেকে জানা গেছে, আলোকিত মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে অনানুষ্ঠানিক উৎসসমূহের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। যে সমস্ত উদ্যোক্তা ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে বাস্তবসম্মত ব্যবসায় প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের জন্য সঠিক 'শিল্প ধারণা' লাভের জন্য আনুষ্ঠানিক উৎস ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক। অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো হল (ক) ব্যবসায় ও শিল্প যোগাযোগ, (খ) পেশাগত যোগাযোগ, (৩) পরামর্শদান প্রতিষ্ঠান (৪) জাতীয় নেতাদের কাছ হতে ধারণা।
এছাড়াও দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, পত্র-পত্রিকা, শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা, শিল্প-কারখানার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিনিময়, প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা ও পরামর্শ সবই অনানুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৪। **বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?** [পলি-২০১১, ১২]

উত্তর ঃ দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যুরো বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার সন্ধান, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ-বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এতে সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাকে রপ্তানিমুখী শিল্প ধারণার জন্য ব্যুরোর সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।

৫। **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কাজ কী?** [পলি-২০০৮, ০৯, ১০; টেক্স-০৯, ১৪, ১৫]

উত্তর ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কাজ হল ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত এ প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল। উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরি ও আইনগত তথ্য সম্বলিত শিল্প ধারণা দিয়ে সেবা প্রদান করে থাকে। তাছাড়া উদ্যোক্তাগণ কোন শিল্পের অর্থ বিনিয়োগ করবে এ প্রশ্নের উত্তর দানে সহায়তা করে থাকে।

৬। **বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগ ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রসমূহ কী কী?** [পলি-২০০৪; টেক্স-১০; জিটি-১২]

উত্তর বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যবসায় ও শিল্পের সাথে যোগাযোগ।

(ক) ক্রেতাদের নিকট থেকে ধারণা।

(খ) পাইকার ও সরবরাহকারীর নিকট থেকে ধারণা।

(গ) ব্যবসায় প্রদর্শনী ও শোরুম থেকে ধারণা।

২। পেশাধারীদের সাথে যোগাযোগ।

৩। পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান।

৪। জাতীয় নেতাদের নিকট থেকে ধারণা।

৭। **শিল্পনীতি কী?** [পলি-২০০৮, ০৯]

অথবা, শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০১০]

উত্তর **শিল্পনীতি ঃ** শিল্পনীতি নতুন শিল্প উদ্যোগ ধারণার এক প্রধান উৎস দলিল। এটা সরকারের অগ্রাধিকার সম্বন্ধেও ধারণা দেয়। উদাহরণস্বরূপ সরকারের বর্তমান শিল্পনীতি ঐসব শিল্পসমূহকে আর্থিক ও অন্যান্য উৎসাহ প্রদান করে যেগুলো ঃ

(i) রপ্তানি বৃদ্ধি করে;

(ii) অর্থনৈতিক বিচারে দক্ষ ও লাভজনক আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে;

(iii) যথেষ্ট পরিমাণ দেশীয় উপাদান, জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করে;

(iv) বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট শিল্পসমূহের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে ইত্যাদি।

৮। **শিল্প বিভাগ কী? এর কাজ কী?**

উত্তর **শিল্প বিভাগ ঃ** শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প বিভাগ ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প স্থাপনের উৎসাহ প্রদানের ও বর্তমান শিল্পসমূহের উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ বিভাগ ব্যক্তিমালিকানায় বিনিয়োগের তথ্যাদি জ্ঞাপন করে ও বিনিয়োগ বোর্ডের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। এ বিভাগ নতুন শিল্প ধারণা সরবরাহ ছাড়াও সম্ভাব্য দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাগণকে তথ্যাদি ও উপদেশ দেয়। তা সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে পুস্তিকা ও মনোগ্রাফ প্রকাশ করে।

(i) বাংলাদেশের বিনিয়োগ সহায়িকা;

(ii) বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পদ্ধতি;

(iii) ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প শাখায় কর অব্যাহতির সুবিধা;

(iv) বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ;

(v) শিল্পের জন্য জমি পাওয়ার পদ্ধতি;

(vi) বাস্তবসম্মত প্রকল্পের বিশদ বিনিয়োগ পরিলেখ।

৯। **বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দাও।** [পলি-২০০৮, ১১, ১৫(পরি)]

অথবা, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [পলি-২০১২]

উত্তর ১৯৬৩ সালে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যুরো বিদেশে দেশজ পণ্যের বাজার সন্ধান করে ও সম্ভাব্য রপ্তানিকারক/বিনিয়োগকারীকে ঐ খবর পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন ও দূতাবাসসমূহে বাণিজ্যিক অফিস ও প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় রপ্তানি মেলার আয়োজন, বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, উন্নত দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছ থেকে শুল্ক রেয়াত ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে ব্যুরো এর উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করে। ব্যুরো রপ্তানিকারক শিল্প-উদ্যোক্তাগণকে বিবিধ সুবিধা যেমন রপ্তানি সম্পাদন লাইসেন্স (এক্সপিএল), স্বল্প হার সুদে রপ্তানি ঋণ, নিশ্চয়তা স্কিম (এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম) ইত্যাদি দিয়ে থাকে। বিদেশে আমাদের পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা বিধৃত করে সম্ভাব্য শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের জন্য ব্যুরো বিভিন্ন পুস্তিকা ও মনোগ্রাফ প্রকাশ করে। বিশেষ রপ্তানিমুখী শিল্প ধারণার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।

১০। **আইসিবি কী ও এর কাজ কী?**

উত্তর ঃ **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ঃ** সঞ্চয়ের ভিত্তি প্রশস্ত করে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মূলধন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর আইসিবি'র প্রতিষ্ঠা হয়। আইসিবি'র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উদ্যোক্তাগণকে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র বেছে দেয়া। বাংলাদেশের সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ বাস্তবসম্মত শিল্প-উদ্যোগ ধারণার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

১১। **চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিআই)-এর কাজ কী?**

উত্তর ঃ **চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিআই) ঃ** বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ও প্রধান শিল্প মালিকগণই এ সমস্ত চেম্বারের সদস্য। এ চেম্বারগুলোই শিল্প সমাজের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় শিল্পনীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পনীতির বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের সাথে দেন-দরবার করায় এ সংগঠন শিল্প সমাজের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এ কারণেই সম্ভাব্য শিল্প-উদ্যোক্তাকারীগণ বাস্তবসম্মত ও লাভজনক শিল্প-উদ্যোগ ধারণার জন্য এসব চেম্বার, বিশেষ করে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

১২। **'শিল্প ধারণার' উৎস হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাজ কী?**

উত্তর ঃ দেশের সার্বিক শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত রয়েছে। দেশের শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো, বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের উপর রয়েছে। এছাড়া শিল্পনীতি ও বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ও এর অন্যতম দায়িত্ব। তাই সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাবৃন্দ এ মন্ত্রণালয় হতে শিল্প ধারণা লাভ করতে পারে।

১৩। **'শিল্প ধারণার' উৎস হিসেবে বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্রের কাজ কী?**

উত্তর ঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (IACB) ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ উপদেষ্টামূলক কাজের জন্য কেন্দ্রটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে। এ কেন্দ্রের কাজ হল ঃ

১। ব্যক্তিগত মালিকানায় বিনিয়োগের প্রাক-বিনিয়োগ অনুশীলন;

২। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের প্রস্তাব বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই;

৩। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য পথ নির্দেশকমূলক তথ্যপঞ্জী প্রস্তুত;

৪। বিভিন্ন শিল্প বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বিচার করা।

এ প্রতিষ্ঠান উপদেশ প্রদানের মত পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য পরামর্শ ফি গ্রহণ করে থাকে।

১৪। **মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।** [পলি-২০১১, ১৪(পরি)]

উত্তর ঃ বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

১। পণ্যদ্রব্য, সামগ্রী, প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত মান তৈরি করা।

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় এসব মানের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বি,এস,টি আই হতে মান সম্পন্ন পণ্যের ধারণা লাভ করা যায় যা সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প ধারণা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

১৫। **দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লিখ।** [পলি-২০০৫, ০৯, ১৩, ১৪(পরি)]

অথবা, **গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি আলোচনা কর।**

উত্তর ঃ গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কর্তৃক চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে গরিবদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয় এবং বর্তমানে তা এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

মূলধন ঃ গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলদন ১০ কোটি টাকা। এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, যার শতকরা ২৫ ভাগের মালিক সরকার ও অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ শেয়ারের মালিক গরিব ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি ঃ গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) **ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের ঋণদান ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোয় এনে তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে।

(ii) **সঞ্চয় সৃষ্টি ঃ** এ ব্যাংক ঋণ প্রদানের সাথে সাথে ভূমিহীন ঋণগ্রহীতাদের গ্রুপভিত্তিক সঞ্চয় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে।

(iii) **জামানতবিহীন ঋণ প্রদান ঃ** কোন প্রকার জামানত ছাড়াই গ্রামের গরিব ভূমিহীনদেরকে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

(iv) **গৃহ নির্মাণ ঋণ ঃ** গ্রামাঞ্চলে নিঃস্ব ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্যও গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

(v) **কর্মসংস্থান ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগসহ ভূমিহীন ও গরিব পরিবারের মহিলাদের খণ্ডকালীন কাজের সংস্থান করে।

(vi) **ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও কুটির শিল্প ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন ও বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। **শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? আনুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার বর্ণনা দাও।**

অথবা, বাংলাদেশের শিল্প ধারণার উৎসগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫, ০৭, ১০, ১১, ১২(পরি), ১৪; টেক্স-১৪; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ দ্রষ্টব্য।

২। **আনুষ্ঠানিক যে কোন দুটি শিল্প ধারণার উৎসের বিবরণ দাও।**

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৪.২ দ্রষ্টব্য।

৩। **বাংলাদেশ কারিগরি সাহায্য সংস্থার কার্যাবলি আলোচনা কর।** [পলি-২০০৭, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত ঃ ৪.২ নং অনুচ্ছেদের ১৩ নং পয়েন্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

৪। **বাংলাদেশের শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎসসমূহ বর্ণনা কর।**

অথবা, 'শিল্প ধারণা' নির্বাচনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৬, ১১; টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৪.৩ দ্রষ্টব্য।

৫। **বাংলাদেশের শিল্প ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রগুলো বর্ণনা কর।** [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৪.২ দ্রষ্টব্য।

৬। **বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর কাজ কী?** [পলি-১১, ১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৪.২ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৫

শিল্প ধারণার মূল্যায়ন
Evaluation of Venture Ideas

৫.০ সূচনা (Introduction) ঃ

যে কোন উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই শিল্প ধারণা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা কিরূপ আবার ভবিষ্যতেই বা কিরূপ চাহিদা হতে পারে তার পূর্বানুমান শিল্প-ধারণা থেকে লাভ করা যায়। শিল্প-ধারণা হল একটি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা আর ঝুঁকির মধ্য দিয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে শিল্প-ধারণা অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে। শিল্প-ধারণা কতটুকু বাস্তবসম্মত আর ব্যবসায়ে কী পরিমাণ সাফল্য বয়ে আনতে পারে তা যাচাই-বাছাই করে দেখা আবশ্যক। এ জন্য শিল্প-ধারণার উৎসসমূহ ভালভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প ধারণার উপর নির্ভরশীল। সে কারণে শিল্প-ধারণা যাচাই-বাছাই করা হয়। আর এই প্রক্রিয়াকেই শিল্প-ধারণার মূল্যায়ন (Evaluation of Venture Ideas) বলা হয়। উৎপাদন যোগ্যতা, মুনাফা লাভের সম্ভাব্যতা, সম্ভাব্য বাজার প্রতিযোগিতা, বাজার সম্প্রসারণ পণ্যের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদা এবং ভোক্তার পরিবর্তনশীল রুচি ও পছন্দ-এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিল্প-ধারণার মূল্যায়ন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

৫.১ শিল্প-ধারণার মূল্যায়ন (Evaluation of Venture Ideas) ঃ

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত শিল্প ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্য হতে সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প-ধারণা নির্বাচন করা হয়, তাকে শিল্প ধারণার মূল্যায়ন বলে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা হতে এটা উপনীত হওয়া যায় যে, শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য--

১। বিভিন্ন উৎস হতে শিল্প-ধারণা সংগ্রহ করতে হবে,

২। শিল্প-ধারণাগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে,

৩। সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প-ধারণা নির্বাচন করতে হবে।

মোটকথা, শিল্প ধারণার মূল্যায়ন হল ঃ

— ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা বা সংগঠিত প্রচেষ্টার বিভিন্ন বিকল্প হতে একটিকে বেছে নেয়ার মাপকাঠি বলা যায়।

— ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা বা সংগঠন প্রচেষ্টার বিকল্প ধারণাগুলোর মধ্য হতে সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প-ধারণা নির্বাচন পদ্ধতি।

৫.২ শিল্প-ধারণা নির্বাচনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ (The Factors that Influence the Selection of Venture Ideas) ঃ

একটি নতুন শিল্প-ধারণা নির্বাচনে যে সমস্ত মুখ্য উপাদানসমূহ রয়েছে, তা হল—

১। উদ্যোক্তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

২। উদ্যোক্তার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।

৩। বাহ্যিক উপাদানসমূহ যেমন— মূলধন, সামাজিক পরিবেশ, দেশের নিয়ম নীতি ইত্যাদি।

কাল-ভেসপারের শিল্প-ধারণার প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। প্রারম্ভিক শীর্ষ উপাদান, ২। শিল্প বা মূল্য, ৩। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ।

১। প্রারম্ভিক শীর্ষ উপাদান ঃ বেশিরভাগ শিল্প উদ্যোক্তাই প্রকৃতপক্ষে কোন ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেন না। তার সিদ্ধান্তগুলোতে এমন কিছু আপেক্ষিক সুবিধামূলক উপাদান থাকে যা তাকে প্রতিষ্ঠানটি শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দান করে থাকে। এ উপাদানসমূহের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ঝুঁকিগত সংগঠন সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। শিল্প বা মূল্য ঃ নতুন ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনগুলো প্রধানত দু'ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে, যেসব কাজ-কর্ম শিল্পোদ্যোক্তাকে অবশ্যই সম্পাদন করতে হয়। যা প্রস্তুতি পর্বের অন্তর্ভুক্ত, সংগঠন তৈরির জ্ঞান ও ধারণা অর্জন, অর্থ সঞ্চয় এবং সংগঠন চালনার প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা। উদ্যোক্তার আরেক ধরনের ঝুঁকি রয়েছে তা হলো পূর্বের পেশা ত্যাগ করে নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশের ঝুঁকি। উদ্যোক্তা যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় এবং যে পরিমাণ ঝুঁকি তাকে নিতে হয় তার সাথেই এই আর্থিক ঝুঁকির ব্যাপারটি জড়িত।

৩। **ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ঃ** যে সব কারণে উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠন গড়তে চান তার মধ্যে সাধারণ কয়েকটি কারণ হল– অধিকতর ব্যক্তি স্বাধীনতা, অল্প সময়ে ব্যাপক সম্পদের মালিকানা অর্জন, আত্মপ্রকাশের সুযোগ এবং নিজের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বাস্তবায়ন ইত্যাদি। কিন্তু এসব উপাদান এবং অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাংগঠনিক সুযোগটি মুখ্য উপাদান।

উপরোল্লিখিত উপাদান ছাড়াও আরও কতকগুলো উপাদানের নাম করা যায়–

১। সঠিক উপযোগী প্রযুক্তি।

২। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য।

৩। নগরায়ন বা শহরায়ন প্রক্রিয়া।

৪। বিক্রেতার মনোভাব বুঝতে পারা।

(ক) ব্যক্তিগত ও পেশা সংক্রান্ত কারণ।

(খ) ব্যবস্থাপনার উত্তরসূরিতা।

(গ) একক ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা।

নিম্নে শিল্প ধারণা নির্বাচনে এসব প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

১। **সঠিক উপযোগী প্রযুক্তি (Right Technology) ঃ** সঠিক প্রযুক্তিগত সমাবেশ নির্বাচনের লক্ষ্যে লাভজনক একটি নতুন ধারণা তৈরি করতে গেলে এমন একটি সংগঠন নির্বাচন করা প্রয়োজন, যার ফলাফল হবে নতুন পণ্য উন্নয়নের একটি সংক্ষিপ্ত সময়, মূল্য পরিব্যয়ের একটি উচ্চ অনুপাত (Value to do cost ratio) এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে সংগঠনের আয়তনগত মিতব্যয়িতা।

২। **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঃ** কিছু কিছু লোক অপরের অধীনে নয়, বরং নিজে নিজেদের জন্য কাজ করতে পছন্দ করে, কিছু কিছু লোক এমন ব্যবসায় ক্ষেত্র পছন্দ করেন; যেখানে তাঁরা নিজেদের বিশেষজ্ঞতা ও কার্য পারদর্শিতা প্রয়োগ করতে পারেন। যেসব শিল্প এ ধরনের সুবিধা অর্জনের বিশেষভাবে উপযোগী সেগুলোর মধ্যে (i) আইন, (ii) ব্যবস্থাপনা পরামর্শ, (iii) হিসাব ও কর বিবরণী প্রস্তুতকরণ, (iv) পরিগণকের কর্মসূচি তৈরি ও (v) আর্থিক সেবামূলক কাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩। **নগরায়ণ ঃ** নগরায়ণের প্রবণতা উদ্যোক্তার নির্বাচনকে প্রভাবিত করে থাকে। নগরায়ণের সাথে সাথে নগর এলাকায় মানুষের বসতি বাড়তে থাকে। এতে ভোক্তাদের ভোগের মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা তখন সর্বোচ্চ গুণগত মানের পণ্য ও সেবা পেতে চায়। ভোক্তাদের ভোগের মান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা অর্জন করে তাদের মধ্যে (i) সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, (ii) ভাড়ায় রাখা দোকান, (iii) গৃহ নির্মাণ, (iv) দিবাকালীন যত্ন কেন্দ্র, (v) ফ্যাশন জাতীয় কাপড়-চোপড় ও (vi) গৃহে ব্যবহৃত কমপিউটার, বেতার যন্ত্র এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক উল্লেখযোগ্য।

ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনের বিকল্প ধারণাগুলো মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব ধারণা উদ্যোক্তার লক্ষ্য বা পরিসম্পদের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন সেগুলোকে বাদ দেয়া। গ্রহণ বা বর্জনের কিছু কিছু কাজ আগেভাগেই করা যেতে পারে। কিন্তু কোন ধারণা গ্রহণ বা বর্জনের জন্য বিচারবুদ্ধি ও মূল্যায়নের প্রয়োজন। প্রথমত, সংগঠনের বিশেষ ধারণা উদ্যোক্তার পরিকল্পনা, কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্যের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ব্যাপারে একটা সঠিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ভেঞ্চারের ধারণা তৈরি ও মূল্যায়নের মানসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে এক ধরনের গবেষণা যা পরবর্তী সময়ে করতে হয়। কিভাবে একজন উদ্যোক্তা অনেকগুলো বিকল্প ধারণার মুখোমুখি হন তা কেউ জানে না এবং যেসব ধারণা তারা শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করবেন না সেগুলো কিভাবে বর্জন করেন তাও কারো জানার কথা নয়।

৪। **বিক্রেতার মনোভাব বোঝা ঃ** বিক্রেতারা প্রায়ই তাদের বর্তমান ব্যবসায়ের বিক্রয় কার্য কিভাবে পরিচালনা করছেন, সে ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব লুকিয়ে রাখেন। তাঁরা অনেক সময় বিক্রয়ের প্রকৃত কারণ গোপন রেখেই কিছু কিছু পণ্য বাজারে ছাড়েন। মাঝে মাঝে উদ্যোক্তার বিক্রয়ের ইচ্ছার পেছনে ভয় জড়িত থাকে। পণ্যের মালিকেরা কদাচিৎ এ ভয়গুলো প্রকাশ করে থাকেন। উপরন্তু, তাঁরা সেগুলোকে লুকিয়ে রাখেন এবং বিক্রয়ের কারণগুলো চাপা রাখেন। অতএব, ক্রেতাদেরকেই এর প্রকৃত কারণগুলো বের করতে হয়। যেসব কারণে মালিকরা পণ্য বিক্রয় করতে চান, সে সবের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়িক কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যক্তিগত ও পেশাসংক্রান্ত কারণ ঃ মালিকরা তাদের পারিবারিক ব্যবসায়ে নিয়োজিত সম্পদ ও সম্পত্তি নগদে রূপান্তর করতে পছন্দ করেন।

(খ) ব্যবস্থাপনার উত্তরসূরিতা ঃ মালিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে তরুণ ও তরুণীদের পক্ষে ভবিষ্যতে লাভজনকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা নাও হতে পারে।

(গ) এক ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা ঃ মালিকরা বুঝতে পারেন যে, এ কারবারটি এত বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে যে, তাদের পক্ষে পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়বে।

৫.৩ ব্যবসায়ের/কারবারের আর্থিক দিকসমূহের মূল্যায়ন (The Evaluating Financial Aspects of Business) ঃ

ব্যবসায়ের আর্থিক দিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেননা ব্যবসায়ের প্রকৃত লক্ষ্য হল মুনাফা বা অর্থ উপার্জন। এই ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনটি দিক জড়িত তা হল–

১। বিক্রেতার সামগ্রিক অবস্থা,

২। ক্রেতার সামগ্রিক অবস্থা,

৩। ব্যবসায় কতটুকু সঠিক ও বাস্তব সম্মত।

উদ্যোক্তাকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করে দেখতে হবে ঃ

(ক) আমাদের ক্রেতা কারা?

(খ) তারা কোথায়?

(গ) তাদের সংখ্যা কত?

(ঘ) আমাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম কত হবে?

(ঙ) আমাদের পণ্য শতকরা কত ভাগ তারা কিনবে?

(চ) বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ কত হবে?

(ক) শিল্প-ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ঃ যে কোন পণ্যের সম্ভাব্যতা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে শিল্প-ধারণার পণ্য কিংবা সেবা যদি নতুন হয় এবং তা যদি পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা হয়ে থাকে, তাহলে বাস্তবতার নিরীখে সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক।

উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ খরচ, পরোক্ষ খরচ, ওভারহেড খরচ এবং সঙ্গে মুনাফা যোগ করে পণ্যের পাইকারি ও খুচরা মূল্য কত হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। তারপর বাজার যাচাই করে দেখতে হবে ভোক্তাবৃন্দ হিসেবকৃত দামে পণ্য কিনতে আগ্রহী কিনা? সেবার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। যদি শিল্প ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা হয়, তাহলে ঐ ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(খ) বাজার সমীক্ষা ঃ বাজার সমীক্ষা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা। সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে প্রস্তাবিত পণ্য বা সেবা উপস্থাপন করে তা ক্রেতা সাধারণ কিনতে কতটা আগ্রহী, কী দাম দিতে প্রস্তুত বা জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা পূরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাজার সমীক্ষার উপর পূর্বে প্রয়োগকৃত কোন মডেল বিদ্যমান থাকলে পুনরায় বাজার পরীক্ষা করা সহজতর হয়।

(গ) আর্থিক বিশ্লেষণ ঃ চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করার পর আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এই পর্যায়ে কারবারের অর্জিত সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা হয় এবং কারবারের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন অনুপাত বিশ্লেষণের (Ratio Analysis) মাধ্যমে কারবারের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash flow statement) এবং তহবিল প্রবাহ বিবরণী (Fund flow statement) প্রস্তুত করে নগদ তহবিলের প্রবাহ জানা যায়। বিশ্লেষণের তথ্য থেকে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এটিই নীতি নির্ধারণে সহায়ক।

খরচের হিসাব ঃ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সাথে সাথে খরচের হিসাবও করতে হবে। পূর্ব পরিকল্পিত খরচের খসড়া হিসাব বেশ সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এটা শুধু প্রারম্ভিক পর্যায়েই সম্ভব। সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খরচ কমিয়ে উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে যেন অধিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। যদি কোন পণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তা হলে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন হিসাব নেয়ার জন্য সমজাতীয় পণ্য প্রতিফলক মডেল তৈরি এবং একই রকম পণ্য উৎপাদক, পণ্যের দোকান বা সমজাতীয় প্রতিনিধির কাছ থেকে কিছু পণ্য আনা এবং উৎপাদনের বিভিন্ন মাত্রায় খরচের পরিমাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। সাধারণত এ ধরনের তথ্য দুই বা ততোধিক দোকান থেকে সংগ্রহ করাই যুক্তিসংগত যাতে করে সঠিক হিসাব পাওয়ার জন্য তুলনামূলক পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

সমাবস্থা বিশ্লেষণ বা ব্রেক ইভেন ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান গ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উৎপাদন স্তর, উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয়ের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করার যে কৌশল তাকেই ব্রেক ইভেন বা সমাবস্থা বিশ্লেষণ বলে। **M.L Houlton**-এর মতে, "This technique involves the use of marginal costing to predict cost behaviour and thereby to predict profits or losses of a business in a future period of time."

সমাবস্থা বিন্দু বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ঃ সমাবস্থা বিন্দু বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে এমন একটি স্তরকে বুঝায় যে পরিমাণ উৎপাদন করলে মোট উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি বিন্দু যেখানে মোট খরচের পরিমাণ ও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ সমান থাকে। উক্ত বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের একদিকে যেমন কোন লাভ হবে না, অন্যদিকে লোকসানও হবে না।

নিম্নোক্ত বীজগাণিতিক ফর্মূলা অবলম্বনের মাধ্যমে ব্রেক ইভেন উৎপাদনের পরিমাণ বের করা যায় ঃ

$$BEP = \frac{FC}{SP - V_C}$$

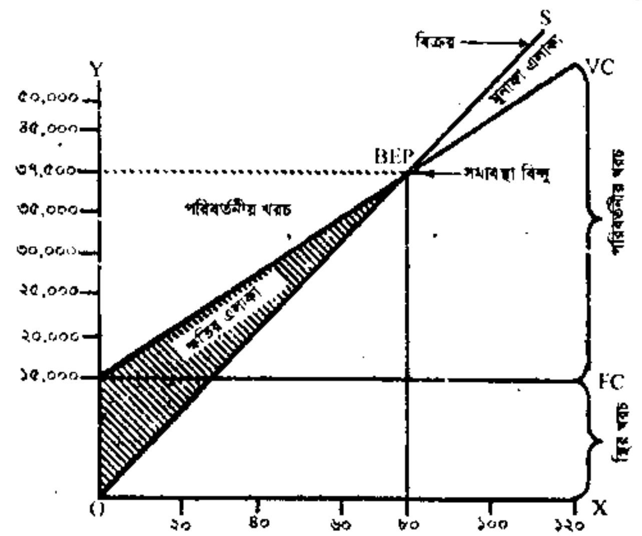
এখানে, BEP = Break Even Point (সমাবস্থা বিন্দু) ;
FC = Fixed Cost (স্থির খরচ);
SP = Selling price per article (পণ্য প্রতি, বিক্রয় মূল্য); এবং
V_C = Variable Cost (পরিবর্তনীয় খরচ)

ধরা যাক, কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের স্থির খরচ ৫০,০০০.০০ টাকা, প্রত্যেক একক পণ্যের বিক্রয় মূল্য ৩০.০০ টাকা এবং প্রতি একক পণ্যের পরিবর্তনীয় খরচ ২৬.০০ টাকা। সূত্র ব্যবহার করে Break Even Point নিম্নরূপে বের করা যাবে ঃ

$$BEP = \frac{৫০,০০০}{৩০ - ২৬} = \frac{৫০,০০০}{৪} = ১২,৫০০ \text{ একক পণ্য।}$$

সমাবস্থা ছক বা চার্ট ঃ লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাবস্থা বিন্দু বিশ্লেষণ করা যায়। সমাবস্থা বিশ্লেষণকে যখন লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে সমাবস্থা ছক বা ব্রেক ইভেন চার্ট (Break Even Chart) বলা হয়। ব্রেক ইভেন চার্টে স্থির খরচ, পরিবর্তনীয় খরচ এবং বিক্রয়ের পরিমাণকে এমনভাবে দেখানো হয় যে, যাতে করে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মুনাফার পরিমাণ কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নিম্নে অঙ্কিত ব্রেক ইভেন চার্টে ব্রেক ইভেন বিন্দু প্রদর্শন করা হল। এখানে খরচ রেখা ও আয় রেখা যে বিন্দুতে ছেদ করেছে তাই ব্রেক ইভেন বিন্দু। এ বিন্দুতে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান। অর্থাৎ এখানে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না।



উৎপাদন কার্যক্রমের মাত্রা %

চিত্র ঃ ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ

উপরের চিত্রে OX অক্ষে উৎপাদন কার্যক্রমের শতকরা হার এবং OY অক্ষে বিক্রয় ও উৎপাদন খরচের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রমের মাত্রাকে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা, উৎপাদন ক্ষমতা বা বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন প্রতিষ্ঠানকে ১৫,০০০ টাকা উৎপাদন খরচ বহন করতেই হয়। এই ১৫,০০০ টাকা হল স্থির খরচ।

এরপর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনীয় খরচ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে এক সময় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান যখন এর উৎপাদন ক্ষমতার ৮০% কার্যকর করে তখন উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হয়। উক্ত বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ ৩৭,৫০০ টাকা, আবার বিক্রয়লব্ধ আয়ও ৩৭,৫০০ টাকা। এই বিন্দুকেই বলা হয় সমাবস্থা বিন্দু বা ব্রেক ইভেন বিন্দু।

ব্রেক ইভেন বিন্দুর ব্যবহার অতিরিক্ত মুনাফার উপর অতিরিক্ত বিক্রয়ের ফল বা আনুপাতিক আয়ের পরিমাণ নির্দেশ করে। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমাবস্থা বা ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

(ঘ) প্রবৃদ্ধিশীল ভেঞ্চার ঃ উপরোক্ত দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান খুবই বিরল। অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, সেসব হয়তো কোন ছোট প্রতিষ্ঠান যাদের বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য আছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেক উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যেগুলো এমন সব নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য গঠিত হয়, যার সামনে রয়েছে বেশ বড় সম্ভাব্য বাজার। এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের কতগুলোকে যদি পর্যাপ্ত মূলধন এবং সাফল্যজনকভাবে কাজ করার সূত্র প্রদান করা হয়, তবে আশা করা যেতে পারে স্বল্প আয় প্রদানকারী ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো সহজলভ্য সম্পত্তি লাভ করতে পারে এবং এসব প্রতিষ্ঠান অন্য দুই রকম প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সহজভাবে আরম্ভ করা সম্ভব। উচ্চ প্রবৃদ্ধিশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য এবং এসব প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি আর্থিক প্রতিদান প্রদানে সমর্থ।

(ঙ) মুনাফা এবং মূলধন জাতীয় লাভ পরিচালনা ঃ 'আমি কতটুকু অর্জন করতে পারি? –এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার উপায় হল সাফল্য অর্জনের বিকল্প পথগুলো বিবেচনা করা এবং সম্ভাব্য কার্যকরী মুনাফা ও মূলধন জাতীয় লাভ নির্ণয় করা। গহনা তৈরির উদ্যোক্তা বিক্রয় এবং অন্যান্য মূল বিষয়ের ব্যাপারে অন্য কোন অনুমানও খুঁজে বের করতে পারতেন . প্রতি ঘণ্টায় ব্রেসলেট বিক্রয়ের পরিমাণ একটির স্থলে দুটি করতে হলে হয়তো বিজ্ঞাপন খরচ ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হত এবং এর ফলাফল তখন কী দাঁড়াত? যদি দোকান সপ্তাহে পাঁচ দিনের স্থলে সাত দিনই খোলা রাখা হত তাহলে কী ঘটত? যদি অন্য পণ্য লাইন যেমন গগলস বা মাকড়ি যুক্ত করা হত, তাহলে ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা কী রকম হত? উন্নতির সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য অলীক কল্পনার প্রয়োজন। তবে কল্পনায় কতটুকু বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব তা নির্ণয়ের জন্য সৃজনশীল চিন্তাশক্তির প্রতিফলন চাই।

৫.৪ ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ (The Determinants of the Business Size) ঃ

ব্যবসায় বা কারবার প্রতিষ্ঠান ছোট কিংবা বড়ও হতে পারে। ছোট আকার নিয়েই যদি ব্যবসায় শুরু করা যায়, তা যে ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চিরকাল থেকে যাবে এমনতর নয়। পরবর্তীকালে ছোট চারা গাছের ন্যায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিরাট মহিরুহের ন্যায় বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। তবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছোট কী বড় তা নির্ধারণ করার জন্য কতিপয় উপাদান রয়েছে।

এখানে ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী প্রধান দুটো উপাদানের নাম করা যেতে পারে। যথা ঃ

(১) যোগানভিত্তিক উপাদান এবং

(২) চাহিদাভিত্তিক উপাদান।

যোগানভিত্তিক উপাদান ঃ যোগানভিত্তিক উপাদানগুলো ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধির সামর্থ্য ঠিক করে দেয় এবং উক্ত প্রবৃদ্ধির দক্ষতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ, কী পরিমাণ উৎপাদন দিতে সমর্থ তা বুঝা যায়। এটা স্পষ্ট যে, একটা ব্যবসা দক্ষতার সাথে বড় ব্যবসায়ে পরিণত হবার সামর্থ্য থাকলেই তাকে ব্যবসার বড় আকারের আয়তন নির্দেশ করে না, যদি তার বর্ধিত উৎপাদনের চাহিদা সামান্য হয়।

যেসব যোগানভিত্তিক উপাদান ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে সে সমস্ত উপাদানকে দীর্ঘমেয়াদি গড় পরিব্যয় রেখা দ্বারা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা যায়। এই পর্যায়ে নিচে যে সমস্ত উপাদান উল্লেখ করা হল, সে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি পরিব্যয় নির্ধারণ করে এবং ব্যবসায়ের আয়তনকে প্রভাবিত করে।

১। ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কাঁচামালের বিভাজন এবং বিশেষায়ন,

২। প্রযুক্তির অবস্থা,

৩। বাজার ও ব্যবসার পরিপক্কতা,

৪। অবিভাজ্যতাসমূহ,

৫। মূলধনের প্রয়োজনীয়তা,

৬। পণ্য পৃথকীকরণের মাত্রা ও ফলাফল,

৭। আর্থিক সুবিধাসমূহ,

৮। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা।

চাহিদাভিত্তিক উপাদান ঃ চাহিদাভিত্তিক উপাদানগুলো ব্যবসায়ের বর্ধিত আয়তনের ফলে যে বর্ধিত উৎপাদন হয়, সমাজে যে সব পণ্য বা সেবার প্রয়োজন বা চাহিদা কতটুকু আছে তা নির্দেশ করে।

ব্যবসায়ের আয়তন নির্ধারণকারী চাহিদাভিত্তিক উপাদানসমূহ হল–

১। কারবারের প্রকৃত আয়তন, ২। পণ্যের সমজাতীয়তা বা পৃথকীকরণের মাত্রা,

৩। ভৌগোলিক রূপায়ণ, ৪। সময়ের ধরন,

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **শিল্প-ধারণা মূল্যায়নের সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৮]

অথবা, শিল্প-ধারণা মূল্যায়ন কাকে বলে? [পলি-২০০৭]

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত শিল্প ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্য হতে সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প ধারণা নির্বাচন করাকে শিল্প ধারণার মূল্যায়ন বলে।

২। **শিল্প ধারণা নির্বাচনে উদ্যোক্তার নিজস্ব কোন কোন উপাদান বেশি গুরুত্বপূর্ণ?**

উত্তর ঃ ১। উদ্যোক্তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য; ২। উদ্যোক্তার ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।

৩। **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিসের উপর নির্ভরশীল?** [পলি-২০০৫]

উত্তর ঃ ব্যবসায়ের সাফল্য প্রাথমিকভাবে অনেকাংশে সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প ধারণার উপর নির্ভরশীল।

৪। **কার্ল ভেসপার প্রদত্ত শিল্প-ধারণার উপাদানগুলোর নাম কর।**

উত্তর ঃ ১। প্রারম্ভিক শীর্ষ উপাদানসমূহ, ২। শিল্প বা মূল্য, ৩। ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ।

৫। **ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের জন্য কোন তিনটি দিক জড়িত?**

উত্তর ঃ (১) বিক্রেতার সামগ্রিক অবস্থা, (২) ক্রেতার সামগ্রিক অবস্থা, (৩) ব্যবসা কতটুকু সঠিক ও বাস্তবসম্মত।

৬। **ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কী?** [পলি-২০১৫(পরি); টেক্স-২০১৪]

অথবা, সমাবস্থা বিশ্লেষণ কী?

উত্তর ঃ ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ এক প্রকার কৌশল যার দ্বারা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করলে প্রতিষ্ঠান লাভ বা লোকসানের সম্মুখীন হবে না তা নির্ধারণ করা যায়।

৭। **ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কেন বিশ্লেষণ করা হয়?** [পলি-২০০৫; টেক্স-১৫; জিটি-১২, ১৩]

অথবা, সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ কেন করা হয়? [টেক্স-১৩]

উত্তর ঃ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

৮। **ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কী বা কাকে বলে?** [পলি-২০১২; টেক্স-০৯, ১০, ১৩]

অথবা, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫, ১৩]

অথবা, সমাবস্থা বিন্দু কী?

উত্তর ঃ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে এমন একটি স্তর বা বিন্দুকে বুঝায় যে পরিমাণ উৎপাদন করলে মোট উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হয়; অর্থাৎ যে বিন্দুতে লাভ-লোকসান শূন্য।

৯। **ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী দুটি উপাদানের নাম কর।**

উত্তর ঃ (১) যোগানভিত্তিক উপাদান, (২) চাহিদাভিত্তিক উপাদান।

১০। **শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগানভিত্তিক উপাদান কী?**

উত্তর ঃ যোগানভিত্তিক উপাদান বলতে শিল্প প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ উৎপাদন করতে সক্ষম তা বুঝায়।

১১। **শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদাভিত্তিক উপাদান কী?**

উত্তর ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদাভিত্তিক উপাদান বলতে উৎপাদিত পণ্যের বা সেবার বাজার চাহিদা কতটুকু তা বুঝা যায়।

১২। কারবারের আয়তনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

উত্তর ॥ কারবারের আয়তনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

১। কারবারের প্রকৃত আয়তন, ২। পণ্যের সমজাতীয়তা,
৩। ভৌগোলিক রূপায়ণ, ৪। সময়ের ধরন,
৫। মূল্য স্থিতিস্থাপকতা, ৬। অন্য বাজারের যোগান ও চাহিদা, পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতা,
৭। পরিবর্তনশীল এবং ৮। পূর্বানুমান যোগ্যতা।

১৩। কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী যোগানভিত্তিক উপাদানসমূহ কী কী উল্লেখ কর।

উত্তর ॥ কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী যোগানভিত্তিক উপাদানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কাঁচামালের বিভাজন এবং বিশেষায়ন,
২। প্রযুক্তিগত অবস্থা,
৩। বাজার ও কারবারের পরিপক্কতা,
৪। মূলধনের প্রয়োজনীয়তা,
৫। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা,
৬। আর্থিক সুবিধাসমূহ।

১৪। মুনাফার সমচ্ছেদের সূত্রটি কী?

উত্তর ॥ মুনাফার সমচ্ছেদের সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

সমচ্ছেদের সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$\text{সমচ্ছেদ পরিমাণ} = \frac{\text{স্থায়ী খরচ}}{\text{কন্ট্রিবিউশন}}$$

১৫। নগদ সমচ্ছেদ সূত্রটি কী?

উত্তর ॥ নগদ সমচ্ছেদ সূত্রটি হল ঃ

$$\text{নগদ সমচ্ছেদ} = \frac{\text{স্থায়ী খরচ + অন্যান্য খরচ}}{\text{কন্ট্রিবিউশন}}$$

১৬। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর ॥ আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল পণ্যের ব্যাপক উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের পরীক্ষামূলক খরচ সম্পাদন করার আগেই অলাভজনক সংগঠনসমূহ বাদ দেয়া।

১৭। শিল্প ধারণা কিভাবে মূল্যায়ন করা আবশ্যক?

উত্তর ॥ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা, মুনাফা লাভের সম্ভাবনা, সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা, ক্রেতাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিল্প ধারণা মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

১৮। কারবার থেকে প্রত্যাশিত আয় অনুমান করার আগে উদ্যোক্তাকে কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়?
অথবা, আয় পূর্বানুমান করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? [পলি-২০০৫, ০৮; জিটি-১৩]

উত্তর ॥ কারবার থেকে প্রত্যাশিত আয় অনুমান করার আগে উদ্যোক্তাকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয় ঃ

১। আমার ক্রেতা কারা?
২। তারা কোথায়?
৩। তাদের সংখ্যা কত?
৪। আমার কাছ থেকে তারা শতকরা কত ভাগ কিনবে?
৫। কত দামে তারা আমার পণ্য ক্রয় করবে?
৬। তাদের ক্রয়ের পরিমাণ কত হবে?

১৯। উৎপাদনশীলতা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৬, ১০]

উত্তর ॥ শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একই পরিমাণ ইনপুটে অধিক আউটপুট পাওয়াকে উৎপাদনশীলতা বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **শিল্প-ধারণার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৭, ২০০৮]

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত শিল্প ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্য হতে সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিল্প-ধারণা নির্বাচন করাকে শিল্প ধারণার মূল্যায়ন বলে।

২। **শিল্প ধারণা নির্বাচনে প্রভাবকারী ৩টি উপাদানের উল্লেখ কর।** [পলি-২০০৫]

উত্তর ঃ একটি নতুন শিল্প-ধারণা নির্বাচনে যে সমস্ত মুখ্য উপাদানসমূহ রয়েছে, তা হল ঃ

১। উদ্যোক্তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

২। উদ্যোক্তার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।

৩। বাহ্যিক উপাদানসমূহ যেমন- মূলধন, সামাজিক পরিবেশ, দেশের নিয়ম নীতি ইত্যাদি।

৩। **শিল্প-ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৮]

উত্তর ঃ যে কোন পণ্যের সম্ভাব্যতা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে শিল্প-ধারণার পণ্য কিংবা সেবা যদি নতুন হয় এবং তা যদি পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা হয়ে থাকে, তাহলে বাস্তবতার নিরীখে সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক। উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ খরচ, পরোক্ষ খরচ, ওভারহেড খরচ এবং সঙ্গে মুনাফা যোগ করে পণ্যের পাইকারি ও খুচরা মূল্য কত হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। তারপর বাজার যাচাই করে দেখতে হবে ভোক্তাবৃন্দ হিসেবকৃত দামে পণ্য কিনতে আগ্রহী কীনা? সেবার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। যদি শিল্প ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা হয়, তাহলে ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৪। **ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়?** [পলি-২০০৫]

উত্তর ঃ শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্যের মধ্যে মুনাফা অর্জন অন্যতম উদ্দেশ্য। মুনাফা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় উৎপাদন, বিক্রয় ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জাতীয় ব্যয়সমূহের মধ্যে বিয়োজিত সম্পর্কের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কোন পর্যায়ে কতটুকু পরিমাণ মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। মূলত একারণেই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এ কৌশল ব্যবহারের দ্বারা কতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করলে প্রতিষ্ঠান লাভ বা লোকসানের সম্মুখীন হবে না তা নিরূপিত হয়ে থাকে।

৫। **ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণ উপাদান বলতে কী বুঝায়? ইহা কত প্রকার ও কী কী?** [পলি-২০১৩]

উত্তর ঃ ব্যবসায় বা কারবার প্রতিষ্ঠান ছোট কিংবা বড়ও হতে পারে। ছোট আকার নিয়েই যদি ব্যবসা শুরু করা যায়, তা যে ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চিরকাল থেকে যাবে এমনতর নয়। পরবর্তীকালে ছোট চারা গাছের ন্যায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিরাট মহিরুহের ন্যায় বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। তবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছোট কি বড় তা নির্ধারণ করার জন্য কতিপয় উপাদান রয়েছে।

ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণ উপাদান দু'প্রকার। যথা–

(১) যোগানভিত্তিক উপাদান এবং

(২) চাহিদাভিত্তিক উপাদান।

৬। **যোগানভিত্তিক উপাদান বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর ঃ যোগানভিত্তিক উপাদানগুলো ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধির সামর্থ্য ঠিক করে দেয় এবং উক্ত প্রবৃদ্ধির দক্ষতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ কী পরিমাণ উৎপাদন দিতে সমর্থ তা বুঝা যায়। এটা স্পষ্ট যে, একটা ব্যবসা দক্ষতার সাথে বড় ব্যবসায়ে পরিণত হবার সামর্থ্য থাকলেই তা ব্যবসায়ের বড় আকারের আয়তন নির্দেশ করে না, যদি তার বর্ধিত উৎপাদনের চাহিদা সামান্য হয়। যেসব যোগানভিত্তিক উপাদান ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে সে সমস্ত উপাদানকে দীর্ঘমেয়াদি গড় পরিব্যয় রেখা দ্বারা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা যায়।

৭। **যোগানভিত্তিক উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর ঃ যোগানভিত্তিক উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কাঁচামালের বিভাজন এবং বিশেষায়ন,

২। প্রযুক্তির অবস্থা,

৩। বাজার ও ব্যবসায়ের পরিপক্কতা,

৪। অবিভাজ্যতাসমূহ,

৫। মূলধনের প্রয়োজনীয়তা,

৬। পণ্য পৃথকীকরণের মাত্রা ও ফলাফল,

৭। আর্থিক সুবিধাসমূহ,

৮। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা।

৮। **চাহিদাভিত্তিক উপাদান বলতে কী বুঝায়? চাহিদাভিত্তিক উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর ঃ চাহিদাভিত্তিক উপাদানগুলো ব্যবসায়ের বর্ধিত আয়তনের ফলে যে বর্ধিত উৎপাদন হয়, সমাজে যে সব পণ্য বা সেবার প্রয়োজন বা চাহিদা কতটুকু আছে তা নির্দেশ করে।

চাহিদাভিত্তিক উপাদানসমূহ হল–

১। কারবারের প্রকৃত আয়তন,

২। পণ্যের সমজাতীয়তা বা পৃথকীকরণের মাত্রা,

৩। ভৌগোলিক রূপায়ণ,

৪। সময়ের ধরন,

৫। মূল্য স্থিতিস্থাপকতা,

৬। অন্য বাজারের উপর নির্ভরশীলতা,

৭। পরিবর্তনশীলতা,

৮। পূর্বানুমান যোগ্যতা।

৯। **শিল্প ধারণার মূল্যায়নে "কাল ভেসপারের" উপাদানগুলো ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০০৪]

উত্তর ঃ কাল-ভেসপারের শিল্প ধারণার প্রভাবকারী উপাদানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) **প্রারম্ভিক শীর্ষ উপাদান ঃ** বেশিরভাগ শিল্প উদ্যোক্তাই প্রকৃতপক্ষে কোন ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেন না। তার সিদ্ধান্তগুলোতে এমন কিছু আপেক্ষিক সুবিধামূলক উপাদান থাকে যা তাকে প্রতিষ্ঠানটি শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। এ উপাদানসমূহের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ঝুঁকিগত সংগঠন সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি।

(ii) **শিল্প বা মূল্য ঃ** নতুন ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনগুলো প্রধানত দু'ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে যেসব কাজকর্ম শিল্পোদ্যোক্তাকে অবশ্যই সম্পাদন করতে হয়। যা প্রস্তুতি পর্বের অন্তর্ভুক্ত, সংগঠন তৈরির জ্ঞান ও ধারণা অর্জন, অর্থ সঞ্চয় এবং সংগঠন চালনার প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা। উদ্যোক্তার আরেক ধরনের ঝুঁকি রয়েছে তা হল পূর্বের পেশা ত্যাগ করে নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশের ঝুঁকি। উদ্যোক্তা যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় এবং যে পরিমাণ ঝুঁকি তাকে নিতে হয় তার সাথেই এই আর্থিক ঝুঁকির ব্যাপারটি জড়িত।

(iii) **ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ঃ** যে সব কারণে উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠন গড়তে চান তার মধ্যে সাধারণ কয়েকটি কারণ হল–অধিকতর ব্যক্তি স্বাধীনতা, অল্প সময়ে ব্যাপক সম্পাদনের মালিকানা অর্জন, আত্মপ্রকাশের সুযোগ এবং নিজের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বাস্তবায়ন ইত্যাদি। কিন্তু এসব উপাদান এবং অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাংগঠনিক সুযোগটি মুখ্য উপাদান।

উপরোল্লিখিত উপাদান ছাড়াও আরও কতকগুলো উপাদানের নাম করা যায়–

১। সঠিক উপযোগী প্রযুক্তি,

২। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

৩। নগরায়ণ বা শহরায়ণ প্রক্রিয়া,

৪। বিক্রেতার মনোভাব বুঝতে পারা,

(ক) ব্যক্তিগত ও পেশা সংক্রান্ত কারণ,

(খ) ব্যবস্থাপনার উত্তরসূরিতা,

(গ) একক ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা।

১০। **সম্ভাব্য পরীক্ষণ কেন করা হয়?**

উত্তর ঃ যদি কোন শিল্প ধারণার পণ্য নতুন হয় এবং তা যদি পরীক্ষিত না হয় তাহলে তার বাস্তবতায় সম্ভাব্য পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। প্রাথমিকভাবে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার একটি যুক্তিসঙ্গত দামে ক্রয় করবে এবং এতে উদ্যোক্তার মুনাফা অর্জিত হবে। উদ্যোক্তার এ ধরনের বিশ্বাসের পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে।

১১। **কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী চাহিদাভিত্তিক উপাদানসমূহ কী কী উল্লেখ কর।**

উত্তর ঃ কারবারের আয়তন নির্ধারণকারী চাহিদাভিত্তিক উপাদানগুলো হল ঃ

১। কারবারের প্রকৃত আয়তন,

২। পণ্যের পৃথকীকরণের মাত্রা,

৩। ভৌগোলিক রূপায়ণ,

৪। সময়ের ধরন,

৫। মূল্য স্থিতিস্থাপকতা,

৬। পূর্বানুমান যোগ্যতা,

৭। পরিবর্তনশীলতা ইত্যাদি।

১২। **ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনে নগরায়ণের ভূমিকা কী?**

উত্তর ঃ নগরায়ণের প্রবণতা উদ্যোক্তার নির্বাচনকে প্রভাবিত করে থাকে। নগরায়ণের সাথে সাথে নগর এলাকায় মানুষের বসতি বাড়তে থাকে। এতে ভোক্তাদের ভোগের মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা তখন সর্বোচ্চ গুণগত মানের পণ্য ও সেবা পেতে চায়। ভোক্তাদের ভোগের মান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা অর্জন করে তাদের মধ্যে

(i) সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান,

(ii) ভাড়ায় রাখা দোকান,

(iii) গৃহ নির্মাণ,

(iv) দিবাকালীন যত্ন কেন্দ্র,

(v) ফ্যাশন জাতীয় কাপড়-চোপড় ও

(vi) গৃহে ব্যবহৃত কমপিউটার, বেতার যন্ত্র এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক উল্লেখযোগ্য।

ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনের বিকল্প ধারণাগুলো মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব ধারণা উদ্যোক্তার লক্ষ্য বা পরিসম্পদের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন সেগুলোকে বাদ দেয়া। গ্রহণ বা বর্জনের কিছু কিছু কাজ আগেভাগেই করা যেতে পারে। কিন্তু কোন ধারণা গ্রহণ বা বর্জনের জন্য বিচারবুদ্ধি ও মূল্যায়নের প্রয়োজন। প্রথমত, সংগঠনের বিশেষ ধারণা উদ্যোক্তার পরিকল্পনা, কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্যের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ব্যাপারে একটা সঠিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ভেঞ্চারের ধারণা তৈরি ও মূল্যায়নের মানসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে এক ধরনের গবেষণা যা পরবর্তী সময়ে করতে হয়। কিভাবে একজন উদ্যোক্তা অনেকগুলো বিকল্প ধারণার মুখোমুখি হন তা কেউ জানে না এবং যেসব ধারণা তারা শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করবেন না সেগুলো কিভাবে বর্জন করেন তাও কারো জানার কথা নয়।

১৩। **ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনে "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য" এর ভূমিকা কী?**

উত্তর ঃ কিছু কিছু লোক অপরের অধীনে নয়, বরং নিজে নিজেদের জন্য কাজ করতে পছন্দ করে, কিছু কিছু লোক এমন ব্যবসায় ক্ষেত্র পছন্দ করেন, যেখানে তাঁরা নিজেদের বিশেষজ্ঞতা ও কার্য পারদর্শিতা প্রয়োগ করতে পারেন। যেসব শিল্প এ ধরনের সুবিধা অর্জনে বিশেষভাবে উপযোগী সেগুলোর মধ্যে–

(i) আইন,

(ii) ব্যবস্থাপনা পরামর্শ,

(iii) হিসাব ও কর বিবরণী প্রস্তুত,

(iv) পরিগণকের কর্মসূচি তৈরি ও

(v) আর্থিক সেবামূলক কাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৪। আর্থিক বিশ্লেষণ কিভাবে নিরূপণ করা হয়? [পলি-২০১৫(পরি); টেক্স-২০১৪]

উত্তর ঃ চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করার পর আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এই পর্যায়ে কারবারের অর্জিত সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা হয় এবং কারবারের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন অনুপাত বিশ্লেষণের (Ratio Analysis) মাধ্যমে কারবারের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash flow statement) এবং তহবিল প্রবাহ বিবরণী (Fund flow statement) প্রস্তুত করে নগদ তহবিলের প্রবাহ জানা যায়। বিশ্লেষণের তথ্য থেকে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এটিই নীতি নির্ধারণে সহায়ক।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। শিল্প-ধারণার মূল্যায়ন বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.১ দ্রষ্টব্য।

২। শিল্প-ধারণা নির্বাচনে প্রভাবকারী উপাদানগুলো নামসহ বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬]

অথবা, শিল্প ধারণা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠন নির্বাচনে যেসব উপাদান চিহ্নিত করা হয় তা বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.২ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্যবসায়ের আর্থিক দিকসমূহের বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৭]

অথবা, ব্যবসায়ের আর্থিক দিকসমূহ মূল্যায়নের আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৫; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.৪ দ্রষ্টব্য।

৫। ব্যবসায়-এর আর্থিক প্রত্যাশা মূল্যায়ন কর। [পলি-২০১৪(পরি)]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

৬। উৎপাদন ভিত্তিক শিল্প কারখানায় সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা চিত্রের সাহায্যে আলোচনা কর। [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৬

প্রকল্প নির্বাচন এবং আর্থিক পরিকল্পনা
Selection of Project and Financial Planning

৬.০ সূচনা (Introduction) ঃ

ব্যবসায় যা উৎপাদনের জন্য পণ্য বা সেবা প্রদানের সামগ্রী নির্বাচনের উপর ব্যবসায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। চাহিদা আছে এবং ভবিষ্যতে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এমন সব পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম চিহ্নিত করে একটি বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারলে ব্যবসায়ের সাফল্য মোটামুটি নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং অনেকটা সীমিত হয়ে যায়। তাই ব্যবসায়ের সাফল্যের পূর্বশর্ত সার্থক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং একটি সুষ্ঠু প্রকল্প প্রণয়ন।

৬.১ প্রকল্পের সংজ্ঞা (Definition of Project) ঃ

উৎপত্তিগত অর্থে ঃ "Project" (প্রকল্প) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ "Projicare" হতে এসেছে যার অর্থ "অগ্রে নিক্ষেপ করা।"

সংক্ষিপ্ত অর্থে ঃ প্রকল্প বলতে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যাবলিকে বুঝায় যেখানে মুনাফা অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়।

ব্যাপক অর্থে ঃ কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য বিনিয়োগের প্রস্তাবই হচ্ছে প্রকল্প।

নিম্নে প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হল ঃ

১। **গিটিংগার (Gittinger)-এর মতে,** "সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের জন্য সমগ্র কার্যাবলির সমষ্টি নিয়ে একটি প্রকল্প গঠিত হয়।"

২। **আমেরিকা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের মতে,** (America Management Institute) এর মতে "প্রকল্প হল এমন একটি কার্যাবলি যা একবারের জন্য গৃহীত হয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, সময় নির্ধারিত থাকে এবং যা সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও সম্পদের প্রয়োজন হয়।"

৩। **এনসাইক্লোপেডিয়া অব ম্যানেজমেন্ট** (Encyclopedia of management)-এর মতে, "প্রকল্প হল একটি ইউনিট যা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির সংগে মিল রেখে নির্দিষ্ট বাজেটে ও নির্ধারিত সময়ে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পাদনে নিয়োজিত হয়।"

অর্থাৎ, "পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তাবই একটি প্রকল্প।" এটা প্রত্যাশিত পণ্য সৃষ্টির জন্য কতকগুলো প্রয়োজনীয় উপকরণের সমষ্টি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনাব হক দুধ, ঘি, মাখন ও পনির ইত্যাদি পণ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথা ঃ ভূমি, কারখানা দালান তৈরি, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রণয়ন করেছেন। এটাই জনাব হকের একটি প্রকল্প। কোন একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ নতুন বিনিয়োগ অথবা পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ বা পুরাতন যন্ত্রপাতির স্থলে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন সংক্রান্ত হতে পারে।

৬.২ প্রকল্পের ধারণা (The Idea of Project) ঃ

প্রকল্প ধারণা অনুভব করা থেকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের সূচনা হয়। সৃজনশীলতা প্রকল্প ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কোন প্রকল্প একজন শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীর নিকট কল্পনা প্রসূত হতে পারে। অথবা পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করা থেকেও সৃষ্টি হতে পারে; ধারণাসমূহ সুযোগে পরিণত হয় যখন সেগুলোকে বাস্তবসম্মত প্রকল্প হিসেবে রূপ দেয়া যায়। একজন ব্যবসায়িক সৃজনশীলতা শুরু হয় বিপণনযোগ্য কোন পণ্যের ব্যবসায়িক চাহিদা সনাক্তকরণের মাধ্যমে। মানুষের রুচি ও চাহিদার প্রকৃতি, জনসংখ্যার হার, অর্থনৈতিক অবস্থা, গবেষণালব্ধ তথ্য এবং সচেতনতা থেকে নিয়ত পরিবর্তনশীল চাহিদা সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করা যায়। এরূপ আগাম ধারণার উপর ভিত্তি করে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়।

৬.৩ প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনাসমূহ (The Guidelines for Project Ideas) ঃ

প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যেগুলোকে প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

নিম্নে প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা উল্লেখ করা হল ঃ

১। যে কাজে নিজের সখ (Hobby) বা আগ্রহ আছে এমন কাজ বা বিষয় থেকে ব্যবসার ধারণা করা।

২। কোন একটি জিনিসের অভাব অনুভব করলে সে জিনিসটি এখানে কেন পাওয়া যায় না, এর উত্তর খুঁজে বের করা।

৩। অন্যের উৎপন্নদ্রব্য বা সেবাসমূহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা বা অসুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলো থেকে নতুন ধারণা সংগ্রহ করা।

৪। কোন একটি সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহার খুঁজে বের করা।

৫। পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ থেকে সুযোগ অনুসন্ধান ও উদ্ভাবন করা।

৬। আধুনিক কলা-কৌশল ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসায়ের ধারণা সৃষ্টি করা।

৭। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা।

৮। সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্য মিশ্রণের বা নতুন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

৬.৪ প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ (The Sources of Project Ideas) ঃ

নিম্নোক্ত এক বা একাধিক উৎস থেকে প্রকল্প ধারণা পাওয়া যেতে পারে ঃ

১। **আমদানি-রপ্তানি, বর্তমানে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঃ** আমদানি এবং রপ্তানি, বিভিন্ন শিল্পের লাভজনক তথ্য, বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার, বহু বিভাজনের সম্ভাব্যতা ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নতুন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করতে পারে।

২। **উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য সংক্রান্ত তথ্য ঃ** কোন উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি হলে ঐ দ্রব্যের মূল্য বিরামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংক্রান্ত এরূপ তথ্য নতুন প্রকল্প ধারণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

৩। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক উন্নয়ন গবেষণা ঃ** আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যবহার নতুন পণ্যের আবির্ভাব কিংবা বর্তমানে উৎপন্ন হয় এমন পণ্য আরও কম খরচে উৎপাদনের নিমিত্তে নতুন প্রকল্প ধারণার সুযোগ সৃষ্টির দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

৪। **নির্দিষ্ট এলাকার শিল্পের সম্ভাব্যতা জরিপ ঃ** কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার শিল্প উন্নয়নের সম্ভাব্যতা জরিপ প্রকল্প সনাক্ত ও চিহ্নিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।

৫। **ব্যাংক ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ঃ** শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

৬। **এনজিও, বাণিজ্যিক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি ঃ** বিভিন্ন এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত উৎসসমূহ হতে প্রকল্প উদ্যোক্তা সম্ভাব্য প্রকল্পের পণ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে প্রকল্প ধারণার উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ (Important Sources of Project Ideas in Bangladesh) ঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত নীতিসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনাসমূহ, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলোর প্রকাশনাসমূহ, বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত জরিপ ও গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকল্প ধারণার উৎস হতে পারে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতি দেশের শিল্পায়নের উদ্দেশ্য, রূপরেখা বাস্তবায়নের কৌশল ও ব্যাখ্যা সম্পর্কিত এক দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শিল্প নীতিতে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের কী কী সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং কোন্ কোন্ খাতে শিল্প স্থাপন প্রয়োজন সে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক জরিপ দেশের শিল্প-বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিবিধ পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রকল্প ধারণা নির্বাচনে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে থাকে।

৬.৫ প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন (The Evaluation of Project Ideas) ঃ

শিল্পোদ্যোক্তার মনে অনেক সময় অনেকগুলো প্রকল্প ধারণা এক সাথে এসে মাথায় ভিড় করে। এসব প্রকল্প ধারণাগুলোর মধ্যে সবগুলোই কিন্তু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যকর বলে ধরে নেয়া যায় না। তাই শিল্পোদ্যোক্তাকে সব প্রকল্প ধারণাগুলো যাচাই-বাছাই করে একটি উত্তম প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করতে হয়। "যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা অনেকগুলো প্রকল্প-ধারণার মধ্যে সঠিক ও বাস্তবসম্মত একটি প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করে থাকে তাকে প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন (Evaluation of Project Ideas) বলে।"

সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধারণা মূল্যায়নের ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

১। **সঠিক পণ্য নির্বাচন ঃ** প্রকল্প ধারণা মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল প্রকল্প কর্তৃক তৈরি পণ্যের চাহিদা বর্তমানে আছে কী না, ভবিষ্যতে এ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে কীনা তা যাচাই করে পণ্য নির্বাচন করা।

২। **প্রযুক্তিগত দিক পর্যবেক্ষণ ঃ** প্রকল্প নির্বাচনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল প্রকল্পের প্রযুক্তিগত দিক পর্যবেক্ষণ। এ পর্যায়ে যেসব বিষয় বিবেচনায় আসতে পারে তা হল ঃ (ক) প্রকল্পের আকার, (খ) উৎপাদন পদ্ধতি, (গ) যন্ত্রপাতি, (ঘ) দক্ষতা ও (ঙ) কাঁচামাল।

৩। **আর্থিক দিক ঃ** প্রকল্প পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দেয়া যাবে কীনা, মূলধন কোন উৎস থেকে এবং কিভাবে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করা যাবে ইত্যাদি সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়।

৪। **বাণিজ্যিক দিক ঃ** প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অনুমতি, স্থায়ী মূলধন, চলতি পুঁজির পরিমাণ ও ব্যয়, বিক্রয়লব্ধ আয়, পরিচালনা ব্যয় নিম্নরূপ করে সম্ভাব্য আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

৫। **জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান ঃ** প্রকল্পটির দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদান এবং বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

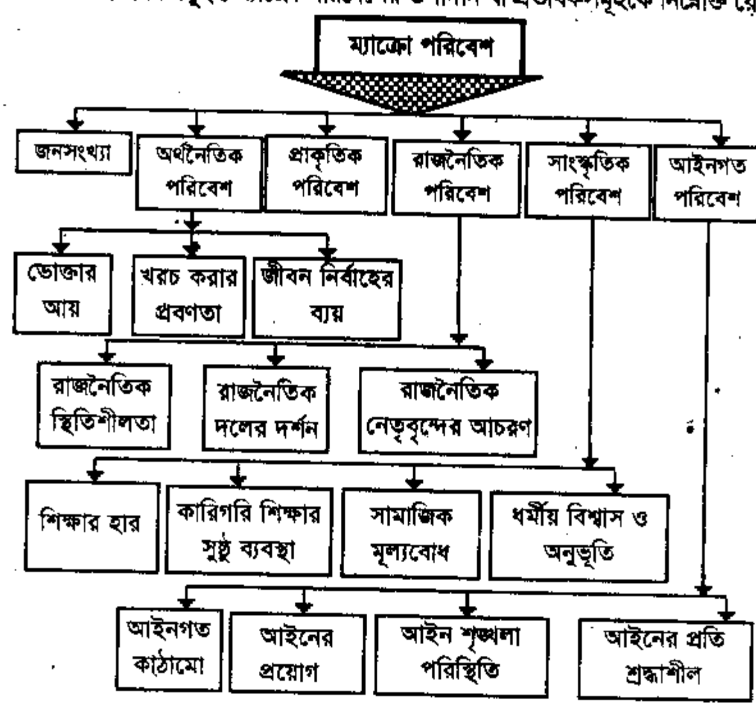
পরিশেষে বলা যায়, উল্লেখিত ধারণা মূল্যায়নের ধাপগুলো যথাযথ অনুসরণ করে চূড়ান্তভাবে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রকল্প নির্বাচন করা যায়।

ম্যাক্রোস্ক্রিনিং ঃ প্রকল্প ধারণা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার প্রথম কাজ হল ধারণাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা। ধারণাগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরির একটি পদ্ধতি হল ম্যাক্রোস্ক্রিনিং (Macro-screening)।

ম্যাক্রো পরিবেশ ঃ সকল ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। না থাকার পিছনে কিছু কিছু উপাদান কাজ করে থাকে। এ উপাদানগুলো হল জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও আইনগত বিষয়ক। এ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের সমষ্টিকে একত্রে সামষ্টিক বা ম্যাক্রো পরিবেশ (Macro- environment) বলে।

ম্যাক্রোস্ক্রিনিং হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন প্রকল্পের উপর এ সব প্রভাবের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যায়।

ম্যাক্রো পরিবেশের উপাদান বা প্রভাবকসমূহ ঃ ম্যাক্রো পরিবেশের উপাদান বা প্রভাবকসমূহকে নিম্নোক্ত রেখাচিত্রে প্রদর্শন করা হল ঃ



নিম্নে ম্যাক্রো পরিবেশের প্রভাবকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ঃ

১। **জনসংখ্যা (Population) ঃ** কোন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। একটি ব্যবসা কতটুকু ভালোভাবে চলবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যার ঘনত্ব, বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের হারের উপর। কাজেই যে ব্যবসায়ের ধরনটা বেছে নেয়া হবে, দেখতে হবে ঐ পণ্যের ভোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমে যাচ্ছে। ভোক্তাদের জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তন হচ্ছে কী না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গার সেলাই কল যখন প্রথমে বাজারে এসেছিল, এর প্রস্তুতকারকেরা ভেবে নিয়েছিলেন মহিলারা শুধুমাত্র গৃহবধূ থাকবে এবং ঘরে বসে সেলাই কাজ করবে। কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর ঘরে বসে সেলাই করার সময় এবং উপযোগিতা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। সুতরাং জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে কী ধরনের কিরূপ আচরণ করবে তা প্রকল্প বাছাইয়ের সময় বিবেচনা করতে হবে।

২। **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment) ঃ** একটি এলাকার অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে ঐ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা নিরূপণ করতে হবে। প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হচ্ছে—

(ক) ভোক্তার আয় ঃ ভোক্তাদের আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা যায়, যেমন– উচ্চ, মধ্যম, নিম্ন আয় সম্পন্ন ভোক্তাবৃন্দ। প্রকল্পগুলো কোন্ শ্রেণির জন্য টার্গেট করা হচ্ছে এবং তার পরিমাণ কত সেটা বিবেচনার বিষয়।

(খ) খরচ করার প্রবণতা ঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। এগুলো প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। উদ্যোক্তাকে দেখতে হবে একটি নির্দিষ্ট বাজার এলাকায় ভোক্তারা তাদের আয় কোন্ চাহিদা মেটাতে বেশি ব্যয় করে? মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা যায় যে, খাদ্য ক্রয়ের জন্যই বেশিরভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু যে এলাকায় মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে সে এলাকায় গৃহস্থালি আরাম-আয়েশের জন্য আর্থিক ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই, সঠিক ব্যবসা বাছাইয়ের জন্য ভোক্তাদের খরচ করার ধরনটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) জীবন নির্বাহের খরচ ঃ অনেক পণ্য আছে যা মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু সামগ্রিক আয় ব্যবস্থা, জীবন নির্বাহের মান ইত্যাদি বিবেচনা করে তা ক্রয় করতে পারছে না। চাহিদা আছে কিন্তু ক্রয় সীমার মধ্যে নয়, তা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতকারীকেই বিকল্প গ্রহণ করতে হয়। যেমন— বাংলাদেশের মত গরিব দেশের গ্রামের মহিলারা শ্যাম্পু ব্যবহার করবে - এ ধরনের প্রকল্প প্রথম দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য হলেও এর প্রস্তুতকারকরা বুদ্ধি করে মিনি প্যাকেট করাতে শ্যাম্পু ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং প্রকল্প নির্বাচনের সময় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বর্তমানে কেমন এবং ভবিষ্যতে কিরূপ হতে পারে তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩। **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) ঃ** প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ, সঠিক ব্যবসা বাছাইয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই আসে। সারা বিশ্বব্যাপী আজ পরিবেশ দূষণের যে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে, তার ফলে আজ মানুষ জানতে পারছে যে কোন্ ধরনের শিল্পকারখানা পরিবেশ দূষণ করছে এবং এ ধরনের শিল্প কারখানা সামাজিকভাবে পরিত্যাজ্য।

৪। **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment) ঃ** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন, রাজনীতিবিদদের আচরণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

৫। **সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment) ঃ** শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুভূতি প্রভৃতি ব্যবসায়ের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে।

৬। **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment) ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্য সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আইনগত কাঠামো, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রভৃতি ব্যবসাকে প্রভাবিত করে থাকে।

ম্যাক্রো পরিবেশের প্রভাবকসমূহ দেখিয়ে নিম্নে ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর একটি ছক দেখানো হল ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ম্যাক্রো প্রভাবকসমূহ						
		জনসংখ্যা	অর্থনৈতিক	প্রাকৃতিক	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক	আইনগত	মোট
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								

মানদণ্ড (Legend) ঃ

৫ = অতি উত্তম

৪ = উত্তম

৩ = সন্তোষজনক

নিম্নে ম্যাক্রো পরিবেশের প্রভাবকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ঃ

১। **জনসংখ্যা (Population) ঃ** কোন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। একটি ব্যবসা কতটুকু ভালোভাবে চলবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যার ঘনত্ব, বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের হারের উপর। কাজেই যে ব্যবসায়ের ধরনটা বেছে নেয়া হবে, দেখতে হবে ঐ পণ্যের ভোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমে যাচ্ছে। ভোক্তাদের জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তন হচ্ছে কী না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গার সেলাই কল যখন প্রথমে বাজারে এসেছিল, এর প্রস্তুতকারকেরা ভেবে নিয়েছিলেন মহিলারা শুধুমাত্র গৃহবধূ থাকবে এবং ঘরে বসে সেলাই কাজ করবে। কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর ঘরে বসে সেলাই করার সময় এবং উপযোগিতা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। সুতরাং জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে কী ধরনের কিরূপ আচরণ করবে তা প্রকল্প বাছাইয়ের সময় বিবেচনা করতে হবে।

২। **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment) ঃ** একটি এলাকার অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে ঐ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা নিরূপণ করতে হবে। প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হচ্ছে—

(ক) ভোক্তার আয় ঃ ভোক্তাদের আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা যায়, যেমন– উচ্চ, মধ্যম, নিম্ন আয় সম্পন্ন ভোক্তাবৃন্দ। প্রকল্পগুলো কোন্ শ্রেণির জন্য টার্গেট করা হচ্ছে এবং তার পরিমাণ কত সেটা বিবেচনার বিষয়।

(খ) খরচ করার প্রবণতা ঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। এগুলো প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। উদ্যোক্তাকে দেখতে হবে একটি নির্দিষ্ট বাজার এলাকায় ভোক্তারা তাদের আয় কোন্ চাহিদা মেটাতে বেশি ব্যয় করে? মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা যায় যে, খাদ্য ক্রয়ের জন্যই বেশিরভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু যে এলাকায় মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে সে এলাকায় গৃহস্থালি আরাম-আয়েশের জন্য আর্থিক ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই, সঠিক ব্যবসা বাছাইয়ের জন্য ভোক্তাদের খরচ করার ধরনটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) জীবন নির্বাহের খরচ ঃ অনেক পণ্য আছে যা মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু সামগ্রিক আয় ব্যবস্থা, জীবন নির্বাহের মান ইত্যাদি বিবেচনা করে তা ক্রয় করতে পারছে না। চাহিদা আছে কিন্তু ক্রয় সীমার মধ্যে নয়, তা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতকারীকেই বিকল্প গ্রহণ করতে হয়। যেমন— বাংলাদেশের মত গরিব দেশের গ্রামের মহিলারা শ্যাম্পু ব্যবহার করবে - এ ধরনের প্রকল্প প্রথম দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য হলেও এর প্রস্তুতকারকরা বুদ্ধি করে মিনি প্যাকেট করাতে শ্যাম্পু ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং প্রকল্প নির্বাচনের সময় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বর্তমানে কেমন এবং ভবিষ্যতে কিরূপ হতে পারে তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩। **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) ঃ** প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ, সঠিক ব্যবসা বাছাইয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই আসে। সারা বিশ্বব্যাপী আজ পরিবেশ দূষণের যে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে, তার ফলে আজ মানুষ জানতে পারছে যে কোন্ ধরনের শিল্পকারখানা পরিবেশ দূষণ করছে এবং এ ধরনের শিল্প কারখানা সামাজিকভাবে পরিত্যাজ্য।

৪। **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment) ঃ** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন, রাজনীতিবিদদের আচরণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

৫। **সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment) ঃ** শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুভূতি প্রভৃতি ব্যবসায়ের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে।

৬। **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment) ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্য সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আইনগত কাঠামো, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রভৃতি ব্যবসাকে প্রভাবিত করে থাকে।

ম্যাক্রো পরিবেশের প্রভাবকসমূহ দেখিয়ে নিম্নে ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর একটি ছক দেখানো হল ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ম্যাক্রো প্রভাবকসমূহ						
		জনসংখ্যা	অর্থনৈতিক	প্রাকৃতিক	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক	আইনগত	মোট
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								

মানদণ্ড (Legend) ঃ

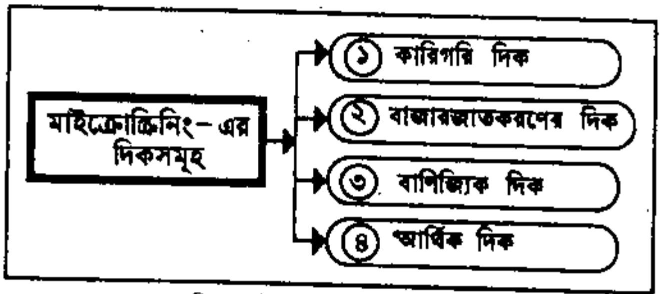
৫ = অতি উত্তম

৪ = উত্তম

৩ = সন্তোষজনক

মাইক্রোস্ক্রিনিং (Micro-screening) : মাইক্রোস্ক্রিনিং হল একটি প্রকল্পের যথার্থতা কারিগরি, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে পরীক্ষা করা। এ দিকগুলোকে মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিম্নের রেখাচিত্রে মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর বিভিন্ন দিক দেখানো হল :



চিত্র : মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর দিকসমূহ

উল্লেখিত দিক বা উপাদানগুলো সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। **কারিগরি (Technical) দিক :** প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহজসাধ্যতা প্রভৃতি পরীক্ষা করা।

২। **বাজারজাতকরণের (Marketing) দিক :** উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা না থাকলে কোন প্রকল্পই সফল হয় না। বাজার জরিপ কার্যপরিচালনার মাধ্যমে কোন পণ্যের চাহিদা আছে কীনা, বাজারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা, আলোচ্য পণ্য বিতরণের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি যাচাই করা হয়।

৩। **বাণিজ্যিক (Commercial) দিক :** প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনক নির্ধারণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জাতীয় সম্ভাব্যতা যাচাইকালে উৎপাদন খরচের বিভিন্ন উপাদান, বিক্রয়মূল্য, আনুমানিক লাভ ইত্যাদি বিষয়সমূহ খুব সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হবে।

৪। **আর্থিক (Financial) দিক :** প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ, অর্থায়নের উপায়, মূলধন ব্যয়, বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার হার ইত্যাদি যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

এছাড়াও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি কী অবদান রাখবে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অর্থনীতিতে অবদান যাচাই করার মাপকাঠি হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক তা বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

প্রকল্প নির্বাচনের জন্য মাইক্রোস্ক্রিনিং এর একটি নমুনা ছক নিম্নে দেয়া হল :

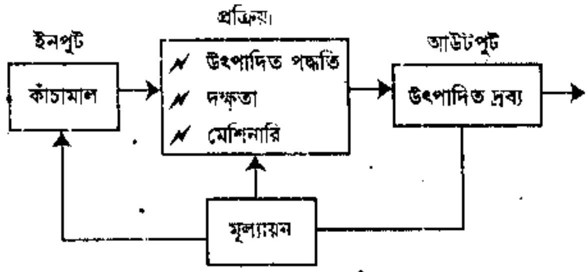
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পণ্যের চাহিদা	প্রতিযোগীদের সংখ্যা	কাঁচামালের প্রাপ্যতা	বিতরণের সুবিধা	দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা	সহজ প্রকল্প বাস্তবায়ন	ঝুঁকি	প্রকল্পের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূলধন	আনুমানিক লাভ	মোট
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											
৭											
৮											
৯											
১০											

মানদণ্ড (Legend) :

৫ = অতি উত্তম ৪ = উত্তম ৩ = সন্তোষজনক ২ = ভাল ১ = অসন্তোষজনক

৬.৬ প্রকল্পের কারিগরি দিক (The Technical Aspect of Project) ঃ

কারিগরি দিক থেকে প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করা এ প্রকল্প নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করার জন্য যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় যাচাই করতে হয় তা হল প্রকল্পের আকার, উৎপাদন পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, কাঁচামাল প্রাপ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা ইত্যাদি। প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই এ উৎপাদন ব্যবস্থা জানার যে ৪টি স্তর আছে তার প্রত্যেকটি যাচাই করা দরকার। নিচে ৪টি স্তর ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হল ঃ



চিত্র ঃ প্রকল্পের কারিগরি দিক

নিম্নে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি দিকের প্রধান কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

১। প্রকল্পের আকার ঃ প্রকল্পের সঠিক আকার নির্ধারণ কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকল্পের বিনিয়োজিত মূলধন, শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য, উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিমাপ করে প্রকল্পের আকার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বস্তুত কোন প্রকল্পের আকার-আকৃতি কী রকম হবে তা নির্ভর করে ব্যবসায়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির উপর। ব্যবসায়ের আকার বা আয়তন সাধারণত বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র এ তিন শ্রেণির হতে পারে। প্রকল্পের আকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর কাম্যতার (Optimum size) বিষয়টি অর্থাৎ যে পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও পরিচালনা ব্যয় সর্বনিম্ন স্তরে থাকে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হয় তা দেখতে হয়।

২। উৎপাদন পদ্ধতি ঃ পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানের জন্য যেসব উৎপাদন কৌশল বা পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে যে উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় কম পড়বে, পণ্যের গুণগত মান ঠিক থাকবে এবং পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে পরিবর্তন করা যাবে এমন পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের যুগে এমন পদ্ধতি নির্বাচন করা হবে না, যা পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না এবং দ্রুত বাতিল করে দিতে হয়।

৩। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ঃ উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচনের সাথে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্বাচনের বিষয়টিও এসে যায়। প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্বাচনের সময় এর মূল্য, ব্যবহারগত দিক, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, আউটপুট (Output) ইত্যাদি বিষয়গুলো যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়। পরীক্ষামূলক ও বাতিল প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ক্রয় করা উচিত নয়। উল্লিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা করে একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে তার প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্বাচন করতে হবে।

৪। কাঁচামালের প্রাপ্যতা ঃ প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত গুণাগুণ সম্পন্ন কাঁচামালের উৎস এবং তা কখন কী দামে পাওয়া যাবে এ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে শিল্পোৎপাদন তথা ব্যবসায়ের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহজে কাঁচামাল প্রাপ্তির বিষয়টিকে একটি মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৫। দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা ঃ উৎপাদন কার্য ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কর্মীর প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে কোন কোন পণ্য উৎপাদন করতে কিংবা যন্ত্রপাতি বা মেশিন চালাতে বিশেষ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের দরকার হয়। এ ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং যা-ও পাওয়া যায় তার জন্য অধিক পারিশ্রমিক দিতে হয়। তাছাড়া এরূপ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক হঠাৎ চলে গেলে উৎপাদনের গতি ব্যাহত হয়। এমন কী কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়বে। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি জটিল সমস্যা। তাই প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতার বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।

কারিগরি বা প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে কোন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়।

৬.৭ আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা (Definition of Financial Planning) ঃ

একজন শিল্পোদ্যোক্তা যখন কোন শিল্প কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন তখন তাকে আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। সাধারণত, আর্থিক পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি কিংবা স্বল্পমেয়াদি হতে পারে। বিস্তারিত আর্থিক পরিকল্পনা বলতে পরিকল্পিত আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয় বিবরণী এবং পরিকল্পিত অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। আর্থিক পরিকল্পনা উদ্যোক্তাকে বলে দেয় তাঁর প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়া, মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা ইত্যাদি।

সংজ্ঞা ঃ 'যে পরিকল্পিত কার্যক্রমে আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং পরিকল্পিত অর্থ সংস্থান প্রক্রিয়া থাকে, যা থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়া ও মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা লাভ করা যায় তাকে আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning) বলে।'

৬.৮ দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা (The Long Term Financial Plan) ঃ

যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি বিনিয়োগের দরকার হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিনিয়োগের নিজস্ব ধারা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে কারবারের প্রয়োজনীয় স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ, জমির পরিমাণ, দালান-কোঠার আকার-আকৃতি, কারখানাগৃহ, যন্ত্রপাতির পরিমাণ, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি এর জন্য কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে, এগুলো সংগ্রহ ও স্থাপনে কী পরিমাণ মূলধন ব্যয় হবে তার বিবরণ থাকে। এছাড়া এতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয়ের পূর্বানুমান উল্লেখ থাকে। সে কারণে এ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় কিভাবে অর্থ সংস্থান করা হবে, পর্যায়ক্রমে অর্থ প্রাপ্তির ও ব্যয়ের বিবরণ, প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক, আইনগত ধরন, আকার এবং এ কাজে আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণও উল্লেখ রাখার দরকার হয়। নিজস্ব তহবিল, ব্যাংক থেকে ঋণ ও অন্যান্য উৎস হতে মূলধন প্রাপ্তির বিবরণও এতে থাকে। ব্যাংক থেকে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ঋণ স্থায়ী পুঁজির মূল উৎস। যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণ শেয়ার ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণচুক্তি, মেয়াদি ঋণ, ইজারা ও কিস্তি ক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা থেকে এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

নিম্নে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার উৎসসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **মালিকগণ ঃ** কারবারের মালিকগণ দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের মূল উৎস। এক মালিকানা কারবারের মালিক, অংশীদারি কারবারের অংশীদারগণ এবং যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার হোল্ডারগণ কারবারের মূলধন সংগ্রহ করে থাকে।

২। **শিল্প ব্যাংক ঃ** শিল্প ব্যাংক দেশের শিল্পায়নের জন্য কারবারি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩। **বিমা কোম্পানিসমূহ ঃ** দেশের বিমা কোম্পানিসমূহ বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির ব্যবস্থা করে থাকে।

৪। **বিনিয়োগ সংস্থাসমূহ ঃ** বিনিয়োগ সংস্থাগুলো জনসাধারণের নিকট শেয়ার ও সিকিউরিটি বিক্রয় করে অর্থসংস্থান করে। পরবর্তীকালে উক্ত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় করে এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে কাজ করে।

৫। **বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। সরকারের গৃহীত নীতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্প ও গৃহনির্মাণ খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

৬। **দায় গ্রাহক ঃ** দায় গ্রাহকগণ নতুন কোন যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। ইস্যুকৃত শেয়ার ও ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করতে না পারলে নিজেরাই শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৭। **ঋণপত্র ঃ** ঋণপত্র হল একটি কোম্পানির ঋণ স্বীকারের দলিল। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে শেয়ার, স্টকের পরেই ঋণপত্রের স্থান। যৌথ মূলধনী কারবার ঋণপত্র বিলি করে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। তবে ঋণপত্রের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

৮। **সঞ্চিতি তহবিল ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুনাফার একটি অংশ প্রতি বছর সঞ্চিতি তহবিলে জমা করে থাকে। এরূপ তহবিল যৌথ মূলধনী কারবারের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে কাজ করে।

৯। **অবচয় তহবিল ঃ** প্রতিটি ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর তার স্থায়ী সম্পদের উপর অবচয় ধার্য করে। অবচয়ের অর্থ দ্বারা তহবিল সৃষ্টি করা হয়। এ অবচয় তহবিল দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬.৭ আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা (Definition of Financial Planning) ঃ

একজন শিল্পোদ্যোক্তা যখন কোন শিল্প কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন তখন তাকে আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। সাধারণত, আর্থিক পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি কিংবা স্বল্পমেয়াদি হতে পারে। বিস্তারিত আর্থিক পরিকল্পনা বলতে পরিকল্পিত আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয় বিবরণী এবং পরিকল্পিত অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। আর্থিক পরিকল্পনা উদ্যোক্তাকে বলে দেয় তাঁর প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়া, মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা ইত্যাদি।

সংজ্ঞা ঃ 'যে পরিকল্পিত কার্যক্রমে আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং পরিকল্পিত অর্থ সংস্থান প্রক্রিয়া থাকে, যা থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়া ও মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা লাভ করা যায় তাকে আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning) বলে।'

৬.৮ দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা (The Long Term Financial Plan) ঃ

যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি বিনিয়োগের দরকার হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিনিয়োগের নিজস্ব ধারা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে কারবারের প্রয়োজনীয় স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ, জমির পরিমাণ, দালান-কোঠার আকার-আকৃতি, কারখানাগৃহ, যন্ত্রপাতির পরিমাণ, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি এর জন্য কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে, এগুলো সংগ্রহ ও স্থাপনে কী পরিমাণ মূলধন ব্যয় হবে তার বিবরণ থাকে। এছাড়া এতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয়ের পূর্বানুমান উল্লেখ থাকে। সে কারণে এ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় কিভাবে অর্থ সংস্থান করা হবে, পর্যায়ক্রমে অর্থ প্রাপ্তির ও ব্যয়ের বিবরণ, প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক, আইনগত ধরন, আকার এবং এ কাজে আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণও উল্লেখ রাখার দরকার হয়। নিজস্ব তহবিল, ব্যাংক থেকে ঋণ ও অন্যান্য উৎস হতে মূলধন প্রাপ্তির বিবরণও এতে থাকে। ব্যাংক থেকে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ঋণ স্থায়ী পুঁজির মূল উৎস। যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণ শেয়ার ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণচুক্তি, মেয়াদি ঋণ, ইজারা ও কিস্তি ক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা থেকে এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

নিম্নে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার উৎসসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **মালিকগণ ঃ** কারবারের মালিকগণ দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের মূল উৎস। এক মালিকানা কারবারের মালিক, অংশীদারি কারবারের অংশীদারগণ এবং যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার হোল্ডারগণ কারবারের মূলধন সংগ্রহ করে থাকে।

২। **শিল্প ব্যাংক ঃ** শিল্প ব্যাংক দেশের শিল্পায়নের জন্য কারবারি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩। **বিমা কোম্পানিসমূহ ঃ** দেশের বিমা কোম্পানিসমূহ বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির ব্যবস্থা করে থাকে।

৪। **বিনিয়োগ সংস্থাসমূহ ঃ** বিনিয়োগ সংস্থাগুলো জনসাধারণের নিকট শেয়ার ও সিকিউরিটি বিক্রয় করে অর্থসংস্থান করে। পরবর্তীকালে উক্ত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় করে এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে কাজ করে।

৫। **বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। সরকারের গৃহীত নীতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্প ও গৃহনির্মাণ খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

৬। **দায় গ্রাহক ঃ** দায় গ্রাহকগণ নতুন কোন যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। ইস্যুকৃত শেয়ার ও ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করতে না পারলে নিজেরাই শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৭। **ঋণপত্র ঃ** ঋণপত্র হল একটি কোম্পানির ঋণ স্বীকারের দলিল। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে শেয়ার, স্টকের পরেই ঋণপত্রের স্থান। যৌথ মূলধনী কারবার ঋণপত্র বিলি করে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। তবে ঋণপত্রের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

৮। **সঞ্চিতি তহবিল ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুনাফার একটি অংশ প্রতি বছর সঞ্চিতি তহবিলে জমা করে থাকে। এরূপ তহবিল যৌথ মূলধনী কারবারের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে কাজ করে।

৯। **অবচয় তহবিল ঃ** প্রতিটি ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর তার স্থায়ী সম্পদের উপর অবচয় ধার্য করে। অবচয়ের অর্থ দ্বারা তহবিল সৃষ্টি করা হয়। এ অবচয় তহবিল দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে।

১০। **বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার হতে পারে। যেমন– বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ করপোরেশন, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, আন্তর্জাতিক বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করে থাকে। যেমন– বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইসলামি উন্নয়ন সংস্থা (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (IFC) ইত্যাদি।

৬.৯ স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা (The Short Term Financial Plan) ঃ

শিল্পোদ্যোক্তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক, অর্ধ-বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, এমন কী দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় কার্যকরী আর্থিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। এতে সাধারণত চলতি সম্পদ ও দায়সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্দেশিত হয়। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা তাঁর স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য চলতি মূলধন কাঠামোকে একটি প্রধান বিবেচ্য উপাদান হিসেবে মনে করে থাকেন। চলতি মূলধন কাঠামো বলতে নগদ তহবিল, বিভিন্ন মজুত মাল, ক্রেতাদের কাছে পাওনা, স্বল্পমেয়াদি দায়সমূহ ইত্যাদিকে বুঝায়।

স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ ঃ

১। **ব্যবসায়িক ঋণ ঃ** ব্যবসায়িক ঋণ এমনই এক ধরনের ঋণ সুবিধা যার মাধ্যমে মালের বিক্রেতা বাকিতে মাল বিক্রয় করে ক্রেতাকে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে টাকা পরিশোধের সুবিধা দিয়ে থাকে। ব্যবসায়িক ঋণ স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

২। **বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উৎস। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদেরকে নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণ আকারে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এজন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করে থাকে। মেয়াদ শেষে ব্যবসায়ীদেরকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

৩। **অর্থ সংস্থানকারী কোম্পানি ঃ** প্রত্যেক দেশের বিশেষ ধরনের কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় যেগুলো অর্থসংস্থানকারী কোম্পানি হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

৪। **খরিদ্দারগণ ঃ** অনেক সময় খরিদ্দারগণ পণ্যের জন্য অগ্রিম অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে কাজ করে। যেসব পণ্যের চাহিদা বাজারে বেশি তা পাওয়ার জন্য খরিদ্দারগণ মাল ডেলিভারির পূর্বেই অগ্রিম অর্থ প্রদান করে থাকে।

৫। **ফড়িয়া বা দালাল ঃ** ফড়িয়া বা দালাল ব্যবসায়ীদেরকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে কাজ করে। যেসব পণ্যের চাহিদা বাজারে বেশি ঐ সব পণ্য সুবিধানুসারে পাবার জন্য ফড়িয়াগণ ব্যবসায়ীদেরকে অগ্রিম ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন– পাট, চিংড়ি ও ইলিশ মাছের ব্যবসায়ে অর্থায়নের প্রয়োগ দেখা যায়।

৬। **গ্রামীণ ব্যাংক ঃ** এ ব্যাংক বাংলাদেশে পল্লি এলাকায় ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য কোন জামানতের প্রয়োজন হয় না।

৭। **বাণিজ্যিক পেপার হাউজ ঃ** এ ধরনের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যয়নপত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

৮। **সমবায় ঋণ দান সমিতি ঃ** সমবায় ঋণ দান সমিতিও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দান করে থাকে। তবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ভূমি বন্ধক দিয়ে এ ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

৯। **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাংক ঃ** এ জাতীয় ব্যাংক সাধারণত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দান করে থাকে। তবে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনেই অধিক হারে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন করে থাকে।

১০। **এন.জি.ও ঃ** বর্তমানে সারা বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্প, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য চাষ, পশুপালন খামার ইত্যাদিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

১১। **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঃ** বেকারত্ব দূরীকরণ ও স্বকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। শুধুমাত্র যারা যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদেরকেই স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বল্পমেয়াদি মূলধনের চাহিদা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এ জন্য শিল্পোদ্যোক্তা সাধারণত স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পূর্বাভাস প্রস্তুত করেন। আর্থিক পূর্বাভাস বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রতিফলনকে বুঝায়।

অনুশীলনী-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। **প্রকল্প কী বা প্রকল্প কাকে বলে?** [পলি-২০০৫, ০৭, ০৯, ১০]
অথবা, প্রকল্প (Project) বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ০৬, ০৮, ১৪; টেক্স-১৩]

উত্তর : পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তাবকেই প্রকল্প বলা হয়।

২। **প্রকল্প ধারণা কী?** [পলি-২০০৫, ০৬, ১৫(পরি); জিটি-১৩]
অথবা, প্রকল্প ধারণা কাকে বলে? [পলি-২০১২]

উত্তর : ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা অনুভব করা থেকে শুরু করে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের সূচনাকেই প্রকল্প ধারণা বলা হয়।

৩। **প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা কী?** [পলি-২০০৫]

উত্তর : প্রকল্প-সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করার দরকার হয়। এ নিয়ম -নীতিগুলোকে প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা বলা হয়।

৪। **তথ্য পুস্তক কী?**

উত্তর : তথ্য পুস্তক বা Facts Book হল বিশেষ ধরনের একটি পুস্তক যেখানে তথ্যাদি সংগৃহীত থাকে। সাধারণত পরিসংখ্যান অফিস, ব্যবসায়সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন, গবেষণা কেন্দ্র ও পাঠাগার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসার উন্নয়ন কেন্দ্র, বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্নাল হতে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য পুস্তকে রাখা হয়।

৫। **সম্ভাব্যতা যাচাই কী?** [পলি-১৩]
অথবা, সম্ভাব্যতা যাচাই কাকে বলে? [টেক্স-১৪]

উত্তর : নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আরম্ভ কিংবা চলতি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। নতুন ব্যবসায় আরম্ভ করে কিংবা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করলে চলবে কীনা অর্থাৎ লাভজনক হবে কীনা তা যাচাই করে দেখার নাম হল সম্ভাব্যতা যাচাই।

৬। **পণ্য নির্বাচন কী?**

উত্তর : দ্রব্যের চাহিদা বর্তমানে আছে কীনা এবং ভবিষ্যতে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে কীনা তা যাচাই বা সমীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নাম পণ্য নির্বাচন।

৭। **ম্যাক্রোস্ক্রিনিং কী?**
অথবা, ম্যাক্রোস্ক্রিনিং কাকে বলে? [পলি-২০০৮]

উত্তর : ম্যাক্রোস্ক্রিনিং হল এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রকল্পের উপর জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত প্রভাবকের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যায়।

৮। **ম্যাক্রো পরিবেশ কী?**

উত্তর : সব ধরনের ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কতিপয় সাধারণ বা সামগ্রিক প্রভাবক দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। এসব প্রভাবকের সমষ্টিকে একত্রে ম্যাক্রো পরিবেশ বলে।

৯। **ম্যাক্রো পরিবেশের ৬টি উপাদানের নাম লিখ।**
অথবা, ম্যাক্রো পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো কী কী? [পলি-২০০৬]

উত্তর : ম্যাক্রো পরিবেশের ৬টি উপাদানের নাম : ১। জনসংখ্যা ২। অর্থনৈতিক ৩। প্রাকৃতিক ৪। রাজনৈতিক ৫। সাংস্কৃতিক ৬। আইনগত দিক।

১০। মাইক্রোক্রিনিং কী? [পলি-২০০৭, ০৮, ১১]
অথবা, মাইক্রোক্রিমিং কাকে বলে? [পলি-২০০৭, ১১]

উত্তর ঃ মাইক্রোস্ক্রিনিং হল একটি প্রকল্পের যথার্থতা কারিগরি, বাজারজাত করা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে পরীক্ষা করা। এ দিকগুলোকে মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

১১। মাইক্রোক্রিনিং এর ৪টি দিকের নাম কর। [পলি-২০১১]

উত্তর ঃ মাইক্রোস্ক্রিনিং চারটি দিক। যথা ঃ
১। কারিগরি দিক ২। বাজারজাতকরণ দিক ৩। বাণিজ্যিক দিক ৪। আর্থিক দিক।

১২। প্রকল্প ধারণার ২টি প্রধান দিক নির্দেশনা উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ প্রকল্প ধারণার ২টি দ্বিক নির্দেশনা হল–
১। যে কাজে নিজের সখ (Hobby) বা আগ্রহ আছে এমন কাজ বা বিষয় থেকে ব্যবসায়ের ধারণা করা।
২। কোন একটি জিনিসের অনুভব করলে সে জিনিসটি এখানে কেন পাওয়া যায় না, এর উত্তর খুঁজে বের করা।

১৩। প্রকল্প ধারণার ৪টি প্রধান উৎসের নাম কর।
অথবা, প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর ঃ প্রকল্প ধারণার ৪টি প্রধান উৎসের নাম ঃ
১। আমদানি-রপ্তানি, বর্তমান শিল্পের উৎপাদন সমতা ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান।
২। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য সংক্রান্ত তথ্য।
৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক উন্নয়ন গবেষণা।
৪। ব্যাংক ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান।

১৪। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? [পলি-২০০৩, ০৯, ১৫(পরি)]
অথবা, প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০০৯, ১৪]

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ার মাধমে একজন উদ্যোক্তা অনেকগুলো প্রকল্প ধারণার মধ্যে সঠিক ও বাস্তবসম্মত একটি প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করে থাকেন তাকে প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন বলে।

১৫। কারিগরি দিক কী? [পলি-২০০৫, ১০, ১১]
অথবা, প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৬]
অথবা, প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। [জিটি-২০১৩]

উত্তর ঃ প্রকল্পের যথার্থতা যাচাইয়ের মধ্যে কারিগরি দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারিগরি দিক যাচাই করতে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা প্রভৃতি পরীক্ষা -নিরীক্ষা করা হয়।

১৬। প্রকল্প ধারণা সৃষ্টিতে কে সহায়তা করে?

উত্তর ঃ সৃজনশীল প্রকল্প ধারণা সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

১৭। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন তা কোথা হতে সংগ্রহ করতে হয়?

উত্তর ঃ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান অফিস, বাণিজ্য, তথ্য কেন্দ্র, শিল্প ও বণিক সমিতি, পরিকল্পনা কমিশন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করতে হয়।

১৮। কিভাবে সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে হয়?

উত্তর ঃ বাজার জরিপের মাধ্যমে একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে হয়।

১৯। Project শব্দটি কোন শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে? এর অর্থ কী?

উত্তর ঃ Project শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Projecare' হতে উদ্ভাবিত হয়েছে। এর অর্থ Throw font 'অগ্রে নিক্ষেপ করা'।

২০। কখন একজন উদ্যোক্তার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়?

উত্তর ঃ একজন উদ্যোক্তার প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার প্রকল্প ধারণা অনুভব করার সময় থেকে।

২১। কারবারের সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত কী?

উত্তর : কারবারের সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হল সুষ্ঠু প্রকল্প নির্বাচন।

২২। প্রকল্প শনাক্তকরণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : প্রকল্প শনাক্তকরণ বলতে প্রকল্প নির্দিষ্টকরণ প্রক্রিয়াকে এমনভাবে উল্লেখ করা যায় মূলত সমস্যাবলি বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ অনুসন্ধান করাকে বুঝায়।

২৩। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯, ১৩]
অথবা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ১২; টেক্স-১৩]

উত্তর : প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পে পণ্যের চাহিদা, কারিগরি সুবিধা, লাভজনকতা, আর্থিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলা হয়।

২৪। আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১০, ১১, ১৪]
অথবা, আর্থিক পরিকল্পনা কী? [টেক্স-২০১০]
অথবা, আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]

উত্তর : যে পরিকল্পিত কার্যক্রমে আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং পরিকল্পিত অর্থসংস্থান প্রক্রিয়া থাকে যা থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থসংস্থানের প্রক্রিয়া ও মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা লাভ করা যায় তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে।

২৫। নগদ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাগুলো লেখ। **[পলি-২০১১]**

উত্তর : নগদ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধের পরিমাণ জানা যায়।

২৬। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা কী বা কাকে বলে? [পলি-২০১০, ১১]

উত্তর : যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলে।

২৭। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা কী বা কাকে বলে?

উত্তর : যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে স্বল্প সময় লাগে এবং পুঁজি বিনিয়োগের সময়ও কম লাগে তাকে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলে।

২৮। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ প্রাপ্তির বা পুঁজির উৎস কী?

উত্তর : ব্যাংক ঋণ হল প্রধান উৎস এবং এছাড়া শেয়ার, ঋণ চুক্তি, মেয়াদি ঋণ, ইজারা ইত্যাদি হতে ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ করা হয়।

২৯। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ প্রাপ্তির বা পুঁজির উৎস কী কী? [পলি-২০১৩]

উত্তর : ব্যাংক ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, বাণিজ্যিক হুন্ডি ও অন্যান্য উৎস হতে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়।

৩০। নগদান পরিকল্পনা বা ক্যাশ প্ল্যান কী? [পলি-২০০৯, ১১; জিটি-১২]
অথবা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ পরিকল্পনা কী? [পলি-২০০৪]

উত্তর : কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য নগদ প্রাপ্তি ও নগদ পরিশোধসমূহের পরিকল্পনাকে নগদ পরিকল্পনা বা Cash Plan বলে।

৩১। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত কী?

উত্তর : দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হল স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বেই নির্ধারণ করা।

৩২। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার সময় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কী নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর : প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার সময় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট আকারে প্রতিষ্ঠানের জমি, কারখানা, কারখানার ঘর, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি কী পবিমাণ প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করে।

৩৩। শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপনের কত ধরনের আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়?

উত্তর : শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপনে তিন ধরনের আর্থিক পরিকল্পনা করতে হয়। যেমন– দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা।

৩৪। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তর কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ ও চলতি সম্পদসমূহের জন্য প্রয়োজন হয় স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা।

৩৫। দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা কাকে বলে?

উত্তর কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা বলা হয়.।

৩৬। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার মেয়াদ কত দিনের জন্য হয়?

উত্তর স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধ বার্ষিক এবং কোন অবস্থাতেই এক বছরের বেশি হতে পারবে না।

৩৭। জামানত ছাড়া কোন ব্যাংক ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়?

উত্তর গ্রামীণ ব্যাংক পল্লি এলাকায় ব্যবসায়ীদেরকে জামানত ছাড়া ঋণ দিয়ে থাকে।

৩৮। শেয়ার ছাড়া একটি কোম্পানি কিভাবে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে?

উত্তর ঋণপত্র ইস্যু করার মাধ্যমে একটি কোম্পানি শেয়ার ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে।

৩৯। ঋণপত্র কী?

উত্তর ঋণপত্র হল কোন কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের ঋণের হস্তান্তরযোগ্য স্বীকৃতিপত্র।

৪০। শর্তযুক্ত ঋণপত্র কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর শর্তযুক্ত ঋণপত্র প্রধানত দু'প্রকার। যথা ঃ

(১) ফেরতযোগ্য ঋণপত্র এবং (২) শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র।

৪১। বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? এর কাজ কী?

উত্তর বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উৎস। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদেরকে নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণ আকারে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করে থাকে। মেয়াদ শেষে ব্যবসায়ীদেরকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে হয়। বিভিন্ন প্রকার ঋণদান কর্মসূচিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪২। পরিকল্পনা কী?

উত্তর পরিকল্পনা হল ভবিষ্যৎ কর্মসূচির নীলনকশা। ভবিষ্যতের বিকল্প কর্মপন্থাসমূহের ভিতর হতে উত্তম ও উপযুক্ত কর্মকর্তা নির্বাচনকে পরিকল্পনা বলে। এটি ভবিষ্যতে অনুসরণীয় কর্মপন্থার একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রতিচ্ছবি।

৪৩। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩]

উত্তর আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পূর্ণ ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর্থিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কারবারে আয় ব্যয়ের গড় পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৪৪। মূলধন বাজেটিং কী?

অথবা, মূলধন বাজেটিং এর সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৪, ১১, ১৪]

অথবা, মূলধন বাজেটিং কাকে বলে? [পলি-২০০৯]

উত্তর মূলধন বাজেটিং বলতে ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে বুঝায়।

৪৫। আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী? [পলি-২০০৫, ০৯, ১০; টেক্স-০৯, ১০, ১৩]

উত্তর কোন ব্যবসায় বা শিল্পকারখানা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, জনশক্তি, মূলধন (স্থায়ী ও চলতি), মূলধনের উৎস, ঋণ, মুনাফা অর্জন ইত্যাদি আয়ব্যয়ের লিখিত পূর্বানুমানের নমুনা দলিল হল আর্থিক পরিকল্পনা মডেল।

৪৬। উদ্বৃত্তপত্র কী? [পলি-২০০৭, ০৯, ১০, ১২; জিটি-১২; টেক্স-০৯, ১০]

উত্তর কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ব্যবস্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসার সম্পত্তি এবং দায়সমূহের যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্তপত্র বা Balance sheet বলে। উদ্বৃত্তপত্রের বামদিকের অংশে মূলধন ও দায়সমূহ এবং ডানদিকের অংশে সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হয়। উদ্বৃত্তপত্রকে চূড়ান্ত হিসাবের শেষ ধাপ বা স্তর বলা হয়।

৩৪। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তর : কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ ও চলতি সম্পদসমূহের জন্য প্রয়োজন হয় স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা।

৩৫। দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা কাকে বলে?

উত্তর : কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা বলা হয়।

৩৬। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার মেয়াদ কত দিনের জন্য হয়?

উত্তর : স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধ বার্ষিক এবং কোন অবস্থাতেই এক বছরের বেশি হতে পারবে না।

৩৭। জামানত ছাড়া কোন ব্যাংক ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংক পল্লি এলাকায় ব্যবসায়ীদেরকে জামানত ছাড়া ঋণ দিয়ে থাকে।

৩৮। শেয়ার ছাড়া একটি কোম্পানি কিভাবে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে?

উত্তর : ঋণপত্র ইস্যু করার মাধ্যমে একটি কোম্পানি শেয়ার ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে।

৩৯। ঋণপত্র কী?

উত্তর : ঋণপত্র হল কোন কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের ঋণের হস্তান্তরযোগ্য স্বীকৃতিপত্র।

৪০। শর্তযুক্ত ঋণপত্র কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : শর্তযুক্ত ঋণপত্র প্রধানত দু'প্রকার। যথা ঃ

(১) ফেরতযোগ্য ঋণপত্র এবং (২) শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র।

৪১। বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? এর কাজ কী?

উত্তর : বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উৎস। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদেরকে নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণ আকারে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করে থাকে। মেয়াদ শেষে ব্যবসায়ীদেরকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে হয়। বিভিন্ন প্রকার ঋণদান কর্মসূচিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪২। পরিকল্পনা কী?

উত্তর : পরিকল্পনা হল ভবিষ্যৎ কর্মসূচির নীলনকশা। ভবিষ্যতের বিকল্প কর্মপন্থাসমূহের ভিতর হতে উত্তম ও উপযুক্ত কর্মকর্তা নির্বাচনকে পরিকল্পনা বলে। এটি ভবিষ্যতে অনুসরণীয় কর্মপন্থার একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রতিচ্ছবি।

৪৩। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩]

উত্তর : আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পূর্ণ ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর্থিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কারবারে আয় ব্যয়ের গড় পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৪৪। মূলধন বাজেটিং কী?

অথবা, মূলধন বাজেটিং এর সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৪, ১১, ১৪]

অথবা, মূলধন বাজেটিং কাকে বলে? [পলি-২০০৯]

উত্তর : মূলধন বাজেটিং বলতে ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে বুঝায়।

৪৫। আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী? [পলি-২০০৫, ০৯, ১০; টেক্স-০৯, ১০, ১৩]

উত্তর : কোন ব্যবসায় বা শিল্পকারখানা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, জনশক্তি, মূলধন (স্থায়ী ও চলতি), মূলধনের উৎস, ঋণ, মুনাফা অর্জন ইত্যাদি আয়ব্যয়ের লিখিত পূর্বানুমানের নমুনা দলিল হল আর্থিক পরিকল্পনা মডেল।

৪৬। উদ্বৃত্তপত্র কী? [পলি-২০০৭, ০৯, ১০, ১২; জিটি-১২; টেক্স-০৯, ১০]

উত্তর : কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ব্যবস্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসার সম্পত্তি এবং দায়সমূহের যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্তপত্র বা Balance sheet বলে। উদ্বৃত্তপত্রের বামদিকের অংশে মূলধন ও দায়সমূহ এবং ডানদিকের অংশে সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হয়। উদ্বৃত্তপত্রকে চূড়ান্ত হিসাবের শেষ ধাপ বা স্তর বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। **প্রকল্প ধারণা কীভাবে সৃষ্টি হয়?** [টেক্স-১৪]

উত্তর: প্রকল্প ধারণা অনুভব করা থেকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের সূচনা হয়। সৃজনশীলতা প্রকল্প ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কোন প্রকল্প একজন শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীর নিকট কল্পনাপ্রসূত হতে পারে। অথবা পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করা থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। ধারণাসমূহ সুযোগে পরিণত হয় যখন সেগুলোকে বাস্তবসম্মত প্রকল্প হিসেবে রূপ দেয়া যায়। একজন ব্যবসায়ীর সৃজনশীলতা শুরু হয় বিপণনযোগ্য কোন পণ্যের ব্যবসায়িক চাহিদা সনাক্তকরণের মাধ্যমে। মানুষের রুচি ও চাহিদার প্রকৃতি, জনসংখ্যার হার, অর্থনৈতিক অবস্থা, গবেষণালব্ধ তথ্য এবং সচেতনতা থেকে নিয়ত পরিবর্তনশীল চাহিদা সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করা যায়। এরূপ আগাম ধারণার উপর ভিত্তি করে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়।

২। **প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনাগুলো লিখ।** [পলি-২০০৮]

উত্তর: প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যেগুলোকে প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

নিম্নে প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা উল্লেখ করা হল :

১। যে কাজে নিজের সখ (Hobby) বা আগ্রহ আছে এমন কাজ বা বিষয় থেকে ব্যবসায়ের ধারণা করা।
২। কোন একটি জিনিসের অভাব অনুভব করলে সে জিনিসটি এখানে কেন পাওয়া যায় না, এর উত্তর খুঁজে বের করা।
৩। অন্যের উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবাসমূহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা বা অসুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলো থেকে নতুন ধারণা সংগ্রহ করা।
৪। কোন একটি সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহার খুঁজে বের করা।
৫। পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ থেকে সুযোগ অনুসন্ধান ও উদ্ভাবন করা।
৬। আধুনিক কলাকৌশল ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসায়ের ধারণা সৃষ্টি করা।
৭। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা।
৮। সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্য মিশ্রণের বা নতুন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

৩। **বাংলাদেশের প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ কী কী?** [পলি-২০০৬, ১৩]

উত্তর: বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত নীতিসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনাসমূহ, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলোর প্রকাশনাসমূহ, বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত জরিপ ও গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকল্প ধারণার উৎস হতে পারে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতি দেশের শিল্পায়নের উদ্দেশ্য, রূপরেখা বাস্তবায়নের কৌশল ও ব্যাখ্যা সম্পর্কিত এক দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শিল্প নীতিতে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের কী কী সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং কোন্ কোন্ খাতে শিল্প স্থাপন প্রয়োজন সে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক জরিপ দেশের শিল্প-বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিবিধ পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রকল্প ধারণা নির্বাচনে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে থাকে।

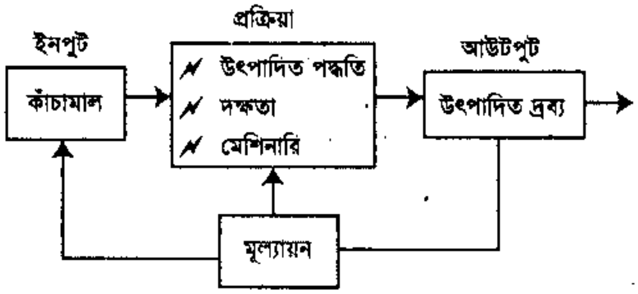
৪। **প্রকল্প ধারণা মূল্যায়ন কী বুঝিয়ে দাও।** [পলি-২০০৯; টেক্স-১৪]
অথবা, প্রকল্পের মূল্যায়ন কিভাবে করা হয়? [পলি-২০০৩]

উত্তর: শিল্পোদ্যোক্তার মনে অনেক সময় অনেকগুলো প্রকল্প ধারণা এক সাথে এসে মাথায় ভিড় করে। এ সমস্ত প্রকল্প ধারণাগুলোর মধ্যে সবগুলোই কিন্তু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যকর বলে ধরে নেয়া যায় না। তাই শিল্পোদ্যোক্তাকে সব প্রকল্প ধারণাগুলো যাচাই-বাছাই করে একটি উত্তম প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করতে হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা অনেকগুলো প্রকল্পধারণার মধ্যে সঠিক ও বাস্তবসম্মত একটি প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করে থাকে তাকে প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন (Evaluation of Project Ideas) বলে।

৫। প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫, ০৯, ১০; ডিটি-১৩]

অথবা, প্রকল্পের ধারণার কারিগরি দিক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাও। [পলি-২০০৫]

উত্তর কারিগরি দিক থেকে প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করা এ প্রকল্প নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করার জন্য যেসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় যাচাই করতে হয় তা হল প্রকল্পের আকার, উৎপাদন পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, কাঁচামাল প্রাপ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা ইত্যাদি। প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই এ উৎপাদন ব্যবস্থা জানার যে ৪টি স্তর আছে তার প্রত্যেকটি যাচাই করা দরকার। নিচে ৪টি স্তর ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হল ঃ



৬। ম্যাক্রো পরিবেশ কী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর সকল ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। না থাকার পিছনে কিছু কিছু উপাদান কাজ করে থাকে। এ উপাদানগুলো হল জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও আইনগত বিষয়ক। এ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের সমষ্টিকে একত্রে সামষ্টিক বা ম্যাক্রো পরিবেশ (Macro- environment) বলে। ম্যাক্রোস্ক্রিনিং হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন প্রকল্পের উপর এ সব প্রভাবের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যায়।

৭। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কী এবং এটা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? [পলি-২০০৬, ১২]

উত্তর প্রকল্পের কারিগরি-সম্ভাব্যতা পরীক্ষা হল প্রকল্পে সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোকপাত করা। আর এগুলো নিম্নলিখিতভাবে সম্ভাব্যতা করা যায়। যেমন ঃ

(ক) প্রকল্পের আকার, (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তি,

(গ) প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা, (ঘ) যন্ত্রপাতির আকার,

(ঙ) যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ, (চ) যন্ত্রপাতি বিন্যাস,

(ছ) প্রকল্পের অবস্থান, (জ) প্রকল্প বাস্তবায়নের তালিকা।

(ঝ) প্রয়োজনীয় শ্রমিক কর্মচারী।

৮। প্রকল্প নির্বাচনের ধাপগুলো কী কী?

উত্তর প্রকল্প নির্বাচনের ধাপগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ, (খ) প্রকল্প ধারণা মূল্যায়ন,

(গ) ম্যাক্রোস্ক্রিনিং ও (ঘ) মূলধন বাজেটিং ইত্যাদি।

৯। প্রকল্পের ধারণা কিভাবে সৃষ্টি হয়? [পলি-২০১৪]

অথবা, প্রকল্প চিহ্নিতকরণের সূচনা হয় কোথা হতে? [পলি-২০০৭]

উত্তর একজন উদ্যোক্তার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার প্রকল্প ধারণা অনুভব করার সময় থেকে। প্রকল্প ধারণা এমন একটি বিষয়, যা উদ্যোক্তার সৃজনশীল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা হতে জন্ম হয়। সমাজের চারদিকের পারিপার্শ্বিকতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে প্রকল্পের ধারণা সৃষ্টি করতে হয়।

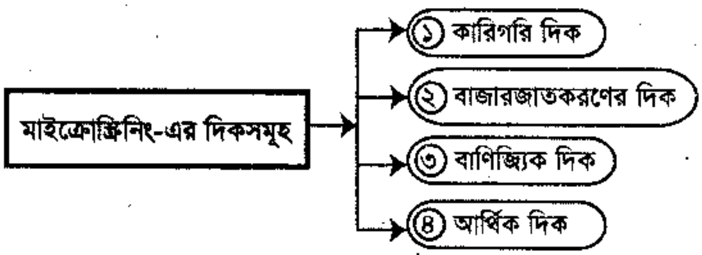
১০। প্রকল্পের চলতি সম্পদ বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ১১]

উত্তর কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করার প্রস্তাবই হচ্ছে প্রকল্প। আর এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যে সকল পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়াকেই প্রকল্পের চলতি সম্পদ বলে।

১১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর ক্ষেত্রে মাইক্রোস্ক্রিনিং উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৮, ১০, ১১, ১২]

উত্তর ঃ মাইক্রোস্ক্রিনিং হল একটি প্রকল্পের যথার্থতা কারিগরি, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে পরীক্ষা করা। এ দিকগুলোকে মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিম্নের রেখাচিত্র মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর বিভিন্ন দিক দেখানো হল ঃ



চিত্র ঃ মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর বিভিন্ন দিকসমূহ

১২। আর্থিক পরিকল্পনা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। [টেক্স-২০১০]

উত্তর ঃ একজন শিল্পোদ্যোক্তা যখন কোন শিল্প কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন তখন তাকে আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। সাধারণত, আর্থিক পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি কিংবা স্বল্পমেয়াদি হতে পারে। বিস্তারিত আর্থিক পরিকল্পনা বলতে পরিকল্পিত আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয় বিবরণী এবং পরিকল্পিত অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। আর্থিক পরিকল্পনা উদ্যোক্তাকে বলে দেয়, তাঁর প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থ সংস্থানের প্রক্রিয়া, মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা ইত্যাদি।

সংজ্ঞা ঃ যে পরিকল্পিত কার্যক্রমে আর্থিক বিবরণী, অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং পরিকল্পিত অর্থ সংস্থান প্রক্রিয়া থাকে যা থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, মূলধন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট ধারণা, অর্থসংস্থানের প্রক্রিয়া ও মুনাফা অর্জনের পূর্ব ধারণা লাভ করা যায় তাকে আর্থিক পরিকল্পনা (Financial planning) বলে।

১৩। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১০, ১১; টেক্স-১৩]

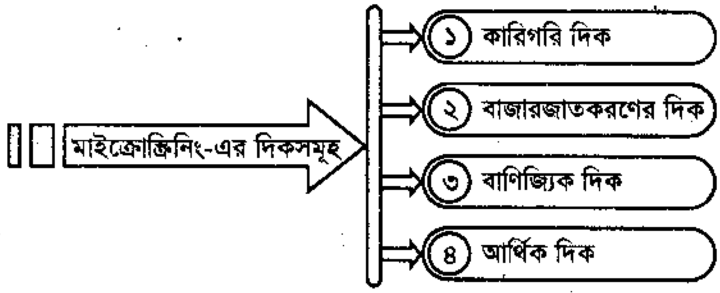
উত্তর ঃ যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি বিনিয়োগের দরকার হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিনিয়োগের নিজস্ব ধারা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে থাকে, কারবারের প্রয়োজনীয় স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ, জমির পরিমাণ, দালান-কোঠার আকার-আকৃতি, কারখানাগৃহ, যন্ত্রপাতির পরিমাণ, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি এর জন্য কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে। এগুলো সংগ্রহ ও স্থাপনে কী পরিমাণ মূলধন ব্যয় হবে তার বিবরণ থাকে। এছাড়া এতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয়ের পূর্বানুমান উল্লেখ থাকে। সে কারণে এ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় কিভাবে অর্থ সংস্থান করা হবে, পর্যায়ক্রমে অর্থ প্রাপ্তির ও ব্যয়ের বিবরণ, প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক, আইনগত ধরন, আকার এবং এ কাজে আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণও উল্লেখ রাখার দরকার হয়। নিজস্ব তহবিল, ব্যাংক থেকে ঋণ ও অন্যান্য উৎস হতে মূলধন প্রাপ্তির বিবরণও এতে থাকে। ব্যাংক থেকে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ঋণ স্থায়ী পুঁজির মূল উৎস। যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণত শেয়ার ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণচুক্তি, মেয়াদি ঋণ, ইজারা ও কিস্তি ক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

১৪। মাইক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬, ০৮, ০৯]

অথবা, মাইক্রোস্ক্রিনিং এর বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা কর। [পলি-১১]

উত্তর ঃ **মাইক্রোস্ক্রিনিং (Micro-screening) ঃ** মাইক্রোস্ক্রিনিং হলো একটি প্রকল্পের যথার্থ কারিগরি, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে পরীক্ষা করা। এ দিকগুলোকে মাইক্রোস্ক্রিনিং এর উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিম্নের রেখাচিত্র মাইক্রোস্ক্রিনিং - এর বিভিন্ন দিক দেখানো হল ঃ



চিত্র ঃ মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর দিকসমূহ

উল্লেখিত দিক বা উপাদানগুলো সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **কারিগরি (Technical) দিক ঃ** প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহজসাধ্যতা প্রভৃতি পরীক্ষা করা।

২। **বাজারজাতকরণের (Markéting) দিক ঃ** উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা না থাকলে কোন প্রকল্পই সফল হয় না। বাজার জরিপ কার্যপরিচালনার মাধ্যমে কোন পণ্যের চাহিদা আছে কি না, বাজারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা, আলোচ্য পণ্য বিতরণের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি যাচাই করা হয়।

৩। **বাণিজ্যিক (Commercial) দিক ঃ** প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনক নির্ধারণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জাতীয় সম্ভাব্যতা যাচাইকালে উৎপাদন খরচের বিভিন্ন উপাদান, বিক্রয়মূল্য, আনুমানিক লাভ ইত্যাদি বিষয়সমূহ খুব সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হবে।

৪। **আর্থিক (Financial) দিক ঃ** প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ, অর্থায়নের উপায়, মূলধন ব্যয়, বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার হার ইত্যাদি যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

এ ছাড়াও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি কী অবদান রাখবে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অর্থনীতিতে অবদান যাচাই করার মাপকাঠি হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক তা বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

১৫। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১৪(পরি)]

অথবা, শিল্প উদ্যোক্তার শিল্প স্থাপনে স্বল্প মেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৬]

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোক্তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক, অর্ধ-বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, এমন কি দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় কার্যকরী আর্থিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। যে হিসাবে সাধারণত চলতি সম্পদ ও দায়সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দ্বারা নির্দেশিত হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলে। এক্ষেত্রে, উদ্যোক্তা তাঁর স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য চলতি মূলধন কাঠামোকে একটি প্রধান বিবেচ্য উপাদান হিসেবে মনে করে থাকেন। চলতি মূলধন কাঠামো বলতে নগদ তহবিল, বিভিন্ন মজুত মাল, ক্রেতাদের কাছে পাওনা, স্বল্পমেয়াদি দায়সমূহ ইত্যাদি বুঝায়।

১৬। কয়েকটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।

উত্তর ঃ **বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ** যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার হতে পারে। যেমন– বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ করপোরেশন, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা। আন্তর্জাতিক বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করে থাকে। যেমন– বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইসলামী উন্নয়ন সংস্থা (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (IFC) ইত্যাদি।

১৭। নগদ অর্থ পরিকল্পনা কাকে বলে?

উত্তর ঃ নগদ অর্থ পরিকল্পনা বলতে নগদ প্রবাহ (Cash Flow) নগদ অর্থের আদান ও প্রদান সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বুঝায়। অর্থাৎ, কোন নির্দিষ্ট সময়কাল একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের আদান ও নগদ অর্থের প্রদান কত হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করাই হচ্ছে নগদ অর্থের পরিকল্পনা।

১৮। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা থেকে কী ধারণা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি বিনিয়োগের দরকার হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিনিয়োগের নিজস্ব ধারা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে কারবারের প্রয়োজনীয় স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ, জমির পরিমাণ, দালান-কোঠার আকার-আকৃতি, কারখানাগৃহ, যন্ত্রপাতির পরিমাণ, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি এর জন্য কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে এগুলো সংগ্রহ ও স্থাপনে কি পরিমাণ মূলধন ব্যয় হবে তার বিবরণ থাকে। এছাড়া এতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয়ের পূর্বানুমান উল্লেখ থাকে। সে কারণে এ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় কিভাবে অর্থ সংস্থান করা হবে, পর্যায়ক্রমে অর্থ প্রাপ্তির ও ব্যয়ের বিবরণ, প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক, আইনগত ধরন, আকার এবং এ কাজে আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণও উল্লেখ রাখার দরকার হয়। নিজস্ব তহবিল, ব্যাংক থেকে ঋণ ও অন্যান্য উৎস হতে মূলধন প্রাপ্তির বিবরণও এতে থাকে। ব্যাংক থেকে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি ঋণ স্থায়ী পুঁজির মূল উৎস। যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণত শেয়ার ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণচুক্তি, মেয়াদি ঋণ, ইজারা ও কিস্তি ক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা থেকে এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

১৯। নমুনা আর্থিক পরিকল্পনায় কোন কোন দিক দেখানো হয়? [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর ঃ প্রস্তাবিত প্রকল্প জমি ও অবস্থান, কারখানা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, কারিগরি সেবা, কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা, শক্তি, বিনষ্ট দ্রব্য স্থানান্তর মেরামত খরচ, ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি, স্থায়ী ও চলতি মূলধন।
আয় পূর্বানুমানের অন্তরালে বিবেচ্য বিষয়।

২০। নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি কী? [পলি-১২(পরি)]
অথবা, নিট বর্তমান মূল্য (NPV) পদ্ধতিতে কিভাবে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়? [পলি-২০০৪; টেক্স-০৯]
অথবা, মূলধন বাজেটিং পদ্ধতির নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬]

উত্তর ঃ নগদ অন্তঃপ্রবাহের ও নগদ বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের পার্থক্যকেই নিট বর্তমান মূল্য বলা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি ন্যূনতম বাট্টার হার (সাধারণত ঃ মূলধনের ব্যয়কেই ন্যূনতম হার হিসাবে ধরা হয়) নির্দিষ্ট করা হয় এবং উক্ত হারে ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য নগদ প্রবাহ সমূহের বর্তমান মূল্য নিরূপণ করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত মোট বর্তমান মূল্য ও প্রাথমিক বিনিয়োগের পার্থক্যই হল নিট বর্তমান মূল্য। অর্থাৎ নিট বর্তমান মূল্য = মোট বর্তমান মূল্য – প্রাথমিক বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য আনুমানিক নগদ প্রবাহসমূহের বাট্টাকৃত বর্তমান মূল্য যদি প্রাথমিক বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশি হয় বা প্রাথমিক বিনিয়োগের সমান হয়, তবে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যদি একাধিক বিকল্প প্রকল্প থাকে তবে উহাদের পৃথক পৃথক নিট বর্তমান মূল্য নিরূপণ করতে হয় এবং যে প্রকল্পের নিট বর্তমান মূল্য অধিক হয় সে প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়।

উদাহরণ : প্রকল্প x এর জন্য নিট বর্তমান মূল্য হিসাব কর যার প্রাথমিক বিনিয়োগ ২৫০০ টাকা এবং ৫ বৎসরের অর্থের আন্তঃপ্রবাহ যথাক্রমে ৯০০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৭০০ টাকা, ৬০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা। ন্যূনতম বাট্টার হার ১০% ধরতে হবে।

সমাধান :

বৎসর	নগদ আন্তঃপ্রবাহ	১০%-এর বাট্টাহার	নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য
১	টাকা – ৯০০	.৯০৯	টাকা - ৮১৮
২	৮০০	.৮২৬	৬৬১
৩	৭০০	.৭৫১	৫২৬
৪	৬০০	.৬৮৩	৪১০
৫	৫০০	.৬২১	৩১০

মোট আন্তঃপ্রবাহ = টাকা ২,৭২৫

(-) (প্রাথমিক বিনিয়োগ = টাকা ২,৫০০

নিট বর্তমান মূল্য = টাকা ২২৫

যেহেতু প্রকল্প 'x' এর নিট বর্তমান মূল্য ধনাত্মক। তাই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য।

এ পদ্ধতিতে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় এবং সমগ্র প্রকল্পের আয়ুষ্কালের নগদ প্রবাহ বিবেচনা করা হয়। তবে মূলধনের ব্যয় অনুযায়ী বাট্টার হার নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মূলধন ব্যয়ের ধারণা ও মূলধন ব্যয় নির্ণয় প্রক্রিয়া বেশ জটিল।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। **প্রকল্প ধারণার উৎসগুলো আলোচনা কর।** [টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ৬.৪ দ্রষ্টব্য।

২। **প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? ম্যাক্রো পরিবেশের উপাদান বা প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও।** [পলি-২০০৭, ০৮, ০৯; জিটি-১৩]

অথবা, **ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর দিকসমূহের বর্ণনা এবং এর একটি ছক তৈরি করে দেখাও।**

উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ৬.৫ এর 'ম্যাক্রোস্ক্রিনিং' দ্রষ্টব্য।

৩। **প্রকল্পের কারিগরি পরীক্ষণ কী এবং কীভাবে তা করা যায়, আলোচনা কর।** [পলি-২০০৯]

অথবা, **প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।** [পলি-২০০৫, ০৬, ১৪]

অথবা, **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উপায়গুলো বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৮]

অথবা, **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক কেন-আলোচনা কর।** [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। **মাইক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা কর।** [পলি- ২০০৬, ০৭, ০৯, ০৮, ১১]

উত্তর সংকেত ৬.৫ নং অনুচ্ছেদ শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

৫। **ম্যাক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা কর।** [পলি-২০০৭, ১৫(পরি); জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত ৬.৫ নং অনুচ্ছেদ শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধারণা মূল্যায়নের ধাপগুলো লেখ। [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত ৬.৫ নং অনুচ্ছেদ ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

৭। প্রকল্প ধারণার দিকনির্দেশনাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, প্রকল্প ধারণার দিকনির্দেশনাসমূহ কী কী?

উত্তর সংকেত ৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। প্রকল্প নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৬; টেক্স-১৪]

অথবা, একটি উন্নতমানের প্রকল্প নির্বাচনের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হয়, সেগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৮নং এর দ্রষ্টব্য।

৯। আর্থিক পরিকল্পনা কী এবং কেন করা হয়?

উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ৬.৭ দ্রষ্টব্য।

১০। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ইহার উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০১৩]

অথবা, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর। [পলি-১৪]

অথবা, মূলধন সরবরাহের দীর্ঘমেয়াদি উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ৬.৮ দ্রষ্টব্য।

১১। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? এর উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০১১, ১৩]

অথবা, স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, মূলধন সরবরাহের স্বল্পমেয়াদি উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ৬.৯ দ্রষ্টব্য।

১২। একটি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচনকালে ম্যাক্রো এবং মাইক্রোস্ক্রিনিং এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ৬.৫ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৭

আত্মকর্মসংস্থান
Self Employment

৭.০ সূচনা (Introduction) :

মানুষের জীবিকার্জনের সাথে কাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আদিম যুগে মানুষ তার স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা নির্বাহের জন্য বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো। নিজের জীবিকা নিজের প্রচেষ্টায় অর্জনের উপায়ই হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান। আমাদের সকলেরই জীবনধারণের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়। যে কারণে প্রত্যেক মানুষেরই একটি আকর্ষণীয় ও যথার্থ কর্মসংস্থানের প্রতি আগ্রহ থাকে। যে কোন দেশে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাই কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৭.১ আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা (Definition of Self Employment) :

নিজের কর্মসংস্থান নিজে করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আর একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিজস্ব অথবা ঋণকৃত স্বল্প সম্পদ ও মূলধন, নিজস্ব চিন্তাধারা, জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ বা আত্ম প্রচেষ্টায় জীবিকার্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়।

(i) **ডঃ হাবিবুর রহমান** বলেন, "আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলতে বুঝায় যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় দক্ষতা ও গুণাবলির বলে সেবাদানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায়।"

(ii) **A.E Denn**-এর মতে, "আত্মকর্মসংস্থান হল অন্যকে উপদেশ দেয়া, পথ দেখানো বা নির্দেশ প্রদানের এমন একটি বৃত্তি যেখানে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

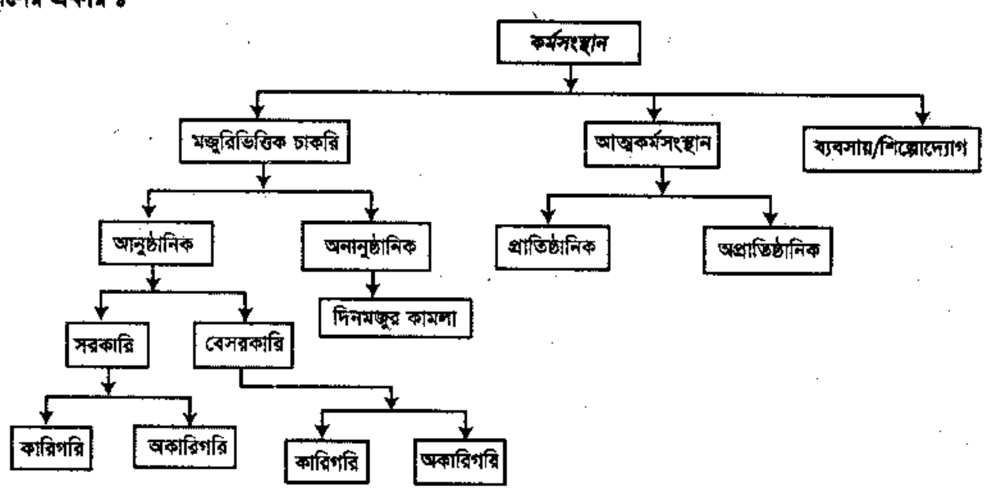
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে, একজন কাঠমিস্ত্রি একটি কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে বেতনের বিনিময়ে উপার্জন না করে নিজেই কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে এবং এ থেকে যে আয় হয় তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। মূলত বলতে গেলে ব্যবসায় করাকে আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়।

আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি মাত্রই নিজেকে কোন না কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে। একজন গৃহিণী ঘরে বসে হাঁস-মুরগি পালন, সেলাইয়ের কাজ, জাল বুনন, শিকা তৈরি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে অর্থোপার্জন করতে পারে। তেমনি ভূমিহীন, বিত্তহীন, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুব সমাজ নিজেদের উদ্যোগে ছোট-খাট মাছের খামার, গরু-ছাগলের খামার, ফল চাষ, ফুল চাষ, গাছ-গাছড়ার চারা আবাদ, সবজি খামার, মৌ-চাষ ও নানা রকম বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করতে পারে। এসব কাজে খুব একটা মূলধনের দরকার হয় না। ব্যবসায় উদ্যোগ, স্বল্প প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হলেই তা করা সম্ভব হয়।

৭.২ বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থান (Different Types of Employment) :

যখন কোন ব্যক্তি শ্রমদানের বিনিময়ে জীবনধারণের জন্য আর্থিক সুবিধাদি পায়, তখন ঐ শ্রমকে ঐ ব্যক্তির কর্মসংস্থান বলা হয়।

কর্মসংস্থানের প্রকার :



বিভিন্ন কর্মসংস্থানের বর্ণনা নিম্নরূপ–

১। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি : কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিনিময়ে চাকরি গ্রহণ করা হলে তাকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান বলে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ে বহুসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। ফলে চাকরি কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কাজের নিরাপত্তা, নিয়মিত আয় প্রবাহ, পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরি মানুষের নিকট আকর্ষণীয়। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার না হওয়ায় বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া দেশের সকল মানুষের জন্য বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান সম্ভবও নয়।

(i) সরকারি কারিগরি কর্মসংস্থান : সরকারি অফিস, গণপূর্ত বিভাগ, গৃহসংস্থান, বিআরটিসি, পিডিপি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএডিসি, পল্লি বিদ্যুৎ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ, টি অ্যান্ড টি বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র বিভাগ ইত্যাদি।

(ii) সরকারি অকারিগরি কর্মসংস্থান : সরকারি অফিস-আদালত, সরকারের সমস্ত মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

(iii) বেসরকারি কারিগরি কর্মসংস্থান : ইপিজেড, শিল্প-কারখানা, বিভিন্ন প্রকার কোম্পানি, ঔষধ কোম্পানি, গ্যাস, তৈল, ট্যানারি, পাটকল, কাপড় ও সুতাকল, রিয়াল স্টেট বিজনেস, পরিবহন, মেরামত ও সংযোজন কারখানা, জুতা, ছাতা তৈরির কারখানা, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস, পেইন্ট ও বার্নিশ, রোলিং ও রিরোলিং, জাহাজ ভাঙ্গা কারখানা, বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(iv) বেসরকারি অকারিগরি কর্মসংস্থান : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বাজার-হাট, যানবাহন, শিল্প-কারখানা, ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

২। আত্মকর্মসংস্থান : নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে চাকরি না করে স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক বেশ কয়েকটি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত যুব উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেসিক ট্রেড কোর্স ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) গ্রামের ছেলেমেয়েদের নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। যেমন– হস্ত শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, মেরামত কাজ, হাঁস-মুরগি পালন, মাছের চাষ, শাক-সবজি চাষ, ফুলের চাষ, পোশাক তৈরি ইত্যাদি। এসব কাজে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য প্রয়োজন সামান্য প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগী মনোভাব। আয়ের ধারাবাহিকতা না থাকায় আমাদের দেশের মানুষ সহজে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা পলিটেকনিক গ্রাজুয়েটদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :

১। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং রিপেয়ারিং কারখানা স্থাপন;
২। ওয়েল্ডিং বা ঢালাই কারখানা স্থাপন;
৩। রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি ইত্যাদি মেরামত প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
৪। কম্পিউটার অপারেশন ও মেরামত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ;
৫। বাড়ির নক্শা বা ডিজাইন তৈরি;
৬। ব্যক্তিমালিকানায় বাড়ি তৈরির কাজ তদারকী;
৭। বৈদ্যুতিক পাম্প ও মোটর মেরামত কারখানা স্থাপন;
৮। বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, হোল্ডার ইত্যাদি তৈরির কারখানা স্থাপন;
৯। ইলেকট্রনিক কলিং বেল, ফ্যান রেগুলেটর ইত্যাদি তৈরির কারখানা স্থাপন;
১০। রেডিও, টিভি, কম্পিউটার এসেম্লিং কারখানা প্রতিষ্ঠা;
১১। মুদ্রণ কারখানা স্থাপন;
১২। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।

এছাড়াও এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক।

৩। ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ : কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগের গুরুত্ব পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই স্বীকৃত। আমাদের দেশে ব্যবসায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অসীম সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করাকেই পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়। মালিক নিজেই তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন।

ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাল ক্রয় ও বিক্রয় করা, ব্যাংক, বীমা, হোটেল ইত্যাদি।

৭.৩ পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের বা আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব (The Importance of Business as a Profession) ঃ

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তথা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। এতে উদ্যোক্তার নিজের এবং অন্যদের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র পীড়িত জনবহুল দেশে ব্যবসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত পরিচ্ছদগুলোতে আলোচনা করা হল ঃ

১। **দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ** দরিদ্র্যতা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদেশের শতকরা প্রায় ৮৭ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আমাদের দেশে সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে না। ফলে দরিদ্রতার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই দরিদ্রতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

২। **বেকারত্ব দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত। এদেশে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসা ছাড়া আমাদের ব্যাপক বেকারত্ব মোকাবিলার আর কোন পথ নেই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বিপুল বেকার জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হতে পারে।

৩। **গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা ঃ** বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। তাদের যেমন নেই লেখা-পড়া, তেমন নেই কর্মসংস্থানের সুযোগ। তাই কর্মসংস্থানের জন্য মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হবে।

৪। **জনশক্তির সদ্ব্যবহার ঃ** জনশক্তি একটি দেশের সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় যদি তাকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু জনসংখ্যাকে কাজে না লাগাতে পারলে তা দেশের ও জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে।

৫। **যুব সমাজকে স্বনির্ভরতা অর্জন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা ঃ** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুবক। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকের চেয়ে বেশি যুবক-যুবতী বেকার অথচ তারাই হচ্ছে দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি। চাকরি-বাকরি না পেয়ে এখন তাদের অনেকেই সামাজিক অপরাধমূলক কাজ, যেমন ঃ চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস ইত্যাদি নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা, বাড়ছে হতাশা ও অস্থিরতা। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য দেশের বৃহত্তর যুব সমাজকে ব্যবসায় প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

৬। **স্বল্প মূলধন ঃ** স্বয়ংক্রিয় মেশিনারিজ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়, কর্মের সুযোগও সীমিত, কিন্তু তুলনামূলকভাবে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে কুটির শিল্পসহ আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব।

৭। **মান মর্যাদা ঃ** আমাদের দেশে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী, লেখাপড়া শিখলেই চাকরি করতে হবে। না হয় মান যাবে, এ ধারণা বর্তমানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অন্যের অধীনে চাকরি না করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বিশেষ করে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করলেই মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৮। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ফলে নিজের অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা হয় এবং সেই সাথে অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কেবল দারিদ্র্য বেকার সমস্যাই দূরীভূত হবে তা নয়; সামাজিক অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকেও দেশকে বাঁচানো যাবে।

৭.৪ ব্যবসায়ে সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ (Reasons for Success and Failure in Business) ঃ

একজন উদ্যোক্তার উদ্যোগ সফল হওয়ার উপর শুধু উদ্যোক্তার নিজের উন্নয়ন নির্ভর করে না, বরং দেশ ও দশের উন্নতিও নির্ভর করে। উদ্যোক্তার উদ্যোগ সফল বা ব্যর্থ হওয়া অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে যারা ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তারাই কেবল সফল হন। নিম্নে ব্যবসায় সফল ও ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো আলোচনা করা হল ঃ

ব্যবসায় সফল বা ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ ঃ

১। **ব্যবসায়ের সঠিক পণ্য নির্ধারণ ঃ** সঠিক পণ্য নির্ধারণ ব্যবসায়ের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। উদ্যোক্তাকে পণ্য নির্বাচন করার পূর্বে বাজারে সে পণ্যের চাহিদা আছে কিনা তা নিরূপণ করতে হবে। গবেষণার ফল থেকে জানা গেছে যে, বহুল ব্যবহৃত পণ্যের চেয়ে সম্ভাবনাময় পণ্য নির্বাচন করলে সফলতা বেশি আসে।

২। **সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** ভবিষ্যতে কী, কখন এবং কিভাবে একটি কাজ করতে হবে তা অগ্রিম চিন্তাভাবনা করার নামই পরিকল্পনা। সঠিক পরিকল্পনার অভাব ব্যবসায়ে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সফলভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

৩। **প্রাথমিক মূলধন ঃ** দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি উভয়ক্ষেত্রেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন পর্যাপ্ত হওয়া চাই। প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ বা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে যথাযথভাবে ব্যবসায়ের কার্য পরিচালনা করা যায় না। বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানে চলতি মূলধনের ঘাটতির কারণে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার নিচে অবস্থান করে।

৪। **বাজারে চাহিদার পরিমাণ নিরূপণ ঃ** বাজারে চাহিদার পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং কতটুকু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করতে পারবে, তা নিরূপণ ব্যবসায় সফলতার অন্যতম শর্ত। উপযুক্ত কলাকৌশলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ চাহিদা নির্ধারণ করা উচিত।

৫। **পণ্য বাজারজাতকরণ ঃ** শুধুমাত্র পণ্যের চাহিদা নিরূপণ সফলতার জন্য যথেষ্ট নয়। উৎপাদিত পণ্য যথাযথ গুণাগুণ সম্পন্ন হওয়া চাই এবং তা কিভাবে বাজারজাতকরণ করা হবে, তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সুপরিকল্পিতভাবে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবসায়ের সাফল্যের চাবিকাঠি।

৬। **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীত অভিজ্ঞতা সফলতার জন্য যথেষ্ট সহায়ক। গবেষণার মাধ্যমে এ সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার সাথে শিক্ষাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গবেষণার ফল থেকে দেখা যায়, ব্যবসায়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ সবচেয়ে বেশি সফল হন।

৭। **যৌথ উদ্যোগ ঃ** পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৮। **ব্যবসায়ের উপযুক্ত অবস্থান নির্বাচন ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে।

৯। **সুষ্ঠু তদারক ব্যবস্থা ও হিসাবরক্ষণ ঃ** ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করতে হলে একদিকে যেমন সুষ্ঠু তদারক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, অন্যদিকে যথাযথভাবে হিসাবরক্ষণ আবশ্যক। যথাযথভাবে হিসাবরক্ষণ না করলে অনেক ব্যবসায় কিছুকাল চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

১০। **সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থা ঃ** ঋণ দেয়া বা নেয়া উভয়ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থাপনা ব্যবসায় সাফল্যের একটি অন্যতম উপায়

৭.৫ শিল্পোদ্যোগীয় গুণাবলির আত্মমূল্যায়ন (Self Assessment of Entrepreneural Qualities) ঃ

অধ্যায়-৭

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় একটি সম্মানজনক পেশা। এটি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি এ থেকে আয় উপার্জনের সম্ভাবনাও সীমাহীন। তাই ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিজস্ব শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত। নিজের দুর্বলতা পূর্বেই চিহ্নিত করতে পারলে তা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। গুণাবলি ও দুর্বলতা যাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হল ঃ

নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি, মতামত, প্রশ্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন প্রক্রিয়া (Process of development of own insight, opinion, question and attitude).

ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ (Individual Activity) ঃ

ধাপ-১ ঃ তোমার কৃতিত্বার্জন চাহিদা কত বেশি তা মূল্যায়ন করতে হলে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ কর।

১। কোন্ কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তুমি কি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পছন্দ কর?

২। দক্ষতার সঙ্গে তুমি খেলতে পছন্দ কর, না সুযোগ গ্রহণ করে থাক?

৩। তুমি কি নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিতে পছন্দ কর না তার চেয়ে খুব বেশি বা কম ঝুঁকি নিতে পছন্দ কর?

৪। তোমার কাজটি কেমন হল তা কি সাথে সাথে জানতে চাও?

৫। প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তুমি নিজেকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে?

৬। তুমি কি কর্মব্যস্ত থাকতে চাও?

৭। তুমি কি উদ্যমী হতে পছন্দ কর?

৮। তুমি কি সবসময় কিছুটা অসন্তুষ্ট থাক?

৯। তুমি কি সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা কর?

১০। কাজের সহযোগী হিসেবে তুমি কি বন্ধুর চেয়ে দক্ষ ব্যক্তিকে মনোনীত কর?

১১। তুমি কি তোমার বর্তমান কার্যাবলি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে কর?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি 'না' অপেক্ষা হ্যাঁ বেশি থাকে বুঝতে হবে তুমি অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মতো একজন উচ্চ-কৃতিত্বার্জন পছন্দকারী ব্যক্তি।

ধাপ-২ ঃ নিজের সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর আলাদা একটি কাগজে লেখ ঃ

(ক) তুমি কি অবিরত বাজি ধরে থাক?

(খ) তুমি কি অবিরাম সুযোগ গ্রহণ করে থাক?

(গ) তোমার সকল চিন্তা এবং কল্পনা কোন বড় জয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় কি?

(ঘ) তুমি যখন হারতে থাক, তখন কি অনবরত চেষ্টা করতে থাক?

(ঙ) একবার জয়লাভ করলে তুমি কি থেমে থাকতে পার?

(চ) তুমি কি সব কিছু শেষ চেষ্টা হিসেবে ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হও?

(ছ) তুমি কি জুয়া খেলার শিহরণকে ভালোবাস?

এখানে 'না' উত্তরের চেয়ে 'হ্যাঁ' উত্তর বেশি হলে বুঝতে হবে তুমি জুয়াড়ি নও; কিন্তু একজন নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি গ্রহণকারী।

ধাপ-৩ ঃ যেসব শিল্পোদ্যোগীয় দক্ষতা ব্যবসায় সফলতার জন্য তুমি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস কর, সেগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন কর। বিভিন্ন বিষয়ে তোমার শক্তি ও দুর্বলতা বর্ণনা করে একটি রিপোর্ট লিখ।

ধাপ-৪ ঃ স্থানীয় একজন শিল্পোদ্যোক্তার সাথে এক ঘন্টা যাপন কর। তোমার রিপোর্টে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে শিল্পোদ্যোক্তার সাথে আলোচনা কর। তোমার ধারণা এবং শিল্পোদ্যোক্তার ধারণার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। যে সব বিষয়ে তোমরা এক মত এবং যেসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কর, সেগুলো চিহ্নিত কর। যেসব বিষয়ে তোমার দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলা করার উপযুক্ত উপায় নিরূপণ কর। সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি কর। কোন বিশেষ দুর্বলতা বা ঘাটতি পূরণ করার জন্য কতটা সময় লাগবে এবং কত টাকা খরচ হতে পারে তা নিরূপণ করে কার্যক্রম তৈরি কর।

ধাপ-৫ ঃ এ পর্যায়ে তোমার শিল্পোদ্যোগ ও গুণাবলি যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষকের কাছ থেকে একটি প্রশ্নমালা সংগ্রহ কর, যার নমুনা নিম্নে দেয়া হল। প্রশ্নমালাটি মনোযোগ সহকারে পড়ে তোমার এসব গুণ আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে চেষ্টা কর। পরবর্তীতে তোমার সম্পর্কে প্রশিক্ষকের মতামত জানতে চেষ্টা কর।

১। ব্যবসায়ের জন্য কি কি দক্ষতার প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ব্যবসায়ের জন্য প্রধান তিনটি দক্ষতা কি কি?

২। দক্ষতার প্রত্যেকটি দিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োজন তা বর্ণনা কর।

৩। সৃজনশীল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ কি কি?

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে কি কি বিষয় সংশ্লিষ্ট?

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমার নিজস্ব ক্ষমতা এবং সামর্থ্য মূল্যায়ন কর। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এ দক্ষতা কিভাবে কার্যকর হতে পারে তা উদাহরণ দিয়ে দেখাও।

৬। তোমার মতে ব্যবসায় শুরু করার ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি সমস্যা কি কি তা চিহ্নিত ও বাছাই কর। কেন এগুলো সমস্যা হবে এবং কিভাবে তুমি এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে তা বল।

৭। একটি ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য শিল্পোদ্যোক্তার কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন?

৮। এখন তুমি তোমার নিজস্ব গুণাবলি মূল্যায়ন করে দেখ, এগুলোর মধ্যে কতটুকু তোমার মধ্যে রয়েছে আর কতটুকু শেখা যাবে। কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বাইরের বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন কিনা? এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখ তুমি শিল্পোদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা?

৯। পরবর্তীতে দেখ, সম্ভাব্য কোন প্রতিবন্ধকতা দূর করার কৌশল তোমার জানা আছে কিনা এবং প্রয়োজনবোধে অন্য কারো কাছ থেকে এ কাজে সাহায্য পেতে পার কিনা?

ধাপ-২ ঃ নিজের সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর আলাদা একটি কাগজে লেখ ঃ

(ক) তুমি কি অবিরত বাজি ধরে থাক?

(খ) তুমি কি অবিরাম সুযোগ গ্রহণ করে থাক?

(গ) তোমার সকল চিন্তা এবং কল্পনা কোন বড় জয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় কি?

(ঘ) তুমি যখন হারতে থাক, তখন কি অনবরত চেষ্টা করতে থাক?

(ঙ) একবার জয়লাভ করলে তুমি কি থেমে থাকতে পার?

(চ) তুমি কি সব কিছু শেষ চেষ্টা হিসেবে ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হও?

(ছ) তুমি কি জুয়া খেলার শিহরণকে ভালোবাস?

এখানে 'না' উত্তরের চেয়ে 'হ্যাঁ' উত্তর বেশি হলে বুঝতে হবে তুমি জুয়াড়ি নও; কিন্তু একজন নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি গ্রহণকারী।

ধাপ-৩ ঃ যেসব শিল্পোদ্যোগীয় দক্ষতা ব্যবসায় সফলতার জন্য তুমি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস কর, সেগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন কর। বিভিন্ন বিষয়ে তোমার শক্তি ও দুর্বলতা বর্ণনা করে একটি রিপোর্ট লিখ।

ধাপ-৪ ঃ স্থানীয় একজন শিল্পোদ্যোক্তার সাথে এক ঘণ্টা যাপন কর। তোমার রিপোর্টে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে শিল্পোদ্যোক্তার সাথে আলোচনা কর। তোমার ধারণা এবং শিল্পোদ্যোক্তার ধারণার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। যে সব বিষয়ে তোমরা এক মত এবং যেসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কর, সেগুলো চিহ্নিত কর। যেসব বিষয়ে তোমার দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলা করার উপযুক্ত উপায় নিরূপণ কর। সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি কর। কোন বিশেষ দুর্বলতা বা ঘাটতি পূরণ করার জন্য কতটা সময় লাগবে এবং কত টাকা খরচ হতে পারে তা নিরূপণ করে কার্যক্রম তৈরি কর।

ধাপ-৫ ঃ এ পর্যায়ে তোমার শিল্পোদ্যোগ ও গুণাবলি যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষকের কাছ থেকে একটি প্রশ্নমালা সংগ্রহ কর, যার নমুনা নিম্নে দেয়া হল। প্রশ্নমালাটি মনোযোগ সহকারে পড়ে তোমার এসব গুণ আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে চেষ্টা কর। পরবর্তীতে তোমার সম্পর্কে প্রশিক্ষকের মতামত জানতে চেষ্টা কর।

১। ব্যবসায়ের জন্য কি কি দক্ষতার প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ব্যবসায়ের জন্য প্রধান তিনটি দক্ষতা কি কি?

২। দক্ষতার প্রত্যেকটি দিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োজন তা বর্ণনা কর।

৩। সৃজনশীল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ কি কি?

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে কি কি বিষয় সংশ্লিষ্ট?

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমার নিজস্ব ক্ষমতা এবং সামর্থ্য মূল্যায়ন কর। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এ দক্ষতা কিভাবে কার্যকর হতে পারে তা উদাহরণ দিয়ে দেখাও।

৬। তোমার মতে ব্যবসায় শুরু করার ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি সমস্যা কি কি তা চিহ্নিত ও বাছাই কর। কেন এগুলো সমস্যা হবে এবং কিভাবে তুমি এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে তা বল।

৭। একটি ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য শিল্পোদ্যোক্তার কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন?

৮। এখন তুমি তোমার নিজস্ব গুণাবলি মূল্যায়ন করে দেখ, এগুলোর মধ্যে কতটুকু তোমার মধ্যে রয়েছে আর কতটুকু শেখা যাবে। কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বাইরের বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন কিনা? এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখ তুমি শিল্পোদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা?

৯। পরবর্তীতে দেখ, সম্ভাব্য কোন প্রতিবন্ধকতা দূর করার কৌশল তোমার জানা আছে কিনা এবং প্রয়োজনবোধে অন্য কারো কাছ থেকে এ কাজে সাহায্য পেতে পার কিনা?

অনুশীলনী-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। আত্মকর্মসংস্থান কী? [পলি-২০০৩, ০৪, ০৯; টেক্স-১৩; জিটি-১২]
অথবা, আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা লিখ। [পলি-২০০৭, ০৮]
অথবা, আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫, ১০, ১১, ১৪(পরি); জিটি-১৩]

উত্তর : নিজের কর্মসংস্থান নিজে করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আর একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিজস্ব অথবা ঋণকৃত স্বল্প সম্পদ ও মূলত নিজস্ব চিন্তাধারা, জ্ঞান বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ বা আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকার্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়।

২। জনশক্তির সদ্ব্যবহার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : জনশক্তি একটি দেশের সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় যদি তাকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু জনসংখ্যাকে কাজে না লাগাতে পারলে তা দেশের ও জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজন রয়েছে।

৩। বাংলাদেশের কতজন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে এবং কেন? [পলি-২০০৫]

উত্তর : দরিদ্রতা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদেশের শতকরা প্রায় ৩১.৮৭ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আমাদের দেশে সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে না। ফলে দরিদ্রতার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের যে কোন ৫টি কর্মক্ষেত্রের নাম লিখ। [পলি-২০১২, ১৩]

উত্তর : ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ৫টি উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্রের নাম করা হল ঃ
(ক) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং রিপেয়ারিং কারখানা স্থাপন;
(খ) ওয়েল্ডিং বা ঢালাই কারখানা স্থাপন;
(গ) রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি ইত্যাদি মেরামত প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
(ঘ) কম্পিউটার অপারেশন ও মেরামত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ;
(ঙ) বাড়ির নক্শা বা ডিজাইন তৈরি;

৫। ব্যবসায় কী পেশা?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় হল পেশা। ব্যবসায় হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের উপায়। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি কোন না কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত থাকে। এই ব্যবসায় কারো কারো জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করেছে। বস্তুতপক্ষে ব্যবসায় পেশা অনেক সময় চাকরির চেয়ে অধিক পরিমাণ আয় উপার্জনে সহায়ক হয়।

৬। স্ব-নিয়োজিত পেশা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৬, ১০, ১৫(পরি)]

উত্তর : যখন কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে চাকরি না করে স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে সেবাদানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায়, তখন স্ব-নিয়োজিত পেশা বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন কাঠ মিস্ত্রি কোন চাকরি না করে স্ব-উদ্যোগে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে ও বিক্রয় করে অর্জিত আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে স্ব-নিয়োজিত পেশা বলা যায়।

৭। বেকারত্ব কাকে বলে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর : কর্মহীন, রুজি-রোজগারহীন জীবনযাপন করাকে বেকারত্ব বলে। যার কর্মসংস্থান নাই সে হল বেকার। বেকার হয়ে কালাতিপাত করা হল বেকারত্ব।

৮। যে কোন ৫টি সরকারি কারিগরি কর্মসংস্থানের নাম কর।

উত্তর : গণপূর্ত বিভাগ, পিডিপি, গৃহসংস্থান কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৯। যে কোন ৫টি বেসরকারি কারিগরি কর্মসংস্থানের নাম কর।

উত্তর: ইপিজেড, ঔষধ কোম্পানি, ট্যানারি, পেইন্ট ও বার্নিশ কারখানা, রোলিং ও রিরোলিং মিল।

১০। পেশা হিসেবে ব্যবসায় কী উপকার করে?

উত্তর: ১। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করতে সাহায্য করে;
২। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটায়;
৩। জনশক্তির সদ্ব্যবহার হয়;
৪। যুব সমাজকে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে।

১১। ব্যবসায়ের সাফল্যের অন্যতম দুটি কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর: (১) ব্যবসায়ের সঠিক পণ্য নির্বাচন; ও
(২) সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

১২। ব্যবসায়ের ব্যর্থতার প্রধান দুটি কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর: (১) ব্যবসায়ে ঝুঁকিগ্রহণ ও সৃজনশীলতার অভাব;ও
(২) সঠিক পণ্য নির্ধারণ ও সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অভাব।

১৩। কোন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে?

উত্তর: যে উদ্যোক্তার ভিতরে শিল্পোদ্যোগীয় গুণাবলি রয়েছে।

১৪। শিল্পোদ্যোগীয় গুণাবলির আত্মমূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর: ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উদ্যোক্তা নিজস্ব ঝোঁক, আগ্রহ, শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আত্মমূল্যায়ন করা আবশ্যক। নতুবা ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৫। কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ ও উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৬]
অথবা, জীবিকার্জনের জন্যে মানুষমূলত কয় ধরনের পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং কী কী? [পলি-২০০৫]

উত্তর: জীবিকার্জনের জন্য কর্মসংস্থান মূলত দু' প্রকার। যথা ঃ
১। বেতন বা মজুরিভিত্তিক চাকরি এবং ২। স্ব-নিয়োজিত পেশা।

১৬। ব্যবসায় কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ব্যবসায় তিন প্রকার। যথা-
(১) ক্ষুদ্র ব্যবসায়,
(২) মাঝারি মূলধনের ব্যবসায় ও
(৩) বৃহৎ ব্যবসায়।

১৭। প্রাতিষ্ঠানিক আত্মকর্মসংস্থান কী?

উত্তর: যখন কোন ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান করে এবং অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক আত্মকর্মসংস্থান বলে।

১৮। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে কিসের প্রয়োজন বেশি?

উত্তর: আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্তে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস।

১৯। ব্যবসায় কী?

উত্তর: মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়ের যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলে।

২০। ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিরূপণের প্রধান মাপকাঠি কী?

উত্তর: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বড় কি ছোট তা পরিমাপ করা হয় নিয়োজিত মূলধনের ভিত্তিতে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে মূলধন জমি ব্যতীত তিন কোটি টাকার বেশি হলে চলবে না।

২১। ক্ষুদ্র ব্যবসায় কী আরম্ভ করা সহজ?

উত্তর: ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরম্ভ করা সহজ কেন না পুঁজি কম লাগে, বড় দালানকোঠা দরকার হয় না এবং শ্রমিক আইন-কানুনের ঝামেলা কম।

২২। ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপনের সুবিধা কী?

উত্তর: ক্ষুদ্র ব্যবসায়তে ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও পেশাগত সুবিধা রয়েছে।

২৩। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পেশাগত সুবিধা কী? [পলি-২০০৪]

উত্তর ১। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
২। ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও লক্ষ্য অর্জন সহজ।
৩। সহজে ব্যবসায়িক গুণাবলি অর্জন করা যায়।

২৪। ক্ষুদ্র ব্যবসায় কিভাবে গড়ে উঠে?

উত্তর ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থানীয় চাহিদা ও কোন ব্যক্তির আত্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে উঠে।

২৫। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ১০]
অথবা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কী? [পলি-২০০৮]

উত্তর যে ব্যবসায়ী ছোট ব্যবসায়কে নতুন ধ্যান-ধারণা ও সৃজনশীল মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বড় করতে পারে তাকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ তিন কোটি টাকার বেশি হলে চলবে না।

২৬। বাংলাদেশে স্বাধীন ও সম্মানজনক পেশা কী?

উত্তর বাংলাদেশে স্বাধীন ও সম্মানজনক পেশা হল ব্যবসায়।

২৭। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণের বিকল্প পন্থা কী?

উত্তর বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণের বিকল্প পন্থা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

২৮। পণ্য বাজারজাতকরণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর পণ্য বাজারজাতকরণের অর্থ হচ্ছে সঠিক মূল্যে যথাসময়ে বাজারে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২৯। বেতনভিত্তিক চাকরির বিকল্প পেশা কী?

উত্তর বেতনভিত্তিক চাকরির বিকল্প পেশা হল আত্মকর্মসংস্থান।

৩০। আত্মকর্মসংস্থান পেশার ক্ষেত্রগুলো কী কী?

উত্তর আত্মকর্মসংস্থান পেশার ক্ষেত্রগুলো হল হাঁস-মুরগি পালন, পশু পালন, মৎস্য চাষ, নার্সারি ও বনায়ন, রেডিও ও টিভি, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ইত্যাদি।

৩১। দেশে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয় না কেন?

উত্তর দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, শিল্পায়নে স্থবিরতা, পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে দেশের চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না।

৩২। একজন গৃহিণী কিভাবে ঘরে বসে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে?

উত্তর একজন গৃহিণী ঘরে বসেই হাঁস-মুরগি পালন, পোশাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

৩৩। ব্যবসায় পেশা বলতে কী বুঝায়?
অথবা, ব্যবসায় পেশা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

উত্তর কোন ব্যক্তির নিজ উদ্যোগে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পদ্ধতিই হচ্ছে ব্যবসায় পেশা।

৩৪। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি কাকে বলে?

উত্তর কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধাদির বিনিময়ে চাকরি গ্রহণ করা হলে তাকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান বলে।

৩৫। কর্মসংস্থান কী?

উত্তর যখন কোন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য শ্রমদানের বিনিময়ে আর্থিক সুবিধাদি পায় তখন শ্রমকে ঐ ব্যক্তির কর্মসংস্থান বলে।

৩৬। আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে বেকারত্ব দূর করে?

উত্তর বেকার সমস্যা একটি দেশের জাতীয় সমস্যা। বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। তাই বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে যুবশক্তিকে ব্যবসায় বা আত্মকর্মসংস্থান যেমন একদিকে উদ্যোক্তার বেকারত্ব দূর করে, ঠিক তেমনি তার প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যুবকরা কাজ করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৩৭। বেকার যুবশক্তি কিভাবে আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে?

উত্তর বেকার যুবশক্তি নিজ উদ্যোগে মৎস্য চাষ, পশুপালন, ফলের চাষ; সবজি খামার ও বিভিন্ন রকম বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। **আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৯, ১৩, ১৪(পরি)]

অথবা, আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? [পলি-২০০৫]

উত্তর : নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থান বলতে মূলত ব্যবসায় করাকে বুঝায়। যেমন– একজন গৃহিণী ঘরে বসে হাঁস-মুরগি পালন, জাল বুনন, পোশাক তৈরি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

নিচে আত্মকর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হল :

১। **ড. এ. এইচ. হাবিবুর রহমান**-এর মতে, "আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলতে বুঝায় যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় দক্ষতা ও গুণাবলির বলে সেবাদানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায়।"

২। **এ. ই. ডেইন (A. E. Denn)**-এর মতে, "আত্মকর্মসংস্থান হল অন্যকে উপদেশ দেয়া, পথ দেখানো বা নির্দেশ প্রদানের এমন একটি বৃত্তি, যেখানে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয়।"

পরিশেষে উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে কর্মসংস্থানের চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান বা স্ব-নিয়োজিত কর্ম বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ব্যাপক বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ সকল উন্নয়নশীল দেশ আত্মকর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২। **আত্মকর্মসংস্থান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কী?** [পলি-২০০৫, ০৯, ১২]

উত্তর : নিজের কর্মসংস্থান নিজে করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

আত্মকর্মসংস্থান বা স্ব-নিয়োজিত পেশার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল :

১। এই পেশায় কারও আজ্ঞাবহ হয়ে সেবা দান করতে হয় না।

২। সেবাদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এ পেশায় পারিশ্রমিক নিরূপণ করা হয়।

৩। সেবাদানকারীর দক্ষতা ও সুনামের উপর এ পেশার প্রসার নির্ভর করে।

৪। এ পেশার পণ্য অস্পর্শনীয় বলে কাজ সম্পাদনের আগে এর মান নির্ণয় করা কঠিন।

৫। নিজ বাসস্থান থেকে স্বল্প বিনিয়োগ করে এ পেশা পরিচালনা করা সম্ভব।

৬। এ পেশায় প্রাথমিক পর্যায়ে আয় অনিশ্চিত ও সামান্য হলেও পরবর্তীতে অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

৩। **কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরির গুরুত্ব বর্ণনা কর।**

উত্তর : কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরির অর্থ হল কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়ে সেবা প্রদানের বিনিময়ে বেতন বা মজুরি ও আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা। পেশা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। চাকরির প্রধান উৎস দেশে এবং বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য নিম্ন এবং উচ্চ পর্যায়ে বহু কর্মীর প্রয়োজন হয়। এ কারণে চাকরি কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। চাকরির নিরাপত্তা, নিয়মিত আয় প্রবাহ, উচ্চ পদে পদোন্নতির সম্ভাবনা এবং আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা থাকায় পেশা হিসেবে চাকরি সকল তরুণ-তরুণীদের কাছে আকর্ষণীয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে কোন দেশের চাকরির সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই কারণে বেসরকারি খাতই কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চাকরির নিরাপত্তা বেশি, ঝুঁকি কম, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন খুব কমই হতে হয়, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতন ও ভাতাদি পাওয়া যায়। যথা সময়ে পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে অনেকেই কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরির গুরুত্ব বেশি দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও শিল্পায়নের মন্থর বিকাশের কারণে চাহিদার তুলনায় চাকরির সুযোগ সৃষ্টি কম হচ্ছে।

[পলি-২০১০, ১১; টেক্স-১৪]

৪। **আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব কী?** [পলি-২০০৩, ০৬, ১১; টেক্স-০৯, ১৫]

অথবা, "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প" –ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প। আর এর জন্য প্রয়োজন কিছু করা। ব্যবসায়ের আয় উপার্জনের সম্ভাবনা অপরিসীম। ব্যবসায় ও শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় অতি অল্প পরিমাণ মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে ক্রমে ক্রমে সেই ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এবং নতুন ব্যবসায় আরম্ভের মাধ্যমে অনেকেই কালক্রমে বিশাল বড় ব্যবসায়ী ও ধনী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। আমেরিকার হেনরি ফোর্ড, গ্রিসের ওনেসিস, বাংলাদেশের জহুরুল ইসলাম সামান্য দরিদ্র ব্যবসায়ী থেকে একদিন বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। তবে ব্যবসায়ে ব্যর্থতাও কম নয়। তবে সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যাদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ গুণাবলি বিদ্যমান থাকে তারাই ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। সেজন্য ব্যবসায়কে শিল্পোদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এই জন্য ব্যবসায়কে বিকল্প পেশা হিসেবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একজন তরুণ ব্যবসায় শুরু করে কেবল মাত্র নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তা নয়,বরং অন্য বেকার প্রশিক্ষিত তরুণদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে করে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পায় ও সেই সাথে শ্রম বাজারের উপর চাপও কমে যায়। ফলে দেশের বেকার সমস্যা ও যুব অসন্তোষ হ্রাস পায় এবং জাতীয় অর্থনীতি গতিশীল ও সমৃদ্ধশীল হয়।

[জিটি-২০১২; টেক্স-১৪]

৫। **আত্মকর্মসংস্থানের উৎসগুলো কী কী?**

উত্তর ঃ আত্মকর্মসংস্থান পেশা সংক্রান্ত সাহায্য যেসব প্রতিষ্ঠান হতে পাওয়া যায় তা হল ঃ

১। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক);
২। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমটি);
৩। ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি;
৪। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ঃ ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ, আশা, গ্রামীণ শক্তির নাম উল্লেখযোগ্য;
৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র;
৬। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ;
৭। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ;
৮। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি;
৯। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র;
১০। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ইত্যাদি।

৬। **ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার পাঁচটি কারণের নাম লিখ এবং যে কোন দুটি কারণ বর্ণনা কর।**

উত্তর ঃ ব্যবসায় সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ৫টি কারণসমূহ হল ঃ

১। ব্যবসায়ে সঠিক পণ্য নির্ধারণ,
২। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন,
৩। প্রাথমিক মূলধন,
৪। বাজারে চাহিদার পরিমাণ নিরূপণ,
৫। পণ্য বাজারজাতকরণ।

দুটির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১। **ব্যবসায় সঠিক পণ্য নির্ধারণ ঃ** সঠিক পণ্য নির্ধারণ ব্যবসায় সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। উদ্যোক্তাকে পণ্য নির্বাচন করার পূর্বে বাজারে সে পণ্যের চাহিদা আছে কিনা তা নিরূপণ করতে হবে। গবেষণার ফল থেকে জানা গেছে যে, বহুল ব্যবহৃত পণ্যের চেয়ে সম্ভাবনাময় পণ্য নির্বাচন করলে সফলতা বেশি আসে।

২। **সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** ভবিষ্যতে কি, কখন এবং কিভাবে একটি কাজ করতে হবে তা অগ্রিম চিন্তাভাবনা করার নামই পরিকল্পনা। সঠিক পরিকল্পনার অভাব ব্যবসায়ে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সফলভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

[পলি-২০০৫; জিটি-১৩]

৭। **"পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানই উত্তম পন্থা" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ঃ আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি মাত্রই নিজেকে কোন না কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে। একজন গৃহিণী ঘরে বসে হাঁস-মুরগি পালন, সেলাইয়ের কাজ, জাল বুনন, শিকা তৈরি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে অর্থোপার্জন করতে পারে। তেমনি ভূমিহীন, বিত্তহীন, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুব সমাজ নিজেদের উদ্যোগে ছোট-খাট মাছের খামার, গরু-ছাগলের খামার, ফল চাষ, ফুল চাষ, গাছ-গাছড়ার চারা আবাদ, সবজি খামার, মৌ-চাষ ও নানা রকম বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করতে পারে।

এসব কাজে খুব একটা মূলধনের প্রয়োজন হয় না। ব্যবসায় উদ্যোগ, স্বল্প প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হলেই তা করা সম্ভব হয়। সুতরাং পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানই উত্তম পন্থা।

৮। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর। [পলি-০৪, ০৯, ১২, ১৩]
অথবা, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের আত্মকর্মসংস্থানের দশটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর। [পলি-২০০৬, ১০]

উত্তর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বা পলিটেকনিক গ্রাজুয়েটদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং রিপেয়ারিং কারখানা স্থাপন;
২। ওয়েল্ডিং বা ঢালাই কারখানা স্থাপন;
৩। রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি ইত্যাদি মেরামত প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
৪। কম্পিউটার অপারেশন ও মেরামত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ;
৫। বাড়ির নকশা বা ডিজাইন তৈরি;
৬। ব্যক্তিমালিকানায় বাড়ি তৈরির কাজ তদারকী;
৭। বৈদ্যুতিক পাম্প ও মোটর মেরামত কারখানা স্থাপন;
৮। বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, হোল্ডার ইত্যাদি তৈরির কারখানা স্থাপন;
৯। ইলেকট্রনিক কলিং বেল, ফ্যান রেগুলেটর ইত্যাদি তৈরির কারখানা স্থাপন;
১০। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।

এছাড়াও এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক।

৯। পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, আত্ম-কর্মসংস্থান হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব কী? [পলি-২০১৪]

উত্তর পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা অসীম। কোন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পদ্ধতিই হচ্ছে ব্যবসায় পেশা। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন– ব্যাংক, বিমা, হোটেল উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান সব কিছুই ব্যবসায় হিসেবে পরিগণিত। এ পেশা থেকে আয় উপার্জনের সম্ভাবনা সীমাহীন। পেশা হিসেবে একজন ব্যক্তি কি ধরনের ব্যবসায় করবে তা নির্ভর করে তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পুঁজি সংস্থানের উপর।

১০। কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা লেখ। [পলি-২০০৮]
অথবা, 'আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প' –ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৬, ১০, ১১]
অথবা, "কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান"– আলোচনা কর। [পলি-২০০৯]
অথবা, "বেকারত্ব দূরীকরণের আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া অন্য উপায় নেই"- ব্যাখ্যা কর। [টেক্স-২০১০]

উত্তর বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থসামাজিক অবস্থাকে দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত করে রেখেছে। জনসংখ্যার তুলনায় এ দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সহজ নয়। চাকরির সুযোগও সীমিত। এমতাবস্থায় বেকার সমস্যা দূরীকরণে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই, অর্থাৎ কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান। চাকরির বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(ক) **বেকার সমস্যা দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এ অবস্থায় বেকার সমস্যা মোকাবেলায় আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেই বিপুল বেকার জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হতে পারে।

(খ) **দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৩১.৮৭ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দেশে সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না, ফলে দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। আত্মকর্মসংস্থান এ দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

(গ) **জনশক্তির ব্যবহার ঃ** জনশক্তি একটি দেশের বড় সম্পদ। এ সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

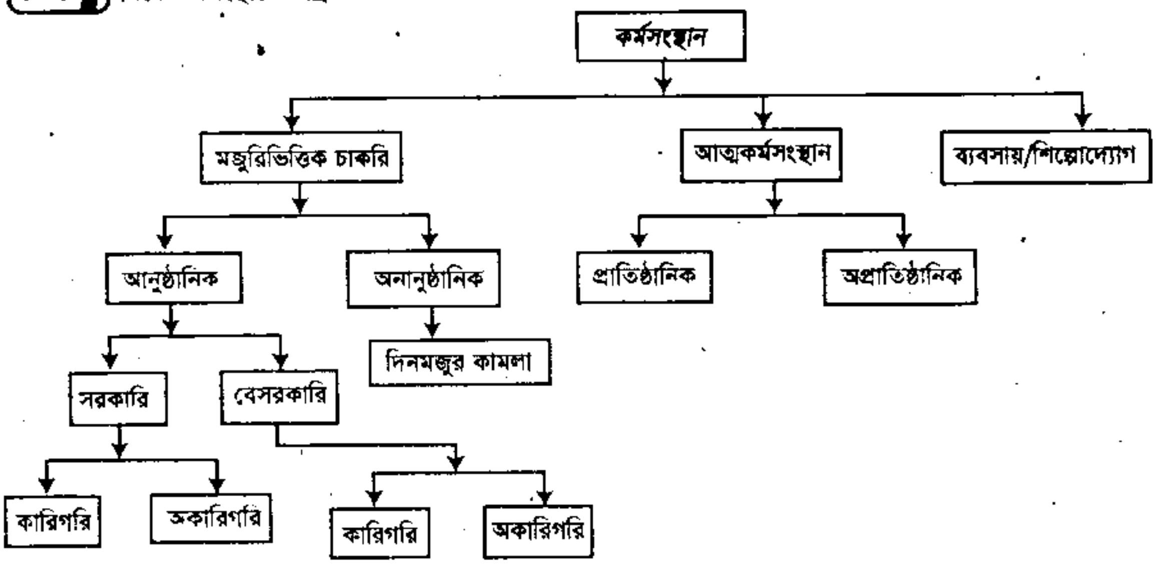
(ঘ) **গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা ঃ** বাংলাদেশ ১৫ কোটি মানুষের দেশ। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তাদের তেমন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। তাই কর্মসংস্থানের সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত শহরে ভিড় জমাচ্ছে। শহরে বাড়ছে জনসংখ্যার চাপ, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হবে।

(ঙ) **যুবসমাজকে স্বনির্ভরতা অর্জন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ ঃ** বাংলাদেশের বেকার যুবশক্তি চাকরি না পেয়ে অনেকেই বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা, বাড়ছে অস্থিরতা ও সামাজিক অপরাধ। এ যুবশক্তিকে বৃত্তিমূলক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের যুব সমাজের বেকার সমস্যা নিরসন করে সামাজিক অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা যায়। তাই আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১১। কর্মসংস্থানের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [পলি-২০০৬]
অথবা, কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ দেখাও। [পলি-২০০৫, ০৬]
অথবা, কর্মসংস্থান কয় প্রকার ও কী কী? [টেক্স-২০১০, ১৪]

উত্তর ঃ নিম্নে কর্মসংস্থানের শ্রেণিবিভাগ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ



রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নানাবিধ কর্মসংস্থানের তালিকা দাও। [পলি-২০০৪, ০৯, ১২]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.২ দ্রষ্টব্য।

২। আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা দাও এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে এর গুরুত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০০৫, ০৯]
অথবা, আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
অথবা, পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০০৩, ০৯]
অথবা, "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প"–ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৬, ১৩, ১৫(পরি); টেক্স-০৯, ১৪]
অথবা, বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব লিখ। [পলি-২০১১; টেক্স-১৫]

উত্তর সংকেত ঃ ৭.৪.১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা কর। [পলি-২০০৯; টেক্স-১৩]
অথবা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।
অথবা, একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ ও ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ১৪]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৭.৪ দ্রষ্টব্য।

৪। বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থানের বর্ণনা দাও। [জিটি-১২]

উত্তর সংকেত ঃ ৭.১ ও ৭.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্পোদ্যোগ গুণাবলি যাচাইয়ের জন্য আত্মবিশ্লেষণ সম্পর্কে লিখ।
অথবা, শিল্পোদ্যোগীয় গুণাবলির আত্মমূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ ৭.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০০৮]
অথবা, বেকারত্ব নিরসন ও জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের আবশ্যকতা আলোচনা কর। [পলি-২০১০, ১২, ১৪(পরি)]
অথবা, বেকারত্ব নিরসনে আত্ম-কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। [টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত ঃ ৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা
Entrepreneurial Motivation

৮.০ সূচনা (Introduction) ঃ

প্রেষণা কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে থাকে। মানুষ যা কিছু করে থাকে তার সাথে প্রেষণা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট। কর্ম ও প্রেষণা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেষণা ব্যতিরেকে কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয় এবং লক্ষ্য অর্জিত হয় না। প্রেষণা কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করে। কর্ম সম্পাদনে কায়িক দক্ষতা ও মানসিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানসিক দক্ষতা অর্জনের পশ্চাতে রয়েছে প্রেষণা যা মানুষকে উজ্জীবীত করে কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে। সে জন্য শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে প্রেষণার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮.১ শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণার সংজ্ঞা (Definition of Entrepreneurial Motivation) ঃ

ইংরেজি 'Motivation' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Mover থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে To move অর্থাৎ চালনা করা বা গতিশীল করা। যে সব বিষয় মানুষকে তার কাজ যথাসময়ে সুচারুভাবে এবং প্রত্যাশিত উপায়ে সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে তাই প্রেষণা। এজন্য প্রেষণাকে বলা হয় আচরণের চালিকাশক্তি। প্রেষণা কোন ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। সুতরাং প্রেষণা বলতে বোঝায় মানুষ ও প্রাণীর এমন একটি অবস্থা যা তাদের কাজে প্রবৃত্ত করে।

নিম্নে প্রেষণার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হল ঃ

১। **ডাল্টনের** মতে, "প্রেষণা হল মানুষের আচরণ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া।"

২। **হেইলম্যান ও হরাস্টিন**-এর মতে, "কাজের প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছাই হল প্রেষণা।"

৩। **ক্রম-এর** মতে, "প্রয়োজনীয় লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মীদেরকে তাদের কর্ম ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলে।"

৪। **স্টানলি ভ্যান্সের মতে**, "যদি কোন আবেগ বা ইচ্ছা কোন কর্মীকে কোন কার্যসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে তাকে প্রেষণা বলে।"

৫। **মাইকেল জে. জুসিয়াসের** মতে, "প্রেষণা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা কোন কর্মীকে কোন নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।"

পরিশেষে বলতে পারি যে, প্রেষণা হল কর্মচারীদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজের প্রতি অণুপ্রাণিত করার এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কর্মচারীদের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৮.১.১ প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle) ঃ

জন্মগতভাবে মানুষ অভাবজনিত প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত। তার একটি অভাব বা চাহিদা পূরণ হওয়ার পর আরেকটি অভাব বা চাহিদা সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রেষণা চক্র হচ্ছে এমন একটি সিস্টেম যাতে কর্মীরা উৎসাহিত হয়ে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে ব্রতী হয় এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। চক্রের আকারে এ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয় বলে একে প্রেষণা চক্র বলে। প্রেষণা তিনটি পর্যায়ে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। যেমন–

১। অভাববোধ,

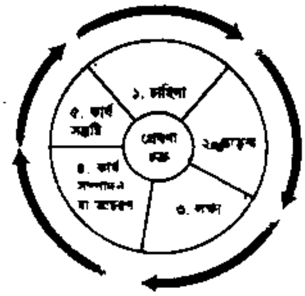
২। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ ;

৩। লক্ষ্যবস্তু অর্জন বা উদ্দেশ্য সাধন।

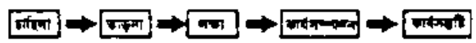
প্রেষণা একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। মানুষের অভাববোধ কখনো শেষ হয় না। একটি অভাব পূরণ হলে আবার নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়। আবার সে অভাবটি পূরণ হলে আর একটি অভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে জীবনব্যাপী প্রেষণা চক্র আবর্তিত হতে থাকে। আর প্রেষণা আছে বলেই মানুষের মধ্যে নতুন নতুন কর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং কর্ম প্রেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রেষণা চক্র/প্রেষণা দানের প্রক্রিয়া দেখানো হল ঃ

কতিপয় অভাব বা চাহিদা মানুষকে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে, যা তাদের মধ্যে তাড়নার সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করে বা কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়। এর ফলে ব্যক্তি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হতে পারে। নিম্নে প্রেষণা দানের প্রক্রিয়া চক্র আলোচনা করা হল ঃ



[চিত্র ঃ প্রেষণা চক্র]



[চিত্র ঃ প্রেষণা প্রক্রিয়া]

১। চাহিদা ও অভাববোধ (Need) ঃ চাহিদা বা অভাববোধ হতে মানুষ কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং বিভিন্ন চাহিদা মানুষকে কাজের প্রতি প্রবৃত্ত করে।

২। তাড়না (Drive) ঃ মানুষ যখন প্রয়োজন অনুভব করে তখনই তা পূরণের জন্য তার মধ্যে তাড়নার সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে চালনা করে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

৩। লক্ষ্য (Goal) ঃ তাড়নার ফলে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে। যেমন– কোন কর্মী উচ্চপদে পদোন্নতির লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ক্রিয়াকলাপ বা কার্য বা কর্মসূচি নির্ধারণ করতে পারে।

৪। আচরণ বা কার্য সম্পাদন (Bahaviour or Act) ঃ লক্ষ্য নির্ধারণের পর ব্যক্তি ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার কার্য সম্পাদন নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– সে কার্যসম্পাদনের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে।

৫। সন্তুষ্টি অর্জন (Satisfaction) ঃ ব্যক্তি তার কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হলে তার মধ্যে যে উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল তার উপশম হয় এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। এভাবে প্রেষণা ব্যক্তিকে তাড়না থেকে মুক্তি দেয় এবং উদ্বেগ নিরসনে সহায়তা করে।

উপরোক্ত প্রেষণার স্তরগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

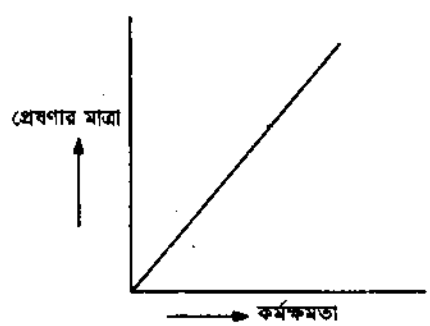
১। **অভাববোধ (Need) ঃ** প্রেষণা জৈবিক ও সামাজিক দু'প্রকারে হয়ে থাকে। মানুষের জৈবিক তাড়নায় যে সব প্রেষণার উদ্ভব ঘটে তাকে জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি। সামাজিক প্রেষণা হচ্ছে কৃতিত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, খ্যাতি, মর্যাদা ইত্যাদি। মানুষের সমাজ সভ্যতা, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তির জীবনে এসব প্রেষণা সৃষ্টি হয়।

২। **উদ্দেশ্যমূলক আচরণ ঃ** অভাববোধ দূরীকরণের জন্য মানুষ সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যে প্রবৃত্ত করে এ প্রবৃত্ত করণকেই উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলে। যেমন– মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়ি ঘর তৈরি করে। শিশু ক্ষুধার্ত হলে খাবারের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে।

৩। **উদ্দেশ্য সাধন ঃ** মানুষ ক্ষুধার্ত হলে তা নিবৃত্ত করার জন্য কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং এ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যটি সম্পাদিত করে। প্রেষণার জন্যই মানুষ নিজের শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করে থাকে।

৮.১.২ প্রেষণা ও কর্মক্ষমতা বা কর্মদক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

কোন ব্যক্তির কার্যসম্পাদনের পরিমাণ তার কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার উপর নির্ভরশীল। কর্মক্ষমতা বলতে কোন কার্য নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে সম্পন্ন করা বুঝায়। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে যে যত বেশি কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে তার কর্মক্ষমতা তত বেশি। কর্ম সম্পাদনে প্রেষণা দারুণভাবে কাজ করে। প্রেষণা কার্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। অনুপ্রাণিত ব্যক্তি কার্য সম্পাদন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সে জন্য প্রেষণার সঙ্গে কর্মদক্ষতার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন কর্মদক্ষতার বা কর্মক্ষমতার উপর প্রেষণার সরাসরি সম্পর্ক হয়েছে। যেমন– প্রেষণার মাত্রা (Motivation level) বৃদ্ধি পেলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।



চিত্র ঃ প্রেষণার মাত্রা ও কর্মক্ষমতার ভিতরে সম্পর্ক

নিচের লেখচিত্র হতে প্রেষণার সঙ্গে কর্মক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। প্রেষণা ও কর্মক্ষমতার ভিতরে যে সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করে থাকেন। তবে ইহাও সত্য যে ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনে তার কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার অভাব নিরপেক্ষ নয় বরং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।

৮.২ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব (The Achievement Motivation Theory) :

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রেষণা তত্ত্বগুলোর মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। **প্রফেসর ম্যাকলেল্যান্ড** ও তার সহযোগী **এ্যাটকিনসন** কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের জনক। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বলতে কোন একটি কাজ উত্তমরূপে করার প্রবল ইচ্ছাকে বুঝায়।

নিম্নে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হল :

১। **ম্যাকলিল্যান্ডের** মতে, "কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হচ্ছে একটি শিক্ষণীয় প্রেষণা যা ব্যক্তিকে উঁচুমানের কার্য-সম্পাদনে প্রেষিত করে।

২। **অধ্যাপক ম্যান ফোর্ড**-এর মতে, "কৃতিত্বার্জন প্রেষণা প্রাণীর সঞ্জিবনী শক্তি যা তাকে কাজকর্মে উচ্চমানের পরিচয় দিতে তাগিদ দেয়।

উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মানুষের একটি বিশেষ গুণ।

উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা ধারণকৃত ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। **চরম উৎকর্ষতার প্রতি অঙ্গিকার :** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্বলিত ব্যক্তিগণ চরম উৎকর্ষতার মূল্য দিয়ে থাকেন। এরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকে অধিক কার্য সম্পাদন আশা করেন। তারা অল্প কর্মে সন্তুষ্টি হন না। ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজ করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে জোড় প্রচেষ্টা চালান। কাজের সফলতায় মধ্যে তারা আনন্দ পান।

২। **কাজের প্রতি অঙ্গীকার :** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্বলিত ব্যক্তিরা কোন কাজ করতে অঙ্গীকার করলে ঐ কর্মে নিজেকে পুরাপুরি নিয়োগ করে এবং কখনোই কর্মকে ভুলে যায় না। এরা কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করে না। ব্যর্থতায় এ ধরনের ব্যক্তিরা ভেঙ্গে পড়ে না। এরা বিশ্বাস করে যে, বড় সাফল্য রাতারাতি আসে না।

৩। **পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী :** এরা খুব সাহসী, অভিমানী এবং যে কোন কাজে পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। এসব ব্যক্তি তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোবল সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সব সময় ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে।

৪। **সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ :** এ ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সুযোগ সন্ধান করতে ও সুযোগ গ্রহণ করতে বেশ দক্ষ। এরা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। সফলতা লাভের জন্য তাঁরা সুযোগগুলোকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়িত করেন।

৫। **পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহী :** এরা কখনো অন্যের ভয়ে কাজ করে না। এসব ব্যক্তিরা অত্যন্ত বাস্তবমুখী। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণে তারা কখনো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে না। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাঁরা বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে বরং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তারা অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেরা যথেষ্ট সাহসী হন।

৬। **সফল ব্যক্তির মত চিন্তা চেতনা :** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সময়, জ্ঞান, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এরা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে প্রতিশ্রুত বদ্ধ হয়। এ ধরনের ব্যক্তিগণ চ্যালেঞ্জিং কাজের মধ্যেই সর্বাধিক আনন্দ পেয়ে থাকেন।

৭। **নতুন ও অপরিচিত অবস্থায় আশাবাদ :** কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অপরিচিত অবস্থায় সব সময় আশাবাদী থাকেন। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে সার্বিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন।

৮। **দক্ষ ও অভিজ্ঞ :** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্বলিত ব্যক্তিগণ তাদের নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়। এ সমস্ত ব্যক্তিরা সাহসের সংগে উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মূলত একটি সামাজিক প্রেষণা। সমাজে শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে মানুষ সমাজ হতে এই প্রেষণা লাভ করে।

৮.৩ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশল (The Means of Improving Achievement Motivation) ঃ

ম্যাকলেল্যান্ড এবং তাঁর অনুসারীগণ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা কতিপয় কৌশলের পরামর্শ দিয়েছেন। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হল ঃ

১। অর্জনকারীর মত চিন্তা করা ঃ কোন ব্যক্তি কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একজন অর্জনকারীর মত চিন্তা করা শিখলে তার কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধি পায়। বাস্তবভিত্তিক বা মূল্যবান কোন লক্ষ্য অর্জনের দিকে এক জনের কল্পনাগুলোকে ধাবিত করা উচিত। নতুন এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কিছু করার চিন্তা করা এবং আরও নতুন এবং অধিকতর ভালভাবে সম্পন্ন করার উপায় চিন্তা করা উচিত। এভাবে কোন কিছু করার চিন্তাশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বাড়ানো সম্ভব।

২। কার্যকরভাবে সমস্যা সমাধান করতে শেখা ঃ যখন কেউ এমন অবস্থায় থাকে যেখানে সে কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রেষণা অনুভব করে; অথচ তার সেই প্রেষণা কতকগুলো বাধার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে আছে– সেক্ষেত্রে নিচের কৌশলগুলো সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ক) স্থগিত সিদ্ধান্ত ঃ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। যদি তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে তা বাতিল করা কিংবা অনেক সময় পুনঃপরীক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, কোন সমস্যার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিলে ভাল সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয় না।

(খ) পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া ঃ কোন কাজ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দেয়ার আগে কাজের পরিবেশকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরিবেশগত বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

(গ) সম্ভাব্য সমাধান ঃ যখন কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হয় তখন সেটা সমাধানের উপায়ের কথা মাথায় আসতে পারে। সেগুলোর একটি তালিকা করতে হবে এবং সেগুলো থেকে সবচেয়ে সম্ভাব্য ভাল সমাধানটি বের করার চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) বিকল্প সমাধান ঃ সমস্যা সমাধানের বিকল্প উপায় আগেই বেছে নিতে হবে। প্রথমে সমাধান ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় উপায়টি প্রয়োগ করতে হবে।

(ঙ) নির্বাচিত সমাধানের মূল্যায়ন ঃ বিস্তারিতভাবে নির্বাচিত সমাধানটির মূল্যায়ন করে ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে পুনঃউদ্ভাবনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

(চ) বিরতি গ্রহণ ঃ সমস্যা বিশ্লেষণের সময় ক্লান্তি বা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে বিরতি গ্রহণ করা উচিত। যদি বিস্তারিতভাবে সব ধরনের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে স্বল্পকালীন বিরতি সমস্যাকে গভীরভাবে অনুধাবন এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে।

(ছ) অভিজ্ঞ লোকের সাথে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা ঃ যদি সমস্যা নিজের কাছে ততটা স্পষ্ট না হয়, তবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ কারো সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় এবং তা থেকে যথার্থ সমাধানও বের করা যায়।

৩। বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যার্জনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ এ জাতীয় পরিকল্পনা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আগামী সপ্তাহে মাসে কিংবা বছরে কি কাজ সম্পন্ন করা হবে, তা কাগজে লিখে পরিকল্পনা নিতে হবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ উপায়ে একজন ব্যক্তি সফল উদ্যোক্তার মতো লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ ধারণা করতে পারি যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বাড়ানোর জন্য কোন জাদু নেই। তবে উপরের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করলে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা যে বাড়তে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৮.৪ উচ্চ কৃতিত্বার্জন চাহিদার পটভূমি বা প্রেক্ষাপট (The Background of High Need Achievement) ঃ

গবেষণার ফল থেকে দেখা গেছে, উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য কতকগুলো পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কারণ কাজ করে।

নিম্নে উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আলোচিত হল ঃ

(ক) কৃতিত্বপূর্ণ প্রেষণা বিকাশের উৎস হিসাবে সাহিত্য ঃ শিশুরা যে সমস্ত জিনিস দেখে, শুনে বা পড়ে এগুলো তাদের উপর প্রভাব ফেলে। গল্পের বই, প্রহসন, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি শিশুরা পড়ে থাকে। এই সমস্ত গল্প প্রহসনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে থাকে যা শিশুদের প্রভাবিত করে। এটাকে Imagery বা আবেদনমূলক প্রভাব বলে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুরা এক ধরনের প্রেষণা উন্নয়নের উৎসকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করে। কিশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হিসাবে যখন তারা উপন্যাস বা

পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে, তখন তাদের কৃতিত্বার্জন প্রেষণা আরো উন্নত বা শক্তিশালী হয়। এভাবে যে কেউ ছবি এঁকে, গল্প লিখে বা কোন কিছু পুনরায় অন্যভাবে লিখে ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাধারার উপর প্রভাবের মাধ্যমে কৃতিত্বপূর্ণ প্রেষণার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নে আবেদনমূলক প্রভাব বিভিন্ন ছাঁচে ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন– প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, কাজের ক্ষেত্রে স্বনির্ধারিত উচ্চ মান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায় প্রভৃতিই আবেদনমূলক প্রভাবের রূপ (Raval and Murali)।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, কৃতিত্বার্জন প্রেষণার ক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাও বৃদ্ধি পায়। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের উৎস সাহিত্যে এ ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় দুই তিন দশক ধরে এই উন্নয়নের ধারা চলমান থাকে। এভাবে দেখা যায় কোন সমাজে উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বিরাজ করলে সে সমাজে বিশ অথবা ত্রিশ বছর পরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির সময়ে লালিত-পালিত শিশুরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন তারা অধিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অবদান রাখে। প্রফেসর ডেভিড মেকলেল্যান্ড এই বিষয়ের উপর গবেষণা চালিয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পরিবেশগত উপাদান ও কৃতিত্বার্জন প্রেষণার মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধির একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি খ্রিস্টপূর্বের গ্রিসের সাহিত্য, স্থাপত্য নকশা ও চিত্রের উপর ব্যাপক গবেষণা এবং গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন স্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, যখন গ্রিসে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বেশি ছিল, তখন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেশি ছিল।

(খ) কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের উৎস হিসাবে সন্তান লালন-পালন : অধ্যাপক মেকলেল্যান্ড কর্তৃক ষাটের দশকে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছালে এক সময়ে তা আবার মন্থর হয়ে আসে। গ্রিসে যখন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শীর্ষ পর্যায়ে ছিল তখন সে দেশের জনগণ ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সহজলভ্য হওয়ার কারণে তাঁরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, নিজেদের সন্তানদের দেখাশুনা করার সময় পেত না। তারা সন্তানদের দেখাশুনার জন্য পরিচারিকা নিয়োগ করত। গ্রিক মাতা-পিতারা সন্তানদের নিজে লালন-পালন থেকে বিরত থাকার কারণে ভৃত্যরা গ্রিক সন্তানদের গ্রিক প্রথায় সভ্য না করে নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে তুলত। এর ফলে এই সন্তানরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন তাদের কৃতিত্বার্জন প্রেষণা নিম্নগামী যা তাদের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই দেখা যায়, সন্তান লালন-পালন কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ম্যাকলেল্যান্ড পরিচালিত অপর এক গবেষণায় দেখা যায় যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের শেষে এবং চল্লিশের শুরুতে অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনদা শহরে জনসাধারণকে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর্থিক সচ্ছলতা সম্পন্ন পরিবার থেকে আগত জনগণ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। তথ্য থেকে দেখা যায় পিতামাতারা সন্তানদের সুশিক্ষা ও যত্নের দায়িত্ব ভৃত্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ভৃত্যরাই এ কাজ ভালভাবে করতে সক্ষম। ভৃত্যরা সন্তান লালন-পালনের যাবতীয় কাজ, যেমন– সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি করত। এর ফলে সন্তানরা ভৃত্য ও বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যেত। ফলশ্রুতিতে সন্তানরা বড় হওয়ার পরে কোন ঝুঁকি গ্রহণ বা বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত জটিল কাজ করতে পারত না। এ ধরনের পদ্ধতিতে লালিত-পালিত শিশুরা পরনির্ভর হয়ে পড়ে।

অপরদিকে উত্তর পাঞ্জাবে এর বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। এখানেও একটা গোষ্ঠীকে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছিল। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পিতা-মাতাদের সন্তান লালন-পালন পদ্ধতির উপর প্রশ্ন করা হত। বার তের বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানদের কিভাবে তাঁরা লালন-পালন করেছে তা তাঁরা বর্ণনা করতেন। এই পরীক্ষায় দেখা যায়, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত ধনী ছিল। তুলনামূলকভাবে তখন কৃষি উৎপাদনও বেশি হত। ফলে তাঁদের সন্তানেরা একটা আর্থিক সচ্ছল পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠে। শৈশবে পিতা-মাতারা সন্তানদের রেল ভ্রমণ, দূরবর্তী কোন জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকি নেয়া ইত্যাদি কাজ একাকী ও স্বাধীনভাবে করার জন্য উৎসাহ যোগাত। এ ধরনের উৎসাহ সন্তানদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল এবং তারা যখন বড় হল এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন কিছু করার চেষ্টা করত। ফলশ্রুতিতে তারা উচ্চ মাত্রায় কৃতিত্বার্জন প্রেষণা প্রদর্শনে সক্ষম হত।

(গ) কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের উৎস হিসেবে সামাজিকীকরণ ঃ সাহিত্য এবং সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে বটে, কিন্তু এ দুটো পদ্ধতিই অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। কোন সমাজে স্বল্প সময়ে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নে সামাজিকীকরণ সবচেয়ে সহায়ক উৎস। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয় ঃ

১। পরিবার সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। যদি পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানদের আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য উপদেশ ও নির্দেশনা দেন তাহলে তাঁদের সন্তানেরাও সভ্য ও সামাজিক হয়ে উঠে।

২। পরিবার ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু চিন্তা করা, কাজ করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা চাওয়া, যোগ্যতানুযায়ী লক্ষ্য নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরাও উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা পোষণ করে।

৩। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান) কর্মরত কর্মকর্তা ও নির্বাহীরা তাঁদের অধীনস্ত কর্মচারীদের প্রেষণা বিকাশে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কর্মীদের লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, নিজস্ব কর্মপদ্ধতির প্রভাব ইত্যাদির মাধ্যমে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ তাঁদের অধীনস্ত কর্মী বাহিনীর প্রেষণা উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন। রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের অনুকরণযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সমর্থকদের কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বিকাশে অবদান রাখতে পারে।

৮.৫ উচ্চ কৃতিত্বার্জন চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি (The Problems Associated with High Need Achievement) ঃ

উচ্চ কৃতিত্বপূর্ণ প্রেষণা থাকলেই যে কোন ব্যক্তি তাঁর কাজে সফল হবে এ ধারণা ঠিক নয়। উচ্চ-কৃতিত্বপূর্ণ প্রেষণা থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থ হতে পারেন। তাই সফলতার জন্য আরো কিছু উপাদানের প্রয়োজন। একজন হাঙ্গেরীয় সমাজবিজ্ঞানী এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উচ্চ কৃতিত্বপূর্ণ প্রেষণা সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যবসায়ে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণসমূহ তুলে ধরেন। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, উচ্চ ভীতিই এর মূল কারণ। অবশ্য ব্যর্থতার বেশি ভীতি উৎকণ্ঠা থেকেই আসে। এই উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য নিম্ন বা উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ নমনীয় লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক। ছোট ব্যবসায় শুরু করার জন্য তার শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ-সুবিধা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করতে হবে। অর্থাৎ তাকে তার শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে। ব্যর্থতার উচ্চভীতি সফলতার প্রত্যাশার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে শক্তি ও সুযোগ-সুবিধা চোখে পড়ে না বরং দুর্বলতা ও ভয়-ভীতি চোখে পড়ে।

ব্যর্থতার উচ্চ ভীতি দূর করার উপায় ঃ ব্যর্থতার উচ্চ ভীতি বিভিন্নভাবে দূর করা যায়। আমাদের কোন কর্ম সম্পাদনে যে সব শক্তি, সুযোগ-সুবিধা, দুর্বলতা সেগুলো ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

কোন শিল্পোদ্যোক্তার পণ্য বিপণনে কম অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে বিপণনে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে পারেন। এভাবে মূলধনের স্বল্পতাজনিত সমস্যা নতুন আর্থিক অংশীদার নিয়ে দূর করা যায়।

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা এবং এন্টারনালিটি ঃ সাধারণত বড় কিছু ঘটে গেলে মানুষ মনে করে, ঘটনা তার নিজের কারণেই ঘটেছে এবং তার এ কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। এ ধরনের ধারণাকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। অনেক শিল্পোদ্যোক্তাও বিশ্বাস করেন যে, বাহ্যিক কোন উপাদান ব্যবসায়ে সফলতা বা ব্যর্থতার উপর প্রভাব ফেলে না। আসলে এ ধারণা ভুল। কারণ বাহ্যিক উপাদানও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রভাব ফেলে। এ জন্য কোন ব্যক্তির অন্যের সাহায্য গ্রহণের মানসিকতা ও প্রস্তুতি থাকতে হবে। শিল্পোদ্যোক্তার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কারণ ব্যবসায়ের প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিকূল উপাত্তসমূহকে প্রতিহত করার জন্য অনেকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তাকে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যদি চিহ্নিত করার পর এ ধরনের বিশ্বাস জন্মায় যে, সে বাহ্যিক উপাদানসমূহের উপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম, তাহলে তার উৎকণ্ঠা ও ব্যর্থতার নীতি দূর হবে। পাশাপাশি তার মধ্যে সফলতার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে এবং ভাল ফলও পাওয়া যাবে।

অনুশীলনী-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **প্রেষণা কী?** [পলি-২০০৫, ১০, ১২, ১৩; টেক্স-১৩]

অথবা, প্রেষণার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ঃ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচেষ্টা এবং এই জাতীয় আচরণকে প্রেষণা বলা হয়। ম্যাকফারল্যান্ডের মতে, প্রেষণা বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা মানুষের প্রবল ইচ্ছা, বিশেষ প্রচেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা, তার আচরণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করে।

২। **কর্মদক্ষতা কী?** [পলি-২০১০]

উত্তর ঃ কর্মদক্ষতা বলতে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ কার্যসম্পাদন করাকে বুঝায়। কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, কর্মকৌশলতা ও নিপুণতার উপর নির্ভর করে। কর্মক্ষমতা থাকলে কর্মদক্ষতা নাও থাকতে পারে। কর্মদক্ষতা থাকলে কর্মক্ষমতা অবশ্যই থাকবে।

৩। **প্রেষণার তিনটি স্তরের নাম কর।** [পলি-২০১৫(পরি)]

অথবা, **প্রেষণার স্তরগুলোর নাম লিখ।** [পলি-২০০৪]

অথবা, **প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী?**

উত্তর ঃ প্রেষণার তিনটি স্তর। যথা ঃ ১। অভাববোধ, ২। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ ও ৩। উদ্দেশ্য সাধন।

৪। **উদ্দেশ্যমূলক আচরণ কী?** [পলি-২০১২]

উত্তর ঃ অভাববোধ দূরীকরণের জন্য বা অভাব পূরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে বা অনুপ্রাণিত করে। প্রয়োজন বা অভাবের তাড়নায় প্রাণী সক্রিয় হয়ে উঠে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যে প্রবৃত্ত করে, এই প্রবৃত্তকরণ বা চালনার ভাবকেই উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলে। যেমন– পাখি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাসা তৈরি করে থাকে, শিশু ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে।

৫। **অভাববোধ কাকে বলে?**

উত্তর ঃ প্রাণীদের মধ্যে যখন কোন অভাব বোধ বা প্রয়োজন বোধ দেখা দেয়, তখনই তার মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। অভাব জৈবিক হতে পারে; যেমন- ক্ষুধার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। অভাব সামাজিক হতে পারে, যেমন– মানসিক তৃপ্তির জন্য সিনেমা দেখা, রেডিওর গান শোনা ইত্যাদি।

৬। **উদ্দেশ্য সাধন কাকে বলে?**

উত্তর ঃ মানুষ ক্ষুধার্ত হলে উহা নিবৃত্ত করার জন্য কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যটি সম্পাদিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, উপযুক্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রেষণার অভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। প্রেষণার জন্যই মানুষ নিজের শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করে থাকে। সাফল্য হল সামর্থ্য ও প্রেষণার মিশ্রফল।

৭। **প্রেষণা চক্র এঁকে দেখাও।** [পলি-২০০৫]

অথবা, প্রেষণা চক্র কী? [পলি-২০০৬]

উত্তর ঃ এখানে একটি প্রেষণা চক্র এঁকে দেখানো হল। এই চক্রে রয়েছে অভাববোধ, উদ্দেশ্যমূলক আচরণ ও উদ্দেশ্য সাধন।



চিত্র ঃ প্রেষণা চক্র

৮। **কৃতিত্বার্জনে ব্যক্তির ৫টি বৈশিষ্ট্যের নাম কর।**

উত্তর ঃ

১। কর্মের প্রতি অঙ্গীকার, ২। লক্ষ্য অর্জনের প্রতি অঙ্গীকার,
৩। ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী, ৪। প্রয়োজনীয়তা,
৫। সৃজনশীলতা।

৯। **এস. ডব্লিউ. ও. টি (S.W.O.T) কী?** [পলি-২০০৫, ০৮; জিটি-১২; টেক্স-১০, ১৪]

উত্তর ঃ এটি ইংরেজি আদ্যোক্ষর দ্বারা গঠিত।

এখানে, S = Strength (শক্তি),
W – Weakness (দুর্বলতা),
O = Opportunity (সুযোগ) এবং
T = Threat (ভীতি)।

১০। **ঝুঁকি খেলা কী?**

উত্তর ঃ ইহা এক প্রকার খেলা যা হতে অংশ গ্রহণকারীগণ ঝুঁকি গ্রহণের সতর্কতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। বাস্তবতার ভিত্তিতে লক্ষ্য করতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে সমর্থ্য হবে।

১১। **সৃজনী চিন্তন কী?** [পলি-২০০৫]

উত্তর ঃ সৃজনী চিন্তন বলতে কোন বিষয় সম্পর্কে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করা বা অবলোকন করা বুঝায়। এ চিন্তনের মাধ্যমে আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করি আর কোন সমস্যার সমাধান করি।

১২। **উদ্দেশ্যমূলক আচরণ কী?** [পলি-২০১২]

উত্তর ঃ মানুষের অভাব বোধ আছে। আর অভাব পূরণের জন্যই মানুষ উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করে। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করার মাধ্যমে অভাব পূরণ করে থাকে। অর্থাৎ যে আচরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ হয়, তাকে উদ্দেশ্য মূলক আচরণ বলে।

১৩। **কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৮, ০৯, ১২]

অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বটি লেখ। [পলি-২০০৩, টেক্স-১০]

উত্তর ঃ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বলতে কোন একটি কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করার প্রবল ইচ্ছাকে বুঝায়। এটি এক শিক্ষণীয় প্রেষণা যা ব্যক্তিকে উচ্চ মানের কার্য সম্পাদনে প্রেষিত বা অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার সৃষ্টি প্রবল আকাঙ্ক্ষার নাম কৃতিত্বার্জন প্রেষণা।

১৪। **রিংগস খেলা দ্বারা কী শিক্ষা লাভ করা যায়?**

উত্তর ঃ রিংগস্ এক প্রকার খেলা যা হতে অংশগ্রহণকারীগণ ঝুঁকি গ্রহণের সতর্কতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এ খেলা থেকে বাস্তবতার ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে।

১৫। **কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের প্রণয়নকারী বা উদ্ভাবকের নাম কী?**

উত্তর ঃ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভাবক হল ম্যাকলেল্যান্ড।

১৬। **শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন তত্ত্ব বেশি কাজে লাগে?**

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃতিত্বার্জন তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে।

১৭। **কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৩, ০৮, ১২]

উত্তর ঃ কোন একটি কাজ উত্তমরূপে করার প্রবল ইচ্ছাকে কৃতিত্বার্জন তত্ত্ব বলে।

১৮। **জৈবিক প্রেষণা কাকে বলে?**

উত্তর ঃ মানুষের জৈবিক তাড়নায় যেসব প্রেষণার উদ্ভব ঘটে তাকে জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা ইত্যাদি।

১৯। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা কী? [টেক্স-১৫]

অথবা, শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? [টেক্স-১৩]

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তিকে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করলে তাই-ই শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা।

২০। প্রেষণাকে কোন ব্যক্তির আচরণের চালিকাশক্তি বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ প্রেষণা কোন ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করে এজন্য একে আচরণের চালিকাশক্তি বলা হয়।

২১। প্রেষণার উল্লেখযোগ্য ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো কী?

উত্তর ঃ প্রেষণার উল্লেখযোগ্য ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো হল ঃ

১। মাজলোর পর্যায়ক্রমে চাহিদা তত্ত্ব, ২। হার্জবার্গের উপাদান তত্ত্ব, ৩। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব।

২২। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশলগুলোর নাম লেখ।

উত্তর ঃ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা কৌশলের নাম হল ঃ

১। অর্জনকারীর মত চিন্তা করা,

২। কার্যকরভাবে সমস্যা সমাধান করতে শেখা,

৩। বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যার্জনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। প্রেষণা বলতে কী বুঝায়? বিস্তৃত কর।

উত্তর ঃ ইংরেজি Motivation শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Mover থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে To move অর্থাৎ চালনা করা বা গতিশীল করা। যে সব বিষয় মানুষকে তার কাজ যথাসময়ে সুচারুভাবে এবং প্রত্যাশিত উপায়ে সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে তাই প্রেষণা। এজন্য প্রেষণাকে বলা হয় আচরণের চালিকাশক্তি। প্রেষণা কোন ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। সুতরাং প্রেষণা বলতে বোঝায় মানুষ ও প্রাণীর এমন একটি অবস্থা যা তাদের কাজে প্রবৃত্ত করে।

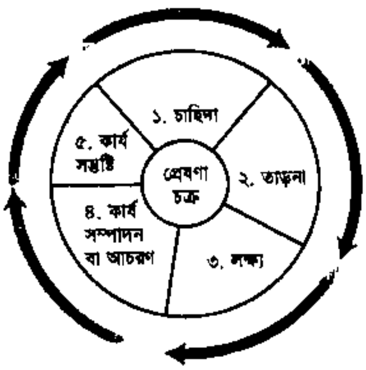
২। প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৫(পরি); টেক্স-১০]

অথবা, প্রেষণাচক্র বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪]

অথবা, প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা লেখ। [পলি-২০১৪]

উত্তর ঃ প্রেষণা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কর্মীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদেরকে কার্য সম্পাদনের জন্য উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করে। মানুষের চাহিদা বা অভাববোধ প্রেষণা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উপাদান। এটি তাকে কোন কার্য সম্পাদনে চালিত করে। যখন চাহিদাসমূহ পূরণ করা হয় তখন ব্যক্তি সন্তুষ্টি লাভ করে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রেষণা চক্র/প্রেষণা দানের প্রক্রিয়া দেখানো হল ঃ

চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল, কতিপয় অভাব বা চাহিদা মানুষকে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে, যা তাদের মধ্যে তাড়নার সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করে বা কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়। এর ফলে ব্যক্তি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হতে পারে। নিম্নে প্রেষণা দানের প্রক্রিয়া চক্র আলোচনা করা হল ঃ



চিত্র ঃ প্রেষণা চক্র

১। চাহিদা ও অভাববোধ (Need) ঃ চাহিদা বা অভাববোধ হতে মানুষ কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং বিভিন্ন চাহিদা মানুষকে কাজের প্রতি প্রবৃত্ত করে।

২। তাড়না (Drive) ঃ মানুষ যখন প্রয়োজন অনুভব করে তখনই তা পূরণের জন্য তার মধ্যে তাড়নার সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে চালনা করে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

৩। **লক্ষ্য (Goal) ঃ** তাড়নার ফলে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে। যেমন– কোন কর্মী উচ্চপদে পদোন্নতির লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ক্রিয়াকলাপ বা কার্য বা কর্মসূচি নির্ধারণ করতে পারে।

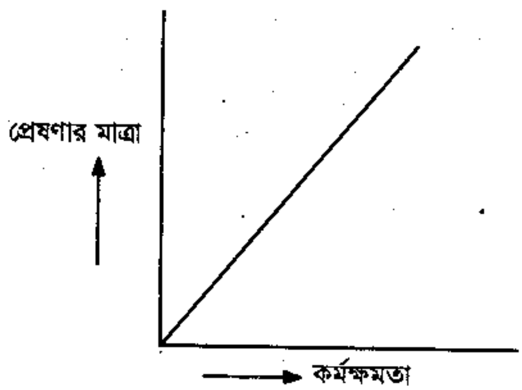
৪। **আচরণ বা কার্য সম্পাদন (Bahaviour or Act) ঃ** লক্ষ্য নির্ধারণের পর ব্যক্তি ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার কার্য সম্পাদন নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– সে কার্যসম্পাদানের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে।

৫। **সন্তুষ্টি অর্জন (Satisfaction) ঃ** ব্যক্তি তার কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হলে তার মধ্যে যে উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল তার উপশম হয় এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। এভাবে প্রেষণা ব্যক্তিকে তাড়না থেকে মুক্তি দেয় এবং উদ্বেগ নিরসনে সহায়তা করে।

৩। **প্রেষণা ও কর্ম ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক বিবৃত কর।** [পলি-২০০৪, ১৩; টেক্স-১৪; জিটি-১২]

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তির কার্যসম্পাদনের পরিমাণ তার কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার উপর নির্ভরশীল। কর্মক্ষমতা বলতে কোন কার্য নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে সম্পন্ন করা বুঝায়। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে যে যত বেশি কর্মসম্পাদন করতে সক্ষম হবে তার কর্মক্ষমতা তত বেশি। কর্ম সম্পাদনে প্রেষণা দারুণভাবে কাজ করে। প্রেষণা কার্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। অনুপ্রাণিত ব্যক্তি কার্য সম্পাদন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সে জন্য প্রেষণার সঙ্গে কর্মদক্ষতার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন কর্ম দক্ষতার বা কর্ম ক্ষমতার উপর প্রেষণার সরাসরি সম্পর্ক হয়েছে। যেমন– প্রেষণার মাত্রা (Motivation level) বৃদ্ধি পেলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

নিচের লেখচিত্র হতে প্রেষণার সঙ্গে কর্মক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। প্রেষণা ও কর্মক্ষমতার ভিতরে যে সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করে থাকেন। তবে ইহাও সত্য যে ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনে তার কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার অভাব নিরপেক্ষ নয়, বরং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।



চিত্র ঃ প্রেষণার মাত্রা ও কর্মক্ষমতার ভিতরে সম্পর্ক

৪। **প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী বর্ণনা কর।**

অথবা, প্রেষণার পদক্ষেপগুলো কী কী? আলোচনা কর। [পলি-২০০৩]

অথবা, প্রেষণার স্তরগুলো কী কী? [টেক্স-১৫]

উত্তর ঃ প্রেষণার স্তর তিনটি। যথা ঃ

(i) অভাববোধ,

(ii) উদ্দেশ্যমূলক আচরণ।

(iii) লক্ষ্যবস্তু অর্জন বা উদ্দেশ্য সাধন।

উপরোক্ত প্রেষণার স্তরগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

(i) **অভাববোধ (Need) ঃ** প্রেষণা জৈবিক ও সামাজিক দুপ্রকারে হয়ে থাকে। মানুষের জৈবিক তাড়নায় যে সব প্রেষণার উদ্ভব ঘটে তাকে জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি। সামাজিক প্রেষণা হচ্ছে কৃতিত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, খ্যাতি, মর্যাদা ইত্যাদি। মানুষের সমাজ, সভ্যতা, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তির জীবনে এসব প্রেষণার সৃষ্টি হয়।

(ii) **উদ্দেশ্যমূলক আচরণ ঃ** অভাববোধ দূরীকরণের জন্য মানুষ সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যে প্রবৃত্ত করে এ প্রবৃত্ত করণকেই উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলে। যেমন– মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়ি ঘর তৈরি করে, শিশু ক্ষুধার্ত হলে খাবারের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে।

(iii) **উদ্দেশ্য সাধন ঃ** মানুষ ক্ষুধার্ত হলে তা নিবৃত্ত করার জন্য কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং এ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যটি সম্পাদিত করে। প্রেষণার জন্যই মানুষ নিজের শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করে থাকে।

৫। **কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০০৫, ০৬; জেটি-১৩]

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রেষণা তত্ত্বগুলোর মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর ম্যাকলেল্যান্ড ও তার সহযোগী এ্যাটকিনসন কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের জনক। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বলতে কোন একটি কাজ উত্তমরূপে করার প্রবল ইচ্ছাকে বুঝায়। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মানুষের একটি বিশেষ গুণ।

উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা ধারণকৃত ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **চরম উৎকর্ষতার প্রতি অঙ্গিকার ঃ** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্বলিত ব্যক্তিগণ চরম উৎকর্ষতার মূল্য দিয়ে থাকেন। এরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকে অধিক কার্য সম্পাদন আশা করেন। তারা অল্প কর্মে সন্তুষ্ট হন না। ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজ করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে জোড় প্রচেষ্টা চালান। কাজের সফলতার মধ্যে তারা আনন্দ পান।

২। **কাজের প্রতি অঙ্গিকার ঃ** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সম্বলিত ব্যক্তিরা কোন কাজ করতে অঙ্গীকার করলে ঐ কর্মে নিজেকে পুরাপুরি নিয়োগ করে এবং কখনোই কর্মকে ভুলে যান না। এরা কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করে না। ব্যর্থতায় এ ধরনের ব্যক্তিরা ভেঙ্গে পড়ে না। এরা বিশ্বাস করেন যে, বড় সাফল্য রাতারাতি আসে না।

৩। **পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী ঃ** এরা খুব সাহসী, অভিমানী এবং যে কোন কাজে পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। এসব ব্যক্তি তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোবল সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সব সময় ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে।

৪। **সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ঃ** এ ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সুযোগ সন্ধান করতে ও সুযোগ গ্রহণ করতে বেশ দক্ষ। এরা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। সফলতা লাভের জন্য তারা সুযোগগুলোকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়িত করেন।

৫। **পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহী ঃ** এরা কখনও অন্যের ভয়ে কাজ করে না। এসব ব্যক্তিরা অত্যন্ত বাস্তবমুখী। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণে তারা কখনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে না। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাঁরা বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে বরং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তারা অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেরা যথেষ্ট সাহসী হন।

৬। **শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণার সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০১২]

অথবা, শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর ঃ মানুষের কর্মসম্পাদনের সাথে প্রেষণার সম্পর্ক নিবিড়। কোন কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকাই কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন হয় কর্মীর ইচ্ছা বা আগ্রহ অর্থাৎ মানসিক শক্তির। কর্ম সম্পাদনে মানসিক শক্তি উদ্দীপিত করার জন্যই প্রেষণার প্রয়োজন হয়। নিচে প্রেষণার কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করা হল ঃ

১। প্রেষণা সম্পর্কে **মাইকেল জুলিয়াস** বলেন, "প্রেষণা হল সেই প্রক্রিয়া যা কোন কর্মীকে লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যাপারে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।"

২। অধ্যাপক **ম্যাফার ল্যান্ডের** মতে, "প্রেষণা এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের প্রবল ইচ্ছা, বিশেষ প্রচেষ্টা, অভিলাষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, তার আচরণ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাখ্যা করে।"

৩। **মাইকেল জে, জুসিয়াসের** মতে, "প্রেষণা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা কোন কর্মীকে কোন নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।"

পরিশেষে বলতে পারি যে, প্রেষণা হল কর্মচারীদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করার এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কর্মচারীদের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৭। **ব্যর্থতার উচ্চ ভীতি দূর করার উপায় কী?**

উত্তর: ব্যর্থতার উচ্চ ভীতি বিভিন্নভাবে দূর করা যায়। আমাদের কোন কর্মসম্পাদনে যেসব শক্তি, সুযোগ-সুবিধা, দুর্বলতা সেগুলো ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে। কোন শিল্পোদ্যোক্তার পণ্য বিপণনে কম অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে বিপণনে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে পারেন। এভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। মূলধনের স্বল্পতা নতুন আর্থিক অংশীদার দিয়ে দূর করা যায়।

৮। **উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কী?**

উত্তর: উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হচ্ছে একটি শিক্ষণীয় প্রেষণা, যা ব্যক্তিকে উঁচু মানের কার্যসম্পাদনে প্রেষিত করে। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মানুষের একটি বিশেষ গুণ। উঁচু কৃতিত্বার্জন প্রেষণা-ধারণাকৃত ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। তারা চরম উৎকর্ষতার প্রতি অনুরক্ত। এরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকে অধিক কর্মসম্পাদন আশা করেন। এসব কাজের সফলতার মধ্যে তারা আনন্দ পান।

২। তারা কোন কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলে ঐ কর্মে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিয়োগ করেন এবং কখনোই কর্মকে ভুলে যান না। এরা কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করেন না। ব্যর্থতায় এ ধরনের ব্যক্তিরা বিরক্তিবোধ করেন না এবং বিশ্বাস করেন যে, বড় সাফল্য রাতারাতি আসে না।

৩। এরা খুব সাহসী, অভিমানী এবং যে কোন কাজে পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকেন। এসব ব্যক্তিরা তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোবল সম্পর্কে সচেতন থাকেন।

৪। এ ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সুযোগ সন্ধান করতে ও সুযোগ গ্রহণ করতে বেশ দক্ষ। তারা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সফলতা লাভের জন্য তাঁরা সুযোগগুলোকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করতে বাস্তববাদী হন এবং বাস্তবসম্মত পূর্বানুমান করে দৃঢ়তার সাথে কাজ বাস্তবায়ন করেন।

৫। এরা কখনো অন্যের ভয়ে বা অন্যের জন্য কাজ করেন না। লক্ষ্য নির্ধারণে তারা কখনো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করেন না। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে বরং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন।

৬। এসব ব্যক্তিদের সময় জ্ঞান খুবই তীক্ষ্ণ। এরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তারা সম্পাদিত কাজের তাৎক্ষণিক ফলাফল পেতে আগ্রহী থাকেন।

৭। এ গুণের অধিকারী ব্যক্তিরা অপরিচিত অবস্থায় সব সময় আশাবাদী থাকেন। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা নিয়ে সাময়িক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহকে বুঝতে চেষ্টা করে কাজ করতে আগ্রহী থাকেন।

৯। **বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যার্জনের জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?**

উত্তর: বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যার্জনের জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান) কর্মরত কর্মকর্তা ও নির্বাহীরা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রেষণা বিকাশে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কর্মীদের লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, নিজস্ব কর্মপদ্ধতির প্রভাব ইত্যাদির মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের অধীনস্থ কর্মী বাহিনীর প্রেষণা উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন। রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের অনুকরণযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সমর্থকদের কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বিকাশে অবদান রাখতে পারে।

১০। **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কী?**

উত্তর: সাধারণত বড় কিছু ঘটে গেলে মানুষ মনে করে, ঘটনা তার নিজের কারণেই ঘটেছে এবং তার এ কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। এ ধরনের ধারণাকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। অনেক শিল্পোদ্যোক্তাও বিশ্বাস করেন যে, বাহ্যিক কোন উপাদান ব্যবসায়ে সফলতা বা ব্যর্থতার উপর প্রভাব ফেলে না। আসলে এ ধারণা ভুল। কারণ বাহ্যিক উপাদানও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রভাব ফেলে। এ জন্য কোন ব্যক্তির অন্যের সাহায্য গ্রহণের মানসিকতাও প্রস্তুতি থাকতে হবে। শিল্পোদ্যোক্তার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কারণ ব্যবসায়ের প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিকূল উপাত্তসমূহকে প্রতিহত করার জন্য অনেকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তাকে তার শক্তি ও দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যদি চিহ্নিত করার পর এ ধরনের বিশ্বাস জন্মায় যে, সে বাহ্যিক উপাদানসমূহের উপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম, তাহলে তার উৎকণ্ঠা ও ব্যর্থতার নীতি দূর হবে। পাশাপাশি তার মধ্যে সফলতার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে এবং ভাল ফলও পাওয়া যাবে।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৫,; টেক্স-০৯; জিটি-১৩]

অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.২ দ্রষ্টব্য।

২। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের কৌশল আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ১০; জিটি-১২]

অথবা, কৃতিত্বার্জনে প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশল আলোচনা কর। [টেক্স-১৩; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৩ দ্রষ্টব্য।

৩। উচ্চ কৃতিত্বার্জন চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি কী কী? আলোচনা কর।

অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সাথে জড়িত সমস্যাগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৫ দ্রষ্টব্য।

৪। "একটি অভাব পূরণ হলেই আর একটি নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়, এভাবে জীবন ব্যাপী প্রেষণাচক্র আবর্তিত হতে থাকে" উক্তিটির বিশ্লেষণ কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৮]

উত্তর সংকেত ঃ ৮.১ নং অনুচ্ছেদের প্রেষণাচক্রের ধারণা হতে উক্তিটি বিশ্লেষণ করতে হবে।

৫। প্রেষণার স্তরগুলো চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.১ দ্রষ্টব্য।

৬। কৃতিত্বার্জন চাহিদার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর। [পলি-২০০৭, ১০]

অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের উৎস হিসেবে সামাজিকীকরণের ভূমিকা কী?

অথবা, একজন ব্যক্তির মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সৃষ্টির পটভূমি কী তা আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৪ দ্রষ্টব্য।

৭। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা ধারণকৃত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত ঃ অনুচ্ছেদ ৮.৪ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৯

ব্যবসায় পরিকল্পনা এবং শিল্পোদ্যোগ পরিবেশ
Business Plan and Environment for Entrepreneurship

৯.০ সূচনা (Introduction) ঃ

পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির নক্‌শা। ভবিষ্যতে কি করা হবে, কিভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে, কাকে করতে হবে তা পূর্ব হতে নির্ধারণ করাকে পরিকল্পনা বলা হয়। ব্যবসায় করতে গেলে উদ্যোক্তাকে প্রথমেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। পরিকল্পনা একটা ব্যবসায়ের যাত্রাস্থল ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী সেতু হিসেবে কাজ করে থাকে।

৯.১ ব্যবসায় পরিকল্পনার সংজ্ঞা (Definition of Business Plan) ঃ

ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে ভবিষ্যতে যে ব্যবসায় করা হবে তার প্রকৃতি নির্ধারণ এবং পণ্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন কিভাবে ও কতটুকু করা হবে, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কিভাবে বাজারজাত করা হবে, সম্ভাব্য মুনাফা কি হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি ও অর্থের যোগান কিভাবে করা হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কর্মসূচি প্রণয়ন করাকে বুঝায়।

যে প্রতিবেদনে কোন ব্যবসার বর্তমান অবস্থা এবং ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে তুলে ধরা হয়, সে প্রতিবেদনকে ঐ ব্যবসার নকসা বা ব্যবসার পরিকল্পনা (Business Plan) বলে।

৯.২ ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব (The Importance of Business Plan) ঃ

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবসায় কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসায়ের ঈপ্সিত লক্ষ্যার্জনে ব্যবসায় পরিকল্পনার আবশ্যকতা রয়েছে। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে ব্যবসায় উদ্দেশ্যবিহীন ও লক্ষ্যহীনভাবে চলতে থাকে। এতে ব্যবসায়ের কার্যাবলি এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে অনেকটা অন্ধকারে পথ চলার মত অবস্থা হয় এবং অতি শীঘ্রই ব্যবসায়ের পতন ঘনিয়ে আসে।

নিম্নে ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল ঃ

১। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ঃ প্রতিটি ব্যবসায় সংগঠনের পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা হচ্ছে প্রাথমিক ও মুখ্য সোপান। পূর্বেই বলেছি, গন্তব্যস্থল নির্ণয় করে নাবিক যেমন যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রস্তুত করে সে অনুসারে কাজ করে যেতে হয়। পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যবসায়ের কাজ ঠিকমত চালান যায় না, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না এবং লক্ষ্যেও পৌছান যায় না।

২। অনিশ্চয়তা দূরীকরণ ঃ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। ভাবী অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ব্যবসায় কিভাবে, কোন পথে চলবে ব্যবসায় পরিকল্পনা সে সম্পর্কে একটি অগ্রিম চিত্র প্রদান করে। ফলে ব্যবসায়ীর পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সহজ হয়।

৩। কার্যের সুষ্ঠু সমাধান ঃ ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায়ের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যাদি পরিচালনার সর্বোৎকৃষ্ট ও মিতব্যয়ী পন্থা নির্দেশ করে। এতে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কখন কি কাজ কিভাবে করতে হবে এবং কত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকে। ব্যবসায়ের এই সুপরিকল্পিত কার্যকলাপ দক্ষতার সাথে সম্পাদিত হতে পারে এবং ব্যয় সংকোচ অর্জিত হয়।

৪। নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদান ঃ লক্ষ্যে পৌছার জন্য নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। পরিকল্পনা ব্যবসায়ের মালিককে কেবল ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনাই দেয় না, নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। এটি কার্য সম্পাদনের সময় তালিকা ও চেক লিস্ট হিসেবে নিয়ন্ত্রণ কার্যকে সফল করে তোলে। অতএব, নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতার দিক থেকে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।

৫। তথ্যসূত্র দলিল ঃ ব্যবসায় পরিকল্পনা অনেক সময় তথ্যসূত্র দলিল হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার, আগ্রহী জনসাধারণ ব্যবসার বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে যা ব্যবসায় উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যবসায়ের অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা মিটানোর মত কাজে সহায়তা করে।

৬। কার্য মূল্যায়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণ ঃ ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি মূল্যায়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরই কোন ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

৯.৩ ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু (The Contents of Business Plan) ঃ

উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণন, অর্থসংস্থান এবং ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল ঃ

* উৎপাদনসংক্রান্ত বিষয় ঃ	* অর্থসংস্থান সংক্রান্ত বিষয় ঃ
১। কি উৎপাদন করা হবে,	১। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে।
২। কিভাবে উৎপাদন করা হবে,	২। কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে,
৩। কতটুকু উৎপাদন করা হবে,	৩। কে অর্থ যোগান দিবে,
৪। কোথায় উৎপাদন করা হবে,	৪। কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে,
৫। কিসের দ্বারা উৎপাদন করা হবে,	৫। খরচ নির্ধারণের পদ্ধতি কি হবে,
৬। কার দ্বারা উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি।	৬। কিভাবে মুনাফা অর্জিত হবে ইত্যাদি।
*** ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণন সংক্রান্ত বিষয় ঃ**	*** ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয় ঃ**
১। কাঁচামাল কোথা থেকে ক্রয় করা হবে,	১। ব্যবসায়কে কিভাবে সংগঠিত করা যাবে,
২। উৎপাদিত পণ্য কার কাছে বিক্রয় করা যাবে,	২। ব্যবস্থাপনা কার্য কিভাবে চলবে,
৩। কত দামে বিক্রয় করা যাবে,	৩। কে ব্যবস্থাপনা কার্য চালাবে,
৪। কি পরিমাণ বিক্রয় করা যাবে,	৪। কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে,
৫। কোথায় বিক্রয় করা হবে,	৫। কর্মীর সংস্থান কিভাবে হবে,
৬। কিভাবে বিক্রয় করা হবে ইত্যাদি।	৬। প্রয়োজনে কিভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা যাবে ইত্যাদি।

ব্যবসায় পরিকল্পনার উপরোক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান, বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

•• ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রতিবেদন ঃ

১। সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

শিল্পোদ্যোক্তা বা প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঃ - - - -

জন্ম তারিখ ঃ - - - -

প্রকল্প বিবরণ (প্রকল্পের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য) ঃ

ভূমি ও দালান ভাড়া ☐ বা লিজ ☐

প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ - - - - - - - -

ব্যবসার প্রকৃতি - - - - - - - - - - - -

ব্যবসার নাম - - - - - - - - - - - - - -

ঠিকানা - - - - - - - - - - - - - - - -

১.১ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১.২ পূর্ব অভিজ্ঞতা

২। প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

উৎপাদনমূলক ☐

কেনা বেচা ☐

সেবামূলক ☐

২.১ উৎপাদন কর্মসূচি (প্রথম বছরের জন্য, তবে ২য় ও ৩য় বছরের কর্মসূচি উল্লেখ বাঞ্ছনীয়) ঃ

আইটেম	প্রাক্কলিত উৎপাদনের পরিমাণ	আঞ্চলিক মোট বিক্রয়ের পরিমাণ টাকায়	প্রস্তাবিত ক্ষমতা ব্যবহার
১।			
২।			
৩।			

২.২ মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি ঃ

মেশিনারি ও আবশ্যকীয় স্পেয়ার এর তালিকা	প্রয়োজনীয় সংখ্যা	দাম টাকা	মোট মূল্য টাকা
মোট			

(উপরোক্ত হিসাবে সকল প্রকার শুল্ক ও কর, প্যাকিং ও ফরওয়ার্ডিং খরচাদি, বৈদ্যুতিক ও স্থাপনা খরচ যোগ করতে হবে।)

২.৩ কাঁচামাল ঃ

আইটেম	মোট বাৎসরিক প্রয়োজন		
	পরিমাণ	মূল্য	সরবরাহের উৎস
মোট			

২.৪ উপযোগিতাসমূহ ঃ

বিবরণাদি	বাৎসরিক প্রয়োজন	মোট বাৎসরিক ব্যয়
বিদ্যুৎ		
গ্যাস/কয়লা/অন্যান্য জ্বালানি		
পানি		
অন্য কিছু		
মোট		

২.৫ শ্রমিক/মানব সম্পদ ঃ

বিবরণ	সংখ্যা	মোট মজুরি ও বেতন/বছর টাকা
দক্ষ		
অদক্ষ		
অফিস স্টাফ		
মোট		

৩.০ বাজার সমীক্ষা ঃ বাজারের আকার, বাজার অঞ্চল, প্রস্তাবিত পণ্যের অংশ (%) প্রতিযোগীর প্রকৃতি, বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি তথ্যের আলোকে নিজস্ব বাজার পরিকল্পনা দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ধারণা, প্যাকেজিং পদ্ধতি, বাজার প্রমোশন প্রণালি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

৪.০ প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ ঃ

৪.১ স্থায়ী মূলধন ঃ	**টাকা**
ভূমি ও দালান	------------
মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি	------------
ফার্নিচার ও ফিকচারস	------------
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয়	------------
মোট	

৪.২ চলতি মূলধন ঃ	
কাঁচামালের স্টক	------------
আধা প্রস্তুত পণ্যের স্টক	------------
প্রস্তুতকৃত মজুত মালের স্টক	------------
দেনাদার	------------
অন্যান্য	------------
মোট	

৪.৩ প্রকল্পের মোট ব্যয় ঃ	
স্থায়ী মূলধন (৪.১)	------------
চলতি মূলধন (৪.২)	------------
প্রাথমিক এবং প্রাক পরিচালনা ব্যয়	------------
মোট	টাকা

৪.৪ প্রকল্পের অর্থায়ন পদ্ধতি	
নিজস্ব তহবিল	------------
টার্ম লোন (স্থায়ী মূলধন)	------------
চলতি মূলধন	------------
অন্যান্য উৎস (যদি থাকে)	------------
মোট প্রকল্প ব্যয়	

(প্রকল্পের মোট ব্যয় অর্থসংস্থানের সমান হবে)

৫.০ প্রকল্পের লাভজনকতা (এক বছর থেকে কয়েক বছরের জন্য হতে পারে)

	মূল্য টাকা
(ক) বিক্রয় আয়	------------
(খ) উৎপাদন ব্যয় (২.৩ + ২.৪+২.৫)	------------
(গ) বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	------------
(ঘ) প্রশাসনিক ব্যয়	------------
(ঙ) সুদ	------------
(চ) অবচয়	------------
(ছ) মোট মুনাফা ক - (খ + গ + ঘ + ঙ + চ)	------------
(জ) আয় কর	------------
(ঝ) নিট লাভ বা ক্ষতি (ছ - জ)	------------

৬.০ আর্থিক পরিকল্পনাসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণী

(ক) প্রফরমা ব্যালেন্স শীট

(খ) ক্যাশফ্লো হিসাব

(গ) ব্রেক-ইভেন অ্যানালাইসিস বা মুনাফা পরিকল্পনা

৭.০ সহায়ক দলিলাদি ঃ

(ক) পার্টনারশীপ চুক্তি

(খ) পেটেন্ট ও কপি রাইট

(গ) দোকান বা কারখানা ভাড়া নেয়ার চুক্তি

(ঘ) বিক্রি চুক্তি

(ঙ) বিমা পলিসি চুক্তি

(চ) উৎপাদনের নকসা, বিল্ডিং-এর নকসা প্রভৃতি

(ছ) বৈধ লাইসেন্সের কপি

(জ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

মোট কথা, ব্যবসা-পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা ব্যবসার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলে এবং ব্যবসায়িক ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

৮.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচি ঃ

	সপ্তাহ/দিন	তারিখ
১। পণ্য নির্বাচন ও বাজার সমীক্ষা	...	...
২। প্রকল্প রিপোর্ট	...	...
৩। কারখানার স্থান নির্বাচন	...	...
৪। স্থায়ী পুঁজি ও চলতি পুঁজির জন্য দরখাস্ত পেশ	...	...
৫। মেশিনারির অর্ডার	...	...
৬। কারখানা বিল্ডিং সমাপ্তির তারিখ	...	...
৭। মেশিনারি স্থাপন	...	...
৮। বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন	...	...
৯। কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ	...	...
১০। পরীক্ষামূলক উৎপাদন	...	...
১১। বিক্রয় ব্যবস্থা	...	...
১২। উদ্বোধন	...	...
১৩। বাণিজ্যিক উৎপাদন	...	...

***** ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন (অনুশীলন)**

উদ্দেশ্য ঃ

১। অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থীরা ব্যবসা পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

২। প্রকল্প থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে পারবে।

সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট - ২ ঘন্টা

উপকরণ ঃ বোর্ড, চক, বোর্ড মার্কার ইত্যাদি।

ধাপসমূহ ঃ

ধাপ-১ ঃ শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ হবে।

ধাপ-২ ঃ প্রত্যেক দল নিম্নলিখিত ৬টি প্রশ্নের উত্তর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বের করবে।

(ক) প্রকল্পের জন্য কত টাকা লাগবে?

(খ) প্রকল্পের জন্য কী কী উপকরণ লাগবে?

(গ) কী কী উপকরণ নিজের আছে?

(ঘ) কী কী কিনতে হবে?

(ঙ) এক মাসে গড় উৎপাদন ব্যয়,

(চ) এক মাসে বিক্রয়ের পরিমাণ।

শিক্ষকের করণীয় ঃ

১। অনুশীলন শেষে প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট একটি প্রকল্প নিয়ে নিজে লিখিতভাবে আলোচনা করবেন।

(ক) প্রকল্পের নাম

(খ) প্রকল্পের জন্য টাকার পরিমাণ ঃ . . . . টাকা

(গ) স্থায়ী মূলধন ঃ . . . .

(যে খরচ ১ বছরের বেশি সময়ের জন্য হবে– যেমন– লন্ড্রী প্রকল্পের জন্য ওয়াশিং মেশিন, ঘর, স্থাপনা ব্যয়, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, ইস্ত্রী প্রভৃতি।

-	ঃ - - - - - - - - - - - -	টাকা
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"

চলতি মূলধন ঃ (যে খরচ এক বছরের কম সময়ের জন্য হবে। যেমন– লন্ড্রী প্রকল্পের জন্য সাবান, মেরামত খরচ, কর্মচারীর বেতন, নিজের বেতন, বিদ্যুৎ খরচ ইত্যাদি)

-	ঃ - - - - - - - - - - - -	টাকা
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"
-	ঃ - - - - - - - - - - - -	"

একমাসে কত খরচ হবে তা পেশ করার জন্য স্থায়ী খরচের অবচয় বের করতে হবে। অবচয় খরচ বের করার নিয়ম হল নির্দিষ্ট যন্ত্রটি কত বছর কাজের উপযোগী থাকবে সে বছরের সংখ্যা দিয়ে যন্ত্রটির ক্রয়মূল্য ভাগ করলে এক বছরের খরচ বের হবে। এই পরিমাণকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে এক মাসের মোট খরচ বেরোবে। এই খরচের সাথে ১ মাসের গড় খরচ যোগ করলে ১ মাসের মোট খরচ বেরোবে। এক মাসের সর্বমোট আয় থেকে এক মাসের মোট খরচ বাদ দিলে আসল ব্যয় বেরোবে।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

১। প্রকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

২। প্রকল্প থেকে আয় ব্যয়ের হিসাব বের করার পদ্ধতি জানা।

৯.৪ ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ (The Business Plan Proforma) ঃ

একটি সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। এগুলোকে পরিকল্পনার ধাপ বা পর্যায় বলা হয়ে থাকে। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণত পাঁচটি পর্যায় বা ধাপ থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **ব্যবসায় প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ ঃ** পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রকল্পের ধারণা চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে এদের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ এই সকল তথ্যের যথার্থতার উপরই পরিকল্পনার কার্যকারিতা নির্ভর করে। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, নতুবা প্রকল্প ধারণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

২। **প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই ঃ** এ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত প্রকল্প ধারণার প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামর্থ্য, দুর্বলতা, অসুবিধা ইত্যাদি দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে হয়।

৩। **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বা প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায় ঃ** প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ফলাফল অনুকূল হলে বাস্তব প্রকল্প প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এ পর্যায়ে বাজার জরিপ, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দিক বিশ্লেষণ এবং সংগঠনের ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৪। **প্রকল্পের মূল্যায়ন ঃ** এটি ব্যবসায় পরিকল্পনার শেষ ধাপ বা স্তর। এ পর্যায়ে প্রণীত প্রকল্পটির আর্থিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয় অর্থাৎ প্রকল্পটির জন্য ব্যয় এবং অর্জিত ফলাফলের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের ফলাফল অনুকূল হলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৫। **প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি ঃ** ইহা ব্যবসা প্রকল্প প্রণয়নের সর্বশেষ ধাপ। ব্যবসায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও বিষয়বস্তুর বিবেচনায় রেখে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

৯.৫ ব্যবসায় পরিবেশ (Environment of Business) ঃ

ব্যবসায় পরিবেশ বলতে মূলত ব্যবসায়িক উন্নয়নের পরিবেশকে বুঝায়। যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যদিয়ে একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তা তার ব্যবসায় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে তাকেই বলা হয় ব্যবসায়িক পরিবেশ। অর্থাৎ ব্যবসায়ের যেসব বহিঃস্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদ্যোক্তার ব্যবসায় বা শিল্পের প্রবর্তন ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে অভিহিত করা হয়। কোন এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা ব্যবসায় উন্নয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোকে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এ উপাদানগুলোই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

একটি উৎপাদনশীল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে ম্যাকার্থী (Macarthy) চারটি 'P' দ্বারা সংক্ষেপে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– Product (উৎপাদিত দ্রব্য), Price (মূল্য), Placc (স্থান) এবং Promotion (প্রসার)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে পণ্য, মূল্য, স্থান এবং প্রসার সরাসরি জড়িত ও এগুলো পরিবেশকে প্রভাবিত করে। অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ অনেকাংশে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির বাস্তবায়নের উপর।

নিম্নে ব্যবসায় পরিবেশের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ

১। **ফিলিপ কটলার** (Philip Cotler)-এর মতে, "ব্যবসায় পরিবেশ হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সকল প্রকার শক্তি।"

২। **অধ্যাপক এন, সি, রায় চৌধুরী**-এর মতে, "যেসব অবস্থা ব্যবসায়ের উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।"

৩। **অধ্যাপক দত্ত ও মুখার্জীর** মতে, 'যেসব ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে, তাকেই ব্যবসায় পরিবেশ বলে।'

৪। **অধ্যাপক লতিফুর রহমানের** মতে, "কারবার ও শিল্পের যেসব অবস্থা কারবারি ফার্ম ও শিল্পের সংগঠন ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে তাদের সমষ্টিকে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।"

পরিশেষে বলতে পারি যে, ব্যবসায় পরিবেশ হল এমন সব শক্তি ও পারিপার্শ্বিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থা যা ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

৯.৬ শিল্পোদ্যোগ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ (The factors which effect environment of entrepreneurship) ঃ

ব্যবসায়িক পরিবেশের কতকগুলো দিক রয়েছে। যেগুলো বিশেষভাবে শিল্পোদ্যোক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিচে ৫টি প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশ উল্লেখ করা হল ঃ

১। রাজনৈতিক পরিবেশ; ২। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ;

৩। অর্থনৈতিক পরিবেশ; ৪। আইনগত পরিবেশ এবং

৫। প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

নিচে ব্যবসায়িক পরিবেশের পাঁচটি প্রভাব বিস্তারকারী দিক বা উপাদান চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল ঃ



চিত্র ঃ ৯.১ শিল্পোদ্যোগ পরিবেশ

১। রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment) ঃ একটি দেশের সরকার, আইন-শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অবস্থা মিলে তৈরি হয় রাজনৈতিক পরিবেশ। কোন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সে দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অনুকূল সরকারি নীতিমালা (যেমন– শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি) ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করে। দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য স্থিতিশীল ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক। এরূপ পরিবেশ দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।

২। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Socio-cultural Environment) ঃ যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ গড়ে ওঠে সে পরিবেশ থেকেই মানুষ তার আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে থাকে। সামাজিক পরিবেশ মূলত সমাজের জনগণের অগণিত দল বা গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আর কোন সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণই সংস্কৃতি হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্যবসায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপকরণগুলো হচ্ছে জনসংখ্যা, জাতি, ধর্ম, ভোগকারী জনগণের মনোভাব, শিক্ষা-সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইত্যাদি।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) জনসংখ্যা (Population) ঃ কোন দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। জনগণ উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে পণ্যসামগ্রী, সেবাকর্ম উৎপাদন ভোগ ব্যবহার করে থাকে। জনশক্তিকে বাদ দিয়ে কোন দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য চলতে পারে না। জনশক্তি শিল্পের উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিল্পের সাফল্য সুস্থ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ শ্রমিক শক্তির উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে উপস্থিত শ্রমিক শক্তির বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। কাজেই দেখা যায় উদ্যোক্তার উন্নয়নে জনশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(খ) জাতি (Race) ঃ জাতিভেদে মানুষের দৈহিক গড়ন, আকার-আকৃতি বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিতে পার্থক্য দেখা যায়, যা ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। শ্বেতকায় জাতির লোকেরা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সাহসী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান বলে তারা ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণকায় জাতির লোকেরা তুলনামূলকভাবে অলস, দুর্বল, নিস্পৃহ ও দুর্বল ধী-শক্তি সম্পন্ন, যে কারণে ব্যবসায় বাণিজ্যে তারা অনগ্রসর। সুতরাং ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে জাতিগত বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

(গ) ধর্ম (Religion) ঃ ধর্ম মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে প্রভাব বিস্তার করে। এক এক ধর্মাবলম্বী জনগণ এক একরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত, যার প্রতিফলন তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উপজীবিকার উপর বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। যেমন– ইসলাম ধর্মে মদ্যপান ও সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই, মুসলিম সমাজে মদ্য উৎপাদন ও অর্থলগ্নী ব্যবসায় বিঘ্নিত হয়। তেমনিভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে কোন কোন ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। কাজেই ধর্মের রীতিনীতি বা অনুশাসন দ্বারা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়।

(ঘ) ভোগকারী জনগণের মনোভাব (Attitude of Consumers) ঃ জনগণের অভাব পূরণের জন্য পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কাজেই ভোগকারী জনগণের মনোভাব তথা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অভিরুচি ইত্যাদি দ্বারা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ প্রভাবিত হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীর গতিতে হলেও মানুষের অভিরুচি, চাহিদা, ফ্যাশন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিতে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। উদ্যোক্তাকে তাই এসব সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি বিধান করে উৎপাদন ও বণ্টন কার্য পরিচালনা করতে হয়। কাজেই ভোগকারী জনগণের গতিশীল অভিরুচি ও মনোভাব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক অনুপম বহিঃস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করে যার প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে উদ্যোক্তা তার ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(ঙ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education & Culture) ঃ মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারাও ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষেরা তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। যে কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা -দীক্ষায় সমৃদ্ধ জাতি সফল উদ্যোক্তার জন্ম দেয়।

(চ) ঐতিহ্য (Tradition) ঃ ঐতিহ্যগত কারণেও শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভাবিত হয়। প্রাচীনকাল হতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার প্রয়োগ থেকে এই ঐতিহ্যগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ ঐতিহ্য অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। কাজেই বলা যায়, শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ কখনো কখনো ঐতিহ্যগত সামাজিক পরিবেশেরই ফল।

৩। **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment) ঃ** জনগণের অভাব মোচনের নিমিত্তে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনের প্রচেষ্টায় অবিরত নিয়োজিত থেকে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে। অর্থনৈতিক পরিবেশ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও দেশ-বিদেশের বাজারে সেগুলো বণ্টন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। নিম্নে অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা (Money and Credit System) ঃ ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য অর্থ ও ঋণ মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ বা মূলধন ব্যতীত কোন ব্যবসায় চলতে পারে না। পর্যাপ্ত অর্থ ও ঋণের সুবিধা উদ্যোক্তা উন্নয়ন তথা ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

(খ) প্রাথমিক শিল্প, পরিবহন ও গৌণ উৎপাদন (Primary Industry, Transportation and Secondary Industry) ঃ প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন ও গৌণ উৎপাদন দ্বারা মানুষের উপজীবিকা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভাবিত হয়। তাই এগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সম্পদ সংগ্রহ ও উত্তোলন, কৃষি কাজ, গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্গত। অপরপক্ষে শ্রম ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পদ প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বারা পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম সৃষ্টি গৌণ উৎপাদনের অন্তর্গত।

৪। **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment) ঃ** উদ্যোক্তার ব্যবসায় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আইনগত পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আইনগত পরিবেশ বিভিন্নভাবে উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। যেমন ঃ

(ক) কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পারস্পরিক অসাধু ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন;

(খ) অসৎ ও অসাধু কারবারিদের হাত থেকে ভোগকারী গ্রাহকদের রক্ষার নিমিত্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক আইন;

(গ) কারবারিদের অসংগত আচরণ থেকে সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে আইন ইত্যাদি।

৫। **প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment) ঃ** প্রযুক্তিক জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে নিজেদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। প্রযুক্তিগত কারণে মানুষ এখন নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে। এর বদৌলতেই সমাজের জনগণ উন্নতমানের নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে পারছে। আবার এই প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশের পরিবর্তন ও নতুন কৌশল কিভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়।

পরিশেষে বলতে পারি যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। অতএব ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত এ সকল উপাদান অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

৯.৭ ব্যবসায় পরিবেশের আঙ্গিকসমূহ (Aspects of Business Environment) ঃ

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিম্নে ব্যবসায়িক পরিবেশের কয়েকটি প্রধান দিক আলোচনা করা হল ঃ

১। **ব্যবসায়িক পরিবেশের রাজনৈতিক দিক (Political Aspects of Business Environment) ঃ** ব্যবসায় এবং রাজনীতির মধ্যে পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াশীল সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সরকারি নীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও সরকার গঠনকারী রাজনীতিবিদদের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে ব্যবসায়ী কৌশলকেও সরকার ও রাজনীতি প্রভাবিত করতে পারে। এ সম্পর্কের কারণেই ব্যবসায়িকগণ স্থিতিশীল সরকার দেখতে চান যাতে তারা নির্বিঘ্নে সুষ্ঠু পরিবেশে কাজ করতে পারেন। অপরপক্ষে সরকারও দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতিমালা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের সংগে আলোচনা করে থাকেন। রাজনীতিবিদরা অনেক সময় নিজ স্বার্থে কোন ব্যবসায়ির নিকট থেকে নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করে। প্রতিদান হিসেবে এরা সরকারের নিকট হতে সুযোগ সুবিধা আদায় করে। এতে শিল্পোদ্যোগী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এতে শিল্পোদ্যোগী পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। তাই ব্যবসায়ীগণ ও সরকারের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হলে ব্যবসায়িক পরিবেশ অনুকূল হয়।

২। **ব্যবসায়িক পরিবেশের অর্থনৈতিক দিক (Economic Aspects of Business Environment) ঃ** ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসার প্রভাব অপরিসীম। সাধারণভাবে

অর্থনৈতিক কাঠামো, শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে চলমান অবস্থা, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় শুল্ক, কর, যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত সরকারি নীতিমালা মোট জাতীয় উৎপাদনে অর্থনৈতিক পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে উদ্যোক্তার যথাযথ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানটি কার্য পরিচালনা করবে। একজন স্বার্থক উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করতে পারেন। তবে উদ্যোক্তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে দেশের শিল্প নীতি মূলধনের যোগান, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা, শ্রমশক্তি ইত্যাদি ব্যবসায়িক পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। মোটকথা কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিময়, আয় ব্যয় প্রভৃতি উৎপাদনের উদ্ভব ঘটে ও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

৩। ব্যবসায়িক পরিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক (Social and Cultural aspects of Business Environment) ঃ একটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সে দেশের ব্যবসায় পরিবেশের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও সাংস্কৃতিক বিষয়টি গুণগত এবং পরিমাপ ও তুলনা করা সহজ সাধ্য নয়, তথাপি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অনুসারে এর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ভিন্নতর হয়। একটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ, মূল্যবোধ, প্রথা, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির উপর। কখনো কখনো এসব উপাদানের কোন কোনটি মানুষের সামগ্রিক চিন্তা ও চেতনার এত গভীরে প্রোথিত থাকে যে, সেগুলোকে পরিবর্তন করা অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সনাতন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উত্তম ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আধুনিক সামাজিক মূল্যবোধ ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ পরিবেশ বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক। রিসি, টেনডন-এর মতে, "উন্নয়নশীল দেশের সনাতন মূল্যবোধ জনশক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। এসব সমাজের লোকেরা সাধারণত ভাগ্যে বিশ্বাসী। তারা কোন ইতিবাচক ফলকে ভাগ্যের প্রসন্নতা হিসেবে গণ্য করে ও বিফলতার জন্য ভাগ্যের বিরূপতাকে দায়ী করে।

তবে আশার কথা হল বর্তমানে ব্যবসায় সম্পর্কে সমাজের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে। অধিক শিক্ষিত যুবক শ্রেণি সমাজের প্রাচীন রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে নব উদ্যোগে এগিয়ে আসছে এবং নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে।

৪। ব্যবসায়িক পরিবেশে কারিগরি দিক (Technical Aspects of Business Environment) ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অবদান। প্রযুক্তির উন্নয়নই শিল্প বিপ্লবের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। প্রযুক্তির কারণেই নিত্য নতুন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং অর্থনীতির উপর অনুকূল প্রভাব ফেলছে। যে দেশের প্রযুক্তি যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি ততই উন্নত। প্রযুক্তিগত পরিবেশ শিল্প ও ব্যবসায়ে অনুকূল প্রভাব ফেলে। তাই শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনের পূর্বে দেশ-বিদেশে বিদ্যমান প্রযুক্তির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যবসায়কে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন– নতুন পণ্য উৎপাদনকে সহজতর করতে পারে, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে এবং একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে ক্রেতারা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায় যা ব্যবসায়ীর মুনাফা বৃদ্ধি করে।

৫। ব্যবসায় পরিবেশের আইনগত দিক ঃ জনজীবনের অন্য সব ক্ষেত্রের মত ব্যবসায়ও আইনের উর্ধ্বে নয়। সূচনাকাল থেকে বিলুপ্তিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আইনকানুন ব্যবসায়িক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একজন ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে এমন সব আইনকানুনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন ঃ এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথমূলধনী, সমসাময়িক প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন আইন দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। একমালিকানা কারবারের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ, পৌরকর ও আয়কর পরিশোধ ইত্যাদি ব্যতীত আলাদা কোন আইন নেই।

অংশীদারি কারবার ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক প্রবর্তিত অংশীদারি আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুরূপভাবে যৌথমূলধনী কারবারও ১৯১৩ সালে কোম্পানি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯৯৪ সালে এ আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। চুক্তি আইন (১৮৭২), বিনিময় বিল আইনসহ (১৮৮২) বহু ব্রিটিশ আইন আমাদের ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। এছাড়া যেসব আইন যেমন– আয়কর আইন, কারখানা আইন, মজুরি আইন, শ্রমিক স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলো বহুলাংশেই ঔপনিবেশিক ধারণা প্রভাবিত।

ব্যবসায় পরিবেশের আইনগত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন আইনের অনেক ধারায় অস্পষ্টতা রয়েছে। ফলে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক অবস্থায় এসব আইনের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ, পণ্যপ্রস্তুত ও বাজারজাতকরণে নকশিকরণ প্রবণতা, আইন উপেক্ষা দীর্ঘসূত্রিতা যেমন– ব্যাংক ঋণ মামলা নিস্পত্তিকরণে কালক্ষেপণ ও অন্যান্য শিল্প সংক্রান্ত মামলা নিস্পত্তিকরণে কালক্ষেপণ ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। বিদ্যমান আর্থসামাজিক চাহিদানুসারে প্রচলিত আইনের পরিমার্জন এবং নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।

অর্থনৈতিক কাঠামো, শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে চলমান অবস্থা, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় শুল্ক, কর, যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত সরকারি নীতিমালা মোট জাতীয় উৎপাদনে অর্থনৈতিক পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে উদ্যোক্তার যথাযথ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানটি কার্য পরিচালনা করবে। একজন স্বার্থক উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করতে পারেন। তবে উদ্যোক্তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে দেশের শিল্প নীতি মূলধনের যোগান, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা, শ্রমশক্তি ইত্যাদি ব্যবসায়িক পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। মোটকথা কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিময়, আয় ব্যয় প্রভৃতি উৎপাদনের উদ্ভব ঘটে ও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

৩। **ব্যবসায়িক পরিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক (Social and Cultural aspects of Business Environment) ঃ** একটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সে দেশের ব্যবসায় পরিবেশের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও সাংস্কৃতিক বিষয়টি গুণগত এবং পরিমাপ ও তুলনা করা সহজ সাধ্য নয়, তথাপি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অনুসারে এর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ভিন্নতর হয়। একটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ, মূল্যবোধ, প্রথা, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির উপর। কখনো কখনো এসব উপাদানের কোন কোনটি মানুষের সামগ্রিক চিন্তা ও চেতনার এত গভীরে প্রোথিত থাকে যে, সেগুলোকে পরিবর্তন করা অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সনাতন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উত্তম ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আধুনিক সামাজিক মূল্যবোধ ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ পরিবেশ বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক। রিসি, টেনডন-এর মতে, "উন্নয়নশীল দেশের সনাতন মূল্যবোধ জনশক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। এসব সমাজের লোকেরা সাধারণত ভাগ্যে বিশ্বাসী। তারা কোন ইতিবাচক ফলকে ভাগ্যের প্রসন্নতা হিসেবে গণ্য করে ও বিফলতার জন্য ভাগ্যের বিরূপতাকে দায়ী করে।

তবে আশার কথা হল বর্তমানে ব্যবসায় সম্পর্কে সমাজের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে। অধিক শিক্ষিত যুবক শ্রেণি সমাজের প্রাচীন রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে নব উদ্যোগে এগিয়ে আসছে এবং নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে।

৪। **ব্যবসায়িক পরিবেশে কারিগরি দিক (Technical Aspects of Business Environment) ঃ** বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অবদান। প্রযুক্তির উন্নয়নই শিল্প বিপ্লবের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। প্রযুক্তির কারণেই নিত্য নতুন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং অর্থনীতির উপর অনুকূল প্রভাব ফেলছে। যে দেশের প্রযুক্তি যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি ততই উন্নত। প্রযুক্তিগত পরিবেশ শিল্প ও ব্যবসায়ে অনুকূল প্রভাব ফেলে। তাই শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনের পূর্বে দেশ-বিদেশে বিদ্যমান প্রযুক্তির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যবসায়কে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন– নতুন পণ্য উৎপাদনকে সহজতর করতে পারে, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে এবং একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে ক্রেতারা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায় যা ব্যবসায়ীর মুনাফা বৃদ্ধি করে।

৫। **ব্যবসায় পরিবেশের আইনগত দিক ঃ** জনজীবনের অন্য সব ক্ষেত্রের মত ব্যবসায়ও আইনের উর্ধ্বে নয়। সূচনাকাল থেকে বিলুপ্তিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আইনকানুন ব্যবসায়িক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একজন ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে এমন সব আইনকানুনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন ঃ এক মালিকানা, অংশীদারি, যৌথমূলধনী, সমসাময়িক প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন আইন দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। একমালিকানা কারবারের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ, পৌরকর ও আয়কর পরিশোধ ইত্যাদি ব্যতীত আলাদা কোন আইন নেই।

অংশীদারি কারবার ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক প্রবর্তিত অংশীদারি আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুরূপভাবে যৌথমূলধনী কারবারও ১৯১৩ সালে কোম্পানি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯৯৪ সালে এ আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। চুক্তি আইন (১৮৭২), বিনিময় বিল আইনসহ (১৮৮২) বহু ব্রিটিশ আইন আমাদের ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। এছাড়া যেসব আইন যেমন– আয়কর আইন, কারখানা আইন, মজুরি আইন, শ্রমিক স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলো বহুলাংশেই ঔপনিবেশিক ধারণা প্রভাবিত।

ব্যবসায় পরিবেশের আইনগত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন আইনের অনেক ধারায় অস্পষ্টতা রয়েছে। ফলে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক অবস্থায় এসব আইনের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ, পণ্যপ্রস্তুত ও বাজারজাতকরণে নকশিকরণ প্রবণতা, আইন উপেক্ষা দীর্ঘসূত্রিতা যেমন– ব্যাংক ঋণ মামলা নিষ্পত্তিকরণে কালক্ষেপণ ও অন্যান্য শিল্প সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিকরণে কালক্ষেপণ ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। বিদ্যমান আর্থসামাজিক চাহিদানুসারে প্রচলিত

অনুশীলনী-৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পরিকল্পনা কী?

উত্তর : পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির নক্‌শা। ভবিষ্যতে কি করা হবে, কিভাবে করা হবে, কখন করা হবে, কাকে করতে হবে তা পূর্ব হতে নির্ধারণ করাকে পরিকল্পনা (Planning) বলে।

২। ব্যবসায় পরিকল্পনা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১৪]

উত্তর : যে প্রতিবেদনে কোন ব্যবসার বর্তমান অবস্থা এবং ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে তুলে ধরা হয়, সে প্রতিবেদনকে ঐ ব্যবসার নকসা বা ব্যবসার পরিকল্পনা বা Business Plan বলে।

৩। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে ৪টি ধাপের নাম কর।

উত্তর : ১। ব্যবসায় প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ,
২। প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই,
৩। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং
৪। প্রকল্পের মূল্যায়ন।

৪। ব্যবসায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন কী? [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর : প্রত্যেক ব্যবসায়ের লক্ষ্য থাকে এবং পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবসা পরিচালনা করে মুনাফার লক্ষ্য অর্জন করাকেই বলা হয় ব্যবসায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন।

৫। প্রকল্পের মূল্যায়ন কী? [টেক্স-১০]
অথবা, প্রকল্প মূল্যায়ন কাকে বলে? [টেক্স-১৪]

উত্তর : কোন প্রকল্প যাচাই করে তার কার্যকারিতার ফলাফল ইতিবাচক হলেই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রকল্প যাচাই করার এই প্রক্রিয়াকেই প্রকল্পের মূল্যায়ন বলে।

৬। একজন ব্যবসায়ীর কখন ব্যর্থ হওয়ার আশংকা থাকে না?

উত্তর : একজন ব্যবসায়ী তখনই ব্যবসায় উদ্যোক্তা যখন ব্যবসায় সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার মাধ্যমে যথাযথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৭। পরিকল্পনাকে ব্যবসায়ের সেতু হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?

উত্তর : পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ব্যবসায় পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজন। কেননা পরিকল্পনা ব্যবসায় শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনকারী সেতু হিসেবে কাজ করে থাকে।

৮। ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান কাজ কী? [টেক্স-১৫]

উত্তর : ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান কাজ হল বিশৃঙ্খলা দূর করা এবং ঝুঁকি কমানো যাতে ব্যবসার লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

৯। প্রকল্প ধারণা কিভাবে চিহ্নিত করতে হয়?

উত্তর : পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রকল্পের ধারণা চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, নতুবা প্রকল্প ধারণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

১০। প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪; জিটি-১৩; টেক্স-১৩]

উত্তর : এই পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত প্রকল্প ধারণার প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামর্থ্য, দুর্বলতা, অসুবিধা ইত্যাদি দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে হয়।

১১। ব্যবসায় পরিকল্পনার ৪টি প্রয়োজনীয়তার নাম কর।

উত্তর : (১) অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, (২) অনিশ্চয়তা দূরীকরণ, (৩) কার্যের সুষ্ঠু সমাধান ও (৪) নিয়ন্ত্রণের সুবিধা প্রদান।

১২। ব্যবসায়ের প্রথমে ধারণা চিহ্নিত করতে হবে কেন?

উত্তর: পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে এদের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নতুবা প্রকল্প ধারণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

১৩। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ০৪]

উত্তর: প্রস্তাবিত প্রকল্পে পণ্যের চাহিদা, কারিগরি সুবিধা, লাভজনকতা, আর্থিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়াকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলা হয়।

১৪। উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫, ০৬, ১৩]

উত্তর: উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কোন কাজের দ্রব্য বা সেবাকর্ম সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের কার্যপ্রক্রিয়া অগ্রিম নির্ধারণ করা। অর্থাৎ কোন দ্রব্য বা সেবা কম উৎপাদনের পরিকল্পনাকে উৎপাদন পরিকল্পনা বলে।

১৫। কারবারের সচ্ছলতা কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর: মানুষের একক বা যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে কারবারের সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। তাকে কারবারের সচ্ছলতা বলে।

১৬। উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৩; টেক্স-১৫]

উত্তর: কোন পণ্য বা সেবাকর্ম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর কার্য প্রক্রিয়ার নির্ধারণ করাই উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

১৭। ব্যবসায় পরিকল্পনা থেকে একজন বিনিয়োগকারী কী জানতে পারে?

উত্তর: ব্যবসায় পরিকল্পনা থেকে একজন বিনিয়োগকারী জানতে পারে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার রূপরেখা।

১৮। কারবারি উদ্যোক্তার কখন ব্যর্থ হওয়ার কোন ভয় থাকে না? [পলি-২০১২]

উত্তর: কারবারি উদ্যোক্তা ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার মাধ্যমে পরিচালনা করলে ব্যর্থ হওয়ার কোন ভয় থাকে না।

১৯। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন কিভাবে করা উচিত?

উত্তর: একজন কারবারি উদ্যোক্তাকে নিজ অথবা অন্য কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত।

২০। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ/পর্যায় কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণত পাঁচটি পর্যায় বা ধাপ থাকে। এগুলো হল–

১। ব্যবসায় প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ;
২। প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই;
৩। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই;
৪। প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং
৫। প্রকল্পের প্রতিবেদন তৈরি।

২১। পরিবেশ কী?

উত্তর: যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে মানুষ তার জীবনযাত্রাকে নির্বাহ করে সেসব অবস্থাকেই পরিবেশ বলা হয়।

২২। ব্যবসায়ের পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১২]
অথবা, ব্যবসায় পরিবেশ কাকে বলে? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর: ব্যবসায়ের পরিবেশ বলতে ঐসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিকে বুঝানো হয়, যা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, কার্যপ্রয়োগ বা সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে।

২৩। শিল্প উদ্যোগের উপর পরিবেশের উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে নাউমস (Naums) এর মত উল্লেখ কর।

উত্তর: শিল্প উদ্যোগের উপর পরিবেশের উপাদানের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে নাউমস (Naums) উল্লেখ করেন যে, অর্থসংস্থানের বহিঃসমর্থন, প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন ক্ষমতা একটি নতুন শিল্প উদ্যোগের সফলতাকে প্রভাবিত করে।

২৪। দেশের শিল্পোদ্যোগীর পরিবেশ কখন নষ্ট হয়? [পলি-২০১২; টেক্স-০৯]

উত্তর কোন দেশের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং তখন শিল্পোদ্যোগীর পরিবেশ নষ্ট হয়।

২৫। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী উল্লেখ কর। [জিটি-২০১৩]

উত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– মূলধন সরবরাহ, উৎপাদন, বণ্টনপ্রণালি, মাথাপিছু আয় ও ব্যয় ইত্যাদি।

২৬। রাজনৈতিক পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি হয়? [পলি-২০০৩]

উত্তর কোন দেশের সরকার, আইন ও রাজনৈতিক অবস্থার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক পরিবেশ।

২৭। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী উল্লেখ কর। [পলি-২০০৮, ১১]

উত্তর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো হল– ভূমি, জলবায়ু, খনিজসম্পদ, প্রাণী সম্পদ ও বনজ সম্পদ।

২৮। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী উল্লেখ কর।

উত্তর সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো হল– মানুষ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, ভোক্তাদের মনোভাব, জনসংখ্যা, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি।

২৯। উদ্যোক্তা উন্নয়ন বা ব্যবসায়িক পরিবেশ কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ১০; টেক্স-০৯]

উত্তর যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তা তার ব্যবসায় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে তাকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বা ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।

৩০। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান হল ঃ

১। অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা এবং ২। প্রাথমিক শিল্প, পরিবহন ও গৌণ শিল্প কারখানা।

৩১। রাজনৈতিক পরিবেশ কী? [পলি-২০১২]

অথবা, উদ্যোক্তা উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা কী? [পলি-২০০৩]

উত্তর একটি দেশের সরকার, আইন-শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অবস্থা মিলে তৈরি হয় রাজনৈতিক পরিবেশ। কোন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সে দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে।

৩২। অর্থনৈতিক পরিবেশ কী?

উত্তর জনগণের অভাব মোচনের নিমিত্তে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনের প্রচেষ্টায় অবিরতভাবে নিয়োজিত থেকে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে।

৩৩। আইনগত পরিবেশ কী? [টেক্স-১৪]

উত্তর যে কোন প্রতিষ্ঠান বা কারবারি প্রতিষ্ঠানকে অসাধু ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড হতে রক্ষা করার পরিবেশকে আইনগত পরিবেশ বলে।

৩৪। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কী বা কাকে বলে? [পলি-২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১৪]

উত্তর যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্প কারখানা পরিচালনা করতে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহজে আধুনিক কলা-কৌশল ও প্রযুক্তিগত সাহায্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, তাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে।

৩৫। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিসের উপর বেশি নির্ভর করে? [পলি-২০০৫]

উত্তর একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে।

৩৬। কুপার প্রদত্ত উদ্যোক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের ৩টি উপাদানের নাম কর।

উত্তর ১। শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের পূর্ব উদাহরণ; ২। শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের জ্ঞান ও ৩। উদ্যোক্তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

৩৭। ব্যবসায় আইনানুগত কাঠামো কয়টি ও কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর ঃ ব্যবসায় আইনানুগত কাঠামো প্রধানত ৭টি। যথা–

(ক) আয়কর আইন, (খ) শুল্ক আইন,
(গ) আমদানি-রপ্তানি আইন, (ঘ) শ্রমিক আইন,
(ঙ) ক্ষতিপূরণ আইন, (চ) শ্রমিক সংঘ আইন।
(ছ) মজুরি আইন,

৩৮। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এমন উপাদানগুলো কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬, ০৯, ১১]

উত্তর ঃ ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এমন উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) রাজনৈতিক, (খ) সামাজিক,
(গ) সাংস্কৃতিক, (ঘ) অর্থনৈতিক,
(ঙ) আইনানুগত, (চ) প্রযুক্তিগত ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। ব্যবসায় পরিকল্পনা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯]
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-১৩]

উত্তর ঃ ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে ভবিষ্যতে যে ব্যবসায় করা হবে তার প্রকৃতি নির্ধারণ এবং পণ্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন কিভাবে ও কতটুকু করা হবে, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কিভাবে বাজারজাত করা হবে, সম্ভাব্য মুনাফা কি হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি ও অর্থের যোগান কিভাবে করা হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কর্মসূচি প্রণয়ন করাকে ব্যবসায় পরিকল্পনা বলে।

২। ব্যবসায়ের কোন কোন দিক গুরুত্বপূর্ণ?
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব উল্লেখ কর। [পলি-২০০৫, ০৯, ১০, ১৪]

উত্তর ঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবসায় কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসায়ের ঈপ্সিত লক্ষ্যার্জনে ব্যবসায় পরিকল্পনার আবশ্যকতা রয়েছে। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে ব্যবসায় উদ্দেশ্যবিহীন ও লক্ষ্যহীনভাবে চলতে থাকে। এতে ব্যবসায়ের কার্যাবলি এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে অনেকটা অন্ধকারে পথ চলার মত অবস্থা হয় এবং অতি শীঘ্রই ব্যবসায়ের পতন ঘনিয়ে আসে। নিম্নে ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল ঃ

১। **অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ঃ** প্রতিটি ব্যবসায় সংগঠনের পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা হচ্ছে প্রাথমিক ও মুখ্য সোপান। পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যবসায়ের কাজ ঠিকমত চালান যায় না, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না এবং লক্ষ্যেও পৌছান যায় না।

২। **অনিশ্চয়তা দূরীকরণ ঃ** ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। ভাবী অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায় কিভাবে কোন পথে চলবে ব্যবসায় পরিকল্পনা সে সম্পর্কে একটি অগ্রিম চিত্র প্রদান করে।

৩। **কার্যের সুষ্ঠু সমাধান ঃ** ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায়ের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যাদি পরিচালনার সর্বোৎকৃষ্ট ও মিতব্যয়ী পন্থা নির্দেশ করে। এতে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কখন কি কাজ কিভাবে করতে হবে এবং কত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকে।

৪। **নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদান ঃ** পরিকল্পনা ব্যবসায়ের মালিককে কেবল ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনাই দেয় না, নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। এটি কার্য সম্পাদনের সময় তালিকা ও চেক লিস্ট হিসেবে নিয়ন্ত্রণ কার্যকে সফল করে তোলে।

৫। **তথ্যসূত্র দলিল ঃ** ব্যবসায় পরিকল্পনা অনেক সময় তথ্যসূত্র দলিল হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার, আগ্রহী জনসাধারণ ব্যবসার বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে যা ব্যবসায় উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যবসায়ের অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা মিটানোর মত কাজে সহায়তা করে।

৬। **কার্য মূল্যায়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণ ঃ** ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি মূল্যায়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায় পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরই কোন ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

৩। **ব্যবসায় পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় এবং কেন?** [পলি-২০০৫; টেক্স-০৯]
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? [টেক্স-২০১০; জিটি-১৩]

উত্তর ঃ ব্যবসায়িক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণন, অর্থসংস্থান এবং ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল ঃ

* উৎপাদনসংক্রান্ত বিষয় ঃ	* অর্থসংস্থান সংক্রান্ত বিষয় ঃ
১। কি উৎপাদন করা হবে, ২। কিভাবে উৎপাদন করা হবে, ৩। কতটুকু উৎপাদন করা হবে, ৪। কোথায় উৎপাদন করা হবে, ৫। কিসের দ্বারা উৎপাদন করা হবে, ৬। কার দ্বারা উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি।	১। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে, ২। কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে, ৩। কে অর্থ যোগান দিবে, ৪। কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে, ৫। খরচ নির্ধারণের পদ্ধতি কি হবে, ৬। কিভাবে মুনাফা অর্জিত হবে ইত্যাদি।
*** ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণন সংক্রান্ত বিষয় ঃ**	*** ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয় ঃ**
১। কাঁচামাল কোথা থেকে ক্রয় করা হবে, ২। উৎপাদিত পণ্য কার কাছে বিক্রয় করা যাবে, ৩। কত দামে বিক্রয় করা যাবে, ৪। কি পরিমাণ বিক্রয় করা যাবে, ৫। কোথায় বিক্রয় করা হবে, ৬। কিভাবে বিক্রয় করা হবে ইত্যাদি।	১। ব্যবসায়কে কিভাবে সংগঠিত করা যাবে, ২। ব্যবস্থাপনা কার্য কিভাবে চলবে, ৩। কে ব্যবস্থাপনা কার্য চালাবে, ৪। কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে, ৫। কর্মীর সংস্থান কিভাবে হবে, ৬। প্রয়োজনে কিভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা যাবে ইত্যাদি।

ব্যবসায় পরিকল্পনার উপরোক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান, বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

৪। **অর্থসংক্রান্ত বিষয় কী কী? বর্ণনা কর।** [পলি-২০১১, ২০১২, ১৪]

উত্তর ঃ বিপণন ও উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নিচে অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনা হল ঃ

(ক) কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।
(খ) কে অর্থের যোগান দিবে।
(গ) কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে।
(ঘ) কিভাবে ব্যয় নির্ধারণ করা হবে।
(ঙ) কিভাবে মুনাফা অর্জিত হবে।

৫। **বিক্রয় ও বিপণনসংক্রান্ত বিষয়গুলো কী কী? উল্লেখ কর।** [পলি-২০১৩]

উত্তর ঃ বিক্রয় ও বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উদ্যোক্তাকে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) উৎপাদিত পণ্য কার কাছে বিক্রয় করা যাবে,
(খ) কি পরিমাণ বিক্রয় করা যাবে,
(গ) কোথায় বিক্রয় করা যাবে,
(ঘ) কি পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হবে ইত্যাদি।

৬। **পরিকল্পনার ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণনসংক্রান্ত বিষয়গুলো কী কী?** [পলি-২০১৩]

উত্তর ঃ ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণনসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) কাঁচামাল কোথা থেকে ক্রয় করা হবে,
(খ) উৎপাদিত পণ্য কার কাছে বিক্রয় করা হবে,
(গ) কত দামে বিক্রয় করা হবে,
(ঘ) কি পরিমাণ বিক্রয় করা হবে,
(ঙ) কোথায় বিক্রি করা হবে,
(চ) কিভাবে বিক্রয় করা হবে ইত্যাদি।

৭। পরিকল্পনার উৎপাদনসংক্রান্ত বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর ঃ উৎপাদনসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) কি উৎপাদন করা হবে, (খ) কিভাবে উৎপাদন করা হবে,

(গ) কতটুকু উৎপাদন করা হবে, (ঘ) কোথায় উৎপাদন করা হবে,

(ঙ) কিসের দ্বারা উৎপাদন করা হবে, (চ) কার দ্বারা উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি।

৮। ব্যবসায় প্রকল্প ধারণা কীভাবে চিহ্নিত করতে হয়?

উত্তর ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রকল্পের ধারণা চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে এদের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ এই সকল তথ্যের যথার্থতার উপরই পরিকল্পনার কার্যকারিতা নির্ভর করে। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, নতুবা প্রকল্প ধারণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

৯। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান কত প্রকার ও কী কী?–উদাহরণ দাও। [পলি-২০০৫, ০৬, ১০; জিটি-১২]

উত্তর ঃ উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(i) রাজনৈতিক পরিবেশ; (ii) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ;

(iii) অর্থনৈতিক পরিবেশ; (iv) আইনগত পরিবেশ এবং

(v) প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

নিম্নে উদাহরণসহ এ উপাদানসমূহ আলোচনা করা হল–

(i) **রাজনৈতিক পরিবেশের উদাহরণ ঃ** সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অনুকূল সরকারি নীতিমালা অর্থাৎ শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি।

(ii) **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উদাহরণ ঃ** জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণ ইত্যাদি।

(iii) **অর্থনৈতিক পরিবেশের উদাহরণ ঃ** অর্থ ব্যবসা, প্রাথমিক শিল্প, পরিবহন ও গৌণ উৎপাদন ইত্যাদি।

(iv) **আইনগত পরিবেশের উদাহরণ ঃ** অসাধু ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা, সামাজিক স্বার্থরক্ষা, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা ইত্যাদি।

(v) **প্রযুক্তিগত পরিবেশের উদাহরণ ঃ** ব্যবসায় আধুনিক কলাকৌশল, প্রযুক্তিক জ্ঞানলাভের সুবিধা; দক্ষ জনশক্তি প্রাপ্তি ইত্যাদি।

১০। ম্যাকার্থী প্রদত্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির নির্দেশ কী কী?

উত্তর ঃ একটি উৎপাদনশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে ম্যাকার্থী (Macarthy) চারটি 'P' দ্বারা সংক্ষেপে নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণ ঃ

(i) P হল Product অর্থ উৎপাদিত দ্রব্য,

(ii) P হল Price অর্থ মূল্য;

(iii) P হল Place অর্থ স্থান এবং

(iv) P হল Promotion অর্থ প্রসার।

সুতরাং কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশে পণ্য, মূল্য, স্থান এবং প্রসার সরাসরি জড়িত ও এগুলো দ্বারা ব্যবসায়িক পরিবেশ প্রভাবিত।

১১। শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবেশের বা প্রভাবকের ভূমিকা কী? [পলি-২০০৫, ০৭; টেক্স-১৩]

অথবা, প্রযুক্তি চাহিদা সৃষ্টি করে না, চাহিদা প্রযুক্তি সৃষ্টি করে–বর্ণনা কর। [পলি-২০০৮; টেক্স-২০০৯]

উত্তর ঃ প্রযুক্তির জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে নিজেদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। প্রযুক্তিগত কারণে মানুষ এখন নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে। এর বদৌলতেই সমাজের জনগণ উন্নতমানের নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে পারছে। আবার এই প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশের পরিবর্তন ও নতুন কৌশল কিভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সে ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি দেয়া দরকার।

পরিশেষে বলতে পারি যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। অতএব ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত এ সকল উপাদান অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

১২। আইনগত পরিবেশ কিভাবে উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে?

উত্তর উদ্যোক্তার ব্যবসায় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আইনগত পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আইনগত পরিবেশ বিভিন্নভাবে উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। যেমন–

(ক) কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পারস্পরিক অসাধু ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন;

(খ) অসৎ ও অসাধু কারবারিদের হাত থেকে ভোগকারী গ্রাহকদের রক্ষার নিমিত্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক আইন;

(গ) কারবারিদের অসংগত আচরণ থেকে সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত আইন ইত্যাদি।

১৩। পরিবেশের উপাদান হিসেবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর।

উত্তর ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য অর্থ ও ঋণ মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ বা মূলধন ব্যতীত কোন ব্যবসায় চলতে পারে না। পর্যাপ্ত অর্থ ও ঋণের সুবিধা উদ্যোক্তা উন্নয়ন তথা ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহায়তা করে। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১৪। ভোগকারী জনগণের মনোভাব উদ্যোক্তার ব্যবসায় কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে কিভাবে?

উত্তর জনগণের অভাব পূরণের জন্য পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কাজেই ভোগকারী জনগণের মনোভাব তথা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অভিরুচি ইতাদি দ্বারা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ প্রভাবিত হয়। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীর গতিতে হলেও মানুষের অভিরুচি, চাহিদা, ফ্যাশন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিতে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। উদ্যোক্তাকে তাই এসব সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি বিধান করে উৎপাদন ও বণ্টন কার্য পরিচালনা করতে হয়। কাজেই ভোগকারী জনগণের গতিশীল অভিরুচি ও মনোভাব ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক অনুপম বহিঃস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করে যার প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে উদ্যোক্তা তার ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১৫। প্রাথমিক উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন ও গৌণ উৎপাদন দ্বারা মানুষের উপজীবিকা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভাবিত হয়। তাই এগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সম্পদ সংগ্রহ ও উত্তোলন, কৃষি কাজ, গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্গত। আর শ্রম ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পদ প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বারা পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম সৃষ্টি গৌণ উৎপাদনের অন্তর্গত।

১৬। ব্যবসায় পরিবেশের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১২]

অথবা, ব্যবসায় পরিবেশ কী? সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর ব্যবসায়ের যেসব বহিঃস্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদ্যোক্তার ব্যবসায় বা শিল্পের প্রবর্তন ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে অভিহিত করা হয়। কোন এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা ব্যবসায় উন্নয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোকে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এ উপাদানগুলোই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

নিম্নে ব্যবসায় পরিবেশের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হল ঃ

(i) **ফিলিপ কটলার** (Philip Cotler)-এর মতে, "ব্যবসায় পরিবেশ হল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাববিস্তারকারী সকল প্রকার শক্তি।"

(ii) **অধ্যাপক এন, সি, রায় চৌধুরী**-এর মতে, "যেসব অবস্থা ব্যবসায়ের উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।"

(iii) **অধ্যাপক দত্ত ও মুখার্জীর** মতে, 'যেসব ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে, তাকেই ব্যবসায় পরিবেশ বলে।'

(iv) **অধ্যাপক লতিফুর রহমানের** মতে, "কারবার ও শিল্পের যেসব অবস্থা কারবারি ফার্ম ও শিল্পের সংগঠন ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে তাদের সমষ্টিকে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।"

পরিশেষে বলতে পারি যে, ব্যবসায় পরিবেশ হল এমন সব শক্তি ও পারিপার্শ্বিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থা যা ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

১৭। উদ্যোক্তার সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়ের কার্যাবলি প্রভাবিত করে এমন কতগুলো পরিবেশের উপাদান উল্লেখ কর।

উত্তর: উদ্যোক্তার সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়ে কার্যাবলি প্রভাবক কিছু উপাদানের নাম নিচে উল্লেখ করা হল :

(ক) কাঁচামালের প্রাপ্তি;

(খ) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি;

(গ) প্রতিষ্ঠানের মুখ্য অফিসের নিকটবর্তিতা;

(ঘ) প্রতিযোগিতা;

(ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম কাঠামো,

(চ) মূলধন নিবিড়তা ইত্যাদি।

১৮। ব্যবসায়িক পরিবেশের কারিগরি দিক বলতে কী বোঝায়? [পলি-২০১১]

উত্তর: বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অবদান। প্রযুক্তির উন্নয়নই শিল্প বিপ্লবের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। প্রযুক্তির কারণেই নিত্য নতুন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং অর্থনীতির উপর অনুকূল প্রভাব ফেলছে। যে দেশের প্রযুক্তি যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি ততই উন্নত। প্রযুক্তিগত পরিবেশ শিল্প ও ব্যবসায়ে অনুকূল প্রভাব ফেলে। তাই শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনের পূর্বে দেশ-বিদেশে বিদ্যমান প্রযুক্তির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যবসায়কে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন– নতুন পণ্য উৎপাদনকে সহজতর করতে পারে, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে এবং একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে ক্রেতারা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায় যা ব্যবসায়ীর মুনাফা বৃদ্ধি করে।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। ব্যবসায় পরিকল্পনা কী? ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৭, ০৮; টেক্স-১৩, ১৪]

উত্তর সংকেত: অনুচ্ছেদ ৯.১ এবং ৯.২ দ্রষ্টব্য।

২। ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার কোন কোন বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় এবং কেন? –ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত: অনুচ্ছেদ ৯.৩ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ বর্ণনা কর। [পলি-২০১০]
অথবা, সেমেস্টার ওয়ার্ক হিসেবে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা সংক্ষেপে প্রণয়ন কর।
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যায়/স্তর কয়টি ও কী কী?–ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত: ৯.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৫; জিটি-১৩]
অথবা, শিল্পোদ্যোগের ওপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৬, ১২, ১৩, ১৪; টেক্স-০৯, ১০, ১৫; জিটি-১২]
অথবা, ব্যবসায় পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [পলি-২০০৯; টেক্স-১৪, ১৫]

উত্তর সংকেত: অনুচ্ছেদ ৯.৫ ও ৯.৬ দ্রষ্টব্য।

৫। বিনিয়োগ পরিবেশের আঙ্গিকে ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা, ব্যবসায়িক পরিবেশের আঙ্গিকে ব্যবসায় পরিবেশের প্রধান প্রধান দিকগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৭, ১০, ১১]

উত্তর সংকেত: ৯.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। ব্যবসায় পরিকল্পনার নমুনা প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। [পলি-২০০৪, ১১; টেক্স-০৯]
অথবা, একটি কাল্পনিক আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি কর। [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত: অনুচ্ছেদ ৯.৩ নং এর "ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিবেদন" অংশ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ১০

সহায়তার উৎসসমূহ এবং শিল্পানুমোদন প্রক্রিয়া
Sources of Assistance & Industrial Sanctioning

১০.০ সূচনা (Introduction) ঃ

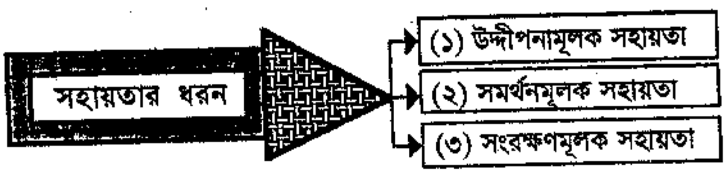
কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে বিভিন্ন ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তি বা শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা বা শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও তা সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। কোন রকম সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া ব্যবসায় টিকে থাকা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার টিকে থাকা অবাস্তবও বটে। আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ সহায়তার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১০.১ সহায়তার উৎসের সংজ্ঞা (Definition of Sources of Assistance) ঃ

যে সমস্ত উৎস একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় বা শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও তা সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে তাকেই সহায়তার উৎস (Sources of Assistance) বলে। সহায়তার উৎস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সাহায্য বা সহায়তার উপর নির্ভর করেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে।

১০.২ সহায়তার ধরন বা প্রকারভেদ (Types of Sources of Assistance) ঃ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তাকে এদের ধরন অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হল ঃ



১। উদ্দীপনামূলক সহায়তা (Stipulatory Assistance) ঃ শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন করা একটি সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজ। তবে একাজে রয়েছে নানাবিধ ঝুঁকি। যে কারণে অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে চায় না অর্থাৎ ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজী হয় না। এ জন্য প্রয়োজন হয়, উদ্দীপনামূলক সহায়তা। কোন ব্যক্তিকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে উদ্দীপনামূলক সহায়তা। যদি কাউকে একথাটি ভালভাবে বুঝানো যায় যে, পরের অধীনে চাকরি করার চেয়ে নিজেই নিজের ও অন্যের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা উত্তম তাহলে সে ব্যক্তি হয়তো ব্যবসায় বা শিল্প উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহী হবে। উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা, অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারি সাহায্য সহায়তার ব্যাপক প্রচার, পণ্য নির্বাচন ও প্রকল্প প্রণয়নে সাহায্য ও পরামর্শ দান, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাবলির মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে বা শিক্ষার্থীকে নতুন শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা যেতে পারে।

২। সমর্থনমূলক সহায়তা (Supportive Assistance) ঃ শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকেও তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য অর্থাৎ শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সমর্থনমূলক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সমর্থনমূলক সহায়তা একজন শিল্প উদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আরও বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

শিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য স্থায়ী ও চলতি মূলধনের সংস্থান, শিল্পের অবকাঠামোগত সহায়তা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রীকরণ, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহে সাহায্য, কাঁচামাল সরবরাহ, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কর অবকাশ ও ভর্তুকি প্রদান, ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যে পরামর্শ দান, পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য করা ইত্যাদিকে সমর্থনমূলক সহায়তা হিসেবে গণ্য করা হয়।

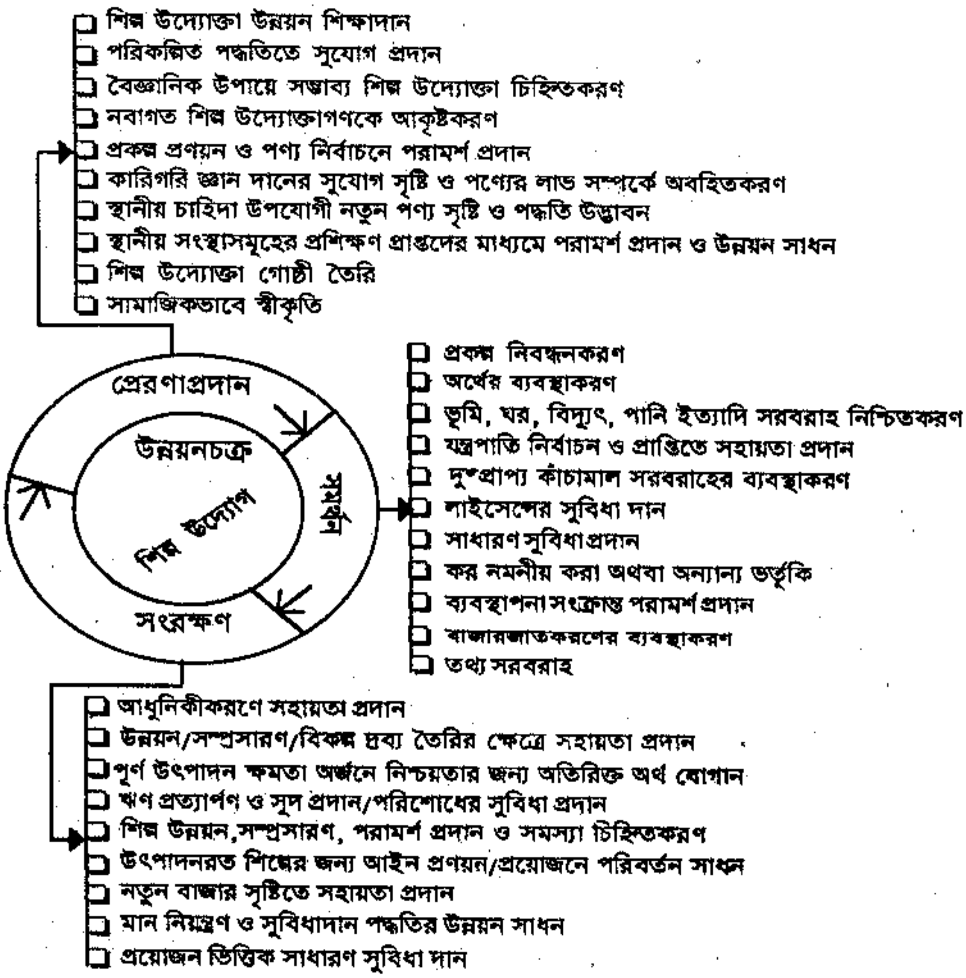
৩। **সংরক্ষণমূলক সহায়তা (Sustaining Assistance) ঃ** একজন ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও তাকে উৎপাদন কার্য অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ ধরনের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তাকে নানারূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সংরক্ষণমূলক সহায়তা এসব প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

শিল্প বা ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণ, নতুন কলা-কৌশল ব্যবহার, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণ, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান, ঋণের সুযোগ সৃষ্টি, ঋণের টাকা ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি, শিল্প সম্প্রসারণের পরামর্শ প্রদান, পণ্য বিপণনের নতুন নতুন পন্থা বা উপায় উদ্ভাবন, আইনগত স্বীকৃতি, সাধারণ সুবিধাদি প্রদানের জন্য কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি সংরক্ষণমূলক সাহায্য-সহায়তার অন্তর্গত।

১০.৩ শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র (Entrepreneurship Development Cycle) ঃ

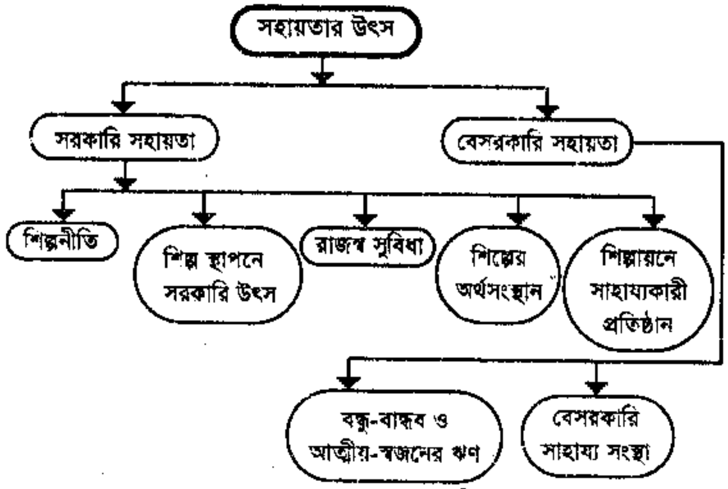
যে চক্রে শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক সহায়তার বিভিন্ন উপাদান প্রদর্শিত হয়, তাকে শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র বলে।

শিল্পে অনুন্নত দেশগুলোতে শিল্পোদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবই মূলত শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়। এ বিষয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাব রাখেন, তাদেরই একজন জ্ঞানী জনের ধ্যান-ধারণাভিত্তিক প্রণীত উন্নয়ন চক্রটি স্বীকৃত। শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন চক্রটি নিম্নে প্রদান করা হল ঃ



১০.৪ সহায়তার উৎসসমূহ (The Sources of Aids) ঃ

শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করতে উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন হয়। এসব সহায়তা বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে। উৎসগুলোকে প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি এ দু'টো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে সহায়তার বিভিন্ন উৎসসমূহ দেখানো হল ঃ



১। **সরকারি সহায়তা (Government Assistance) ঃ** যে কোন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারি উৎসসমূহই শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তার প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, দ্রুত শিল্পায়ন সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা। যেমন– শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্ব নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি, শিল্পের অবকাঠামোগত সুবিধা দানের নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকেন।

নিম্নে সরকারি সহায়তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

(ক) শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি (Industrial and Investment Policy) ঃ সরকার দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিল্পায়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অবস্থার আলোকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সময় সময় শিল্পনীতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা হয়। একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(খ) শিল্প স্থাপনে সরকারি উৎসাহ দান (Government motivational activities for establishing Industry) ঃ দেশে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিল্পের অবকাঠামোগত সুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করে থাকে।

(গ) রাজস্ব সুবিধা (Revenue Facilities) ঃ সরকার কর অবকাশ, বর্ধিত হারে অবচয় ধার্যের সুযোগ, বিনিয়োগ ভাতা, বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর রেয়াত ইত্যাদি রাজস্ব সুবিধাদি দিয়ে শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে।

(ঘ) শিল্পের অর্থসংস্থান (Financing in Industry) ঃ সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে থাকে।

(ঙ) শিল্পায়নে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Assisting Institutions Industrialisation) ঃ কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সাফল্যজনকভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে যে সব সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিল্পোদ্যোক্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যারা শিল্পায়নে অব্যাহতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে আসছে এ সকল প্রতিষ্ঠান শিল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে শিল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন পর্যন্ত নানাভাবে শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে সাহায্য করে থাকে। আমাদের দেশে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা, বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্প স্থাপন ও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

নিম্নে শিল্পায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংস্থা (BSCIC) ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে উন্নত ও সাহায্য করার জন্য ১৯৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হল এ শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ দান। এ সংস্থার অন্যান্য কর্মগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। শিল্পসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ, ২। উদ্যোক্তা সনাক্তকরণ, ৩। সাহায্যমূলক সেবা, ৪। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন, ৫। প্রকল্প নির্বাচন, ৬। প্রকল্প মূল্যায়ন, ৭। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা, ৮। ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান, ৯। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ১০। ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন, ১১। পণ্য ডিজাইন, ১২। কাঁচামাল সরবরাহের সাহায্য, ১৩। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপণনে সহায়তা, ১৪। গবেষণা ও উন্নয়ন, ১৫। পণ্যের বাজার সমীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ এ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে সংস্থার সাহায্যসমূহ পৌঁছে দেয়ার জন্য সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করেছে।

২। বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (BDBL) ঃ সাবেক বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB) ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার (BSRS) একত্রীতকরণের মাধ্যমে ২০০৯ সালে সরকারি সিদ্ধান্ত দ্বারা বিভিন্ন গঠিত হয়। এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

* বিনিয়োগের জন্য নতুন এবং লাভজনক খাতসমূহ চিহ্নিত করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
* উৎপানদশীল খাতে বিনিয়োগের জন্য আমানত সংগ্রহ করা।
* প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
* বাণিজ্যিকভাবে এবং ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা।
* ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অসুভ প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখা।
* ঋণ প্রদান ও আদায়ের সামগ্রিক কার্যক্রম জোরদার করা।
* শক্তিশালী, দক্ষ ও বিচক্ষণ আর্থিক কর্মক্ষমতা দ্বারা মুনাফা সর্বাধিক করা।

৩। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) ঃ এটি বাংলাদেশের একমাত্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ১৯৭৬ সালের পহেলা অক্টোবর বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান, বিনিয়োগের সম্প্রসারণ, পুঁজি বাজার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান, সঞ্চয়কে অর্থকরী কাজে লাগানো ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় হতেই আই সি বি সাধারণ সীমিত কোম্পানির বৈশিষ্ট্য অধিকারী প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই ও বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক নির্ধারণের প্রেক্ষিতে অবলিখন ও ঋণপত্র (Debenture) ঋণের যাচাই সহায়তা করে আসছে। আই সি বি এর কার্যাবলি সম্পাদনের সময় বাণিজ্যিক দিক ছাড়াও পুঁজির বাজার, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের দিক বিবেচনা করে থাকে। বিনিয়োগ ঝুঁকি দূর করার জন্য আই সি বির নেতৃত্বে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়েছে।

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) ঃ শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যথা– সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া ব্যাংকিং সেবাকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্যাংক শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বল্পমেয়াদি পুঁজির অভাব মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদি পুঁজিও সরবরাহ করছে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা মূলধন ছাড়াও ব্যাংক থেকে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগ-পূর্ব পরামর্শ, পণ্য নির্বাচন এবং বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারে।

৫। আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক (CIE) ঃ শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করতে একজন উদ্যোক্তাকে মেশিনারি, কাঁচামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার পূর্বে সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করার লাইসেন্স এবং রপ্তানিকারককে রপ্তানি নিবন্ধন (Registration) সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে।

৬। বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন (BHPECO) ঃ এ কর্পোরেশনের প্রধান লক্ষ্য হল হস্তচালিত তাঁত শিল্প দ্রব্যসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের তাঁত ও কুটির শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এ কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। নিজস্ব উদ্যোগে তাঁতশিল্প দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

৭। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা (BITAC) ঃ দেশের শিল্পায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দান, নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করা, যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান, বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, গ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তির জ্ঞান দান ইত্যাদি।

৮। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) ঃ পরিষদ শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দিক নির্দেশ, নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও পরিষদের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সেল স্থাপনে উৎসাহিত করে। দেশীয় প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্প ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও পরিষদের অন্যতম কাজ। একজন শিল্পোদ্যোক্তা এ পরিষদের আবিষ্কৃত পণ্য বা প্রক্রিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

৯। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (IDLC) ঃ দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য লিজিং কোম্পানির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আই ডি এল সি ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে মেশিনারি ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করছে।

১০। শিল্প ও বণিক সমিতি ঃ শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের উন্নয়নে ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবসায় শিল্প ও বণিক সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন সমিতি তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন, সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি সমিতির কাজ। এসব সমিতির মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স (এমসিসি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (নাসিব) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RKOB) ঃ এ দুটি ব্যাংক কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান ছাড়াও কৃষিভিত্তিক ও কুটিরশিল্পসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। সারা দেশে এদের অনেক শাখা রয়েছে।

১২। কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস (CI) ঃ শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করতে একজন উদ্যোক্তাকে মেশিনারি কাঁচামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে রপ্তানি করার পূর্বে সরকারের অনুমোদন ও রপ্তানির প্রধান নিয়ন্ত্রক বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি লাইসেন্স এবং রপ্তানিকারককে এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে।

১৩। এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (EPB) ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ই. পি. বি. শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে। এসব সাহায্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি পণ্যের প্রচার, বিদেশি আমদানিকারকের সাথে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকের যোগাযোগ স্থাপন, রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান, অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, রপ্তানিকারকের বিদেশ সফরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান এবং এক্সপোর্ট গ্যারান্টি প্রদান।

১৪। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB) ঃ এ করপোরেশন শিল্পোদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করে। এছাড়াও কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৫। বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সাইনটিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (BCSIR) ঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প নির্দেশনা নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং এর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পরিষদ শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সেল স্থাপন, দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৬। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (B.S.T.I.) ঃ এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করা যাতে দেশি ও বিদেশি বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য এ সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১৭। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) ও রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (REB) ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

১৮। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM) ঃ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক সরবরাহের জন্য এ সংস্থা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এসব কোর্সে শিল্পোদ্যোক্তা নিজে বা তার ফার্মের ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

অধিকন্তু শিল্প ও বাণিজ্য খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপক ও কারিগরি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ/প্রকৌশলী সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের শিল্প ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিকেল ট্রেনিং সেন্টার, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। বেসরকারি সহায়তা (Non-government Assistance) ঃ কোন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রেরণা বা সহায়তা বেসরকারি উৎস থেকেও পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তিকে তার ব্যবসায়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ, পণ্যের চাহিদার ধরন, কোন শিল্পোদ্যোক্তার সাথে পরিচয় ও মেলামেশার সুযোগ, সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সাথে পরিচয় বা সৌহার্দ্যতা প্রভৃতি শিল্প বা ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে থাকে। একজন উদ্যোক্তা বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্য বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও), কনসালটেন্সি বা উপদেষ্টা ফার্ম, ব্যবসায় বা বণিক সমিতি থেকে ব্যবসায় বা শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ নিতে বা অনুপ্রেরণা পেতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানে বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি উৎস উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

বেসরকারি সহায়তার উৎসকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(ক) বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ঋণ এবং

(খ) বেসরকারি সাহায্য সংস্থা।

(ক) বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ঋণ (Loan from relative and friend circle) ঃ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানের একটি স্বীকৃত উপায় হিসেবে আমাদের সমাজে পূর্বকাল থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

(খ) বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (Non-government Organisation) ঃ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থাগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ বিত্তহীনদের উদ্যোগী হবার ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, প্রশিকা, আশা প্রভৃতি বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলো আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থ, চুক্তি বা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

১। গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank) ঃ ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণের মাধ্যমে একটি গবেষণা কাজ হাতে নেন। পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তা বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে, বিত্তহীনদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। সাধারণত বিত্তহীনদের ৫ বা ১০ জনের একটি দলকে একত্র করে এ ব্যাংক কোন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল একজনকে পৃথকভাবে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। মাথাপিছু গড় ঋণ ২ থেকে ৩ হাজারের বেশি হয় না। ঋণের টাকা গ্রুপের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে লাভজনক ব্যবসায় বা ক্ষুদ্র শিল্পে খাটাতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

২। ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committe) ঃ ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়ে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছে।

১০.৫ শিল্পনীতি (The Industrial Policy) ঃ

শিল্পনীতি একটি দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। শিল্পায়নের গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকার অবস্থার আলোকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ঘোষণা করেন এবং সময়ের ব্যবধানে এর সংশোধন ও পরিবর্তন করে থাকেন। একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার জন্য আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিল্প স্থাপনে সরকারি উৎসাহ দান ঃ দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিল্পনীতিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করেন। এক্ষেত্রে সরকার সাধারণত যে সব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধাদি নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

সরকারি শিল্পনীতি অনুযায়ী সুষম বিকাশের জন্য সমগ্র দেশকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

১। **উন্নত এলাকা ঃ** যেখানে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে এবং যথেষ্ট শিল্পায়ন ঘটেছে।

২। **স্বল্পোন্নত এলাকা ঃ** যেখানে আংশিক অবকাঠামোর বিকাশ ঘটেছে এবং সামান্য কিছু শিল্পায়ন হয়েছে।

৩। **অনুন্নত এলাকা ঃ** যেখানে আংশিক অবকাঠামোর বিকাশ মোটেও সাধিত হয়নি এবং শিল্পায়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি।

রাজস্ব সুবিধা (Revenue Facilities) ঃ সরকারের বর্তমান শিল্পনীতিতে নিম্নোক্ত রাজস্ব সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। যথা ঃ

১। **কর অবকাশ ঃ** সরকার উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পাঁচ বছর, সাত বছর ও নয় বছরের কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছেন। এ কর অবকাশের মেয়াদ শিল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস থেকে হিসেব করা হবে।

এছাড়া শিল্পনীতিতে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা, গবাদিপশু পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, উদ্যান উন্নয়ন ও নার্সারি প্রভৃতি শিল্পে এলাকা নির্বিশেষে দশ বছরের কর অবকাশ দেয়া হয়েছে।

২। **বর্ধিত হারে অবচয় ধার্যের সুযোগ ঃ** উন্নত শিল্প এলাকার জন্য নতুন মেশিনারি বা প্ল্যান্টের বেলায় প্রথম বছরের শতকরা ৮০ ভাগ এবং পরবর্তী বছরে শতকরা ২০ ভাগ অবচয় ধার্য করার সুবিধা প্রদত্ত হয়েছে। তবে স্বল্পোন্নত এলাকায় স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে এই অবচয়ের হার প্রথম বছরে শতকরা ১০০ ভাগ হতে পারে।

৩। **বিনিয়োগ ভাতা ঃ** নীতি অনুযায়ী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনারি ও প্ল্যান্টের প্রকৃত মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ বিনিয়োগ ভাতা দেয়া হবে। অনুন্নত এলাকায় স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিনিয়োগ ভাতার হার শতকরা ২৫ ভাগ করা হয়েছে।

৪। **লোকসান মুনাফার সাথে সমন্বয় সাধন ঃ** কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি লোকসান দেখা দেয় তবে এক বছরের লোকসান পরবর্তী বছরে স্থানান্তর বা অন্য বছরের মুনাফার সাথে সমন্বয় করা যাবে না।

৫। **মূলধনী মুনাফা করমুক্ত ঃ** দালানকোঠা, মেশিনারি ও প্ল্যান্ট বিক্রয় থেকে অর্জিত মূলধনী মুনাফা ২ বছরের মধ্যে সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হলে অথবা নতুন কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা হলে অথবা প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হলে ঐ মুনাফা করমুক্ত হবে।

৬। **দ্বৈত কর রেয়াত ঃ** বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ভিত্তিতে দ্বৈত কর রেয়াতের ব্যবস্থা সরকারের ঘোষিত শিল্পনীতিতে রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয়, রয়্যালটি ও প্রযুক্তি ফি, কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের সুদ এবং আনুষঙ্গিক কিছু কিছু ব্যয় করমুক্ত রাখা হয়েছে।

শিল্পের অর্থসংস্থানগত সুবিধা ঃ দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান একান্ত অপরিহার্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় মুদ্রার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পুঁজির অভাবে স্থানীয় মূলধনকেও সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে শিল্পায়ন কাজে ব্যবহার করা যায় না। কারণ শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, প্রযুক্তি প্রভৃতি বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করতে হয়। সেজন্য সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

এ ছাড়াও সরকার স্থানীয় মুদ্রায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; প্রতিষ্ঠিত শিল্পের কার্যক্রম চালু রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১০.৬ শিল্পনীতির কৌশল (The Technique of Industrial Policy) ঃ

শিল্পনীতি হল একটি দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত ও দ্রুততর করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। শিল্পায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা মাফিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের জন্য শিল্পনীতি বিশেষভাবে কার্যকর। সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে ত্রুটি-বিচ্যুতিটি কোথায় তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়। সেই মোতাবেক সংশোধনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দরকার হয়।

শিল্পনীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১। গুণগত মানের ভিত্তিতে বর্তমান শিল্পসমূহের সামঞ্জস্য বিধান, আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন এবং প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থাগসমূহ বর্তমান ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা;

২। উপযুক্ত উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মধ্যবর্তী এবং মৌলিক পর্যায়ে উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা;

৩। উপযুক্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ করে অপ্রচলিত পণ্যসামগ্রীর এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ফার্মের জন্য রপ্তানি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শিল্পসমূহের ব্যাপারে অব্যাহত পর্যালোচনা করে পর্যায়ক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫। বর্ধিত পরিচালনাগত স্বাধীনতা প্রদান, লক্ষ্যমাত্রা ধার্যকরণ এবং কাজের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সরকারি খাতের শিল্পসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি;

৬। কিছু উৎসাহ দান ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প খাতের উন্নয়ন সাধন করা;

৭। অন্বয়ী শিল্প এবং উপ-ঠিকদারি বিকাশে উৎসাহ প্রদান;

৮। দেশের সকল অঞ্চলে দ্রুত শিল্প বিস্তারে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা;

৯। বিশেষ উৎসাহ দান এবং গবেষণা উৎপাদন ক্ষমতা ও বিপণনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আরোপের মাধ্যমে তাঁতশিল্প এবং রেশম খাতসমূহকে শক্তিশালী করা;

১০। গবেষণা ও উন্নয়নকে (R & D) উৎসাহিত করা এবং যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণ ও হস্তান্তর ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;

১১। অপরিহার্যভাবে কৃষি উন্নয়ন নীতির সঙ্গে শিল্প উন্নয়ন নীতির সংযোগ সাধন করা।

● **সরকারি ও বেসরকারি খাত ঃ** বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ ইং সালে প্রণীত শিল্পনীতিতে শিল্প বিনিয়োগ সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করেন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সরকারি খাতের জন্য সংরক্ষিত ঃ

১। অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি;

২। সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বনায়ন এবং যান্ত্রিক নিষ্কাশন;

৩। বিমান পরিবহন (কার্গো ব্যতীত) এবং রেলওয়ে;

৪। টেলিযোগাযোগ (বিতরণ ও সেবা ব্যতীত);

৫। পারমাণবিক শক্তি এবং

৬। সিকিউরিটি মুদ্রণ (কাগজী মুদ্রা) এবং টাকশাল।

১০.৭ শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্য (Foreign Aid) ঃ

অথবা, বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা (Definition of Foreign Aid) ঃ

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিজস্ব সম্পদ থেকে মূলধন যোগান দেয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তখন এ সকল দেশকে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে, যাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। এছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তাও দরকার হয়। তাই শিল্পায়নে আমাদের মত দেশে তিন ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যথা ঃ

(ক) অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থ ঋণ (খ) প্রযুক্তিগত সাহায্য ও (গ) পরামর্শগত সাহায্য।

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

(ক) অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থ ঋণ (Economic Aid or Loan) ঃ এই প্রকার সাহায্যের মাধ্যমে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থঋণ পেয়ে থাকে। এই ঋণের সাহায্যে মোট বিনিয়োগের একটি অংশ পূরণ হয়। অবশিষ্ট অর্থ বিনিয়োগকারীর নিজস্ব তহবিল ও অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে যোগান দেয়া হয়। অনেক সময় অনেক দেশ হতে চড়া সুদে সে অর্থ ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং ঋণের শর্তগুলো বড় জটিল ও কঠিন হয়। আবার অনেক দেশ আছে যারা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে এবং ঋণ পরিশোধের সময়ও অনেক দীর্ঘ হয়। তথাপি বিদেশি ঋণ যতো কম নেয়া যায় ততই মঙ্গল। অনেক সময় অপরিকল্পিত ঋণ শিল্পায়নে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি ঃ

(i) সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে আর্থিক সহায়তা দান।

(ii) সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী প্রকল্পসমূহে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দান।

(iii) মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে যে কোন শরীয়তসম্মত মুসলিম জনগণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন ও পরিচালনায় সহযোগিতা করা।

(iv) সদস্য দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটায় এমন সব প্রকল্পে সহায়তা করা।

(v) ব্যবসায়িক লেনদেন, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও বিনিয়োগ সুদবিহীনভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা দান।

৫। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International labour organization) হল জাতিসংঘের একটি সহকারি সংস্থা। ১৯৪৬ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, জেনেভায় এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনই এর কাজ। ইহা আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের মজুরি, কাজের সময়, কাজের শর্ত এবং নিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে।

৬। আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) ঃ UNESCO জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা ইহা বিশ্বব্যাপী সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান করে থাকে। ১৯৪৬ সালে UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর প্যারিসে অবস্থিত।

৭। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) ঃ আসিয়ান (Association of South-East Asian Nations) একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালানোই এর কাজ। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ক্ষুধা, রোগ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এর লক্ষ্য।

৮। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ঃ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organization) জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইটালির রোম শহরে এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষিকার্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে মানবজাতির সেবা করা এর লক্ষ্য।

৯। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা ১৯৪৬ সালে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। বিশ্বের সমগ্র জাতির উন্নত স্বাস্থ্য এবং রোগ মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত ধরনের শিক্ষা দিয়ে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

১০। ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) ঃ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (The Organization of the Islamic Conference) মুসলিম বিশ্বের একটি কল্যাণমূলক সংস্থা। ইহা ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি ঐক্য, সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করা এর প্রধান লক্ষ্য।

বিঃদ্রঃ বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলো হল ঃ জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, চীন, মালয়েশিয়া, কানাডা ইত্যাদি।

(খ) প্রযুক্তিগত সাহায্য (Technological Aid) ঃ প্রযুক্তিক জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ অবদান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ এখনও অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তাই শিল্পায়নের ব্যাপারে উন্নত দেশের অনেক বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সবেচেয়ে বেশি। উন্নত প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মান বৃদ্ধি ও সর্বোপরি মুনাফা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

(গ) পরামর্শগত সাহায্য (Consultancy Aid) ঃ আমাদের দেশেও পরামর্শক ও পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তথাপি উন্নত দেশের পরামর্শক ও পরামর্শ দাতা প্রতিষ্ঠানের মান অনেক উন্নত ও তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ। এছাড়া নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার কিংবা প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে বিদেশি পরামর্শকদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত বিদেশি পরামর্শকবৃন্দ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। তবে আমরা এতই বিদেশি পরামর্শকদের উপর নির্ভরশীল যে আমরা নিজেদের উপর নির্ভরশীলতা দিন দিন হারিয়ে ফেলছি। কোন রকম অসুবিধা দেখা দিলেই প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞ আনা হচ্ছে। এটা দেশের জন্য গৌরবের তো নয়ই বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। তাই আমাদের নিজেদেরকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে বিদেশি পরামর্শকদের সাহায্য-সহযোগিতা হ্রাস করতে হবে।

অনুশীলনী-১০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। সহায়তার উৎস কী বা সহায়তার উৎস কাকে বলে?
অথবা, সহায়তার উৎস বলতে কী বোঝায়? [টেক্স-১৩]

উত্তর ঃ যেসব উৎস একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসা বা শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও তা সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে তাকেই সহায়তার উৎস বলে।

২। সাহায্যের উৎস কত প্রকার ও কী কী? [পলি-২০০৪, ০৬, ১০, ১৪; জেটি-১২]

উত্তর ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সাহায্যে সহযোগিতার উৎস প্রধানত দু' প্রকার। যথা ঃ (১) সরকারি সহায়তা ও (২) বেসরকারি সহায়তা।

৩। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহায়তার ধরন কত রকমের হয়?

উত্তর ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহায়তার ধরন তিন রকমের হয়। যথা ঃ
(১) উদ্দীপনামূলক সহায়তা, (২) সমর্থনমূলক সহায়তা ও (৩) সংরক্ষণমূলক সহায়তা।

৪। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান দুটি সহায়তার উৎসের নাম কর।

উত্তর ঃ (১) সরকারি সহায়তা এবং (২) বেসরকারি সহায়তা।

৫। যে কোন ৪টি সরকারি সহায়তার নাম কর।

উত্তর ঃ (১) শিল্পনীতি, (২) রাজস্ব সুবিধা, (৩) শিল্প ঋণ ও (৪) শিল্প স্থাপনে সরকারি উৎসাহ।

৬। সরকারি সহায়তা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

উত্তর ঃ দ্রুত শিল্পায়ন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার কর্তৃক উদ্যোক্তাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করাকে সরকারি সহায়তা বলে।

৭। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় যে কোন দুটি বেসরকারি সহায়তার নাম কর।

উত্তর ঃ (১) বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের ঋণ এবং (২) বেসরকারি সাহায্য সংস্থা।

৮। উদ্দীপনা সহায়তা কী? [পলি-২০০৩]
অথবা, উদ্দীপনামূলক সহায়তা কী? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর ঃ যে সাহায্য সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা ব্যবসার বা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয় তাকেই উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলে।

৯। সমর্থনমূলক সহায়তা কাকে বলে? [পলি-২০০৩]

উত্তর ঃ শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাকে যখন দেশের সরকার ও জনগণ প্রচলিত আইন ও আচরণের মাধ্যমে সমর্থন প্রদান করে তখন তাকে সমর্থনমূলক সহায়তা বলে।

১০। সংরক্ষণমূলক সহায়তা কী?

উত্তর ঃ যখন কোন উদ্যোক্তা তার ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য অর্থাৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও যথাযথ মুনাফা অর্জনের জন্য সবরকম প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের সহায়তাকে সংরক্ষণমূলক সহায়তা বলে।

১১। শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র কী বা কাকে বলে?
অথবা, উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলতে কী বুঝ? [পলি-২০০৬, ০৭, ০৮, ১২, ১৪]

উত্তর ঃ যে চক্রে শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক সহায়তার বিভিন্ন উপাদান প্রদর্শিত হয় তাকে শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র বলে।

১২। শিল্পনীতি কী? [পলি-২০০৪, ০৮, ০৯]
অথবা, শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? [পলি-০৯; টেক্স-২০০৯, ১৩]

উত্তর ঃ দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে দেশের শিল্পনীতি বলে। শিল্পনীতি একটি দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

১৩। শিল্পনীতির কৌশল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর শিল্পনীতির কৌশল বলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার কৌশলকে বুঝায়।

১৪। শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্য বলতে কী বুঝায়?

অথবা, বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৭, ০৮]

উত্তর দেশের শিল্পায়নে বিদেশ হতে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যকে বুঝায়।

১৫। ইতিবাচক নীতি কী?

উত্তর যে শিল্প নীতির ফলে উদ্যোক্তা নানাবিধ রাজস্ব সুবিধাদি পায় তাকে ইতিবাচক শিল্প নীতি বলে।

১৬। কর অবকাশ কী বা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯]

উত্তর সরকার উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, তাকে কর অবকাশ বলে।

১৭। বিমা কী? [পলি-২০০৩, ১০]

উত্তর বিমা হল দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত একটি লিখিত চুক্তি যার মাধ্যমে এক বা একাধিক পক্ষ ঝুঁকি বহনকারী পক্ষের নিকট হতে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম বা চাঁদার মাধ্যমে দায়ভার বহনে সম্মত থাকে এবং চুক্তি পত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কারণে বিমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি তার ক্ষতি পূরণে বাধ্য থাকে।

১৮। মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী? [পলি-২০০৪, ০৯, ১৪]

উত্তর সরকারকে শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিরা পণ্যের মূল্যের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর (VAT) বলে।

১৯। শিল্পায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর শিল্পায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১। সরকারি সহায়তার উৎস এবং

২। বেসরকারি সহায়তার উৎস।

২০। শিল্প স্থাপনে সরকারি সহায়তা কাকে বলে? [পলি-২০১২]

উত্তর শিল্প স্থাপনে সরকারিভাবে কোন শিল্পোদ্যোক্তাকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয় তাকে সরকারি সহায়তা বলে।

২১। শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ কী?

উত্তর শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য নতুন শিল্প স্থাপন চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ, ঋণদান ও পরামর্শ দেয়া শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ।

২২। সরকারি সহায়তা কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর সরকারি সহায়তা পাঁচ প্রকার। যথা ঃ (ক) শিল্পনীতি, (খ) রাজস্ব সুবিধা, (গ) শিল্পের অর্থসংস্থান, (ঘ) শিল্প স্থাপনে সরকারি উৎসাহ, (ঙ) শিল্পায়নে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান।

২৩। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত শিল্পায়নের জন্য কী নীতি প্রণয়ন করেছেন?

উত্তর বাংলাদেশ সরকার দেশকে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্বনীতি, আমদানি ও রপ্তানি নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে।

২৪। বাংলাদেশের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার নাম লেখ।

উত্তর **বাংলাদেশের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ শক্তি, ব্র্যাক ইত্যাদি।

২৫। সমর্থনমূলক সহায়তা কখন প্রয়োজন হয়?

উত্তর শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়।

২৬। বেসরকারি সহায়তা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর (ক) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ঋণ ও (খ) বেসরকারি সাহায্য সংস্থা।

১৩। শিল্পনীতির কৌশল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর ঃ শিল্পনীতির কৌশল বলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার কৌশলকে বুঝায়।

১৪। শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্য বলতে কী বুঝায়?

অথবা, বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৭, ০৮]

উত্তর ঃ দেশের শিল্পায়নে বিদেশ হতে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যকে বুঝায়।

১৫। ইতিবাচক নীতি কী?

উত্তর ঃ যে শিল্প নীতির ফলে উদ্যোক্তা নানাবিধ রাজস্ব সুবিধাদি পায় তাকে ইতিবাচক শিল্প নীতি বলে।

১৬। কর অবকাশ কী বা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯]

উত্তর ঃ সরকার উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, তাকে কর অবকাশ বলে।

১৭। বিমা কী? [পলি-২০০৩, ১০]

উত্তর ঃ বিমা হল দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত একটি লিখিত চুক্তি যার মাধ্যমে এক বা একাধিক পক্ষ ঝুঁকি বহনকারী পক্ষের নিকট হতে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম বা চাঁদার মাধ্যমে দায়ভার বহনে সম্মত থাকে এবং চুক্তি পত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কারণে বিমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি তার ক্ষতি পূরণে বাধ্য থাকে।

১৮। মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী? [পলি-২০০৪, ০৯, ১৪]

উত্তর ঃ সরকারকে শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিরা পণ্যের মূল্যের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর (VAT) বলে।

১৯। শিল্পায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ শিল্পায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১। সরকারি সহায়তার উৎস এবং

২। বেসরকারি সহায়তার উৎস।

২০। শিল্প স্থাপনে সরকারি সহায়তা কাকে বলে? [পলি-২০১২]

উত্তর ঃ শিল্প স্থাপনে সরকারিভাবে কোন শিল্পোদ্যোক্তাকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয় তাকে সরকারি সহায়তা বলে।

২১। শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ কী?

উত্তর ঃ শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য নতুন শিল্প স্থাপন চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ, ঋণদান ও পরামর্শ দেয়া শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ।

২২। সরকারি সহায়তা কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর ঃ সরকারি সহায়তা পাঁচ প্রকার। যথা ঃ (ক) শিল্পনীতি, (খ) রাজস্ব সুবিধা, (গ) শিল্পের অর্থসংস্থান, (ঘ) শিল্প স্থাপনে সরকারি উৎসাহ, (ঙ) শিল্পায়নে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান।

২৩। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত শিল্পায়নের জন্য কী নীতি প্রণয়ন করেছেন?

উত্তর ঃ বাংলাদেশ সরকার দেশকে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্বনীতি, আমদানি ও রপ্তানি নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে।

২৪। বাংলাদেশের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার নাম লেখ।

উত্তর ঃ **বাংলাদেশের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ঃ** গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ শক্তি, ব্র্যাক ইত্যাদি।

২৫। সমর্থনমূলক সহায়তা কখন প্রয়োজন হয়?

উত্তর ঃ শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়।

২৭। বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৮]

উত্তর: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করা।

২৮। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার প্রধান কাজ কী? [পলি-২০০৮, ১০]

উত্তর: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার প্রধান কাজ হল শিল্প খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ পূর্ব পরামর্শ দান ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে তা বিতরণ করা।

২৯। গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর: গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠা করেন।

৩০। উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলো কী কী?

উত্তর: উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলো হল হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, কাপড় বুনন, দড়ি, বাঁশ, বেতের সামগ্রী তৈরি, আধুনিক ডিজাইন ও নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের মান উন্নয়ন ইত্যাদি।

৩১। EPB কী?

উত্তর: **এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (EPB) ঃ** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ই. পি. বি. শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে। এসব সাহায্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশী পণ্যের প্রচার, বিদেশি আমদানিকারকের সাথে বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের যোগাযোগ স্থাপন, রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান, অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, রপ্তানিকারকের বিদেশ সফরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান এবং এক্সপোর্ট গ্যারান্টি প্রদান।

৩২। TCB কী?

উত্তর: **ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB) ঃ** এ করপোরেশন শিল্পোদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করে। এছাড়াও কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) কী?

উত্তর: **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) ঃ** আসিয়ান (Associntion of South East Asian Nations) একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালানোই এর কাজ। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ক্ষুধা, রোগ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এর লক্ষ্য।

৩৪। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কী?

উত্তর: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organization) জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইতালির রোম শহরে এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষিকার্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে মানব জাতির সেবা করা এর লক্ষ্য।

৩৫। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কী? [পলি-২০১১, ১২]

উত্তর: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International labour organization) হল জাতিসংঘের একটি সহকারি সংস্থা। ১৯৪৬ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, জেনেভায় এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনই এর কাজ। ইহা আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের মজুরি, কাজের সময়, কাজের শর্ত এবং নিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে।

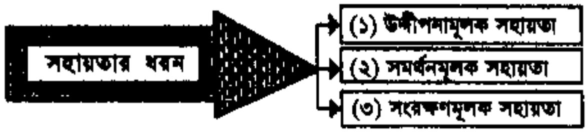
৩৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী ৪টি সংস্থার নাম লিখ। [টেক্স-২০১০]

উত্তর:
১। বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)
২। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
৩। ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC)
৪। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সহায়তার ধরন কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তাকে এদের ধরন অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হল :



২। একজন ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তর : কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তি বা শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। কোন উদ্যোক্তা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহী না হলে ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে না। তাই কোন ব্যক্তিকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে উদ্দীপনামূলক সহায়তা উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা, অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা, সরকারি সাহায্য, পণ্য নির্বাচন, প্রকল্প প্রণয়নে সাহায্য ও পরামর্শ দান, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে।

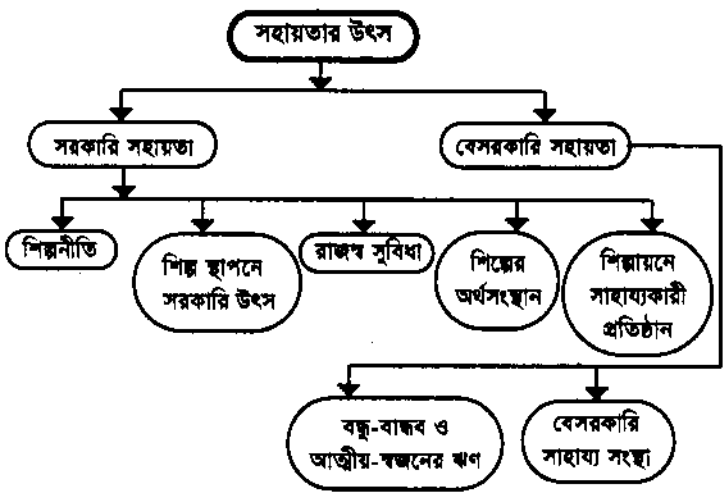
এ ছাড়া ব্যবসার জন্য স্থায়ী ও চলতি মূলধনের সংস্থান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহে সাহায্য, কাঁচামাল সরবরাহ, কর অবকাশ ও ভর্তুকি প্রদান, ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্য পরামর্শ দান, পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য করা ইত্যাদি সমর্থন সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে।

৩। শিল্পনীতি কী? শিল্পনীতি কিভাবে উদ্যোক্তাকে সহায়তা করে? [পলি-২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৪]

উত্তর : শিল্পনীতি একটি দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। শিল্পায়নের গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ঘোষণা করেন এবং সময়ের ব্যবধানে এর সংশোধন ও পরিবর্তন করে থাকেন। একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার জন্য আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? এদের নাম লিখ। [পলি-২০০৪, ১০, ১৫(পরি); জিটি-১২]

উত্তর : নিম্নে ছকের মাধ্যমে সহায়তার বিভিন্ন উৎসসমূহ দেখানো হল :



৫। শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন কেন? [পলি-২০১২]

উত্তর : আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিজস্ব সম্পদ থেকে মূলধন যোগান দেয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তাও দরকার হয়। তাই শিল্পায়নে আমাদের মত দেশে তিন ধরনের সাহায্যের দরকার হয়। যথা :
(১) অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থ ঋণ, (২) প্রযুক্তিগত সাহায্য ও (৩) পরামর্শগত সাহায্য।

৬। **বাংলাদেশের শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্যের ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনা কর।** [পলি-০৪]

উত্তর ៖ বাংলাদেশের শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্যের ইতিবাচক দিকগুলো হল–
(i) অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থ ঋণ, (ii) প্রযুক্তিগত সাহায্য ও (iii) পরামর্শগত সাহায্য।

বৈদেশিক সাহায্যের ইতিবাচক দিকগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ–

(i) **অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থ ঋণ (Economic Aid or Loan) ៖** এই প্রকার সাহায্যের মাধ্যমে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য বা অর্থ ঋণ পেয়ে থাকে। এই ঋণের সাহায্যে মোট বিনিয়োগের একটি অংশ পূরণ হয়। অবশিষ্ট অর্থ বিনিয়োগকারীর নিজস্ব তহবিল ও অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে যোগান দেয়া হয়। অনেক সময় অনেক দেশ হতে চড়া সুদের অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং ঋণের শর্তগুলো বড় জটিল ও কঠিন হয়। আবার অনেক দেশ আছে যারা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে এবং ঋণ পরিশোধের সময়ও অনেক দীর্ঘ হয়। তথাপি বিদেশি ঋণ যতো কম নেয়া যায় ততই মঙ্গল। অনেক সময় অপরিকল্পিত ঋণ শিল্পায়নে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

(ii) **প্রযুক্তিগত সাহায্য (Technological Aid) ៖** প্রযুক্তিক জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ অবদান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ এখনও অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তাই শিল্পায়নের ব্যাপারে উন্নত দেশের অনেক বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। উন্নত প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মান বৃদ্ধি ও সর্বোপরি মুনাফা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

(iii) **পরামর্শগত সাহায্য (Consultancy Aid) ៖** আমাদের দেশেও পরামর্শক ও পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তথাপি উন্নত দেশের পরামর্শক ও পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের মান অনেক উন্নত এবং তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ। এছাড়া নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার কিংবা প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপরে বিদেশি পরামর্শকদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত বিদেশি পরামর্শকবৃন্দ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। তবে আমরা এতই বিদেশি পরামর্শকদের উপর নির্ভরশীল যে আমরা নিজেদের উপর নির্ভরশীলতা দিন দিন হারিয়ে ফেলছি। কোন রকম অসুবিধা দেখা দিলেই প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞ আনা হচ্ছে। এটা দেশের জন্য গৌরবের তো নয়ই, বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। তাই আমাদের নিজেদেরকে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে বিদেশি পরামর্শকদের সাহায্য-সহযোগিতা হ্রাস করতে হবে।

পরিশেষে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে সব রকম বিদেশি সাহায্য হ্রাস করে নিজেদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। তবেই আমাদের শিল্পায়নের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৭। **সংরক্ষণমূলক সহায়তা কাকে বলে?**
অথবা, সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা লেখ। [পলি-২০০৪]

উত্তর ៖ উদ্যোক্তা কর্তৃক শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও তাকে উৎপাদন কার্য অব্যাহত গতিতে চালিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠার জন্য যে সকল সহায়তার প্রয়োজন হয় সেগুলোকে সংরক্ষণমূলক সহায়তা বলে।

৮। **সমর্থনমূলক সহায়তা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর ៖ শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে তার আশা, আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তার প্রয়োজন হয়। সমর্থনমূলক সহায়তা একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আরো বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

সমর্থনমূলক সহায়তাসমূহ নিম্নরূপ ៖

(ক) ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রিকরণ,
(খ) কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা,
(গ) স্থায়ী ও চলতি মূলধনের সংস্থান,
(ঘ) শিল্পের অবকাঠামোগত সহায়তা,
(ঙ) মেশিনারি নির্বাচন ও সংগ্রহে সাহায্য,
(চ) কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা,
(ছ) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পরামর্শ দান,
(জ) কর অবকাশ ও ভর্তুকি প্রদান,
(ঝ) পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য ইত্যাদি।

৯। বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য কী? [পলি-২০১১, ১৫(পরি); টেক্স-১৪]

উত্তর বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য হল দেশীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধি, ব্যাপক কর্মসংস্থান, বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন অধিকতর বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, অর্থসংস্থান সহজতর করা ইত্যাদি।

১০। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি লিখ। [পলি-২০০৮]

উত্তর এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে আর্থিক সহায়তা দান।

(ii) সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী প্রকল্পসমূহে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দান।

(iii) মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে যে কোন শরীয়তসম্মত মুসলিম জনগণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন ও পরিচালনায় সহযোগিতা করা।

(iv) সদস্য দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটায় এমন সব প্রকল্পে সহায়তা করা।

(v) ব্যবসায়িক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও বিনিয়োগ সুদবিহীনভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা দান।

১১। বৈদেশিক সাহায্য/সহায়তার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১৩; টেক্স-১৪]

অথবা, ফরেন এইড কী? [পলি-২০১৪]

উত্তর বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহ দারিদ্র্যের কারণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া না গেলে তখন এসব দেশকে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। মোটকথা উন্নয়নশীল দেশকে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশও অর্থঋণ সাহায্য হিসেবে সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে (১) পণ্য সাহায্য, (২) প্রকল্প সাহায্য, (৩) কারিগরি সাহায্য ও (৪) অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে।

১২। উদ্দীপনামূলক সহায়তার উপাদানসমূহ উল্লেখ কর। [টেক্স-২০১৪]

উত্তর উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে ঐ সকল কর্মতৎপরতাকে বুঝায় যা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে শিল্প স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগায়। শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন করা একটি সৃজনশীল, গঠনমূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, যে কারণে অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে চায় না। অর্থাৎ ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজি হয় না। যদি কোনো ব্যক্তিকে এ কথাটি ভালোভাবে বুঝানো যায় যে, বেতন বা মজুরিভিত্তিক পেশার চেয়ে অধিক লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা হচ্ছে ব্যবসায়। তাহলে সে ব্যক্তিকে হয়তো ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হবে। উদ্দীপনামূলক সহায়তার উপাদানগুলো হলো ঃ (ক) উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা, (খ) অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, (গ) বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা, (ঘ) শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহায়তার ব্যাপক প্রচার, (ঙ) প্রকল্প প্রণয়ন ও নির্বাচনে সাহায্য ও পরামর্শ দান, (চ) কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে, (ছ) প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিতে হবে, (জ) নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ফোরাম সংগঠন ইত্যাদি।

১৩। গ্রামীণ ব্যাংক কী?

অথবা, দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীন ব্যাংকের ভূমিকা লেখ। [জিটি-২০১৩]

উত্তর গ্রামীণ ব্যাংক হল একটি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ নামকরণের মাধ্যমে একটি গবেষণা কাজ হাতে নেন। পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে বিত্তহীনদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। সাধারণত বিত্তহীনদের ৫ বা ১০ জনের একটি দলকে একত্র করে এ ব্যাংক কোন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল একজনকে পৃথকভাবে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। মাথাপিছু গড় ঋণ ২ থেকে ৩ হাজারের বেশি হয় না। ঋণের টাকা গ্রুপের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে লাভজনক ব্যবসায় বা ক্ষুদ্র শিল্পে খাটাতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিদান ও উদ্বুদ্ধ করে।

১৪। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund) কী?

উত্তর: ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটেন উডস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ থেকে সংস্থার কাজ শুরু হয়। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হল– ১। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করা। ২। বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। ৩। মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত জটিলতা দূর করা। ৪। অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। ৫। বাণিজ্যিক গতি ত্বরান্বিত ও সম্প্রসারণে সহায়তা করা। ৬। লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণে সাহায্য করা। ৭। গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে কোন দেশকে বেসরকারি ঋণ পেতে সাহায্য করা। ৮। সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ সংস্থা গঠিত হয়।

১৫। বিশ্বব্যাংক (World Bank) কী?

উত্তর: বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ব্রিটেন উডস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক International Bank for Reconstruction and Development তথা IBRD প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থা সংক্ষেপে বিশ্বব্যাংক বা World Bank নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের মে মাসে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

১৬। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী? এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank-IDB) ঃ ইসলাম সুদকে হারাম করেছে, কিন্তু ব্যবসায়কে হালাল করেছে। এজন্য মুসলিম দেশগুলোতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার চিন্তাধারা শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌদি আরবের জেদ্দায় মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর জেদ্দায় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭। UNESCO কী?

উত্তর: UNESCO জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা। এরা বিশ্বব্যাপী সকল সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান করে থাকে। ১৯৪৬ সালে UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয় এর সদর দপ্তর প্যারিসে অবস্থিত।

১৮। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কী?

উত্তর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা। ১৯৪৬ সালে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। বিশ্বের সমগ্র জাতির উন্নত স্বাস্থ্য এবং রোগ মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত ধরনের শিক্ষা দিয়ে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

১৯। ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) কী?

উত্তর: ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (The Organization of the Islamic Conference) মুসলিম বিশ্বের একটি কল্যাণমূলক সংস্থা। এটি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি ঐক্য, সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করা এর প্রধান লক্ষ্য।

বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলো হল ঃ জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, চীন, মালয়েশিয়া, কানাডা ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? এদের বর্ণনা দাও।
অথবা, সাহায্য সহযোগিতার ধরন কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।
অথবা, শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তার ধাপগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৫]
উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ১০.২ দ্রষ্টব্য।

২। শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র অংকন করে ব্যাখ্যা কর যে এটি উদ্যোক্তাকে তাঁর ব্যবসায় সাফল্যে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
অথবা, বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে চক্রটির আবশ্যিকতা আলোচনা কর। [পলি-২০০৫, ০৬]
অথবা, শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্রটি বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১০]
উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ১০.৩ দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্প বা ব্যবসায়ের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৫, ০৬]
অথবা, সাহায্য ও সহযোগিতার উৎসসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, শিল্পোদ্যোগ সহায়তার নিয়োজিত পাঁচটি সরকারি উৎসের নামসহ তাদের সহায়তার ক্ষেত্রগুলো লিখ। [পলি-২০০৪]
উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ১০.৪ দ্রষ্টব্য।

৪। দেশের শিল্পনীতি কীভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে? আলোচনা কর। [পলি-২০০৫, ১১, ১৩; জিটি-১৩]
উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ১০.৫ দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্পনীতির কৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬, ১০, ১১, ১২]
অথবা, বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর। [পলি-২০১৫(পরি); টেক্স-২০১৫]
অথবা, শিল্পনীতির কৌশলগুলো কী কী? [পলি-২০০৮]
উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ১০.৬ দ্রষ্টব্য।

৬। দেশের শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা এবং কিভাবে বিদেশি সাহায্য কমানো যায় আলোচনা কর। [পলি-২০০৫, ০৯, ১৪; টেক্স-১০, ১৪]
অথবা, বৈদেশিক সাহায্যের উৎসসমূহ আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত অনুচ্ছেদ ১০.৭ দ্রষ্টব্য।

৭। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা কর। [পলি-২০০৮]
উত্তর সংকেত ১০.৭ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং পয়েন্ট দ্রষ্টব্য।

৮। বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ১০.৭ নং অনুচ্ছেদের ২ নং পয়েন্ট দ্রষ্টব্য।

৯। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি লিখ।
উত্তর সংকেত ১০.৭ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং পয়েন্ট দ্রষ্টব্য।

১০। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সম্পর্কে ধারণা দাও।
উত্তর সংকেত ১০.৭ নং অনুচ্ছেদের ২ ও ১ নং পয়েন্ট দ্রষ্টব্য।

১১। শিল্পের অর্থসংস্থানগত সুবিধা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ১০.৫ নং অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১২। শিল্পায়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কার্যাবলি বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১০]
অথবা, BCSIR কী কী কাজ করে থাকে? [পলি-২০১২]
উত্তর সংকেত ১০.৪ নং অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ১১

বিমা এবং প্রিমিয়াম
Insurance and Premium

১১.০ সূচনা (Introduction) ঃ

আমরা প্রতিনিয়ত যে নানাবিধ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছি সে ব্যাপারে মনে হয় কারো সন্দেহ নেই। এ অনিশ্চয়তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায় বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড তথা সর্বক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা ঘর থেকে বের হলেই দুর্ঘটনা, ছিনতাই, খুন খারাবি ইত্যাদি নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হই। মানুষ থেমে নেই, সে সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছে কিভাবে এ ঝুঁকিজনিত বিপর্যয়ের হাত থেকে তার জীবন ও সহায় সম্পত্তিকে রক্ষা করা যায়। আর এ অনিশ্চয়তা জনিত বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার উপায় হল বিমা। অর্থাৎ ঝুঁকি মোকাবেলা করার প্রক্রিয়াই হল বিমা।

১১.১ বিমা এবং প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা (Definition of Insurance and Premium) ঃ

ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা বিমা নামে পরিচিত। বিমা গ্রহীতা বিমাকারীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে থাকে তা হল প্রিমিয়াম।

বিমা ঃ বিমা এক প্রকার ব্যবসায়। এটি লেনদেনের ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে লেনদেন সম্প্রসারণে সাহায্য করে। ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত, মূল্যহ্রাস, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জাহাজ ডুবি ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ীকে ক্ষতির কবলে পড়তে হতে পারে। এরূপ অনিশ্চিত ক্ষতি থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা হিসেবে বিমার উদ্ভব।

ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থেকে মানুষের জীবন জীবিকা ও সম্পদ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং ঝুঁকিপূর্ণজনিত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিমা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বিমা, বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি যার ফলে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী কোন ঘটনা বা বিশেষ পরিস্থিতিজনিত কারণে বিমা গ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হলে তা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিমার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ M.N. Mishra-এর মতে, প্রতিদানস্বরূপ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের ঝুঁকি গ্রহণ করার চুক্তিকে বিমা বলে।

Prof. Morgan-এর মতে, বিমা হল কোন একটি মানব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একটি সদস্যের কল্যাণ বিধানের প্রয়াসে বা চিন্তায় গঠিত সম্মতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিমা হল একটি চুক্তিভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিমাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রাপ্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধিকে চুক্তিতে উল্লেখিত ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য সম্পূর্ণ বা নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হয় অথবা কোন ক্ষতি সাধিত না হলে বিমাকারীর আর কোন দায়িত্ব থাকবে না।

প্রিমিয়াম ঃ "Premium is the consideration of insurance contract" অর্থাৎ প্রিমিয়াম হল বিমা চুক্তির প্রতিদান বা বিনিময় মূল্য। বিমাকে বিমাকারী ও বিমা গ্রহীতার মধ্যে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। চুক্তির বৈধতার জন্য প্রতিদান অপরিহার্য উপাদান। একপক্ষ কোন কিছু দিতে চাইলে অপর পক্ষকেও কিছু দিতে হয়। বিমাকারী বিমাচুক্তির অধীনে বিমা গ্রহীতাকে জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকিজনিত আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকেও কিছু মূল্য দিতে হয়। বিমা গ্রহীতা বিমাকারীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাকে যে, আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে থাকে তা হল প্রিমিয়াম। এই প্রিমিয়াম নির্ধারিত হারে, নির্দিষ্ট সময় পর পর, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কিস্তিতে বা এককালীনভাবে পরিশোধ করা হয়।

অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে প্রিমিয়ামের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হল– প্রিমিয়াম হল এমন একটা পরিমাণ অর্থ যা বিমাপত্রের জন্য নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়।

P.H.Collin বলেন, বিমা প্রিমিয়াম হল কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া বার্ষিক প্রদত্ত অর্থ।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি, বিমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমা গ্রহীতা বিমাকারীকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাই প্রিমিয়াম।

নিম্নে ৩০ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিমা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হল :

(ক) জীবনবিমা (Life Insurance) :

১। জীবনবিমা কর্পোরেশন (Life Insurance Corporation);

২। আমেরিকান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি (American Life Insurance Company);

৩। গোল্ডেন লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Golden Life Insurance Co. Ltd.);

৪। গ্রীন ডেল্টা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Green Delta Life Insurance Co. Ltd.);

৫। ডেল্টা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Delta Life Insurance Co. Ltd.);

৬। ন্যাশনাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (National Life Insurance Co. Ltd.);

৭। পদ্মা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Padma Life Insurance Co. Ltd.);

৮। পপুলার লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Popular Life Insurance Co. Ltd.);

৯। প্রাইম লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Prime Life Insurance Co. Ltd.);

১০। প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Progressive Life Insurance Co. Ltd.);

১১। প্রগতি লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Pragati Life Insurance Co. Ltd.);

১২। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Far-East Islami Life Insurance Co. Ltd.);

১৩। বায়রা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Baira Life Insurance Co. Ltd.);

১৪। মেঘনা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Meghna Life Insurance Co. Ltd.);

১৫। রূপালী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Rupali Life Insurance Co. Ltd.);

১৬। সন্ধানী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Sandhani Life Insurance Co. Ltd.);

১৭। সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Sunflower Life Insurance Co. Ltd.);

১৮। সানলাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Sunlife Insurance Co. Ltd.);

১৯। হোমল্যান্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Homeland Life Insurance Co. Ltd.);

(খ) সাধারণ বিমা কর্পোরেশন (General Insurance) :

১। সাধারণ বিমা কর্পোরেশন (General Insurance Corporation);

২। অগ্রণী ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Agrani Insurance Co. Ltd.);

৩। এশিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ (Asia Insurance Ltd.);

৪। এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Asia Pacific General Insurance Co. Ltd.);

৫। ইউনাইটেড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (United Insurance Co. Ltd.);

৬। ইস্টল্যান্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Eastland Insurance Co. Ltd.);

৭। ইস্টার্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Eastern Insurance Co. Ltd.);

৮। ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Union Insurance Co. Ltd.);

৯। ইসলামী ইন্সিওরেন্স বাংলাদেশ লিঃ (Islami Insurance Bangladesh Ltd.);

১০। ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সিওরেন্স লিঃ (Islami Commercial Insurance Ltd.);

১১। এক্সপ্রেস ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Express Insurance Co. Ltd.);

১২। কর্ণফুলী ইন্সিওরেন্স লিঃ (Karnaphuli Insurance Ltd.);

১৩। কন্টিনেন্টাল ইন্সিওরেন্স লিঃ (Continental Insurance Ltd.);

১৪। ক্রিস্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Crystal Insurance Co. Ltd.);

১৫। গ্রীন ডেল্টা ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Green Delta Insurance Ltd.);

১৬। গ্লোবাল ইন্সিওরেন্স লিঃ (Global Insurance Ltd.);

নিম্নে ৩০ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিমা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) জীবনবিমা (Life Insurance) ঃ

১। জীবনবিমা কর্পোরেশন (Life Insurance Corporation);

২। আমেরিকান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি (American Life Insurance Company);

৩। গোল্ডেন লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Golden Life Insurance Co. Ltd.);

৪। গ্রীন ডেল্টা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Green Delta Life Insurance Co. Ltd.);

৫। ডেল্টা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Delta Life Insurance Co. Ltd.);

৬। ন্যাশনাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (National Life Insurance Co. Ltd.);

৭। পদ্মা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Padma Life Insurance Co. Ltd.);

৮। পপুলার লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Popular Life Insurance Co. Ltd.);

৯। প্রাইম লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Prime Life Insurance Co. Ltd.);

১০। প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Progressive Life Insurance Co. Ltd.);

১১। প্রগতি লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Pragati Life Insurance Co. Ltd.);

১২। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Far-East Islami Life Insurance Co. Ltd.);

১৩। বায়রা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Baira Life Insurance Co. Ltd.);

১৪। মেঘনা লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Meghna Life Insurance Co. Ltd.);

১৫। রূপালী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Rupali Life Insurance Co. Ltd.);

১৬। সন্ধানী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Sandhani Life Insurance Co. Ltd.);

১৭। সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Sunflower Life Insurance Co. Ltd.);

১৮। সানলাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Sunlife Insurance Co. Ltd.);

১৯। হোমল্যান্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Homeland Life Insurance Co. Ltd.);

(খ) সাধারণ বিমা কর্পোরেশন (General Insurance) ঃ

১। সাধারণ বিমা কর্পোরেশন (General Insurance Corporation);

২। অগ্রণী ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Agrani Insurance Co. Ltd.);

৩। এশিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ (Asia Insurance Ltd.);

৪। এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Asia Pacific General Insurance Co. Ltd.);

৫। ইউনাইটেড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (United Insurance Co. Ltd.);

৬। ইস্টল্যান্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Eastland Insurance Co. Ltd.);

৭। ইস্টার্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Eastern Insurance Co. Ltd.);

৮। ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Union Insurance Co. Ltd.);

৯। ইসলামী ইন্সিওরেন্স বাংলাদেশ লিঃ (Islami Insurance Bangladesh Ltd.);

১০। ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সিওরেন্স লিঃ (Islami Commercial Insurance Ltd.);

১১। এক্সপ্রেস ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Express Insurance Co. Ltd.);

১২। কর্ণফুলী ইন্সিওরেন্স লিঃ (Karnaphuli Insurance Ltd.);

১৩। কন্টিনেন্টাল ইন্সিওরেন্স লিঃ (Continental Insurance Ltd.);

১৪। ক্রিস্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Crystal Insurance Co. Ltd.);

১৫। গ্রীন ডেল্টা ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Green Delta Insurance Ltd.);

১৬। গ্লোবাল ইন্সিওরেন্স লিঃ (Global Insurance Ltd.);

১৭। জনতা ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Janata Insurance Co. Ltd.);

১৮। দেশ জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Desh General Insurance Co. Ltd.);

১৯। নিটল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Nital Insurance Co. Ltd.);

২০। নর্দার্ন জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Northern General Insurance Co. Ltd.);

২১। পাইওনিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Pioneer Insurance Co. Ltd.);

২২। পিপলস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Peoples Insurance Co. Ltd.);

২৩। প্রভাতি ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Provati Insurance Co. Ltd.);

২৪। প্রাইম ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Prime Insurance Co. Ltd.);

২৫। পূরবী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Purabi General Insurance Co. Ltd.);

২৬। প্যারামাউন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Paramount Insurance Co. Ltd.);

২৭। প্রগতি ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Pragati Insurance Co. Ltd.);

২৮। ফিনিকস ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Phoenix Insurance Co. Ltd.);

২৯। ফেডারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Federal Insurance Co. Ltd.);

৩০। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Bangladesh Co-operative Insurance Co. Ltd.);

৩১। বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Bangladesh General Insurance Co. Ltd.);

৩২। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Bangladesh National Insurance Co. Ltd.);

৩৩। মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Marchantile Insurance Co. Ltd.);

৩৪। মেঘনা ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Meghna Insurance Co. Ltd.);

৩৫। রিপাবলিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Republic Insurance Co. Ltd.);

৩৬। রিলায়েন্স ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Reliance Insurance Co. Ltd.);

৩৭। রূপালী ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Rupali Insurance Co. Ltd.);

৩৮। দি লয়েডস ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Loyeds Insurance Co. Ltd.);

৩৯। সাউথ এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (South Asia Insurance Co. Ltd.);

৪০। সিটি জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The City General Insurance Co. Ltd.);

৪১। সেন্ট্রাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (The Central Insurance Co. Ltd.);

৪২। স্ট্যান্ডার্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিঃ (Standard Insurance Co. Ltd.);

৪৩। সোনার বাংলা ইন্সিওরেন্স লিঃ (Sonar Bangla Insurance Ltd.);

উপরে উল্লিখিত বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও আরো কিছু বিমা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন ও কার্যারম্ভের প্রতীক্ষায় আছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় কবে প্রথম বিমার উৎপত্তি হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও ইউরোপীয় কিছু দেশে বিমা ব্যবসা সর্বপ্রথম উৎপত্তি লাভ করে– এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। পরবর্তীতে তা ভারতীয় উপমহাদেশে এবং ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে বিমা ব্যবসায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে ক্রমবর্ধমানভাবে এগিয়ে চলেছে।

১১.১.৩ বিমার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of insurance) :

প্রতিটি কার্যক্রমের কিছু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য থাকে যার মাধ্যমে সে কার্যক্রম সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পাওয়া যায়। বিমা একটি কারবারী কার্যক্রম। তাই বিমারও কিছু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো এ কারবারকে সমুজ্জ্বল করেছে।

বিমার প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্যসমূহ : বিমা হচ্ছে চুক্তির গৃহীত একটি প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা দুটি পক্ষ থাকে। বিমার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল :

১। **ঝুঁকির অংশ :** কোন ঘটনা সংঘঠনের দ্বারা যদি ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমার মাধ্যমে খুব সহজেই উক্ত ক্ষতি সংগঠনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। বিমা কোম্পানিগুলো প্রিমিয়াম গ্রহণের বিনিময়ে ঝুঁকির দায়িত্ব নেয়। জীবনবিমাসহ অন্যান্য বিমার পক্ষে বিমাকারী ঝুঁকি গ্রহণ করে।

২। **নিশ্চয়তা দান :** মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে সীমাহীন অনিশ্চয়তা। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে সেলামী বা প্রিমিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে সকল ধরনের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩। **ঝুঁকির মূল্যায়ন :** নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত অঙ্কের ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার করে থাকে। এ প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি করে। ঝুঁকির মাত্রা যদি বেশি হয় তবে প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে।

৪। **দাবি পরিশোধ :** বিমাগ্রহীতা যে বিষয়ের ঝুঁকির জন্য বিমা করে বিমাকারী উক্ত ঝুঁকির জন্য যে ক্ষতি হয় তা পরিশোধ করে। কিন্তু ক্ষতি সংঘটনের পর একটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে বিমা দাবি উত্থাপন করতে হয়। তা না হলে বিমাকারী দাবি পরিশোধ নাও করতে পারে।

৫। **পরিশোধের পরিমাণ :** বিমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ ক্ষতি সংঘঠন এবং ক্ষতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

৬। **ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা :** মানুষের জীবন, সম্পদ-সম্পত্তি ঝুঁকি দ্বারা আচ্ছাদিত। মানুষের জীবন, সম্পদ-সম্পত্তির ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিমা ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে।

৭। **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :** মানুষের জীবন, সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিপদ যাতে না আসতে পারে আর এলেও যাতে ক্ষতি ন্যূনতম পরিমাণ হয়, সেজন্য বিমাকারী বিমাগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। কাজেই বিমা ঝুঁকি লাঘবের একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

৮। **সমবায়মূলক ব্যবস্থা :** বিমা প্রকৃতপক্ষে একটি সমবায়মূলক ব্যবস্থা। বিমাকারী বহু সংখ্যক বিমাগ্রহীতার নিকট বিমাপত্র বিক্রি করে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে। একজনের ক্ষতি হলে অন্যান্যদের কাছ থেকে গৃহীত প্রিমিয়াম দ্বারা উক্ত ক্ষতি পূরণ করে থাকে।

৯। **বিপদ-বিপর্যয়ের দাবি পরিশোধ :** বিমার ক্ষতি সংঘটিত হলেই বিমার দাবি পরিশোধ করা হয়। জীবনবিমার ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে অথবা বিমাকৃত ব্যক্তিরা মৃত্যু হলে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলেই বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়, অন্যথায় নয়।

১০। **বিমা বাজি নয় :** বিমা আর বাজি ধরার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বিমা করা হয় জীবন, সম্পদ, সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্ভাব্য বিপদ বিপর্যয়ের দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়। আর বাজি ধরা হয় সাময়িক আনন্দ লাভ বা অধিকতর অনিশ্চয়তার মধ্যে অহেতুক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়।

১১। **ঝুঁকি বন্টন :** সমরূপ ঝুঁকির জন্য বিমাগ্রহীতার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় বিমাকারীর ঝুঁকিও তত হ্রাস পায়। কারণ বিমাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ক্ষতিগ্রস্তদের হার হ্রাস পায়।

১২। **বিমা দান নয় :** কোন প্রতিদান ছাড়া কারো উপকার করাকে দান বলে। কিন্তু বিমার ক্ষেত্রে তা হয় না। বিমাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম গ্রহণের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

উপরিউক্তি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিমা শিল্প তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এসব বৈশিষ্ট্য বিমা ব্যবসায়কে অন্যান্য ব্যবসায় থেকে পৃথক করেছে। এ ছাড়া বিমা একটি স্বতন্ত্র কারকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাবতীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যই এ ব্যবসায়কে সমুজ্জ্বল করেছে।

১১.১.৪ বিমার কার্যাবলি (Functions of insurance) ঃ

বিমা হলো ঝুঁকি বন্টনের একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করা। এজন্য বিমা প্রতিষ্ঠান বেশি বেশি জীবন ও সম্পত্তি বিমার আওতায় যেমনি সচেষ্ট হয় তেমনি ঝুঁকির বিপক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও ভূমিকা রাখে। বিমা সাধারণভাবে যে সকল কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **নিশ্চয়তা প্রদান (Ensuring certainty) ঃ** সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা বিমার প্রথম ও প্রধান কাজ। যুক্তিসঙ্গত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এরূপ নিশ্চয়তা বিধানের ফলেই বিমাগ্রহীতা তার বা আপনজনের জীবন ও সম্পত্তি বিমা করতে উৎসাহিত হয়।

২। **প্রতিরক্ষা বিধান (Providing protection) ঃ** বিমার আরেকটি কাজ হলো বিমাকৃত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হলে তার প্রতিরক্ষা বিধান বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা, জীবনবিমার ক্ষেত্রে মেয়াদের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে বা মেয়াদ পূর্তিতে যেমনি বিমা কোম্পানি প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করে তেমনি সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রেও ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

৩। **নিরাপত্তা সৃষ্টি (Providing security) ঃ** বিমা মানুষের মাঝে হতাশা ও অনিশ্চয়তা দূর করে ব্যক্তিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে। এরূপ নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার কারণে ব্যক্তি জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সৃষ্টি হয়। এতে বৃহদায়তন বিনিয়োগে ব্যক্তি উৎসাহবোধ করে। যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দক্ষতা বাড়ায়।

৪। **ক্ষতি প্রতিরোধ (Preventing losses) ঃ** বিমা ক্ষতি হলে যেমনি আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে তেমনি ক্ষতির কারণ যাতে দূরীভূত হয় ও ক্ষতির পরিমাণ কমে আসে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিমাগ্রহীতাকে উৎসাহিত করে। জীবনবিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

৫। **ঝুঁকি বন্টন (Distribution of risk) ঃ** বিমা ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা বিধায় এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে জীবন বা সম্পত্তি বিমার আওতায় এনে ঝুঁকি বন্টনের প্রয়াস চালানো হয়। প্রিমিয়ামের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে তা বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়ের স্বার্থরক্ষা করে। এজন্য ঝুঁকিকে যথাযথভাবে শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়।

৬। **ঝুঁকি গবেষণা ও বিশ্লেষণ (Risk research and analysis) ঃ** ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করাই বিমার কাজ। তাই বিমা সবসময়ই ঝুঁকির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, ক্ষেত্র, ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা কার্য পরিচালনা করে। এ ছাড়া বিমা ঝুঁকিকে বিশ্লেষণ করে এর বিভাজন ও আর্থিক প্রতিরক্ষার উপায় বের করে থাকে।

৭। **মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ (Capital formation and investment) ঃ** বিমা সবসময়ই মূলধন গঠন ও বিনিয়োগে সচেষ্ট থাকে। এরূপ ব্যবসায়ে কখন যে বড় ধরনের ঝুঁকি বা দায়-এর সৃষ্টি হবে তা বলা যায় না। তাই এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের রিজার্ভ বা মূলধন সৃষ্টি এবং তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার চেষ্টা চালানো হয়।

৮। **আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন (Economic and social development) ঃ** বিমা ব্যবসায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা কাজ হলো দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা। ব্যক্তিক ও সেই সাথে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধিত হলে বিমা ব্যবসায়েরও উন্নয়ন ঘটে। তাই বিমা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে, বৃহদায়তন ঝুঁকি গ্রহণে সাহস যুগিয়ে ও মানসিক স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করে এরূপ উন্নয়নকে সহায়তা করে।

উপসংহারে বলা যায়, বিমা একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায় হিসেবে উপরোক্ত সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে। তবে আধুনিক যুগে বিমা ব্যবসায় যেভাবে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে তার সাথে মিল রেখে এরূপ ব্যবসায়ের কাজেও ভিন্নতা আসবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

১১.১.৫ বিমার উদ্দেশ্য (Objectives of insurance) ঃ

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষের জীবনকে উপভোগ করার নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে নানারূপ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকহারে। আর এ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে আর্থিকভাবে মোকাবিলা করে মানুষের জীবন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতেই প্রবর্তিত হয়েছে বিমা ব্যবস্থার। নিম্নে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়ের দিক হতে বিমার উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) বিমাগ্রহীতার উদ্দেশ্য (Objectives of policy holder) ঃ

যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যের ঘাড়ে নিজ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা চাপিয়ে বিপদমুক্ত থাকার চেষ্টা চালায় তাকে বিমাগ্রহীতা বলে। বিমাপত্র সংগ্রহের পিছনে এরূপ পক্ষের যে সকল উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

১। **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ (Earning financial security) ঃ** বিমা চুক্তির পিছনে বিমাগ্রহীতার মূল উদ্দেশ্য থাকে সম্ভাব্য বিপদ ও দুর্ঘটনার বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করা। বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ যেন মারাত্মক আর্থিক দুর্গতির শিকার না হয় এবং সেই অবস্থায়ও যাতে আর্থিকভাবে নিরাপদ থাকা যায়, এজন্য বিমাগ্রহীতা বিমাপত্র সংগ্রহ করে থাকে।

২। **মানসিক প্রশান্তি অর্জন (Achieving mental peace) ঃ** সবসময় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বোঝা মাথায় নিয়ে কোনো মানুষের পক্ষেই সুষ্ঠুভাবে কাজ ও ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভব নয়। দুশ্চিন্তা এমন একটা ব্যাধি যা মানুষকে ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দেয়। তাই প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যের কাঁধে ঝুঁকির বোঝা চাপিয়ে মানসিক প্রশান্তি অর্জন করাও বিমাগ্রহীতার উদ্দেশ্য।

৩। **সঞ্চয়ের সুবিধা লাভ (Gaining savings facilities) ঃ** জীবনবিমার বেলায় মৃত্যুর ফলে উদ্ভূত আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার পাশাপাশি বিমাগ্রহীতার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে সঞ্চয়ের সুবিধা অর্জন করা। মেয়াদি জীবনবিমার ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘমেয়াদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম বিমা কোম্পানিতে জমা দিতে হয়। ফলে বিমাগ্রহীতার পক্ষে তা এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বিবেচিত হয়ে থাকে।

৪। **বিনিয়োগ সুবিধা অর্জন (Achieving investment facilities) ঃ** বিমাগ্রহীতা বিনিয়োগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেও বিমা পলিসি খুলতে পারে। জীবনবিমাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে একত্রে একটা টাকা পাওয়া যায়, যা অবসর জীবনে বিনিয়োগ করে বিমাগ্রহীতা সাচ্ছলভাবে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করে। বিমার কারণে একজন ব্যবসায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতেও স্বচ্ছন্দে অর্থ বিনিয়োগ করে লাভবান হয়।

৫। **বৃদ্ধ বয়সে অবলম্বন প্রাপ্তি (Obtaining security in old age) ঃ** কর্মজীবনের শুরুতে মানুষের মাঝে কাজের যে শক্তি ও প্রেরণা থাকে দিনে দিনে তা কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তা লোপ পায়। কর্মশক্তি কমলেও সাংসারিক দায়িত্ব ও ঝামেলা কমে না বরং তা বেড়ে যায়। ফলে বৃদ্ধ বয়সে সম্ভাব্য দৈন্যতা থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যেও অনেকে জীবনবিমাপত্র খুলে থাকেন।

৬। **সন্তান-সন্ততি পালন (Helps in bringing up children) ঃ** বর্তমানকালে সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া ও বিবাহ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিষয়। সাধারণ আয়ের লোকদের পক্ষে প্রয়োজনের সময় এরূপ ব্যয়ভার মিটানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই অনেকে সন্তানদের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য বা মেয়ের বিবাহের সময় বেশ কিছু অর্থ একত্রে পাওয়ার আশায়ও বিমা পলিসি গ্রহণ করে থাকে।

৭। **সরকারি বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (Showing due respect to Govt. rules) ঃ** অনেক ক্ষেত্রে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে বিমা করার জন্য আইন পাস করে। যেমন— বাংলাদেশে পরিবহনের ক্ষেত্রে বা কারখানার লাইসেন্স সংগ্রহে বা নবায়নে বাধ্যতামূলকভাবে বিমা করার বিধান রয়েছে। এরূপ আইনের কারণেও অনেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করে।

৮। **সামাজিক মর্যাদা লাভ (Enhancing social dignity) ঃ** বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনকে সকল সমাজেই মর্যাদাপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। তাই বিমাপত্র গ্রহণ করে একজন বিমাগ্রহীতা নিজেও মর্যাদাবান হতে পারে। দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাও এর দ্বারা প্রকাশ পায়। তাই এ ধরনের সামাজিক মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যও বিমাপত্র গ্রহণের পিছনে কাজ করে।

(খ) বিমাকারীর উদ্দেশ্য (Objectives of the insurer) ঃ

প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যের জীবন বা সম্পদের ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে বিমাকারী বলে। এরূপ ব্যবসায়ের পিছনে তার যে সকল উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

১। **জীবিকার্জন (Livelihood) ঃ** বিমা বর্তমানে সকল সমাজেই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়। আধুনিক কালে জীবন ও সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত উপায় ও পদ্ধতির উদ্ভব ঘটায় বিমা খুবই লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। তাই লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যবসায় সংগঠন পরিচালনা করে বিমাকারী নিজ আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করে।

২। **মূলধন গঠন (Formation of capital) ঃ** অন্যের ঝুঁকি গ্রহণের পিছনে বিমাকারীর আরেকটি উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূলধন গঠন করা। বিমা ব্যবসায়ে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যাপক অর্থের সংস্থান করা যায়। মুনাফার কারণে যেমনি ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পায় তেমনি প্রাপ্ত প্রিমিয়াম জাতীয় মূলধন গঠন করে।

৩। **সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি (Providing social security) ঃ** মানুষের জীবন ও সম্পদকে ঘিরে সবসময়ই যে উদ্বিগ্নতা বিরাজ করে তা দূরপূর্বক সামাজিক স্বস্তি আনয়নের উদ্দেশ্যেও বিমা কোম্পানি কাজ করে। জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব নিয়ে বিমাকারী এরূপ স্বস্তি আনয়নে ভূমিকা রাখে।

৪। **শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা দান (Assistance to industry and commerce) ঃ** দেশের শিল্প-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে বিমা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট মূলধন লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা যায়। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে বিমাখাতে আয় বৃদ্ধি পায়। তাই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে এজন্য কার্যকর সহায়তা প্রদান করাও বিমাকারীর উদ্দেশ্য।

৫। **ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ (Avoiding the hindrances of risk) ঃ** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসাকে কার্যকর ও গতিশীল রাখাও বিমা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এরূপ বাধা দূর করে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা গেলে শিল্প-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিমা ব্যবসায়ও উন্নত হয়।

৬। **অসহায়ের সহায় হিসেবে ভূমিকা পালন (Plays the role of saviour of the helpless) ঃ** অসহায়ের সহায় হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিমা কোম্পানি কাজ করে। বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে এবং বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার অসহায় সন্তান-সন্ততির পাশে দাঁড়ায়।

১১.১.৬ বিমার গুরুত্ব (Importance of insurance) ঃ

মানবজীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই হলো বর্তমান কালের বিমা ব্যবসায়। এরূপ ঝুঁকি মানুষকে তাড়া করে ফিরেছে সৃষ্টির শুরু থেকেই। আর মানুষ এ বিপদ থেকে রক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছে সব সময়ই। কিন্তু এ বিপদ হতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়নি। সে কারণে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টার পাশাপাশি ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিমার উদ্ভব ঘটেছে। তাই প্রত্যেক সমাজে বিমা আজ এক অপরিহার্য নাম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়। নিম্নে বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বিমার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) ব্যক্তিগত জীবনে বিমার গুরুত্ব (Importance of insurance in personal life) ঃ

১। **আর্থিক নিরাপত্তা বিধান (Brings financial security) ঃ** ব্যক্তিজীবনে বিমার সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হলো এটা তাকে জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি বা বিপদ থেকে আর্থিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করে। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, অসুস্থ বা পঙ্গু হলে অথবা তার সম্পত্তির হানি হলে ঐ ব্যক্তি বা তার পরিবার যাতে আর্থিকভাবে পথে না বসে বিমা তার ব্যবস্থা করে থাকে।

২। **সঞ্চয় সৃষ্টি (Creation of savings) ঃ** বিমা, বিশেষত জীবনবিমা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের বিমার প্রিমিয়াম নির্দিষ্ট সময়ান্তে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। এতে এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তিকে মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে।

৩। **বিনিয়োগের সুযোগ লাভ (Provides the facilities of investment) ঃ** বিমা বিশেষত জীবনবিমার ফলে শুধুমাত্র ব্যক্তিক সঞ্চয়েরই সৃষ্টি হয় না এর মাধ্যমে পুঁজি গঠনের পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তি বিনিয়োগ সুবিধাও লাভ করে। বিমা পলিসি চালু থাকা অবস্থায় ঋণ সুবিধা ও মেয়াদ পূর্তিতে একত্রে অনেক টাকা পেয়ে বিমাগ্রহীতা তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৪। **বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন (Security of old age) ঃ** জীবনবিমা মানুষের বৃদ্ধ বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নিয়মেই একজন মানুষ বয়সের টানে ভাটা পড়ার সাথে সাথে কর্মক্ষমতা হারায়। কিন্তু সে অবস্থাতেও পরিবারের বোঝা তার ওপর চেপে থাকতে পারে। তাই বিমা বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হিসেবে তাকে সে অবস্থায় সহায়তা দিতে পারে।

৫। **মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি (Brings of mental satisfaction) ঃ** বিমা ব্যক্তিজীবনে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টিতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। মানুষের বিপদের মুহূর্তে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ অনেকেই আহাজারি করে। কিন্তু সেই অবস্থায় আসল করণীয় কাজ করতে বিমা প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে আসে। বিমার কারণে একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রশ্নে কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে পারে।

(খ) ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব (Importance of insurance to the spread of business) ঃ

১। **ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস (Reduces the hindrances of risk) ঃ** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরূপ ঝুঁকির চিন্তা ব্যবসায়ীদেরকে সব সময় তাড়া করে ফেরে। বিমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এরূপ ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং উদ্ভূত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে ব্যবসায়ের চাকা সচল রাখে।

২। **বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি (Encourages investment) ঃ** কম ঝুঁকি অথচ অধিক লাভ এমন খাতই সবাই পছন্দ করে। অথচ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে ঝুঁকি বেশি সেখানে লাভের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগে বিমা ব্যবসায়ীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে ব্যবসায়ীরা স্বাচ্ছন্দ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করে।

৩। **বৈদেশিক ব্যবসায়ের উন্নয়ন (Development of foreign trade) ঃ** অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের চেয়ে বৈদেশিক ব্যবসায়ের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে। মূল্য সংগ্রহে, পণ্য পাঠাতে বা পণ্য সংগ্রহে বিলম্ব ইত্যাদি ধরনের বিমা পলিসি খোলার সুযোগ দেয়। ফলে বৈদেশিক ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটে।

৪। **কর্মীদের প্রণোদনা সৃষ্টি (Stimulates the employees) ঃ** বিমা ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসায়ের উন্নয়নের পাশাপাশি এতে নিয়োজিত কর্মীদের মাঝেও আগ্রহের সৃষ্টি করে। যখন কর্মীরা দেখে যে ব্যবসায়ের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন নয় তখন তারা কাজ করতে উৎসাহিত হয়। এ ছাড়া কর্মীদের জন্য গ্রুপ বিমার ব্যবস্থা করা হলে তাও কর্মীদেরকে উৎসাহিত করে।

১১.১.৬ বিমার গুরুত্ব (Importance of insurance) :

মানবজীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই হলো বর্তমান কালের বিমা ব্যবসায়। এরূপ ঝুঁকি মানুষকে তাড়া করে ফিরেছে সৃষ্টির শুরু থেকেই। আর মানুষ এ বিপদ থেকে রক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছে সব সময়ই। কিন্তু এ বিপদ হতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়নি। সে কারণে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টার পাশাপাশি ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিমার উদ্ভব ঘটেছে। তাই প্রত্যেক সমাজে বিমা আজ এক অপরিহার্য নাম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়। নিম্নে বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বিমার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো :

(ক) ব্যক্তিগত জীবনে বিমার গুরুত্ব (Importance of insurance in personal life) :

১। **আর্থিক নিরাপত্তা বিধান (Brings financial security) :** ব্যক্তিজীবনে বিমার সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হলো এটা তাকে জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি বা বিপদ থেকে আর্থিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করে। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, অসুস্থ বা পঙ্গু হলে অথবা তার সম্পত্তির হানি হলে ঐ ব্যক্তি বা তার পরিবার যাতে আর্থিকভাবে পথে না বসে বিমা তার ব্যবস্থা করে থাকে।

২। **সঞ্চয় সৃষ্টি (Creation of savings) :** বিমা, বিশেষত জীবনবিমা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের বিমার প্রিমিয়াম নির্দিষ্ট সময়ান্তে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। এতে এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তিকে মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে।

৩। **বিনিয়োগের সুযোগ লাভ (Provides the facilities of investment) :** বিমা বিশেষত জীবনবিমার ফলে শুধুমাত্র ব্যক্তিক সঞ্চয়েরই সৃষ্টি হয় না এর মাধ্যমে পুঁজি গঠনের পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তি বিনিয়োগ সুবিধাও লাভ করে। বিমা পলিসি চালু থাকা অবস্থায় ঋণ সুবিধা ও মেয়াদ পূর্তিতে একত্রে অনেক টাকা পেয়ে বিমাগ্রহীতা তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৪। **বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন (Security of old age) :** জীবনবিমা মানুষের বৃদ্ধ বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নিয়মেই একজন মানুষ বয়সের টানে ভাটা পড়ার সাথে সাথে কর্মক্ষমতা হারায়। কিন্তু সে অবস্থাতেও পরিবারের বোঝা তার ওপর চেপে থাকতে পারে। তাই বিমা বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন হিসেবে তাকে সে অবস্থায় সহায়তা দিতে পারে।

৫। **মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি (Brings of mental satisfaction) :** বিমা ব্যক্তিজীবনে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টিতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। মানুষের বিপদের মুহূর্তে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ অনেকেই আহাজারি করে। কিন্তু সেই অবস্থায় আসল করণীয় কাজ করতে বিমা প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে আসে। বিমার কারণে একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রশ্নে কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে পারে।

(খ) ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব (Importance of insurance to the spread of business) :

১। **ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস (Reduces the hindrances of risk) :** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরূপ ঝুঁকির চিন্তা ব্যবসায়ীদেরকে সব সময় তাড়া করে ফেরে। বিমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এরূপ ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং উদ্ভূত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে ব্যবসায়ের চাকা সচল রাখে।

২। **বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি (Encourages investment) :** কম ঝুঁকি অথচ অধিক লাভ এমন খাতই সবাই পছন্দ করে। অথচ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে ঝুঁকি বেশি সেখানে লাভের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগে বিমা ব্যবসায়ীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে ব্যবসায়ীরা স্বাচ্ছন্দ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করে।

৩। **বৈদেশিক ব্যবসায়ের উন্নয়ন (Development of foreign trade) :** অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের চেয়ে বৈদেশিক ব্যবসায়ের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে। মূল্য সংগ্রহে, পণ্য পাঠাতে বা পণ্য সংগ্রহে বিলম্ব ইত্যাদি ধরনের বিমা পলিসি খোলার সুযোগ দেয়। ফলে বৈদেশিক ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটে।

৪। **কর্মীদের প্রণোদনা সৃষ্টি (Stimulates the employees) :** বিমা ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসায়ের উন্নয়নের পাশাপাশি এতে নিয়োজিত কর্মীদের মাঝেও আগ্রহের সৃষ্টি করে। যখন কর্মীরা দেখে যে ব্যবসায়ের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন নয় তখন তারা কাজ করতে উৎসাহিত হয়। এ ছাড়া কর্মীদের জন্য গ্রুপ বিমার ব্যবস্থা করা হলে তাও কর্মীদেরকে উৎসাহিত করে।

(গ) অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance) :

১। **সঞ্চয় বৃদ্ধি (Increases savings) :** একটা দেশের জাতীয় উন্নয়নে সেখানকার জনগণের সঞ্চয়ের প্রবণতা ও জাতীয় সঞ্চয় হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিমা প্রতিষ্ঠান বিশেষত জীবনবিমা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে বিমা পলিসি খুলতে উৎসাহিত করে তাদের মাঝে সঞ্চয়ের আগ্রহ ও প্রবণতা সৃষ্টি করে। এতে দেশের সামগ্রিক সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২। **মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Formation of capital and increase of investment) :** দেশের শিল্পোন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ বিমার বেলায় মেয়াদের পর প্রাপ্ত প্রিমিয়াম কোম্পানির মূলধনে যুক্ত হয়। জীবনবিমার বেলায় ব্যক্তি মারা না গেলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বপর্যন্ত প্রাপ্ত প্রিমিয়াম ফান্ডে জমা হয়, যা বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

৩। **জাতীয় সম্পদ সুরক্ষা (Maintenance of national wealth) :** বিমা প্রতিষ্ঠান যদিও সরাসরি জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে না তথাপিও বিমাকৃত সম্পদ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। সম্পদ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ এবং এর কৌশল সম্পর্কে সবাইকে জ্ঞাত ও উদ্বুদ্ধ করে বিমা জাতীয় সম্পদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪। **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creation of employment opportunity) :** বিমা ব্যবসায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠপর্যায়ের কর্মীরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কাজ করে। এতে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া বিমা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে গড়ে উঠা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

৫। **অর্থনীতির সকল খাতকে উৎসাহ দান (Enocourages all sectors of economy) :** বিমা শুধুমাত্র দেশের ব্যবসায়ের উন্নয়নেই সহায়তা করে না, দেশের অন্যান্য খাত ও সম্পদের উন্নয়নেও সহায়তা করে। কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য শস্য বিমা, পশু সম্পদের উন্নয়নে গবাদি পশু বিমা, মানব সম্পদের উন্নয়নে স্বাস্থ্য বিমা, বেকার বিমা, ইত্যাদির প্রচলনের ফলে অর্থনীতির সকল খাত উৎসাহিত হয়।

(ঘ) সামাজিক গুরুত্ব (Social Importance) :

১। **সামাজিক স্বস্তি প্রতিষ্ঠা (Establishment of social security) :** বিমা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী একজন ব্যক্তিও জীবনবিমার কারণে পোষ্যদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বস্তি লাভ করে। দুর্ঘটনা, বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব ইত্যাদির বেলায়ও বিমা পাশে এসে দাঁড়ায়। সম্পত্তির ক্ষতিতেও বিমা আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে । ফলে সমাজ জীবনের সর্বত্র স্বস্তি ও নিরাপত্তার সৃষ্টি হয়।

২। **নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি (Increases awareness of the citizens) :** বিপদ-আপদ মানুষকে সবসময়ই ছায়ার মতো ঘিরে থাকে যা সুদিন থাকাকালে সে বুঝতে পারে না। বিমা কোম্পানিগুলো মানুষকে তার ও তার সম্পদেরসমূহ বিপদ সম্পর্কে সাবধান ও সচেতন করে তোলে, করণীয় পন্থা সম্পর্কে ভাবতে শেখায়। এর ফলে সমাজে এক ধরনের গণসচেতনতার সৃষ্টি হয়, যা সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৩। **বেকার সমস্যার সমধান (Solution of unemployment problems) :** যে সমাজে বেকারের সংখ্যা বেশি, সেখানে নৈরাজ্য, হতাশা, সন্ত্রাস ও বিভিন্ন অপকর্ম স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। বিমা ব্যবসায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪। **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Enhances standard of living) :** জীবনযাত্রার মান মানুষের মাথাপিছু আয় ও ভোগের সুযোগের ওপর নির্ভরশীল। এরূপ ব্যবসায় দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে যেমন ভূমিকা রাখে তেমনি নানান ধরনের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ভোগের সুযোগও সৃষ্টি করে। ফলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে।

১১.২ বিমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলি (Essential conditions of Insurance contract) ঃ

নিচে বিমাচুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

১। বিমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest) ঃ বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। কোন বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে সে উক্ত বিষয়বস্তু বিমাকৃত করতে পারবে না। বিমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্য আর্থিক হতে হবে। স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর এবং স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। একের অবর্তমানে অন্যের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এজন্য একে অন্যের জীবন বিমা করতে পারে। নৌ-বিমা, অগ্নিবিমার ক্ষেত্রেও বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

২। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস (Utmost Good Faith) ঃ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে একে অন্যের নিকট বিমাচুক্তির শর্তাবলি ও বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি প্রকাশ করার পর বিমাচুক্তি কার্যকরী হবে, অন্যথায় তা বাতিল (Void) বলে গণ্য হবে। বিমাগ্রহীতাকে বিমার বিষয়বস্তুর সবকিছু খুঁটিনাটি বিবরণ বিমাকারীর নিকট অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন দরকারি সংবাদ গোপন রাখলে বিমাকারীর পক্ষে সঠিকরূপে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। অথবা, গোপন সংবাদটি পেলে বিমাকারী হয়ত বা এরূপ বিষয়বস্তু বিমাকৃত করত না।

৩। ক্ষতিপূরণের শর্ত (Principle of Indemnity) ঃ জীবন বিমা ছাড়া অন্যান্য বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। যেমন– অগ্নিবিমা ও নৌ-বিমার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ঘটনার ফলে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারীকে তা পূরন করতে হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি না হলে বিমাকারীর কোন দায়িত্ব থাকে না। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সবটাই বিমাকারীর লাভ। কিন্তু, জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। এ ক্ষেত্রে বিমাকৃত টাকা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তির নিকট অথবা পলিসির মেয়াদান্তে লাভসহ বিমাকৃত টাকা বিমাগ্রহীতার নিকট বিমাকারীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৪। প্রতিদান (Consideration) ঃ প্রতিদান ছাড়া কোন সম্মতি চুক্তি হতে পারে না। বিমাচুক্তির প্রতিদান হিসেবে তাই বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করবে।

৫। সময় (Time) ঃ ঝুঁকি আরম্ভ ও সমাপ্তির সময় উল্লেখ বিমাচুক্তির একটি মূল্যবান শর্ত। নৌ-বিমা ও অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিষয়বস্তু বিমা করা হয়। সময় শেষ হলে চুক্তির অবসান ঘটে। এমনকি, নৌ-বিমার অভিযাত্রা বিমাপত্রের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাহাজের নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা শেষ হলে বিমাচুক্তির অবসান ঘটে।

১১.৩ বিমার প্রকাভেদ (Various types of Insurance) ঃ

বিমা প্রধানত তিন প্রকার, যথা–১। নৌ-বিমা, ২। অগ্নিবিমা, ৩। জীবন বিমা। এছাড়া প্রত্যেক দেশেই অন্যান্য আরও কয়েক প্রকার বিমার প্রচলন রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–১। দুর্ঘটনা বিমা, ২। অপহরণ বিমা, ৩। সততা বিমা, ৪। শস্য বিমা, ৫। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ঝুঁকি বিমা প্রভৃতি। নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলোতে বিভিন্ন প্রকার বিমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

১। নৌ-বিমা (Marine Insurance) ঃ সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময় সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, চুরি, জল-দস্যুর আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জাহাজ, জাহাজের পণ্যদ্রব্য ও জাহাজ ভাড়ার ক্ষতি হতে পারে। এ প্রকার অনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে যে বিমা করা হয় তাকে নৌ-বিমা বলে। এ ক্ষেত্রে বিমাকারী বা বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাদের জলযান, পণ্যদ্রব্য ও জাহাজ ভাড়া বিমা করে থাকে। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে এবং কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণ করে। ক্ষতি না হলে বিমা কোম্পানি বা বিমাকারীর কোন দায়িত্ব থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সবটাই তার লাভ। নৌ-বিমার ক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ এবং বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তির শর্তাবলি সংবলিত দলিল বিমাগ্রহীতার নিকট প্রদান করে। নৌ-বিমা চুক্তিতে এই দলিলকে বলা হয় নৌ-বিমাপত্র। নৌ-বিমাপত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন–অভিযাত্রা বিমাপত্র, সময় বিমাপত্র, মিশ্র বিমাপত্র ইত্যাদি।

২। অগ্নিবিমা (Fire Insurance) ঃ অগ্নিকাণ্ডের বিপক্ষে কোন মালপত্র, ঘর-বাড়ি বা অন্য কোন বিষয়বস্তু বিমা করা হলে তাকে অগ্নিবিমা বলে। অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও মালপত্র পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাই, এ ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও মালপত্র কোন বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করে রাখে। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিমাচুক্তির শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার ঘরবাড়ি, কল-কারখানা বা মালপত্র আগুন লেগে ভস্মীভূত হলে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। তবে এর মধ্যে অবশ্যই চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকবে। তাছাড়া বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ ঃ অগ্নিবিমাপত্র অগ্নিবিমা চুক্তি দলিল। নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ সাপেক্ষে বিমাকারী বিমার বিষয়বস্তু বিমাকৃত করে বিমাগ্রহীতাকে বিমা চুক্তির যে দলিল প্রদান করে তাকে অগ্নিবিমাপত্র বলে।

অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবকারীকে নির্ধারিত প্রস্তাব ফরম পূরণ করে বিমা কোম্পানির নিকট দাখিল করতে হয়। এ ফরমে বিমা কোম্পানির প্রিমিয়ামের হার ও পরিমাণ উল্লেখ করে থাকে। প্রস্তাবকারী বিমাগ্রহীতা উল্লিখিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিষয়বস্তু বিমা করতে সম্মত থাকলে বিমা কোম্পানি বিমাপত্র প্রস্তুত করে তার নিকট প্রেরণ করে। সচরাচর পাঁচ প্রকার অগ্নিবিমাপত্র ইস্যু করা হয়, যেমন–একক বিমাপত্র, বিশেষ বিমাপত্র, গড় বিমাপত্র, ভ্যালুড বিমাপত্র এবং ভাসমান বিমাপত্র।

৩। জীবন বিমা (Life Insurance) ঃ জীবন বিমা এরূপ এক প্রকার বিমা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয়। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার জন্য স্বামী, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যার জীবন বিমা করা হয়। পরিবারের কর্তার জীবন বিমা করা থাকলে তার অকাল মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ বাবদ বিমা কোম্পানির নিকট থেকে সম্পূর্ণ বিমাকৃত টাকা পায়। এর ফলে পরিবারটি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। বিমাকৃত ব্যক্তির পলিসি চলাকালীন মৃত্যু না হলে সে পলিসির মেয়াদান্তে বোনাসসহ সম্পূর্ণ বিমাকৃত টাকা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ফেরত পায়।

জীবন বিমার শর্তানুসারে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ান্তে বিমাগ্রহীতাকে অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকৃত টাকা পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে এবং বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। নৌ-বিমা বা অগ্নিবিমার ন্যায় জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারীকে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিমাকৃত টাকা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

১১.৪ জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার মধ্যে পার্থক্য (Distinguish between life Insurance and General Insurance) ঃ

মানুষের জীবনের উপর যে বিমা চুক্তি করা হয় তাকে জীবন বিমা বলে। পক্ষান্তরে, জীবন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে যে বিমা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে সাধারণ বিমা বলে। জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক বিষয়। নিম্নে জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার মধ্যে পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হল ঃ

পার্থক্যের বিষয়	জীবন বিমা	সাধারণ বিমা
১। বিষয়বস্তু	জীবন বিমার বিষয়বস্তু হল মানুষের জীবন।	সাধারণ বিমার মূল বিষয়বস্তু হল ধন-সম্পদ।
২। চুক্তির ধরন	জীবন বিমা কোন ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। এটি আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি মাত্র।	সাধারণ বিমা চুক্তি, একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এ চুক্তিতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।
৩। মেয়াদকাল	জীবন বিমা দীর্ঘ অথবা স্বল্প সময়ের জন্য করা যায়।	সাধারণ বিমা স্বল্প সময়ের জন্য করা হয়।
৪। বিমাযোগ্য স্বার্থ	জীবন বিমার প্রথমেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকে।	সাধারণ বিমায় চুক্তি সম্পাদনকালে বিমাযোগ্য স্বার্থ নাও থাকতে পারে।
৫। নৈতিক ঝুঁকি	জীবন বিমার নৈতিক আচরণ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে।	সাধাবণ বিমায় নৈতিকতাজনিত ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে।
৬। ক্ষতি নিরূপণ	জীবন বিমায় বিষয়বস্তু জীবন বলে জীবনের আর্থিক ক্ষতি নিরূপণযোগ্য নয়।	সাধারণ বিমায় বিষয়বস্তু সম্পদ বলে এর আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ করা যায়।
৭। মূল্য পরিশোধ	জীবন বিমা চুক্তিতে উল্লেখিত মূল্য নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার পর নির্দিষ্ট সময়ান্তর পরিশোধিত হয়।	সাধারণ বিমায় নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলেই কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, অন্যথায় নয়।
৮। সমর্পণ মূল্য	জীবন বিমায় সাধারণত দুই বা তিন বছর পর সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয়।	সাধারণত মেয়াদি বিমায় কোন সমর্পণ মূল্য থাকে না।
৯। পুনর্বীমা	জীবন বিমার ক্ষেত্রে একবার চুক্তি করলেই চলে।	সাধারণ মেয়াদি বিমায় বার বার বিমা চুক্তি করতে হয়, অর্থাৎ এখানে পুনঃবিমার সুযোগ আছে।

উপরোক্ত আলোচনায় জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হল। জীবন বিমায় শুধুমাত্র জীবনের জন্য বিমা করা হয় আর সাধারণ বিমায় সকল প্রকার সম্পদ সম্পত্তির জন্য বিমা করা হয়। তাই এদের মধ্যে সু-স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী-১১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **বিমা কী?**

অথবা, বিমা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১০, ১৪; টেক্স-১৪]

উত্তর ঃ ঝুঁকিজনিত আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিমা বলে।

২। **প্রিমিয়াম বলতে কী বুঝায়?** [টেক্স-২০১৫]

অথবা, প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১৫(পরি)]

অথবা, প্রিমিয়াম কাকে বলে? [টেক্স-২০১৪]

উত্তর ঃ বিমা গ্রহীতা বিমাকারীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

৩। **বিমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলি কী কী?**

উত্তর ঃ বিমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলি হল–

(ক) বিমাযোগ্য স্বার্থ; (খ) চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস; (গ) ক্ষতিপূরণের শর্ত; (ঘ) প্রতিদান; (ঙ) সময়।

৪। **বিমা কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ঃ বিমা প্রধানত তিন প্রকার। যথা ঃ

(ক) নৌ-বিমা; (খ) অগ্নি বিমা; (গ) জীবম বিমা।

৫। **প্রতিদান কী?**

উত্তর ঃ প্রতিদান ছাড়া কোন সম্মতি চুক্তি হতে পারে না। বিমাচুক্তির প্রতিদান হিসেবে তাই বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করবে।

৬। **অগ্নিবিমা পত্র কী?**

উত্তর ঃ অগ্নিবিমাপত্র হলো অগ্নি বিমা চুক্তি দলিল। নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ সাপেক্ষে বিমাকারী বিমার বিষয়বস্তু বিমাকৃত করে বিমা গ্রহীতাকে বিমা চুক্তির যে দলিল প্রদান করে তাকে অগ্নিবিমা পত্র বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **বিমার সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর ঃ বিমা এক প্রকার ব্যবসায়। এটি লেনদেনের ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে লেনদেন সম্প্রসারণে সাহায্য করে। ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত, মূল্যহ্রাস, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জাহাজ ডুবি ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ীকে ক্ষতির কবলে পড়তে হতে পারে। এরূপ অনিশ্চিত ক্ষতি থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা হিসেবে বিমার উদ্ভব।

ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থেকে মানুষের জীবন জীবিকা ও সম্পদ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং ঝুঁকিপূর্ণজনিত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিমা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বিমা, বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি যার ফলে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী কোন ঘটনা বা বিশেষ পরিস্থিতিজনিত কারণে বিমা গ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হলে তা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিমার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ M.N. Mishra-এর মতে, প্রতিদানস্বরূপ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের ঝুঁকি গ্রহণ করার চুক্তিকে বিমা বলে।

Prof. Morgan-এর মতে, বিমা হল কোন একটি মানব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একটি সদস্যের কল্যাণ বিধানের প্রয়াসে বা চিন্তায় গঠিত সম্মতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিমা হল একটি চুক্তিভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিমাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রাপ্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধিকে চুক্তিতে উল্লিখিত ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য সম্পূর্ণ বা নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হয় অথবা কোন ক্ষতি সাধিত না হলে বিমাকারীর আর কোন দায়িত্ব থাকবে না।

২। **প্রিমিয়াম বা সেলামির সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর: **"Premium is the consideration of insurance contract"** অর্থাৎ প্রিমিয়াম হল বিমা চুক্তির প্রতিদান বা বিনিময় মূল্য। বিমাকে বিমাকারী ও বিমা গ্রহীতার মধ্যে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। চুক্তির বৈধতার জন্য প্রতিদান অপরিহার্য উপাদান। একপক্ষ কোন কিছু দিতে চাইলে অপর পক্ষকেও কিছু দিতে হয়। বিমাকারী বিমাচুক্তির অধীনে বিমা গ্রহীতাকে জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকিজনিত আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকেও কিছু মূল্য দিতে হয়। বিমা গ্রহীতা বিমাকারীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে থাকে তা হল প্রিমিয়াম। এই প্রিমিয়াম নির্ধারিত হারে, নির্দিষ্ট সময় পর পর, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কিস্তিতে বা এককালীনভাবে পরিশোধ করা হয়।

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে প্রিমিয়ামের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হল– প্রিমিয়াম হল এমন একটা পরিমাণ অর্থ যা বিমাপত্রের জন্য নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়।

P.H.Collin বলেন, বিমা প্রিমিয়াম হল কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া বার্ষিক প্রদত্ত অর্থ।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি, বিমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমা গ্রহীতা বিমাকারীকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাই প্রিমিয়াম।

৩। **বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর: বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। কোন বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে সে উক্ত বিষয়বস্তু বিমাকৃত করতে পারবে না। বিমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্য আর্থিক হতে হবে। স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর এবং স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। একের অবর্তমানে অন্যের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এজন্য একে অন্যের জীবন বিমা করতে পারে। নৌ-বিমা, অগ্নিবিমার ক্ষেত্রেও বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

৪। **বিমার চুক্তির চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি কী? ব্যাখ্যা কর।**

অথবা, বিমা চুক্তিকে চরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন?

উত্তর: বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে একে অন্যের নিকট বিমাচুক্তির শর্তাবলি ও বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি প্রকাশ করার পর বিমাচুক্তি কার্যকরী হবে, অন্যথায় তা বাতিল (Void) বলে গণ্য হবে। বিমাগ্রহীতাকে বিমার বিষয়বস্তুর সবকিছু খুঁটিনাটি বিবরণ বিমাকারীর নিকট অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন দরকারি সংবাদ গোপন রাখলে বিমাকারীর পক্ষে সঠিকরূপে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। অথবা, গোপন সংবাদটি পেলে বিমাকারী হয়ত বা এরূপ বিষয়বস্তু বিমাকৃত করত না।

৫। **ক্ষতিপূরণের শর্ত বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, বিমা চুক্তিতে ক্ষতিপূরণের নীতিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: জীবন বিমা ছাড়া অন্যান্য বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। যেমন– অগ্নিবিমা ও নৌ-বিমার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ঘটনার ফলে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারীকে তা পূরন করতে হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি না হলে বিমাকারীর কোন দায়িত্ব থাকে না। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সবটাই বিমাকারীর লাভ। কিন্তু, জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। এ ক্ষেত্রে বিমাকৃত টাকা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তির নিকট অথবা পলিসির মেয়াদান্তে লাভসহ বিমাকৃত টাকা বিমাগ্রহীতার নিকট বিমাকারীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

অধ্যায়-৯

৬। **বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য শর্ত হল 'সময়', ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর: ঝুঁকি আরম্ভ ও সমাপ্তির সময় উল্লেখ বিমাচুক্তির একটি মূল্যবান শর্ত। নৌ-বিমা ও অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিষয়বস্তু বিমা করা হয়। সময় শেষ হলে চুক্তির অবসান ঘটে। এমনকি, নৌ-বিমার অভিযাত্রা বিমাপত্রের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাহাজের নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা শেষ হলে বিমাচুক্তির অবসান ঘটে।

৭। **অগ্নি বিমার সংজ্ঞা দাও।**

অথবা, অগ্নিবিমা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর অগ্নিকাণ্ডের বিপক্ষে কোন মালপত্র, ঘর-বাড়ি বা অন্য কোন বিষয়বস্তু বিমা করা হলে তাকে অগ্নিবিমা বলে। অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও মালপত্র পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাই, এ ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও মালপত্র কোন বিমা কোম্পানীর নিকট বিমা করে রাখে। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিমাচুক্তির শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার ঘরবাড়ি, কল-কারখানা বা মালপত্র আগুন লেগে ভস্মীভূত হলে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। তবে এর মধ্যে অবশ্যই চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকবে। তাছাড়া বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

৮। **নৌ-বিমার সংজ্ঞা দাও।**

অথবা, নৌ-বিমা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময় সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, চুরি, জল-দস্যুর আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জাহাজ, জাহাজের পণ্যদ্রব্য ও জাহাজ ভাড়ার ক্ষতি হতে পারে। এ প্রকার অনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে যে বিমা করা হয় তাকে নৌ-বিমা বলে। এ ক্ষেত্রে বিমাকারী বা বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাদের জলযান, পণ্যদ্রব্য ও জাহাজ ভাড়া বিমা করে থাকে। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে এবং কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণ করে। ক্ষতি না হলে বিমা কোম্পানি বা বিমাকারীর কোন দায়িত্ব থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সবটাই তার লাভ। নৌ-বিমার ক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ এবং বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তির শর্তাবলি সংবলিত দলিল বিমাগ্রহীতার নিকট প্রদান করে। নৌ-বিমা চুক্তিতে এই দলিলকে বলা হয় নৌ-বিমাপত্র। নৌ-বিমাপত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন—অভিযাত্রা বিমাপত্র, সময় বিমাপত্র, মিশ্র বিমাপত্র ইত্যাদি।

৯। **জীবন বিমা বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, "বিমা একাধারে বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা/প্রতিরক্ষার উপায়"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, "জীবন বিমায় আশ্রয় এবং বিনিয়োগ উভয় উপাদানই বিদ্যমান"—আলোচনা কর।

উত্তর জীবন বিমা এরূপ এক প্রকার বিমা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয়। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার জন্য স্বামী, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যার জীবন বিমা করা হয়। পরিবারের কর্তার জীবন বিমা করা থাকলে তার অকাল মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ বাবদ বিমা কোম্পানির নিকট থেকে সম্পূর্ণ বিমাকৃত টাকা পায়। এর ফলে পরিবারটি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। বিমাকৃত ব্যক্তির পলিসি চলাকালীন মৃত্যু না হলে সে পলিসির মেয়াদান্তে বোনাসসহ সম্পূর্ণ বিমাকৃত টাকা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ফেরত পায়।

জীবন বিমার শর্তানুসারে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ান্তে বিমাগ্রহীতাকে অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকৃত টাকা পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে এবং বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। নৌ-বিমা বা অগ্নিবিমার ন্যায় জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারীকে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিমাকৃত টাকা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

১০। **কিভাবে অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করা হয়?**

উত্তর অগ্নিবিমাপত্র হলো অগ্নিবিমা চুক্তি দলিল। নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ সাপেক্ষে বিমাকারী বিমার বিষয়বস্তু বিমাকৃত করে বিমাগ্রহীতাকে বিমা চুক্তির যে দলিল প্রদান করে তাকে অগ্নিবিমাপত্র বলে।

অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবকারীকে নির্ধারিত প্রস্তাব ফরম পূরণ করে বিমা কোম্পানির নিকট দাখিল করতে হয়। এ ফরমে বিমা কোম্পানি প্রিমিয়ামের হার ও পরিমাণ উল্লেখ করে থাকে। প্রস্তাবকারী বিমাগ্রহীতা উল্লিখিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিষয়বস্তু বিমা করতে সম্মত থাকলে বিমা কোম্পানি বিমাপত্র প্রস্তুত করে তার নিকট প্রেরণ করে। সচরাচর পাঁচ প্রকার অগ্নিবিমাপত্র ইস্যু করা হয়, যেমন—একক বিমাপত্র, বিশেষ বিমাপত্র, গড় বিমাপত্র, ভ্যালুড বিমাপত্র এবং ভাসমান বিমাপত্র।

১১। বীমা বাজি নয়-ব্যাখ্যা কর। [টেক্স-২০১৪]

উত্তর বীমা আর বাজি ধরার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বীমা করা হয় জীবন, সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্ভাব্য বিপদ বিপর্যয়ের দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়। আর বাজি ধরা হয় সাময়িক আনন্দ লাভ বা অধিকতর অনিশ্চয়তার মধ্যে অহেতুক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়।

১২। জীবনবীমা ও সাধারণ বীমার মধ্যে ৫টি পার্থক্য উল্লেখ কর। [পলি-১৪(পরি); টেক্স-১৪]

উত্তর জীবনবীমা ও সাধারণ বীমার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

পার্থক্যের বিষয়	জীবনবীমা	সাধারণ বীমা
১। চুক্তির প্রকৃতি	জীবনবীমা নিশ্চয়তার চুক্তি (Contract of assurance)। কারণ এ ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত কারণে মৃত্যুর ফলে বা অক্ষমতায় যেমনি অর্থ পরিশোধ করতে হয় তেমনি মেয়াদপূর্তিতেও বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে।	সাধারণ বীমা সাধারণত ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of indemnity)। এ ক্ষেত্রে সম্পত্তির হানি হলে এর মাত্রা বিবেচনায় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়।
২। বীমাযোগ্য স্বার্থ	জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাচুক্তি করার সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয়।	অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে বীমা পলিসি গ্রহণের সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলেও চলে কিন্তু ক্ষতির সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয়।
৩। প্রিমিয়াম	এ ক্ষেত্রে সাধারণত একাধিক কিস্তিতে বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়।	এ ক্ষেত্রে সাধারণত একবারেই বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়ে থাকে।
৪। সমর্পণ মূল্য	জীবনবীমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তে বীমাগ্রহীতা সমর্পণ মূল্য (Surrender value) পাওয়ার অধিকার রাখে।	অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা কোনো প্রকার সমর্পণ মূল্য অর্জন করতে পারে না, শুধুমাত্র ক্ষতির জন্যই অর্থ পায়।
৫। নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ	এ বীমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ অনেক কম। কারণ আত্মহত্যার মাধ্যমে দাবি আদায় করবে এমন ধরনের ব্যক্তি খুবই বিরল।	অন্যান্য বীমা ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। কারণ অনেক সময় বীমাগ্রহীতা ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি ঃ

১। বিমার সংজ্ঞা দাও। বিমার অপরিহার্য শর্ত/নীতিসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ১১.১ এবং ১১.২ নং দ্রষ্টব্য।

২। বিমার প্রকারভেদগুলো আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ১১.৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর সংকেত ১১.৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিমার গুরুত্ব বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৪, ১৫]

অথবা, ব্যক্তিগত জীবনে বিমার গুরুত্ব লেখ। [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত ১১.১.৬ নং দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ১২

কেস পর্যালোচনা
Case Study

১২.০ সূচনা (Introduction) ঃ

'কেস' কোন একটি ঘটনা, অবস্থা বা সমস্যার বর্ণনা বিশেষ। আমরা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য সাধারণত যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করি কেস বা ঘটনা পর্যালোচনা পদ্ধতি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা দেন এবং ছাত্ররা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু নোট করে নেয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু কেস পদ্ধতিতে অধ্যয়নের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তায় এবং এতে করে তাদের বিচার বুদ্ধির পরিপক্কতা আসে। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ও কানাডার ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যবস্থাপনা শিক্ষার ক্ষেত্রে কেস পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষাদানের বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে কেস পদ্ধতি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১২.১ কেস পর্যালোচনার সংজ্ঞা (Definition of Case Study) ঃ

আমরা সূচনাতেই বলেছি যে, কেস হচ্ছে কোন একটি ঘটনা, অবস্থা বা সমস্যার বর্ণনা বিশেষ। তবে এটি এমন একটি অবস্থা, ঘটনা বা সমস্যার বর্ণনা প্রদান করে যা বাস্তব জগতে একজন ব্যক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং যা সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিকে চিন্তা ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কেস দ্বারা ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে একজন ব্যবস্থাপককে বাস্তবে যে পরিস্থিতি বা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং যে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা সমাধান করেছেন এর সুসংঘবদ্ধ লিখিত বিবৃতিকেই বুঝায়। অর্থাৎ কোন শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবে সংঘটিত ঘটনাবলি বা অবস্থাসমূহের লিখিত বিবরণ বা প্রতিবেদনকে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কেস বলা হয়। বস্তুত শিল্প-কারখানায় সমস্যার উপর ভিত্তি করে রচিত কেস ব্যবস্থাপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প বিশেষ।

কেস পর্যালোচনা বলতে কেস আলোচনা পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকে। কেসে বর্ণিত সমস্যাটি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে গভীর অনুভূতি লাভ করা যায় এবং এর মাধ্যমে নতুন ও উন্নততর কার্যক্রমের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এতে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জিত হয়। মূলত কেস আলোচনা একটি সমবেত ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টা– যা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীল চিন্তাধারার তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি করে। অধ্যাপক লেটনের মতে, "কেস পদ্ধতি কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করার সমতুল্য।" তাঁর ভাষায়, কেস পর্যালোচনা পদ্ধতি অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প– যা স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়।

১২.২ কেস পদ্ধতির উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Case Study) ঃ

কেস পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল অধ্যয়নের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তানো, যাতে তারা মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল চিন্তাধারায়, মনোনিবেশ করতে পারে।

২। ছাত্র-ছাত্রীদের তাত্ত্বিক (Theoritical) জ্ঞানের পাশাপাশি বিষয়বস্তুর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

৩। ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিচার শক্তিতে পরিপক্কতা আনয়ন করা।

৪। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রমের সাথে ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষার প্রচলন করা।

৫। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভুত বিভিন্ন রকমের সমস্যা ঘটনাবলি, অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট বা বিবৃতির সাহায্যে শিক্ষাদান।

৬। কেস পদ্ধতিতে বিবৃত সমস্যা সমাধানের উপায় বা পন্থাকে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে পেশাগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

অধ্যায় ১২

কেস পর্যালোচনা
Case Study

১২.০ সূচনা (Introduction) ঃ

'কেস' কোন একটি ঘটনা, অবস্থা বা সমস্যার বর্ণনা বিশেষ। আমরা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য সাধারণত যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করি কেস বা ঘটনা পর্যালোচনা পদ্ধতি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা দেন এবং ছাত্ররা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু নোট করে নেয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু কেস পদ্ধতিতে অধ্যয়নের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তায় এবং এতে করে তাদের বিচার বুদ্ধির পরিপক্বতা আসে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ও কানাডার ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যবস্থাপনা শিক্ষার ক্ষেত্রে কেস পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষাদানের বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে কেস পদ্ধতি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১২.১ কেস পর্যালোচনার সংজ্ঞা (Definition of Case Study) ঃ

আমরা সূচনাতেই বলেছি যে, কেস হচ্ছে কোন একটি ঘটনা, অবস্থা বা সমস্যার বর্ণনা বিশেষ। তবে এটি এমন একটি অবস্থা, ঘটনা বা সমস্যার বর্ণনা প্রদান করে যা বাস্তব জগতে একজন ব্যক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং যা সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিকে চিন্তা ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কেস দ্বারা ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে একজন ব্যবস্থাপককে বাস্তবে যে পরিস্থিতি বা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং যে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা সমাধান করেছেন এর সুসংঘবদ্ধ লিখিত বিবৃতিকেই বুঝায়। অর্থাৎ কোন শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবে সংঘটিত ঘটনাবলি বা অবস্থাসমূহের লিখিত বিবরণ বা প্রতিবেদনকে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কেস বলা হয়। বস্তুত শিল্প-কারখানায় সমস্যার উপর ভিত্তি করে রচিত কেস ব্যবস্থাপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প বিশেষ।

কেস পর্যালোচনা বলতে কেস আলোচনা পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকে। কেসে বর্ণিত সমস্যাটি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে গভীর অনুভূতি লাভ করা যায় এবং এর মাধ্যমে নতুন ও উন্নততর কার্যক্রমের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এতে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জিত হয়। মূলত কেস আলোচনা একটি সমবেত ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টা– যা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীল চিন্তাধারার তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি করে। অধ্যাপক লেটনের মতে, "কেস পদ্ধতি কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করার সমতুল্য।" তাঁর ভাষায়, কেস পর্যালোচনা পদ্ধতি অভিজ্ঞতার একটি বিকল্প– যা স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়।

১২.২ কেস পদ্ধতির উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Case Study) ঃ

কেস পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল অধ্যয়নের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তানো, যাতে তারা মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল চিন্তাধারায়, মনোনিবেশ করতে পারে।

২। ছাত্র-ছাত্রীদের তাত্ত্বিক (Theoritical) জ্ঞানের পাশাপাশি বিষয়বস্তুর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

৩। ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিচার শক্তিতে পরিপক্কতা আনয়ন করা।

৪। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রমের সাথে ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষার প্রচলন করা।

৫। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন রকমের সমস্যা ঘটনাবলি, অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট বা বিবৃতির সাহায্যে শিক্ষাদান।

৬। কেস পদ্ধতিতে বিবৃত সমস্যা সমাধানের উপায় বা পন্থাকে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে পেশাগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

১২.৩ কেস বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Methods of Case Analysis) ঃ

কেস পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকাই মুখ্য এবং শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ। কেস বিশ্লেষণের জন্য ছাত্রদেরকে যথেষ্ট অধ্যয়ন করতে হয়। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কেস বিশ্লেষণ করা হয় ঃ

প্রথমত, কেসটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কয়েকবার পাঠ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট কেসে সমস্যা কি তা খুঁজে বের করতে হবে।

তৃতীয়ত, একাধিক সমস্যা থাকলে সেগুলোকে এদের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে হবে।

চতুর্থত, সমস্যা উদ্ভবের কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

পঞ্চমতা, সমস্যা সমাধানের বিকল্প উপায় নির্ধারণ করতে হবে এবং উপায়গুলোকে ক্রমানুসারে সাজাতে হবে। এ পর্যায়ে প্রত্যেক বিকল্প পদ্ধতির ফলাফলও লিখতে হবে।

ষষ্ঠত, সমস্যা সমাধানের বিকল্প উপায়গুলো থেকে সর্বোত্তম সমাধানটি বেছে নিতে হবে।

সবশেষে, অর্জিত ফলাফলের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফলের তুলনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা কোন বিশেষ শিল্পকারখানার শিল্প ব্যবস্থাপনার উপর কেস পর্যালোচনা করবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমাধান নির্দেশের জন্য তাদের নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করবেন

১২.৪ কেস স্টাডির গুরুত্ব (Importance of Case Study) ঃ

কেস পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাদানের কৌশল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ৮০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কেস স্টাডি পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছিল। যা বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক আলোচিত। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট স্বাধীনতার পর থেকে কেস স্টাডির ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। নিম্নে কেস স্টাডির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **জটিল সমস্যার সমাধান ঃ** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় ধরনের ব্যবসায়ীরাও ব্যবসায়ের জটিল প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে থাকে। জটিল সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যাবে সে বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়। অথবা সরেজমিনে তদন্ত করে বা গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বিকল্প হিসেবে কাজ করা সহজ হয়।

২। **সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা ঃ** কেস স্টাডির মাধ্যমে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে বাস্তব পরিস্থিতি বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং উদ্যোক্তা কেস স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৩। **গবেষণা পদ্ধতি ঃ** একজন গবেষক কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলির বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশ এবং ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের তৎপরতা সংগ্রহ করে তা সংগঠিত আকারে উপস্থাপন করে যাতে একজন উদ্যোক্তা তার মনের আয়নায় অবলোকন করতে পারে।

৪। **অভিজ্ঞতা অর্জন ঃ** একজন শিল্প-উদ্যোক্তাকে উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং বিচারশক্তিতে পরিপক্বতা অর্জনে সহায়তা করে। এ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান উদ্যোক্তার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের ধারণা জন্মায়।

৫। **সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন ঃ** একজন শিল্প-উদ্যোক্তা সাধারণ তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব ঘটনা বেশি করে মনে রাখতে পারে। যে কারণে কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করতে শিল্প-উদ্যোক্তাদের সহজ হয়। ফলে শিল্প উদ্যোক্তারা কেস স্টাডি অধ্যয়ন করে সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে সক্ষম হয়।

৬। **ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবর্তন ঃ** আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৭। **পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ** পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহারের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন—স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী অধ্যয়ন করে সেক্ষেত্রে নিজেকে ব্যবসায় উদ্যোগী করতে আগ্রহী হয়।

৮। **ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক ঃ** প্রত্যেক সফল ও ব্যর্থ উদ্যোক্তার জীবনী পর্যালোচনা করে তরুণ উদ্যোক্তারা নিজেদের জীবনেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে যা তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হয়।

৯। **মুক্তবুদ্ধির চর্চা ঃ** কেস স্টাডি পদ্ধতি এক একটি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এ ঘটনাকে উদ্যোক্তারা তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ফলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কেস স্টাডি একজন ব্যক্তির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২.৫ কেস পর্যালোচনা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of Case Study) ঃ

কেস পর্যালোচনা পদ্ধতি শিক্ষার বলিষ্ঠতম হাতিয়ার হিসেবে বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিম্নে কেস পর্যালোচনা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। কেস হতে কোন ঘটনা বা অবস্থার সার্বিক হৃদয়ঙ্গম সম্ভব হয়। ফলে সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন ও সেই প্রেক্ষিতে কার্যকর সমাধান বের করা সহজ হয়।

২। কেসে বর্ণিত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে একজন ব্যক্তি শিল্প সংগঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৩। কেসে উল্লেখিত ঘটনার আলোচনাকালে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় হয়, যা জ্ঞানার্জনের পথকে প্রশস্ত করে।

৪। কেস পর্যালোচনা পদ্ধতি অভিজ্ঞতার বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

৫। কেস পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির বিচার শক্তিতে পরিপক্বতা আসে এবং চিন্তাশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

৬। বাস্তব ঘটনা সমৃদ্ধ কেস পাঠ করে শিক্ষার্থী স্বল্প সময়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়।

৭। শিল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কেস স্টাডির মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

৮। কেস পদ্ধতি স্বাধীনভাবে অথচ সহযোগিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

৯। কেস পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিল্প ব্যবস্থাপনার উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এতদসংক্রান্ত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

১০। সর্বোপরি, কেস পদ্ধতিতে সফল ব্যবস্থাপকদের জীবনী এবং কাজের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের কাহিনী পাঠ করে নিরাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়।

১২.৫.১ কেস পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Case Study) ঃ

কেস পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। এক্ষেত্রে সাফল্য হয় দলনেতার।

২। শিক্ষার্থীদের মনের উপর এর সাফল্য নির্ভরশীল।

৩। সবক্ষেত্রে কেস পদ্ধতি সুফল প্রদান করে না।

৪। অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, যার পরিণতি কখনো কখনো খারাপ হয়।

কেস পদ্ধতির সাধারণত উপরোক্ত অসুবিধাগুলো পরিলক্ষিত হয়।

অনুশীলনী-১২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। কেস কী?

উত্তর ঃ কেস হচ্ছে কোন একটি ঘটনা, অবস্থা বা সমস্যার বর্ণনা বিশেষ।

২। কেস পদ্ধতিতে অধ্যয়নের দায়িত্ব কার উপর বর্তায়?

উত্তর ঃ কেস পদ্ধতিতে অধ্যয়নের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তায়।

৩। কোথায় ও কোন ক্ষেত্রে প্রথম কেস পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়?

উত্তর ঃ যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ও কানাডার ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কেস পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়।

৪। কেস স্টাডি কী? [পলি-২০০৫, ০৬, ০৯; জিটি-১২]

অথবা, কেস পর্যালোচনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৭, ১০]

উত্তর ঃ কেস স্টাডি হল কোন জটিল সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় যে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সঠিক সমাধানের ব্যবস্থা করা।

৫। কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৪, ০৬, ০৭, ১০]

উত্তর ঃ কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল অধ্যয়নের দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তানো, যাতে তারা মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল চিন্তাধারায় মনোনিবেশ করতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। **কেস স্টাডি কাকে বলে?** [পলি-২০০৬]

উত্তর: ব্যবসায়ের কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে একজন উদ্যোক্তাকে বা ব্যবস্থাপককে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে কেস স্টাডি বা কেস পর্যালোচনা বলে।

২। **কেস স্টাডির গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।** [পলি-২০০৬, ০৭]

উত্তর: কেস স্টাডির গুরুত্ব নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। কেস স্টাডি জটিল সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে।
২। কেস স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
৩। এটি গবেষণা কাজে সহায়ক।
৪। এটি অভিজ্ঞতা অর্জন ও বিচারশক্তির পরিপক্বতা দান করে।
৫। কেস স্টাডি হতে সহজে সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করা যায়।
৬। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
৭। এটি ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক।
৮। মুক্তযুক্তির চর্চায় কেস স্টাডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩। **কেস স্টাডির সুবিধাগুলো লিখ।** [পলি-২০০৭, ০৮, ১৪, ১৫(পরি)]

উত্তর: কেস স্টাডির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১। কেস স্টাডির মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার সার্বিক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়।
২। কেসে বর্ণিত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে একজন ব্যক্তি শিল্প সংগঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে।
৩। কেস পর্যালোচনা পদ্ধতি অভিজ্ঞতার বিকল্প হিসেবে কাজ করে।
৪। কেস পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির বিচারশক্তিতে পরিপক্বতা আসে।
৫। কেস স্টাডি স্বাধীনভাবে অথচ সহযোগিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

৪। **কেস স্টাডির উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?** [টেক্স-২০১৫]
অথবা, শিল্পোদ্যোক্তা কেস পর্যালোচনার উদ্দেশ্যাবলি লেখ। [পলি-২০১০]

উত্তর: কেস পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে :

১। শিক্ষার্থী/ছাত্রছাত্রীদের ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে বাস্তব ব্যবসায় কার্যাবলির অবস্থার বিবরণ পরিবেশন করা;
২। ব্যবসায় জগতে উদ্ভূত বিচিত্র ধরনের সমস্যা, ঘটনাবলি, পরিস্থিতি, বিরোধ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান;
৩। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রমের সাথে প্রায়োগিক শিক্ষা প্রচলন;
৪। কেস স্টাডিতে বিবৃত সমস্যা সমাধানের উপায়কে শিক্ষার্থীর পেশাগত জীবনে ব্যবহারের চিন্তাভাবনার সৃষ্টি করা;
৫। শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রবণতা সৃষ্টি এবং একই সাথে টীম ওয়ার্কের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। **কেস স্টাডির সংজ্ঞা দাও। কেস পদ্ধতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত: ১২.১, ১২.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। **কেস স্টাডির গুরুত্ব আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত: ১২.৪ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। **কেস বিশ্লেষণের পদ্ধতি আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত: ১২.৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। **কেস পর্যালোচনা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত: ১২.৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। **কেস পর্যালোচনা পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ কী?** [পলি-২০১৪]

উত্তর সংকেত: ১২.৫.১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সুপার সাজেশনস্

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। উদ্যোক্তা কে? [পলি-২০০৮, ১১]

অথবা, উদ্যোক্তা কাকে বলে? [পলি-২০১৪(পরি)]

অথবা, উদ্যোক্তার সংজ্ঞা লিখ। [টেক্স-২০১০]

অথবা, এন্টাপ্রেনিয়র কে? [পলি-২০০৩, ০৯, ১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। শিল্পোদ্যোগের বা ব্যবসায় উদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৫, ০৬, ১১, ১৪; টেক্স-১৩]

অথবা, শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship) কী? [পলি-২০০৯]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। Entrepreneur শব্দের উৎপত্তি এবং এর অর্থ কী? [পলি-২০০৬; টেক্স-১৪; জিটি-১২]

অথবা, Entrepreneur শব্দটি কোন দেশীয় শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য কী কী? [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৫। উদ্যোক্তা কত প্রকার ও কী কী? [পলি-২০১০]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের শিল্পের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৭। একক শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে?

অথবা, একক শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ব্যাপকভিত্তিক বা গণশিল্পোদ্যোগ কাকে বলে? [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৯। উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে হবে কেন?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০। উদ্যোক্তাকে সংগঠক হতে হবে কেন?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১১। জীবিকা নির্বাহ অবস্থা কাকে বলে?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২। 'এন্টারপ্রিনিয়রশিপ' কথাটির অর্থ কী? [পলি-২০০৩, ০৬]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। সামাজিক উদ্যোক্তা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। কেস স্টাডি হতে ছাত্র-ছাত্রীরা কী জ্ঞান লাভ করে? [পলি-২০০৩, ০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। শিল্পোদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তির দিকগুলো কী কী উল্লেখ কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তি থাকার প্রয়োজন কেন? [পলি-২০১১, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। একজন উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। পরিমিত ঝুঁকি বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে? [পলি-২০১৫]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১২(পরি), ১৪; টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২০। কিন্ডেল বার্গার প্রদত্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? [পলি-২০০৫, ০৯, ১০]

অথবা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১৪(পরি); টেক্স-০৯, ১০, ১৪; জিটি-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দুটি গুণকের নাম কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা কখন সাফল্য লাভ করবে?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি কী কী? [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। কী কী কারণে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়? [পলি-২০০৫, ০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধানতম গুণক কোনটি?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৭। সঞ্চয়ের হার কিসের উপর নির্ভর করে? [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৮। উদ্যোক্তা কেন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হয়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৯। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান কী কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৩০। **উদ্যোক্তারা সম্পদের উৎসের সন্ধানে আগ্রহী কেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

৩১। **উদ্যোক্তারা নতুন পণ্যের সন্ধানে আগ্রহী কেন?** [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

৩২। **অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন বাজার বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৩৩। **উদ্যোক্তারা নতুন বাজার সৃষ্টিতে আগ্রহী কেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩৪। **বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা কী?** [পলি-২০০৩; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩৫। **লাগসই প্রযুক্তি কী?** [পলি-২০০৪, ১১, ১২; টেক্স-১৪, ১৫; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৩৬। **শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায়িক যোগাযোগের অর্থ কী?** [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

৩৭। **কিভাবে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়?** [পলি-২০১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

৩৮। **উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোগী হন কেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

৩৯। **প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের পূর্বশর্ত কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

৪০। **কোন পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?** [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

৪১। **আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের চাবিকাঠি কয়টি গুণকের উপর নির্ভর করে?** [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪২। **অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪৩। **অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দিয়েছেন কারা?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪৪। **অ্যাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কী বলেছেন?** [পলি-২০১২]
অথবা, অ্যাডাম স্মিথের মতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কীসের ওপর নির্ভরশীল? [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪৫। **'শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ'— এ কথা কোন অর্থনীতিবিদ বলেছেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪৬। 'শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ— এ কথার অর্থ কী? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪৭। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভাবক কে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৪৮। কোন সমাজের অধিক সংখ্যক লোক উদ্যোক্তার আচরণ করে?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৪৯। ম্যালথাস জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কী বলেন?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৫০। "ম্যালথাস" এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য কী কী? [পলি-২০০৯, ১৩; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৫১। উন্নয়নশীল দেশে কিভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৫২। শিল্পোদ্যোক্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫৩। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঐতিহাসিক তত্ত্ব কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫৪। রস্টোর তত্ত্ব অনুযায়ী অনুন্নত হতে উন্নত অবস্থায় পৌছার স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

৫৫। চিরাচরিত বা সনাতন স্তরে অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৫৬। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বে ব্যাপক ভোগেরকাল স্তর কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৫৭। স্যামপিটার এর মতানুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি কিসের উপর নির্ভর করে? [পলি-২০০৮, ১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

৫৮। স্যামপিটার পুঁজি সরবরাহকারীর চেয়ে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন কেন?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

৫৯। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর কিসের উপর নির্ভর করে? [পলি-২০১৫(পরি)]
অথবা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিসের উপর বেশি নির্ভর করে? [পলি-২০০৫, ১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৬০। অ্যাডাম স্মিথের মতে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে বিশেষীকরণের জন্য কোন দুটি বিষয় আবশ্যক?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬১। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৬২। কোন দ্রব্য উৎপাদনে কী কী উপাদান অপরিহার্য?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

৬৩। **উন্নয়নের পিছনে শিল্প উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

৬৪। **ম্যালথাসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিসের উপর নির্ভরশীল?** [পলি-২০০৯, টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

৬৫। **ম্যাকলেল্যান্ড প্রদত্ত উচ্চ কৃতিত্বার্জনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী উল্লেখ কর।** [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

৬৬। **'শিল্প ধারণা' কী?** [পলি-২০০৮; টেক্স-১৫]

অথবা, শিল্প ধারণা বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৬৭। **'শিল্প ধারণার উৎস কাকে বলে?** [পলি-২০০৫, ১০, ১৫(পরি); জিটি-১৩]

অথবা, শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৬৮। **কোন ধরনের 'শিল্প ধারণা' শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬৯। **শিল্প ধারণার উৎস কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭০। **বাংলাদেশের যে কোন চারটি আনুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার উৎসের নাম কর।** [পলি-২০১২(পরি); টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭১। **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার উল্লেখযোগ্য ২টি কাজের নাম লিখ।** [পলি-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৭২। **বিটাকের যে কোন ৪টি কাজের নাম লেখ।** [পলি-২০০৯, ০৮, ১৪(পরি)]

অথবা, বাংলাদেশ কারিগরি সাহায্য সংস্থার কার্যাবলি আলোচনা কর। [পলি-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৭৩। **বিএসটিআই-এর যে কোন ছয়টি কাজের নাম কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৭৪। **ব্রাকের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের যে কোন ৬টি কাজের নাম উল্লেখ কর।** [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৭৫। **সরকারি সহায়তা কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৭৬। **বাংলাদেশে বিদেশি উদ্যোক্তা কিংবা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কী কী সুবিধা দেয়া হয়েছে?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭৭। **ইপিজেড (EPZ) কী?** [পলি-২০০৯; টেক্স-১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭৮। **শিল্পোদ্যোগ ধারণার অনানুষ্ঠানিক সূত্রসমূহ কী কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৭৯। **একটি সফল প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের চাবিকাঠি কী কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৮০। **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মাসিক প্রকাশনাসমূহ কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

৮১। **BBS কী? এর কাজ কী?** [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

৮২। **EPZA কী?** [পলি-২০১২, ১৩; টেক্স-১০, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৮৩। **গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ কী?**

অথবা, দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লেখ। [পলি-০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮৪। **BITAC-এর পূর্ণ অর্থ কী?** [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮৫। **শিল্প-ধারণা মূল্যায়নের সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৮]

অথবা, শিল্প-ধারণা মূল্যায়ন কাকে বলে? [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৮৬। **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিসের উপর নির্ভরশীল?** [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮৭। **কার্ল ভেসপার প্রদত্ত শিল্প-ধারণার উপাদানগুলোর নাম কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮৮। **ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের জন্য কোন তিনটি দিক জড়িত?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৮৯। **ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কী?** [পলি-২০১৫(পরি); টেক্স-২০১৪]

অথবা, সমাবস্থা বিশ্লেষণ কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৯০। **ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কেন বিশ্লেষণ করা হয়?** [পলি-২০০৫; টেক্স-১৫; জিটি-১২, ১৩]

অথবা, সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ কেন করা হয়? [টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৯১। **ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কী বা কাকে বলে?** [পলি-২০১২; টেক্স-০৯, ১০, ১৩]

অথবা, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫, ১৩]

অথবা, সমাবস্থা বিন্দু কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯২। **শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদাভিত্তিক উপাদান কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৯৩। **কারবারের আয়তনের সাথে সম্পর্কিত চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৯৪। **মুনাফার সমচ্ছেদের সূত্রটি কী?** [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯৫। **নগদ সমচ্ছেদ সূত্রটি কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৯৬। **আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

৯৭। **কারবার থেকে প্রত্যাশিত আয় অনুমান করার আগে উদ্যোক্তাকে কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়?**

অথবা, আয় পূর্বানুমান করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? [পলি-২০০৫, ০৮; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯৮। **উৎপাদনশীলতা বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৬, ১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৯৯। **প্রকল্প কী বা প্রকল্প কাকে বলে?** [পলি-২০০৫, ০৭, ০৯, ১০]

অথবা, প্রকল্প (Project) বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ০৬, ০৮, ১৪; টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১০০। **প্রকল্প ধারণা কী?** [পলি-২০০৫, ০৬, ১৫(পরি); জিটি-১৩]

অথবা, প্রকল্প ধারণা কাকে বলে? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১০১। **প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা কী?** [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০২। **তথ্য পুস্তক কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০৩। **সম্ভাব্যতা যাচাই কী?** [পলি-১৩]

অথবা, সম্ভাব্যতা যাচাই কাকে বলে? [টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১০৪। **পণ্য নির্বাচন কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১০৫। **ম্যাক্রোস্ক্রিনিং কী?**

অথবা, ম্যাক্রোস্ক্রিনিং কাকে বলে? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১০৬। **ম্যাক্রো পরিবেশ কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১০৭। **ম্যাক্রো পরিবেশের ৬টি উপাদানের নাম লিখ।**

অথবা, ম্যাক্রো পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো কী কী? [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১০৮। মাইক্রোস্ক্রিনিং কী? [পলি-২০০৭, ০৮, ১১]

অথবা, মাইক্রোস্ক্রিমিং কাকে বলে? [পলি-২০০৭, ১১]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১০৯। মাইক্রোস্ক্রিনিং এর ৪টি দিকের নাম কর। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১১০। প্রকল্প ধারণার ২টি প্রধান দিক নির্দেশনা উল্লেখ কর।

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১১১। প্রকল্প ধারণার ৪টি প্রধান উৎসের নাম কর।

অথবা, প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১১২। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? [পলি-২০০৩, ০৯, ১৫(পরি)]

অথবা, প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১১৩। কারিগরি দিক কী? [পলি-২০০৫, ১০, ১১]

অথবা, প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৬]

অথবা, প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। [জিটি-২০১৩]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১১৪। কিভাবে সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে হয়?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১১৫। Project শব্দটি কোন শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে? এর অর্থ কী?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

১১৬। কারবারের সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত কী?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

১১৭। প্রকল্প শনাক্তকরণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

১১৮। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯, ১৩]

অথবা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ১২; টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

১১৯। আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১০, ১১, ১৪]

অথবা, আর্থিক পরিকল্পনা কী? [টেক্স-২০১০]

অথবা, আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

১২০। নগদ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাগুলো লেখ। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১০৮। মাইক্রোক্লিনিং কী? [পলি-২০০৭, ০৮, ১১]

অথবা, মাইক্রোক্লিমিং কাকে বলে? [পলি-২০০৭, ১১]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১০৯। ম্যাইক্রোক্লিনিং এর ৪টি দিকের নাম কর। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১১০। প্রকল্প ধারণার ২টি প্রধান দিক নির্দেশনা উল্লেখ কর।

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১১১। প্রকল্প ধারণার ৪টি প্রধান উৎসের নাম কর।

অথবা, প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১১২। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? [পলি-২০০৩, ০৯, ১৫(পরি)]

অথবা, প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১১৩। কারিগরি দিক কী? [পলি-২০০৫, ১০, ১১]

অথবা, প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৬]

অথবা, প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। [জিটি-২০১৩]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১১৪। কিভাবে সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে হয়?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১১৫। Project শব্দটি কোন শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে? এর অর্থ কী?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

১১৬। কারবারের সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত কী?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

১১৭। প্রকল্প শনাক্তকরণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

১১৮। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯, ১৩]

অথবা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ১২; টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

১১৯। আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১০, ১১, ১৪]

অথবা, আর্থিক পরিকল্পনা কী? [টেক্স-২০১০]

অথবা, আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৯; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত: অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

১২০। নগদ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাগুলো লেখ। [পলি-২০১১]

১২১। **দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা কী বা কাকে বলে?** [পলি-২০১০, ১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

১২২। **দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ প্রাপ্তির বা পুঁজির উৎস কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

১২৩। **স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ প্রাপ্তির বা পুঁজির উৎস কী কী?** [পলি-২০১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

১২৪। **নগদান পরিকল্পনা বা ক্যাশ প্ল্যান কী?** [পলি-২০০৯, ১১; জিটি-১২]

অথবা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ পরিকল্পনা কী? [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

১২৫। **দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩১ নং দ্রষ্টব্য।

১২৬। **দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যয় পরিকল্পনা কাকে বলে?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২৭। **স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার মেয়াদ কত দিনের জন্য হয়?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৬ নং দ্রষ্টব্য।

১২৮। **জামানত ছাড়া কোন ব্যাংক ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৭ নং দ্রষ্টব্য।

১২৯। **শেয়ার ছাড়া একটি কোম্পানি কিভাবে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৩০। **ঋণপত্র কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৩১। **পরিকল্পনা কী?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩২। **আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী?** [পলি-২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৩। **মূলধন বাজেটিং কী?**

অথবা, মূলধন বাজেটিং এর সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৪, ১১, ১৪]

অথবা, মূলধন বাজেটিং কাকে বলে? [পলি-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৪। **আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী?** [পলি-২০০৫, ০৯, ১০; টেক্স-০৯, ১০, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৫। **উদ্বৃত্তপত্র কী?** [পলি-২০০৭, ০৯, ১০, ১২; জিটি-১২; টেক্স-০৯, ১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৬। **আত্মকর্মসংস্থান কী?** [পলি-২০০৩, ০৪, ০৯; টেক্স-১৩; জিটি-১২]

অথবা, আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা লিখ। [পলি-২০০৭, ০৮]

অথবা, আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫, ১০, ১১, ১৪(পরি); জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৭। জনশক্তির সদ্ব্যবহার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৮। বাংলাদেশের কতজন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে এবং কেন? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৯। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের যে কোন ৫টি কর্মক্ষেত্রের নাম লিখ। [পলি-২০১২, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪০। ব্যবসায় কী পেশা?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪১। স্ব-নিয়োজিত পেশা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৬, ১০, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৪২। বেকারত্ব কাকে বলে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৩। যে কোন ৫টি বেসরকারি কারিগরি কর্মসংস্থানের নাম কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৪। কোন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৫। শিল্পদ্যোগীর গুণাবলির আত্মমূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৬। কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ ও উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৬]

অথবা, জীবিকার্জনের জন্যে মানুষমূলত কয় ধরনের পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং কী কী? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৭। ব্যবসায় কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৮। প্রাতিষ্ঠানিক আত্মকর্মসংস্থান কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৯। ক্ষুদ্র ব্যবসায় কী আরম্ভ করা সহজ?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

১৫০। ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপনের সুবিধা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫১। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পেশাগত সুবিধা কী? [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫২। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ১০]

অথবা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কী? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৭। জনশক্তির সদ্ব্যবহার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৮। বাংলাদেশের কতজন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে এবং কেন? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩৯। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের যে কোন ৫টি কর্মক্ষেত্রের নাম লিখ। [পলি-২০১২, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪০। ব্যবসায় কী পেশা?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪১। স্ব-নিয়োজিত পেশা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৬, ১০, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৪২। বেকারত্ব কাকে বলে? [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৩। যে কোন ৫টি বেসরকারি কারিগরি কর্মসংস্থানের নাম কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৪। কোন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৫। শিল্পদ্যোগীয় গুণাবলির আত্মমূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৬। কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ ও উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৬]

অথবা, জীবিকার্জনের জন্যে মানুষমূলত কয় ধরনের পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং কী কী? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৭। ব্যবসায় কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৮। প্রাতিষ্ঠানিক আত্মকর্মসংস্থান কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪৯। ক্ষুদ্র ব্যবসায় কী আরম্ভ করা সহজ?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

১৫০। ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপনের সুবিধা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫১। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পেশাগত সুবিধা কী? [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫২। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ১০]

অথবা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কী? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৩। পণ্য বাজারজাতকরণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৪। আত্মকর্মসংস্থান পেশার ক্ষেত্রগুলো কী কী?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৫। একজন গৃহিণী কিভাবে ঘরে বসে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৬। ব্যবসায় পেশা বলতে কী বুঝায়?

অথবা, ব্যবসায় পেশা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৭। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি কাকে বলে?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৮। বেকার যুবশক্তি কিভাবে আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৫৯। প্রেষণা কী? [পলি-২০০৫, ১০, ১২, ১৩; টেক্স-১৩]

অথবা, প্রেষণার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৬০। কর্মদক্ষতা কী? [পলি-২০১০]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৬১। প্রেষণার তিনটি স্তরের নাম কর। [পলি-২০১৫(পরি)]

অথবা, প্রেষণার স্তরগুলোর নাম লিখ। [পলি-২০০৪]

অথবা, প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৬২। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ কী? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৩। অভাববোধ কাকে বলে?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৪। উদ্দেশ্য সাধন কাকে বলে?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৫। প্রেষণা চক্র এঁকে দেখাও। [পলি-২০০৫]

অথবা, প্রেষণা চক্র কী? [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৬। কৃতিত্বার্জনে ব্যক্তির ৫টি বৈশিষ্ট্যের নাম কর।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৭। এস. ডব্লিউ. ও. টি (S.W.O.T) কী? [পলি-২০০৫, ০৮; জিটি-১২; টেক্স-১০, ১৪]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৮। ঝুঁকি খেলা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৬৯। সৃজনী চিন্তন কী? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৭০। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ কী? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১৭১। কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৮, ০৯, ১২]

অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বটি লেখ। [পলি-২০০৩, টেক্স-১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭২। শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন তত্ত্ব বেশি কাজে লাগে?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৩। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ০৮, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৪। জৈবিক প্রেষণা কাকে বলে?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৫। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা কী? [টেক্স-১৫]

অথবা, শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? [টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৬। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশলগুলোর নাম লেখ।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৭। ব্যবসায় পরিকল্পনা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৮। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নে ৪টি ধাপের নাম কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭৯। ব্যবসায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন কী? [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৮০। প্রকল্পের মূল্যায়ন কী? [টেক্স-১০]

অথবা, প্রকল্প মূল্যায়ন কাকে বলে? [টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮১। পরিকল্পনাকে ব্যবসায়ের সেতু হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৮২। ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান কাজ কী? [টেক্স-১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৮৩। প্রকল্প ধারণা কিভাবে চিহ্নিত করতে হয়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য

১৮৪। প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪; জিটি-১৩; টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৮৫। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৩, ০৪]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৮৬। উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৫, ০৬, ১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৮৭। কারবারের সচ্ছলতা কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮৮। উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৩; টেক্স-১৫]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৮৯। কারবারি উদ্যোক্তার কখন ব্যর্থ হওয়ার কোন ভয় থাকে না? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৯০। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন কিভাবে করা উচিত?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৯১। পরিবেশ কী?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯২। ব্যবসায়ের পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১২]
অথবা, ব্যবসায় পরিবেশ কাকে বলে? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৩। দেশের শিল্পোদ্যোগীর পরিবেশ কখন নষ্ট হয়? [পলি-২০১২; টেক্স-০৯]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৪। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী উল্লেখ কর। [জিটি-২০১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৫। রাজনৈতিক পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি হয়? [পলি-২০০৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৬। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী উল্লেখ কর। [পলি-২০০৮, ১১]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৭। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী উল্লেখ কর।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৮। উদ্যোক্তা উন্নয়ন বা ব্যবসায়িক পরিবেশ কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ১০; টেক্স-০৯]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৯৯। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

২০০। রাজনৈতিক পরিবেশ কী? [পলি-২০১২]
অথবা, উদ্যোক্তা উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা কী? [পলি-২০০৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩১ নং দ্রষ্টব্য।

২০১। অর্থনৈতিক পরিবেশ কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩২ নং দ্রষ্টব্য।

২০২। আইনগত পরিবেশ কী? [টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

২০৩। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কী বা কাকে বলে? [পলি-২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

২০৪। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কিসের উপর বেশি নির্ভর করে? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০৫। ব্যবসায় আইনানুগত কাঠামো কয়টি ও কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৭ নং দ্রষ্টব্য।

২০৬। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এমন উপাদানগুলো কী কী? [পলি-২০০৫, ০৬, ০৯, ১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৮ নং দ্রষ্টব্য।

২০৭। সহায়তার উৎস কী বা সহায়তার উৎস কাকে বলে?
অথবা, সহায়তার উৎস বলতে কী বোঝায়? [টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২০৮। সাহায্যের উৎস কত প্রকার ও কী কী? [পলি-২০০৪, ০৬, ১০, ১৪; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২০৯। যে কোন ৪টি সরকারি সহায়তার নাম কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২১০। সরকারি সহায়তা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২১১। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় যে কোন দুটি বেসরকারি সহায়তার নাম কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

২১২। উদ্দীপনা সহায়তা কী? [পলি-২০০৩]
অথবা, উদ্দীপনামূলক সহায়তা কী? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২১৩। সমর্থনমূলক সহায়তা কাকে বলে? [পলি-২০০৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

২১৪। সংরক্ষণমূলক সহায়তা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২১৫। শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র কী বা কাকে বলে?
অথবা, উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলতে কী বুঝ? [পলি-২০০৬, ০৭, ০৮, ১২, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২১৬। শিল্পনীতি কী? [পলি-২০০৪, ০৮, ০৯]
অথবা, শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? [পলি-০৯; টেক্স-২০০৯, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২১৭। শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্য বলতে কী বুঝায়?

অথবা, বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৭, ০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

২১৮। ইতিবাচক নীতি কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

২১৯। কর অবকাশ কী বা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২০। বিমা কী? [পলি-২০০৩, ১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

২২১। মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী? [পলি-২০০৪, ০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

২২২। শিল্প স্থাপনে সরকারি সহায়তা কাকে বলে? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

২২৩। সরকারি সহায়তা কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

২২৪। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত শিল্পায়নের জন্য কী নীতি প্রণয়ন করেছেন?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

২২৫। বাংলাদেশের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার নাম লেখ।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

২২৬। বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

২২৭। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার প্রধান কাজ কী? [পলি-২০০৮, ১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

২২৮। গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

২২৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৩০। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩১। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কী? [পলি-২০১১, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৩২। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী ৪টি সংস্থার নাম লিখ। [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৩। বিমা কী?

অথবা, বিমা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০১০, ১৪; টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৪। **প্রিমিয়াম বলতে কী বুঝায়?** [টেক্স-২০১৫]

অথবা, প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১৫(পরি)]

অথবা, প্রিমিয়াম কাকে বলে? [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৫। **বিমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলি কী কী?**

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৬। **কেস কী?**

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৭। **কোথায় ও কোন ক্ষেত্রে প্রথম কেস পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়?**

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৮। **কেস স্টাডি কী?** [পলি-২০০৫, ০৬, ০৯; জিটি-১২]

অথবা, কেস পর্যালোচনা বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৭, ১০]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩৯। **কেস পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য কী?** [পলি-২০০৪, ০৬, ০৭, ১০]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

▶▶ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। **শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৪, ২০০৫, ১১; ০৫(সমা)]

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা কাকে বলে? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। **শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০০৫(সমা)]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। **শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য কী কী? বর্ণনা দাও।** [পলি-২০০৫, ১০, ১৪]

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [পলি-২০০৮]

অথবা, শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। **গণ বা ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫। **বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আছে কী? যদি থাকে কেন?**

অথবা, বৃত্তি বা পেশা হিসাবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৫, ০৭, ১২; টেক্স-১৪; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৬। **উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা কাকে বলে?**

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৭। **কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা কাকে বলে?** [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৮। **সুযোগ সন্ধানী উদ্যোক্তা বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৯। **অর্থনৈতিক উন্নয়নে একজন উদ্যোক্তার ভূমিকা কী?** [পলি-২০০৩, ০৮, ০৯, ১০]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। **শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৭]

অথবা, শিল্পোদ্যোগ পাঠের উদ্দেশ্য কী? [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১১। **একজন শিল্পোদ্যোক্তা হতে হলে তার কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?** [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৯; জিটি-১২]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? [টেক্স-২০১৫]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [পলি-২০০৫, ২০০৮, ২০১৩, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। **অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?** [পলি-২০০৫; টেক্স-১৪]

অথবা, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া'– আলোচনা কর। [পলি-২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২(পরি), ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন কোন গুণকের উপর নির্ভরশীল?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। **মানুষ সঞ্চয় করে কেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। **প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার ভূমিকা রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।**

অথবা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫; টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। **সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।** [পলি-২০০৪, ০৮, ১১, ১৪(পরি); জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। **নতুন পণ্যের সন্ধানে উদ্যোক্তারা আগ্রহী হয় কেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। **নতুন বাজারের অনুসন্ধান বলতে কী বুঝায়? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

২০। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২১। **উদ্যোক্তা নতুন বাজার আবিষ্কার করেন কেন?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। **উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয় কেন?** [পলি-২০০৬, ০৮, ১১]
অথবা, 'উদ্যোক্তা নতুন পণ্যের আবিষ্কারক'-ব্যাখ্যা কর। [টেক্স-২০০৯]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। **বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।**
অথবা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের ভূমিকা বর্ণনা কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। **বাজার সমীক্ষা বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৯, ১০, ১২(পরি), ১৪; টেক্স-১৩]
অথবা, বাজার সমীক্ষা কী? [পলি-২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১২; টেক্স-১০; জিটি-১২, ১৩]
অথবা, বাজার সমীক্ষা কাকে বলে? [টেক্স-২০১৪, ১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৭। **আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী?** [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৮। **সম্ভাব্য পরীক্ষণ কেন করা হয়?** [পলি-২০০৮, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৯। **বাজার সমীক্ষার কাজ কী?** [পলি-২০০৪; টেক্স-০৯, ১০, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৩০। **ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?** [পলি-২০০৫, ১২(পরি); টেক্স-০৯, জিটি-১২, ১৩]
অথবা, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [পলি-২০০৯, ১৩]
অথবা, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ম্যালথাসের তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পলি-২০০৬, ০৮, ১১, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৩১। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি লেখ?** [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৩২। **কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কেইনসের তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৭, ১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৩৩। **শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩৪। **বাংলাদেশের শিল্প ধারণার আনুষ্ঠানিক উৎসগুলো কী কী?** [পলি-২০০৪, ০৬, ১১, ১৪(পরি); টেক্স-১০; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩৫। **শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎস বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।** [পলি-২০১২, ১৪; টেক্স-১০; জিটি-১২]
অথবা, বাংলাদেশের শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো কী কী? [পলি-০৪, ০৬; টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩৬। বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [পলি-২০১১, ১২]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩৭। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কাজ কী? [পলি-২০০৮, ০৯, ১০; টেক্স-০৯, ১৪, ১৫]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৩৮। বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগ ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রসমূহ কী কী? [পলি-২০০৪; টেক্স-১০; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৩৯। শিল্পনীতি কী? [পলি-২০০৮, ০৯]

অথবা, শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৪০। শিল্প বিভাগ কী? এর কাজ কী?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৪১। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দাও। [পলি-২০০৮, ১১, ১৫(পরি)]

অথবা, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৪২। 'শিল্প ধারণার' উৎস হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাজ কী?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৪৩। 'শিল্প ধারণার' উৎস হিসেবে বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্রের কাজ কী?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪৪। মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ। [পলি-২০১১, ১৪(পরি)]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪৫। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লিখ। [পলি-২০০৫, ০৯, ১৩, ১৪(পরি)]

অথবা, গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৪৬। শিল্প-ধারণার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৭, ২০০৮]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪৭। শিল্প ধারণা নির্বাচনে প্রভাবকারী ৩টি উপাদানের উল্লেখ কর। [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪৮। শিল্প-ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪৯। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৫০। ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণ উপাদান বলতে কী বুঝায়? ইহা কত প্রকার ও কী কী? [পলি-২০১৩]

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫১। যোগানভিত্তিক উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৫২। চাহিদাভিত্তিক উপাদান বলতে কী বুঝায়? চাহিদাভিত্তিক উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৫৩। শিল্প ধারণার মূল্যায়নে "কাল ভেসপারের" উপাদানগুলো ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৫৪। সম্ভাব্য পরীক্ষণ কেন করা হয়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৫৫। ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠনে "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য" এর ভূমিকা কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫৬। আর্থিক বিশ্লেষণ কিভাবে নিরূপণ করা হয়? [পলি-২০১৫(পরি); টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৫৭। প্রকল্প ধারণা কীভাবে সৃষ্টি হয়? [টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৫৮। প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনাগুলো লিখ। [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৫৯। বাংলাদেশের প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ কী কী? [পলি-২০০৬, ১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬০। প্রকল্প ধারণা মূল্যায়ন কী বুঝিয়ে দাও। [পলি-২০০৯; টেক্স-১৪]

অথবা, প্রকল্পের মূল্যায়ন কিভাবে করা হয়? [পলি-২০০৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬১। প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫, ০৯, ১০; জিটি-১৩]

অথবা, প্রকল্পের ধারণার কারিগরি দিক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাও। [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৬২। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কী এবং এটা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? [পলি-২০০৬, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৬৩। প্রকল্প নির্বাচনের ধাপগুলো কী কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৬৪। প্রকল্পের ধারণা কিভাবে সৃষ্টি হয়? [পলি-২০১৪]

অথবা, প্রকল্প চিহ্নিতকরণের সূচনা হয় কোথা হতে? [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৬৫। প্রকল্পের চলতি সম্পদ বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪, ১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৬৬। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর ক্ষেত্রে মাইক্রোস্ক্রিনিং উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৮, ১০, ১১, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৬৭। আর্থিক পরিকল্পনা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৬৮। **দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০১০, ১১; টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬৯। **মাইক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৬, ০৮, ০৯]

অথবা, মাইক্রোস্ক্রিনিং এর বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা কর। [পলি-১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭০। **স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?** [পলি-২০১৪(পরি)]

অথবা, শিল্প উদ্যোক্তার শিল্প স্থাপনে স্বল্প মেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭১। **নগদ অর্থ পরিকল্পনা কাকে বলে?**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

৭২। **নমুনা আর্থিক পরিকল্পনায় কোন কোন দিক দেখানো হয়?** [পলি-২০১২(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৭৩। **নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি কী?** [পলি-১২(পরি)]

অথবা, নিট বর্তমান মূল্য (NPV) পদ্ধতিতে কিভাবে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়? [পলি-২০০৪; টেক্স-০৯]

অথবা, মূলধন বাজেটিং পদ্ধতির নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

৭৪। **আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা দাও।** [পলি-২০০৯, ১৩, ১৪(পরি)]

অথবা, আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? [পলি-২০০৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৭৫। **আত্মকর্মসংস্থান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কী?** [পলি-২০০৫, ০৯, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৭৬। **কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরির গুরুত্ব বর্ণনা কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭৭। **আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব কী?** [পলি-২০১০, ১১; টেক্স-১৪]

অথবা, "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প" –ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৩, ০৬, ১১; টেক্স-০৯, ১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭৮। **আত্মকর্মসংস্থানের উৎসগুলো কী কী?** [জিটি-২০১২; টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭৯। **ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার পাঁচটি কারণের নাম লিখ এবং যে কোন দুটি কারণ বর্ণনা কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৮০। **"পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানই উত্তম পন্থা" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০০৫; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৮১। **ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।** [পলি-০৪, ০৯, ১২, ১৩]

অথবা, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের আত্মকর্মসংস্থানের দশটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর। [পলি-২০০৬, ১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৮২। পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, আত্ম-কর্মসংস্থান হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব কী? [পলি-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৮৩। কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা লেখ। [পলি-২০০৮]
অথবা, 'আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প' –ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৬, ১০, ১১]
অথবা, "কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান"– আলোচনা কর। [পলি-২০০৯]
অথবা, "বেকারত্ব দূরীকরণের আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া অন্য উপায় নেই"- ব্যাখ্যা কর। [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৮৪। কর্মসংস্থানের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [পলি-২০০৬]
অথবা, কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ দেখাও। [পলি-২০০৫, ০৬]
অথবা, কর্মসংস্থান কয় প্রকার ও কী কী? [টেক্স-২০১০, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৮৫। প্রেষণা বলতে কী বুঝায়? বিস্তৃত কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৮৬। প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৫(পরি); টেক্স-১০]
অথবা, প্রেষণাচক্র বলতে কী বুঝায়? [পলি-২০০৪]
অথবা, প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা লেখ। [পলি-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৮৭। প্রেষণা ও কর্ম ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক বিবৃত কর। [পলি-২০০৪, ১৩; টেক্স-১৪; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮৮। প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী বর্ণনা কর।
অথবা, প্রেষণার পদক্ষেপগুলো কী কী? আলোচনা কর। [পলি-২০০৩]
অথবা, প্রেষণার স্তরগুলো কী কী? [টেক্স-১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮৯। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৫, ০৬; জেটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৯০। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১২]
অথবা, শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? [টেক্স-২০১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৯১। ব্যর্থতার উচ্চ ভীতি দূর করার উপায় কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৯২। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৯৩। ব্যবসায় পরিকল্পনা কাকে বলে? [পলি-২০০৪, ০৯]
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? [টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯৪। ব্যবসায়ের কোন কোন দিক গুরুত্বপূর্ণ?
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব উল্লেখ কর। [পলি-২০০৫, ০৯, ১০, ১৪]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৯৫। ব্যবসায় পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় এবং কেন? [পলি-২০০৫; টেক্স-০৯]
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? [টেক্স-২০১০; জিটি-১৩]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৯৬। অর্থসংক্রান্ত বিষয় কী কী? বর্ণনা কর। [পলি-২০১১, ২০১২, ১৪]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯৭। বিক্রয় ও বিপণনসংক্রান্ত বিষয়গুলো কী কী? উল্লেখ কর। [পলি-২০১৩]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৯৮। পরিকল্পনার ক্রয়-বিক্রয় বা বিপণনসংক্রান্ত বিষয়গুলো কী কী? [পলি-২০১৩]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৯৯। ব্যবসায় প্রকল্প ধারণা কীভাবে চিহ্নিত করতে হয়?
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১০০। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান কত প্রকার ও কী কী?—উদাহরণ দাও। [পলি-২০০৫, ০৬, ১০; জিটি-১২]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১০১। ম্যাকার্থী প্রদত্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির নির্দেশ কী কী?
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১০২। শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবেশের বা প্রভাবকের ভূমিকা কী? [পলি-২০০৫, ০৭; টেক্স-১৩]
অথবা, প্রযুক্তি চাহিদা সৃষ্টি করে না, চাহিদা প্রযুক্তি সৃষ্টি করে—বর্ণনা কর। [পলি-২০০৮; টেক্স-২০০৯]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১০৩। প্রাথমিক উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১০৪। ব্যবসায় পরিবেশের সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১২]
অথবা, ব্যবসায় পরিবেশ কী? সংক্ষেপে লিখ।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১০৫। উদ্যোক্তার সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়ের কার্যাবলি প্রভাবিত করে এমন কতগুলো পরিবেশের উপাদান উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

১০৬। ব্যবসায়িক পরিবেশের কারিগরি দিক বলতে কী বোঝায়? [পলি-২০১১]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১০৭। একজন ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় কেন?
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১০৮। শিল্পনীতি কী? শিল্পনীতি কিভাবে উদ্যোক্তাকে সহায়তা করে? [পলি-২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৪]
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০৯। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? এদের নাম লিখ। [পলি-২০০৪, ১০, ১৫(পরি); জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১১০। শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন কেন? [পলি-২০১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১১১। বাংলাদেশের শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্যের ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনা কর। [পলি-০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১১২। সংরক্ষণমূলক সহায়তা কাকে বলে?

অথবা, সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা লেখ। [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১১৩। বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য কী? [পলি-২০১১, ১৫(পরি); টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১১৪। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি লিখ। [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১১৫। বৈদেশিক সাহায্য/সহায়তার সংজ্ঞা দাও। [পলি-২০১৩; টেক্স-১৪]

অথবা, ফরেন এইড কী? [পলি-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১১৬। উদ্দীপনামূলক সহায়তার উপাদানসমূহ উল্লেখ কর। [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১১৭। গ্রামীণ ব্যাংক কী?

অথবা, দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীন ব্যাংকের ভূমিকা লেখ। [জিটি-২০১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১১৮। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund) কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১১৯। বিশ্বব্যাংক (World Bank) কী?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২০। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী? এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১২১। প্রিমিয়াম বা সেলামির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২২। বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২৩। বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য শর্ত হল 'সময়', ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১২৪। অগ্নি বিমার সংজ্ঞা দাও।

অথবা, অগ্নিবিমা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১২৫। কিভাবে অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করা হয়?

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১২৬। বীমা বাজি নয়-ব্যাখ্যা কর। [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১২৭। জীবনবীমা ও সাধারণ বীমার মধ্যে ৫টি পার্থক্য উল্লেখ কর। [পলি-১৪(পরি); টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১২৮। কেস স্টাডি কাকে বলে? [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১২৯। কেস স্টাডির গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৬, ০৭]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩০। কেস স্টাডির সুবিধাগুলো লিখ। [পলি-২০০৭, ০৮, ১৪, ১৫(পরি)]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩১। কেস স্টাডির উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? [টেক্স-২০১৫]
অথবা, শিল্পোদ্যোক্তা কেস পর্যালোচনার উদ্দেশ্যাবলি লেখ। [পলি-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

১। উন্নয়নশীল দেশের শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলির বর্ণনা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১৫(পরি)]
অথবা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১৪; টেক্স-১৪]
অথবা, উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তার ভূমিকা লেখ। [পলি-২০১৪(পরি)]
অথবা, "শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নশীল দেশের সম্পদ"-ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৩]
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০১১]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। শিল্পোদ্যোক্তা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।
অথবা, শিল্পোদ্যোক্তার শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? বর্ণনা কর।
[পলি-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪; জিটি-১৩]
অথবা, একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫(সমা); টেক্স-১৫]
অথবা, শিল্প উদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৯, ১১; জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৪। পেশা বা জীবিকার্জনের পথ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসেবে শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা বর্ণনা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৯]
অথবা, শিল্পোদ্যোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপাদান আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। **প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।** [পলি-২০১০; টেক্স-০৯, ১০]
অথবা, কারিগরি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। [পলি-২০১৪(পরি)]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা কর।** [টেক্স-২০১৫]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৮। **ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড-এর কৃতিত্বার্জন চাহিদা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০১১]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। **"শিল্পোদ্যোক্তা পুঁজিপতি হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন কিন্তু তাঁকে পুঁজি ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদানের দক্ষতা থাকতে হবে।" বিষয়টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর।**
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্যামপিটারিয়ান তত্ত্বটি আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ১০, ১২(পরি), ১৪(পরি)]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

১০। **"মুনাফা লাভের অভিপ্রায় নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বার্জন প্রেষণাই শিল্পোদ্যোক্তাকে পরিচালিত করে।" ব্যাখ্যা কর।**
অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০১১]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১১। **অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।**
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২। **কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কেইনসের তত্ত্বসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।** [পলি-২০০১]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। **জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ম্যালথাসের তত্ত্বটি বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৬, ১৫(পরি)]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। **উৎপাদনের শ্রম তত্ত্ব ও উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কেইনসের ধারণাসমূহ আলোচনা কর।** [পলি-২০০৭]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।**
অথবা, অধ্যাপক রস্টোর (Rostour) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যাক্রমিক তত্ত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০১১]
অথবা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি লেখ। [টেক্সট-২০১৫]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। **শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? আনুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার বর্ণনা দাও।**
অথবা, বাংলাদেশের শিল্প ধারণার উৎসগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পলি-২০০৫, ০৭, ১০, ১১, ১২(পরি), ১৪; টেক্স-১৪; জিটি-১২]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। **বাংলাদেশ কারিগরি সাহায্য সংস্থার কার্যাবলি আলোচনা কর।** [পলি-২০০৭, ১৫(পরি)]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। **বাংলাদেশের শিল্প ধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎসসমূহ বর্ণনা কর।**
অথবা, 'শিল্প ধারণা' নির্বাচনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৬, ১১; টেক্স-১৪]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। **বাংলাদেশের শিল্প ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রগুলো বর্ণনা কর।** [পলি-২০১১]
উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর কাজ কী? [পলি-১১, ১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২১। শিল্প-ধারণা নির্বাচনে প্রভাবকারী উপাদানগুলো নামসহ বর্ণনা কর। [পলি-২০০৬]

অথবা, শিল্প ধারণা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংগঠন নির্বাচনে যেসব উপাদান চিহ্নিত করা হয় তা বর্ণনা কর।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায়ের আর্থিক দিকসমূহের বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৭]

অথবা, ব্যবসায়ের আর্থিক দিকসমূহ মূল্যায়নের আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৫; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। ব্যবসায়-এর আর্থিক প্রত্যাশা মূল্যায়ন কর। [পলি-২০১৪(পরি)]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। উৎপাদন ভিত্তিক শিল্প কারখানায় সম আয় ব্যয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা চিত্রের সাহায্যে আলোচনা কর। [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। প্রকল্প ধারণার উৎসগুলো আলোচনা কর। [টেক্স-১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৭। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? ম্যাক্রো পরিবেশের উপাদান বা প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৭, ০৮, ০৯; জিটি-১৩]

অথবা, ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এর দিকসমূহের বর্ণনা এবং এর একটি ছক তৈরি করে দেখাও।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৮। প্রকল্পের কারিগরি পরীক্ষণ কী এবং কীভাবে তা করা যায়, আলোচনা কর। [পলি-২০০৯]

অথবা, প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৫, ০৬, ১৪]

অথবা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উপায়গুলো বর্ণনা কর। [পলি-২০০৮]

অথবা, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক কেন-আলোচনা কর। [পলি-২০০৬]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৯। মাইক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা কর। [পলি- ২০০৬, ০৭, ০৯, ০৮, ১১]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩০। ম্যাক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ১৫(পরি); জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৩১। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধারণা মূল্যায়নের ধাপগুলো লেখ। [টেক্স-২০১৪]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৩২। প্রকল্প নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৬; টেক্স-১৪]

অথবা, একটি উন্নতমানের প্রকল্প নির্বাচনের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হয়, সেগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৩৩। **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ইহার উৎসগুলোর বর্ণনা দাও।** [পলি-২০১৩]

অথবা, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর। [পলি-১৪]

অথবা, মূলধন সরবরাহের দীর্ঘমেয়াদি উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৩৪। **স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? এর উৎসগুলোর বর্ণনা দাও।** [পলি-২০১১, ১৩]

অথবা, স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, মূলধন সরবরাহের স্বল্পমেয়াদি উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। [পলি-২০০৯, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৩৫। **একটি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচনকালে ম্যাক্রো এবং মাইক্রোস্কিনিং এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৩৬। **ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নানাবিধ কর্মসংস্থানের তালিকা দাও।** [পলি-২০০৪, ০৯, ১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩৭। **আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা দাও এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।** [পলি-২০০৫, ০৯]

অথবা, আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

অথবা, পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০০৩, ০৯]

অথবা, "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প"-ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৬, ১৩, ১৫(পরি); টেক্স-০৯, ১৪]

অথবা, বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব লিখ। [পলি-২০১১; টেক্স-১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩৮। **ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৯; টেক্স-১৩]

অথবা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।

অথবা, একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ ও ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা কর। [পলি-২০০৭, ০৮, ১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩৯। **বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থানের বর্ণনা দাও।** [জিটি-১২]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪০। **জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।** [পলি-২০০৮]

অথবা, বেকারত্ব নিরসন ও জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের আবশ্যকতা আলোচনা কর। [পলি-২০১০, ১২, ১৪(পরি)]

অথবা, বেকারত্ব নিসরনে আত্ম-কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। [টেক্স-১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৪১। **কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০০৫,; টেক্স-০৯; জিটি-১৩]

অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪২। **কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের কৌশল আলোচনা কর।** [পলি-২০০৭, ০৮, ১০; জিটি-১২]

অথবা, কৃতিত্বার্জনে প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশল আলোচনা কর। [টেক্স-১৩; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪৩। "একটি অভাব পূরণ হলেই আর একটি নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়, এভাবে জীবন ব্যাপী প্রেষণাচক্র আবর্তিত হতে থাকে" উক্তিটির বিশ্লেষণ কর। [পলি-২০০৪, ০৫, ০৮]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪৪। প্রেষণার স্তরগুলো চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৪৫। কৃতিত্বার্জন চাহিদার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর। [পলি-২০০৭, ১০]
অথবা, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের উৎস হিসেবে সামাজিকীকরণের ভূমিকা কী?
অথবা, একজন ব্যক্তির মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সৃষ্টির পটভূমি কী তা আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৪৬। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা ধারণকৃত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৪৭। ব্যবসায় পরিকল্পনা কী? ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। [পলি-২০০৪, ০৭, ০৮; টেক্স-১৩, ১৪]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪৮। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ বর্ণনা কর। [পলি-২০১০]
অথবা, সেমেস্টার ওয়ার্ক হিসেবে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা সংক্ষেপে প্রণয়ন কর।
অথবা, ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যায়/স্তর কয়টি ও কী কী?—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪৯। ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পলি-২০০৫; জিটি-১৩]
অথবা, শিল্পোদ্যোগের ওপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
[পলি-২০০৪, ০৫, ০৬, ১২, ১৩, ১৪; টেক্স-০৯, ১০, ১৫; জিটি-১২]
অথবা, ব্যবসায় পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [পলি-২০০৯; টেক্স-১৪, ১৫]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৫০। বিনিয়োগ পরিবেশের আঙ্গিকে ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা, ব্যবসায়িক পরিবেশের আঙ্গিকে ব্যবসায় পরিবেশের প্রধান প্রধান দিকগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [পলি-২০০৭, ১০, ১১]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫১। ব্যবসায় পরিকল্পনার নমুনা প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। [পলি-২০০৪, ১১; টেক্স-০৯]
অথবা, একটি কাল্পনিক আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি কর। [পলি-২০০৭]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫২। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? এদের বর্ণনা দাও।
অথবা, সাহায্য সহযোগিতার ধরন কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।
অথবা, শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তার ধাপগুলো বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

৫৩। শিল্পোদ্যোগীয় উন্নয়ন চক্র অংকন করে ব্যাখ্যা কর যে এটি উদ্যোক্তাকে তাঁর ব্যবসার সাফল্যে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
অথবা, বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে চক্রটির আবশ্যিকতা আলোচনা কর। [পলি-২০০৫, ০৬]
অথবা, শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্রটি বর্ণনা কর। [টেক্স-২০১০]

উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

৫৪। **শিল্প বা ব্যবসায়ের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।** [পলি-২০০৫, ০৬]
অথবা, সাহায্য ও সহযোগিতার উৎসসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, শিল্পোদ্যোগ সহায়তার নিয়োজিত পাঁচটি সরকারি উৎসর নামসহ তাদের সহায়তার ক্ষেত্রগুলো লিখ। [পলি-২০০৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫৫। **দেশের শিল্পনীতি কীভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে? আলোচনা কর।** [পলি-২০০৫, ১১, ১৩; জিটি-১৩]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৫৬। **শিল্পনীতির কৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৬, ১০, ১১, ১২]
অথবা, বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর। [পলি-২০১৫(পরি); টেক্স-২০১৫]
অথবা, শিল্পনীতির কৌশলগুলো কী কী? [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫৭। **দেশের শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা এবং কিভাবে বিদেশি সাহায্য কমানো যায় আলোচনা কর।**
[পলি-২০০৫, ০৯, ১৪; টেক্স-১০, ১৪]
অথবা, বৈদেশিক সাহায্যের উৎসসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫৮। **এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা কর।** [পলি-২০০৮]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৫৯। **শিল্পায়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কার্যাবলি বর্ণনা কর।** [টেক্স-২০১০]
অথবা, BCSIR কী কী কাজ করে থাকে? [পলি-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৬০। **জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬১। **একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিমার গুরুত্ব বর্ণনা কর।** [টেক্স-২০১৪, ১৫]
অথবা, ব্যক্তিগত জীবনে বিমার গুরুত্ব লেখ। [টেক্স-২০১৫]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬২। **কেস স্টাডির সংজ্ঞা দাও। কেস পদ্ধতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

৬৩। **কেস পর্যালোচনা পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ কী?** [পলি-২০১৪]

উত্তর সংকেত অনুশীলনী-১২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৩

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪(চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। এন্টারপ্রিনিউরশিপ কথাটির অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

২। এনট্র্যাপ্র্যানার কে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। আত্মকর্মসংস্থান কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪। কৃতিত্বার্জন প্রেষণাতত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫। সমর্থনমূলক সহায়তা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

৮। বিমা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। কেস স্টাডি হতে ছাত্রছাত্রীরা কী জ্ঞান লাভ করে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়নে একজন উদ্যোক্তার ভূমিকা লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। "আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থানের বিকল্প"–যুক্তি দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রেষণার পদক্ষেপগুলো কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। উদ্যোক্তা উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩১ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ক্রয় প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৬। কর্মীসংগ্রহের বিভিন্ন উৎসগুলোর নাম লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৭। কারখানা আইন অনুসারে "কিশোর ও শিশু"-এর সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। "প্রযুক্তি চাহিদা সৃষ্টি করে না, চাহিদা প্রযুক্তি সৃষ্টি করে"–সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলো লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। প্রকল্পের মূল্যায়ন কীভাবে করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। "শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নশীল দেশের সম্পদ"–ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। পেশা হিসাবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। পলিটেকনিক গ্র্যাজুয়েটদের আত্মকর্মসংস্থান পেশা গ্রহণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। কর্তৃত্ব (Authority), দায়িত্ব (Responsibility) এবং জবাবদিহিকরণ (Accountability) আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ সিলেবাস বহির্ভূত।

২৫। কর কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার করের বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৬। শিক্ষার্থীদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৪

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪(চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। প্রেষণার স্তরগুলোর নাম লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২। মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৩। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪। আত্মকর্মসংস্থান কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। পরিমিত ঝুঁকি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

৬। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭। সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৮। অংশীদারি মালিকানা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৯। প্রকল্প (Project) বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। কর্মক্ষমতার সাথে প্রেষণার সম্পর্ক কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। ক্ষুদ্র ব্যবসার পেশাগত সুবিধা লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৪। বিপণন ব্যবস্থাপনায় মোড়কীকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৫। শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নকে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক দর্শন কীভাবে প্রভাবিত করে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৬। সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। পণ্য মিশ্রণ বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। কর ও শুল্কের মাঝে পার্থক্য লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। পণ্য বন্টন প্রণালির শ্রেণিবিভাগগুলো উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। ব্যবসায় সফলতা অর্জনের জন্য একজন উদ্যোক্তার কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ডিপ্লোমা-প্রকৌশলীদের আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। একটি উন্নত মানের প্রকল্প নির্বাচনের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হয়, সেগুলোর বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। শিল্পোদ্যোগ সহায়তায় নিয়োজিত পাঁচটি সরকারি উৎসের নামসহ তাদের সহায়তার ক্ষেত্রগুলো লিখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। ক্রয় কাজে "পঞ্চ-R" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৪

(৪ বছর মেয়াদি)

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ (এমজিএম-৮১২)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪(চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ পরিকল্পনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬-এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪। শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্যবসায় পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। স্বনিয়োজিত পেশা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৭। মূলধন বাজেটিং এর সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮। কর অবকাশ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

৯। প্রকল্পের প্রাকসম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১০। বাজার সমীক্ষার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১২। শিল্প ধারণার মূল্যায়নে "কার্ল ভেসপারের" উপাদানগুলো ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। প্রেষণাচক্র বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রকল্পের চলতি সম্পদ বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর ক্ষেত্রে মাইক্রোস্ক্রিনিং উপাদানসমূহ আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। বাংলাদেশের শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্যের ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। নিট বর্তমান মূল্য (NPV) পদ্ধতিতে কীভাবে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

২০। কারবার প্রতিষ্ঠানের তহবিল প্রবাহ বিবরণী আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। বাংলাদেশের উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি কেমন হওয়া দরকার? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থনৈতিক উন্নয়নে "সুমপিটার" এর তত্ত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। শিল্পোদ্যোগের উপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। ব্যবসায় পরিকল্পনার নমুনা প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। মূলধন বাজেটিং এর ক্ষেত্রে পরিশোধকাল পদ্ধতি (Pay back period method) কী? কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ একটি মেশিন ক্রয়ের চিন্তা করছে। মেশিনটির ক্রয়মূল্য ৬৫,০০০/- টাকা এবং আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৬ বছর। প্রকল্পটি হতে প্রতি বছর নগদ প্রবাহ নিম্নরূপ হলে প্রকল্পটির পরিশোধকাল নির্ণয় কর ঃ

বৎসর	নগদ প্রবাহ
১	১৫,০০০/-
২	১২,০০০/-
৩	২০,০০০/-
৪	১৩,০০০/-
৫	১০,০০০/-
৬	৬,০০০/-

উত্তর সংকেত ঃ সিলেবাস বহির্ভূত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৫

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪(চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য

২। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। কেস স্টাডি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। কারবারের সচ্ছলতা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৬। কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ এবং উৎসসমূহ কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৭। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এমন উপাদানগুলো কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৮ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ব্যবসায় আইনানুগ কাঠামো কয়টি ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৭ নং দ্রষ্টব্য।

৯। শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায়িক যোগাযোগের অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০। প্রকল্প ধারণা কী ও উৎসসমূহ কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১২। সংগঠনের গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৩। কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৪। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্যবসায় প্রযুক্তি নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৬। Economic Order Quantity (EOQ) ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৭। জীবিকার্জনের জন্যে মানুষ মূলত কয় ধরনের পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে রেকর্ড, রেজিস্টার, নোটিশ সম্পর্কে কী কী ধারা রয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কী এবং এটা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

২০। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্র কী? বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই চক্রটির আবশ্যকতা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২২। ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৩। শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৪। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। প্রকল্প নির্বাচন করার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রধানত কী কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন? যে-কোন দুইটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

ষষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৫

(৩ বছর মেয়াদি)

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ (এমজিএম-৮১২)

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ এবং উৎসসমূহ কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এমন উপাদানগুলো কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৮ নং দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যবসায় আইনানুগ কাঠামো কয়টি ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৭ নং দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায়িক যোগাযোগের অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্প ধারণা কী এবং উৎসসমূহ কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। কারবারের সচ্ছলতা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৮। উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০। কেস স্টাডি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। জীবিকার্জনের জন্যে মানুষ মূলত কয় ধরনের পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে রেকর্ড, রেজিস্টার, নোটিশ সম্পর্কে কী কী ধারা রয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ সিলেবাস বহির্ভূত।

১৪। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্র কী? বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই চক্রটির আবশ্যকতা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কী এবং এটা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৭। সংগঠনের গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। Economic Order Quantity (EOQ) ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। ব্যবসায় প্রযুক্তি নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। প্রকল্প নির্বাচন করার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৪। নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৫। একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রধানত কী কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন? যে-কোন দুটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ষষ্ঠ ও অষ্টম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৫

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ (এমজিএম-৮১২)

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। "শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দিয়ে সীমাবদ্ধ" - এ কথার অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৫। ব্র্যাকের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের যে-কোন ছয়টি কাজের নাম উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাজার সমীক্ষা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮। আয় পূর্বানুমান করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বাংলাদেশে কতজন লোক দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং কেন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০। S. W. O. T কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় কেন?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য কী কী? যে-কোন দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তিগত প্রভাবকের ভূমিকা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ ও ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রেষণাচক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ব্যবসায় পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসাবে শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা দাও। চাকরির বিকল্প হিসাবে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। দেশের শিল্প উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা এবং কীভাবে বিদেশি সাহায্য কমানো যায়? আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৫
(৪ বছর মেয়াদি)
টেকনোলজি : সকল

বিষয় : এন্টারপ্রিনিউরশিপ (এমজিএম-৮১২)

[সময় : ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান : ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। কী করলে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। সৃজনী চিন্তন কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কীসের উপর বেশি নির্ভর করে? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৭। আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৫ নং দ্রষ্টব্য।

৮। প্রকল্প কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রেষণা কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান : ১০ × ২ = ২০)

১১। বৃত্তি হিসাবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লিখ। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। সম্ভাব্য আয় নির্ধারণে কী কী বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়?
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রকল্পের ধারণার কারিগরি দিক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাও।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। "পেশা হিসাবে আত্মকর্মসংস্থানই উত্তম পন্থা" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। চিত্রসহ প্রেষণা চক্র বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান : ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক, বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। "একটি অভাব পূরণ হলেই আর একটি নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়, এভাবে জীবন ব্যাপী প্রেষণা চক্র আবর্তিত হতে থাকে"- উক্তিটির বিশ্লেষণ কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। বাংলাদেশের শিল্প ধারণার উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। দেশের শিল্পনীতি কীভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে, আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

পঞ্চম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৬

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ এবং উৎসসমূহ কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৩। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে, এমন উপাদানগুলো কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৮ নং দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যবসায় আইনানুগ কাঠামো কয়টি ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৭ নং দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায়িক যোগাযোগের অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্প ধারণা কী এবং উৎসসমূহ কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। কারবারের সচ্ছলতা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৮। উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০। কেস স্টাডি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। জীবিকার্জনের জন্য মানুষ মূলত কয় ধরনের পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে রেকর্ড, রেজিস্টার, নোটিশ সম্পর্কে কী কী ধারা রয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ সিলেবাস বহির্ভূত।

১৪। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্র কী? বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এ চক্রটির আবশ্যকতা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কী এবং এটা কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৭। সংগঠনের গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। Economic Order Quantity (EOQ) ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২০। ব্যবসায় প্রযুক্তি নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। প্রকল্প নির্বাচন করার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৪। নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৫। একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রধানত কী কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন? যে-কোন দুটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

———❖———

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম

ষষ্ঠ ও অষ্টম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৬

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

[বিষয় কোড ঃ ১৫৮১]

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। এন্টারপ্রিনিউরশিপ শব্দের অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

২। প্রেষণা চক্র কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৩। মাইক্রো পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫। উৎপাদনশীলতা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্প বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৭। উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। স্বনিয়োজিত পেশা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১০। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয় কেন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ম্যালথাসের তত্ত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প"—ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। উদ্যোক্তা উন্নয়নে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যাবলি উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৬। বাংলাদেশের শিল্প ধারণার বিভিন্ন ধরনের উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। শিল্প ধারণা নির্বাচনে প্রভাবকারী উপাদানগুলো নামসহ বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। শিল্প উদ্যোক্তার শিল্প স্থাপনে স্বল্প মেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। মূলধন বাজেটিং পদ্ধতির নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের দশটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। শিল্পোদ্যোক্তার উপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। শিল্পনীতির কৌশলগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক কেন—আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড; ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৭

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৩ নং দ্রষ্টব্য

৪। মাইক্রোস্ক্রিনিং কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৫। আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা লিখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের চাবিকাঠি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৭। উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। উদ্বৃত্তপত্র কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৬ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। শিল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। সঞ্চয়ের হার সৃষ্টিতে উদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। জীবিকার্জনের পথ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। একটি কাল্পনিক আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কেইনসের তত্ত্বটি বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্যবসায়িক পরিবেশের আঙ্গিক বা দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ এবং ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। ব্যালেন্স সীট ও নগদ পরিকল্পনা তৈরি কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। "প্রযুক্তি চাহিদা সৃষ্টি করে না, চাহিদা প্রযুক্তি সৃষ্টি করে"– আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রকল্প চিহ্নিতকরণের সূচনা হয় কোথা হতে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ম্যাক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। বাংলাদেশে শিল্প ধারণার বিভিন্ন উৎসগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পকারখানায় সমআয় ব্যয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা চিত্রের সাহায্যে আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির নানাবিধ কৌশলগুলো আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৮

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্পনীতি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৫। S.W.O.T কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। বিনিয়োগ উপার্জন হার পদ্ধতি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৯। শিল্প ধারণার উৎস বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রকল্প বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। প্রকল্প ধারণার দিক নির্দেশনাগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। "অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া"–ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। স্যামপিটারের মতবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীসের উপর নির্ভর করে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। শিল্প ধারণা মূল্যায়নের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। একটি প্রকল্পের আয় পূর্বানুমান করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২০। তহবিল প্রবাহ বিবরণী বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২২। পেশা বা জীবিকার্জনের পথ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। একটি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচনকালে ম্যাক্রো এবং মাইক্রোস্ক্রিনিং এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। "একটি অভাব পূরণ হলে আর একটি অভাবের সৃষ্টি হয়, এভাবে জীবনব্যাপী প্রেষণা চক্র আবর্তিত হতে থাকে"–উক্তিটির তাৎপর্য বিশদভাবে বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির নানাবিধ কৌশলগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৮

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। শিল্পোদ্যোক্তা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্পোদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্যবসায়িক প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

৭। শিল্প ধারণা মূল্যায়ন কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ম্যাক্রোস্ক্রিনিং কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

৯। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০। শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয় কেন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ম্যালথাসের তত্ত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। কারবারের আর্থিক মূল্যায়নের সম্ভাব্য পরিক্ষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। মাইক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। "প্রযুক্তি চাহিদা সৃষ্টি করে না, চাহিদা প্রযুক্তি সৃষ্টি করে," –আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। শিল্পনীতির কৌশলগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য এবং ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে একজন সফল উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। বেকারত্ব নিরসন ও জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের আবশ্যকতা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর উপায়গুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

———❖———

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পঞ্চম ও সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৯

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগ (Entrepreneurship) কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। ম্যালথাসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীসের ওপর নির্ভরশীল? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

৫। আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্পের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৭। মূলধন বাজেটিং কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮। আত্মকর্মসংস্থান কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১০। ব্যবসায় পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। "অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া"- আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। নতুন বাজার অনুসন্ধান বলতে কী বুঝায়? বিবরণ দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। উদ্বৃত্তপত্র ও নগদান পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৬ ও ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। প্রেষণা চক্র কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

২০। বাংলাদেশ কারিগরি সাহায্য সংস্থার কার্যাবলি আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতার পরীক্ষণ কী এবং কীভাবে তা করা যায়, আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। "কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান"–আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। মূলধন সরবরাহের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উৎসগুলোর বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ ও ১১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৯

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। এন্টারপ্রিনার কে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। কী কী কারণে দেশে বিনিয়োগ বাড়ে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪। মূলধন ফেরত কাল কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৫। আর্থিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। ইপিজেড (EPZ) কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। মূলধন বাজেটিং কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। প্রকল্পের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। শিল্পনীতি কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। মূল্য সংযোজন কর কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। বিটাকের যে-কোন চারটি কাজের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। তহবিল প্রবাহ বিবরণী কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৯। প্রেষণা চক্র কাকে বলে? চিত্রসহকারে লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২০। কর অবকাশ বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায় পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। আত্মকর্মসংস্থান কাকে বলে? ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ ও ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। দেশের শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা আলোচনা কর। কীভাবে বৈদেশিক সাহায্য কমানো যায়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কী? মাইক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ ও ৪ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

সপ্তম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০০৯

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৭১)

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। Entrepreneur শব্দটি কোন্ দেশীয় শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। দেশের শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ কীভাবে নষ্ট হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভাবক কে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্প ধারণা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৬। ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৭। আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৫ নং দ্রষ্টব্য।

৮। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বেকারত্ব কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১০। শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। 'উদ্যোক্তা নতুন পণ্যের আবিষ্কারক'– ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। বাজার সমীক্ষার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। উদ্বৃত্তপত্র ও প্রবাহ তহবিল বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। ব্যবসায়ের পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। 'প্রযুক্তি চাহিদা সৃষ্টি করে না, চাহিদা প্রযুক্তি সৃষ্টি করে'– বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২০। নিট বর্তমান পদ্ধতিতে কীভাবে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২২। শিল্পোদ্যোগের ওপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। একটি আর্থিক পরিকল্পনার মডেল বা নমুনা সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। 'আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প'–ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা কী? কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৭ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০১০

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৭১)

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ৫০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। উদ্যোক্তার সংজ্ঞা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। কর্মসংস্থান কয় প্রকার ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বটি লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী ৪টি সংস্থার নাম লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৬ নং দ্রষ্টব্য।

৫। S.W.O.T. কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্পের মূল্যায়ন কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭। আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৫ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯। E.P.Z.A. কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। "বেকারত্ব দূরীকরণে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া অন্য উপায় নেই" — ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১২। শিল্পোদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রেষণা চক্রটির বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার উৎসগুলোর নাম লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। শিল্পনীতি বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। আর্থিক পরিকল্পনা কী? আর্থিক পরিকল্পনার মডেল বা নমুনা সম্পর্কে লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। কুটিরশিল্পের কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। বাজার সমীক্ষার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। উদ্বৃত্তপত্র বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৬ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ব্যবসায় পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্রটি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। শিল্পোদ্যোগে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। শিল্পায়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। দেশের শিল্প উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা এবং কীভাবে বিশেষ সাহায্য কমানো যায়, তা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

অষ্টম পর্ব অনিয়মিত পরীক্ষা-২০১০

টেকনোলজি ঃ সকল (এরোস্পেস ও এভিয়োনিক্স ব্যতীত)

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। প্রেষণা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

৪। সরকারি শিল্পনীতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৬। প্রকল্পে কারিগরি দিক যাচাই বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭। কারখানা আইনে কাদেরকে শিশু বলা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৮। বিমা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। উৎপাদনশীলতা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

১০। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার প্রধান কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। উৎপাদনশীলতার সাথে প্রেষণার সম্পর্ক বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের আত্মকর্মসংস্থান পেশা গ্রহণের সুবিধা কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ক্রয় প্রক্রিয়ার মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৬। শিল্পোদ্যোক্তা কেস পর্যালোচনার উদ্দেশ্যাবলি লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। শুল্ক ও করের মাঝে প্রধান পার্থক্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৮। "আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থানের বিকল্প"—ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। মাইক্রোস্ক্রিনিংয়ের বিভিন্ন দিক বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

২০। মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পণ্য বাজারজাতকরণ সমস্যাবলি বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ সিলেবাস বহির্ভূত।

২৩। বেকারত্ব নিরসনে আত্মকর্মসংস্থানের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণের মৌলিক পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৫। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০১০

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্প ধারণার উৎস কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্পে কারিগরি দিক যাচাই বলতে কী বুঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৭। স্ব-নিয়োজিত পেশা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৮। উদ্যোক্তা কয় প্রকার ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৯। আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রকল্পের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। অর্থনৈতিক উন্নয়নে একজন উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ব্যবসায়িক পরিবেশের আঙ্গিক বা দিকগুলো ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। আয় পূর্বানুমান করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রকল্প নির্বাচনে কারিগরি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? এদের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২০। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আয়ের প্রবাহটি দেখাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থনৈতিক উন্নয়নে "স্যুমপিটার" এর তত্ত্বটি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। কৃতিত্বার্জনে প্রেষণা বৃদ্ধির নানাবিধ কৌশলগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। শিল্পনীতির কৌশলগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলাদেশে শিল্প ধারণার বিভিন্ন উৎসগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০১১

টেকনোলজি ঃ সকল

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

২। কোন পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

৪। স্যুমপিটারের মতবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীসের ওপর নির্ভরশীল?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

৫। BITAC-এর পূর্ণ অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬। মুনাফার সমচ্ছেদ সূত্রটি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭। অগ্রাধিকার শেয়ার কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৮। মাইক্রোস্কিনিং কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

৯। আত্মকর্মসংস্থান কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। ব্যবসায় পরিকল্পনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। উদ্যোক্তাকে নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক বলা হয় কেন?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কেইনসের তত্ত্বটি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। মূলধন বাজেটিং এর সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রেষণা চক্র বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। অর্থ সংক্রান্ত বিষয় কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ব্যবসায় পরিবেশের কারিগরি দিক কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন ভাল শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায়িক পরিবেশের আঙ্গিকে ব্যবসায় পরিবেশের প্রধান প্রধান দিকগুলোর গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড এর "কৃতিত্বার্জনের চাহিদা তত্ত্বটি" সবিস্তারে বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব অনিয়মিত পরীক্ষা-২০১১

টেকনোলজি ঃ সকল (এরোস্পেস ও এভিনিক্স ব্যতীত)

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন উদ্যোক্তা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৩। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের চাবিকাঠি কয়টি গুণকের উপর নির্ভর করে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। নগদ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) এর কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯। মূলধন বাজেটিং এর সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৫ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া–ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। ব্যবসায়িক পরিবেশের কারিগরি দিক বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশের শিল্পনীতির কৌশলগুলো সংক্ষেপে লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। মাইক্রোস্ক্রিনিং এর বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প–ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রকল্পের চলতি সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ম্যালথাসের তত্ত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

২০। বাংলাদেশে পল্লি শিল্পায়নের বাধাগুলো চিহ্নিত কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অধ্যাপক রস্টোর (Rostour) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলাদেশের শিল্প ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। মূলধন বাজেটিং এর বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

২৫। ব্যবসায় পরিকল্পনার নমুনা প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব সমাপনী ও অনিয়মিত পরীক্ষা-২০১২

টেকনোলজি ঃ সকল (এরোস্পেস ও এভিয়োনিক্স ব্যতীত) [২০০৫ ও ২০০০ প্রবিধান]

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। দেশের শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ কখন নষ্ট হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। ইপিজেডএ (EPZA) কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৬। ILO কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭। কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সংজ্ঞা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার কখন ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০। শিল্প স্থাপনে সরকারি সহায়তা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। ব্যবসায় পরিবেশের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

১২। ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ম্যাকলেল্যান্ড এর উচ্চ কৃতিত্বার্জনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, উল্লেখ কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কী এবং এটি কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। শিল্পনীতি কীভাবে উদ্যোক্তাকে সহায়তা করতে পারে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় কেন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। আত্মকর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তা বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্যুম্পিটারিয়ান তত্ত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। শিল্পোদ্যোগের ওপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। শিল্পনীতি কী? শিল্পনীতির কৌশলগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১২

টেকনোলজি ঃ সকল (এরোস্পেস ও এভিয়োনিক্স ব্যতীত) [২০০০ ও ২০০৫ প্রবিধান]

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। শিল্পোদ্যোগ পাঠের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। অ্যাডাম স্মিথের মতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কীসের ওপর নির্ভরশীল? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বাংলাদেশের যে-কোন চারটি আনুষ্ঠানিক শিল্প ধারণার উৎসের নাম লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬। আর্থিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। প্রকল্প ধারণা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের যে-কোন ৫টি কর্মক্ষেত্রের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। উন্নয়ন চক্র বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। নিট বর্তমান মূল্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২০ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া' — আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। উদ্দেশ্যমূলক আচরণ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। আর্থিক নমুনা পরিকল্পনায় কোন কোন দিক দেখানোর দরকার হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর ক্ষেত্রে মাইক্রোস্ক্রিনিং উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রেষণাচক্রটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। শিল্পনীতি কীভাবে উদ্যোক্তাকে সহায়তা করতে পারে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। ব্যবসায় উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

২০। জীবিকার্জনের পথ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। বেকারত্ব নিরসনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের আবশ্যকতা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। বাংলাদেশের শিল্প ধারণার উৎসগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'স্যুমপিটার'-এর তত্ত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-জুট টেকনোলজি

৭ম পর্ব (২০০৫ প্রবিধান) সমাপনী পরীক্ষা-২০১২

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ২০১৪)

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১০ = ১)

১। Entrepreneur শব্দের উৎপত্তি এবং এর অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২। কেস স্টাডি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৩। বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। "ম্যালথাস" এর মূল বৈশিষ্ট্য কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৫। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

৬। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। ক্যাশ প্ল্যান কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

৮। আত্মকর্মসংস্থান কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৯। চিরাচরিত সমাজ বা সনাতন স্তর কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১০। S.W.O.T. কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। শিল্প ধারণার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উৎস কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। উদ্বৃত্তপত্র ও নগদান পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৬ ও ৩০ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। আত্মকর্মসংস্থানের উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার পাঁচটি কারণের নাম লিখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রেষণা ও কর্মক্ষমতার মাঝে সম্পর্ক দেখাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২০। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৫ × ৪ = ২০)

২১। শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। শিল্পোদ্যোগে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থানের বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের কৌশল বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি

৭ম পর্ব (২০০৫ প্রবিধান) সমাপনী পরীক্ষা-২০১৩

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৭১)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১ × ১০ = ১০)

১। একক শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২। শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যবসায় পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রেষণা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৭। আত্মকর্মসংস্থান কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। শিল্পনীতি বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

৯। আর্থিক পরিকল্পনার মডেল কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৫ নং দ্রষ্টব্য।

১০। উদ্দীপনা সহায়তা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রকল্প বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবেশের ভূমিকা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২০। সহায়তার উৎস বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৫ × ৪ = ২০)

২১। ব্যবসায় সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২২। প্রকল্প ধারণার উৎসগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশলগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। পেশা বা বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-জুট টেকনোলজি

৭ম পর্ব (২০০৫ প্রবিধান) সমাপনী পরীক্ষা-২০১৩

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ২০১৪)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১ × ১০ = ১০)

১। ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৪। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। শিল্প ধারণার উৎস কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৬। বাজার সমীক্ষা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৮। প্রকল্প ধারণা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৯। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১১। বৃত্তি হিসেবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১২। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। সম্ভাব্য আয় নির্ধারণে কী কী বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রকল্প ধারণার কারিগরি দিক বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। "পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানই উত্তম পন্থা"- ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ব্যবসায় পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৫ × ৪ = ২০)

২১। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক, বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। ম্যাক্রো পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। দেশের শিল্পনীতি কীভাবে শিল্পায়নে সহায়তা করে, আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

৮ম পর্ব অনিয়মিত পরীক্ষা-২০১৩

টেকনোলজি ঃ সকল (এরোস্পেস ও এভিয়োনিক্স ব্যতীত) [২০০৫ ও ২০০০ প্রবিধান]

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ১৫৮১)

[সময় ঃ ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান ঃ ৫০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৪ (চার)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ১ = ১০)

১। উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তি থাকা প্রয়োজন কেন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

২। কীভাবে একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৭ নং দ্রষ্টব্য।

৩। ম্যালথাস এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৪। EPZA কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

৬। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৯ নং দ্রষ্টব্য।

৭। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের যে-কোন পাঁচটি কর্মক্ষেত্রের নাম লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। প্রেষণার সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১০। উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ১০ × ২ = ২০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। প্রাথমিক উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** সিলেবাস বহির্ভূত।

১৩। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণ উপাদান বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। বাংলাদেশের প্রকল্প ধারণার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। প্রেষণা ও কর্মদক্ষতার মাঝে সম্পর্ক কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। পরিকল্পনার বিপণন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। বৈদেশিক সাহায্য/সহায়তা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৪ × ৫ = ২০)

২১। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায় পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। দেশের শিল্পনীতি কীভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে, বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম ও ৭ম পর্ব সমাপনী এবং ষষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১৪

টেকনোলজি ঃ **৫ম পর্ব ঃ** মেরিন (২০১০ প্রবিধান)

৬ষ্ঠ পর্ব ঃ গ্লাস ও শিপবিল্ডিং (২০১০ প্রবিধান)

৭ম পর্ব ঃ আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টিরিয়র ডিজাইন, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, ফুড, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, পাওয়ার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, সিরামিক, গ্রাফিক ডিজাইন, এরোস্পেস, এভিওনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ও সার্ভেয়িং (২০১০ প্রবিধান)

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ৫৮৫৩)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৮০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। উদ্যোক্তা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

২। ফরেন এইড কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বাজার সমীক্ষা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৫। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৬। আর্থিক পরিকল্পনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

৭। বিমা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। মূলধন বাজেটিং কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১০। ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তার ভূমিকা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। BCSIR কী কী কাজ করে থাকে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। "অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া"—ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। শিল্পনীতি কীভাবে একজন উদ্যোক্তাকে সহায়তা দিতে পারে, লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। ব্যবসায়-এর আর্থিক প্রত্যাশা মূল্যায়ন কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। কেস স্টাডির অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। ব্যবসায় ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)

২১। একজন সফল শিল্প উদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যবসায় উদ্যোগের ক্ষেত্রে পরিবেশের কোন কোন বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে, বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। প্রকল্পের কারিগরি দিকগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। কারিগরি উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম ও ৭ম পর্ব সমাপনী এবং ষষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১৪

টেকনোলজি ঃ **৫ম পর্ব ঃ** মেরিন (২০১০ প্রবিধান)

৬ষ্ঠ পর্ব ঃ গ্লাস ও শিপবিল্ডিং (২০১০ প্রবিধান)

৭ম পর্ব ঃ গ্লাস, মেরিন ও শিপবিল্ডিং ব্যতীত সকল (২০১০ প্রবিধান)

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ৫৮৫৩)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৮০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। আর্থিক পরিকল্পনা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৪ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৩। উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৪। সাহায্যের উৎস কয় প্রকার ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৫। প্রযুক্তিগত পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৪ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্প বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৭। শিল্পোদ্যোগের বা ব্যবসায় উদ্যোগের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৮। মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৮ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বিটাকের যে-কোনো ৪টি কাজের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১০। কেস স্টাডির সুবিধাগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

১২। বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ ও ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। অর্থসংক্রান্ত বিষয় কী কী, বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। শিল্পনীতি কীভাবে উদ্যোক্তাকে সহায়তা করে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার মাঝে পার্থক্য লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য কী কী, বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

২০। সম্পদের নতুন উৎস আবিষ্কারে উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)

২১। একজন শিল্পোদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য এবং ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২২। বেকারত্ব নিরসন ও জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের আবশ্যকতা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। দেশের শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা এবং কীভাবে বৈদেশিক সাহায্য কমানো যায়, আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। মূলধন সরবরাহের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উৎসগুলোর বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ ও ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্যুমপিটারিয়ান তত্ত্বটি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

৭ম পর্ব অনিয়মিত সমাপনী পরীক্ষা-২০১৪ [পরীক্ষার তারিখ ঃ ২৫/১/২০১৫]

টেকনোলজি ঃ টেক্সটাইল, জুট ও গার্মেন্টস (২০১০ প্রবিধান)

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ৫৮৫৩)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৮০]

ক ও খ-বিভাগের **সকল** প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। 'এন্টারপ্রিনিউরশিপ' কথাটির অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। সঞ্চয়ের হার কীসের ওপর নির্ভরশীল? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

৪। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। উদ্যোক্তারা নতুন পণ্যের সন্ধানে আগ্রহী হয় কেন? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

৬। EPZA কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৭। বাজার সমীক্ষা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮। SWOT কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

৯। বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। বিমা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। পেশা হিসেবে শিল্পোদ্যোগ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১২। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাজার সমীক্ষার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। আর্থিক বিশ্লেষণ কীভাবে নিরূপণ করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দাও। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। প্রেষণা ও কর্মদক্ষতার মাঝে সম্পর্ক লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। উদ্দীপনামূলক সহায়তার উপাদানগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১২ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। জীবনবিমা ও সাধারণ বিমার মাঝে পার্থক্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২০। কেস স্টাডির উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)

২১। একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। বাংলাদেশ শিল্প ধারণার উৎসগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। দেশের শিল্পায়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা কী এবং কীভাবে বৈদেশিক সাহায্য কমানো যায়, আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প"– ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। ব্যবসায় পরিবেশের ওপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, জুট টেকনোলজি ও গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি

৭ম পর্ব (২০১০ প্রবিধান) নিয়মিত সমাপনী পরীক্ষা-২০১৪ [পরীক্ষার তারিখ ঃ ১৫/০৭/২০১৪]

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ৫৮৫৩)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৮০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। Entrepreneur শব্দের উৎপত্তি এবং এটির অর্থ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৩। ম্যালথাসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীসের উপর নির্ভরশীল? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৮ নং দ্রষ্টব্য।

৪। বাংলাদেশের যে-কোনো ছয়টি শিল্প ধারণার উৎসের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৬। সম্ভাব্যতা যাচাই কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

৭। কর্মসংস্থান কয় প্রকার ও কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

৮। প্রকল্প মূল্যায়ন কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

৯। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রিমিয়াম কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন?
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১২। বাজার সমীক্ষার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। প্রকল্প ধারণা কীভাবে সৃষ্টি হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৬ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। আত্মকর্মসংস্থানের উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রেষণা ও কর্মদক্ষতার মাঝে সম্পর্ক কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। আইনগত পরিবেশ কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। "বিমা বাজি নয়"– ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১১ নং দ্রষ্টব্য।

২০। কেস স্টাডির উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)

২১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে একজন সফল উদ্যোক্তার ভূমিকা আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। শিল্প ধারণা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধারণা মূল্যায়নের ধাপগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৬ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। ব্যবসায় পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। বেকারত্ব নিরসনে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিমার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

৭ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০১৫ [পরীক্ষার তারিখ ঃ ২৭/৭/২০১৫]

টেকনোলজি ঃ টেক্সটাইল, জুট ও গার্মেন্টস্ (২০১০ প্রবিধান)

বিষয় ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড ঃ ৫৮৫৩)

[সময় ঃ ৩ ঘণ্টা] [পূর্ণমান ঃ ৮০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান ঃ ২ × ১০ = ২০)

১। সামাজিক উদ্যোক্তা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৭ নং দ্রষ্টব্য।

২। লাগসই প্রযুক্তি কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২৫ নং দ্রষ্টব্য।

৩। আর্থিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

৪। শিল্প ধারণা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। বাজার সমীক্ষা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৬। ব্যবসায় পেশা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩৩ নং দ্রষ্টব্য।

৭। শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৯ নং দ্রষ্টব্য।

৮। উৎপাদন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৬ নং দ্রষ্টব্য।

৯। সরকারি সহায়তা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝায়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান ঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বটি লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশের শিল্পধারণার অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৭ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান কাজগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৮ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রেষণার স্তরগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংস্থার কাজ কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। ব্যক্তিগত জীবনে বীমার গুরুত্ব লেখ। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২০। কেস স্টাডির উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান ঃ ৬ × ৫ = ৩০)

২১। একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত ঃ*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৬ নং দ্রষ্টব্য।

২২। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-২ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব লেখ।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। শিল্পোদ্যোগ পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো আলোচনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৯ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তার ধাপগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ১ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা ধারণকৃত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত ঃ অনুশীলনী-৮ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৭ নং দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী এবং ৫ম ও ৭ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০১৫ [পরীক্ষার তারিখ : ২৪/০১/২০১৬]

টেকনোলজি : **৫ম পর্ব :** মেরিন (২০১০ প্রবিধান)

৬ষ্ঠ পর্ব : গ্লাস ও শিপবিল্ডিং (২০১০ প্রবিধান)

৭ম পর্ব : গ্লাস, মেরিন ও শিপবিল্ডিং ব্যতীত সকল (২০১০ প্রবিধান)

বিষয় : এন্টারপ্রিনিউরশিপ

(বিষয় কোড : ৫৮৫৩)

[সময় : ৩ ঘন্টা] [পূর্ণমান : ৮০]

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১। উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

২। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর কীসের ওপর নির্ভর করে? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৩ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২২ নং দ্রষ্টব্য।

৩। শিল্প ধারণার উৎস কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৪। BBS কী? এর কাজ কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৪ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২১ নং দ্রষ্টব্য।

৫। ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৫ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকল্পে ধারণা কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

৭। স্ব-নিয়োজিত পেশা কাকে বলে? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৭ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

৮। প্রেষণার তিনটি স্তরের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৯। ব্যবসায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৯ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১০। প্রিমিয়ামের সংজ্ঞা দাও। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১১ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। একজন শিল্পোদ্যোক্তা হতে হলে তার কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৩ নং দ্রষ্টব্য।

১২। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১ নং দ্রষ্টব্য।

১৩। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দাও। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৪। আর্থিক বিশ্লেষণ কীভাবে নিরূপণ করা হয়? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৮ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ২ নং দ্রষ্টব্য।

১৬। সহায়তার উৎসগুলো কী কী? এদের নাম লেখ। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪ নং দ্রষ্টব্য।

১৭। বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য কী? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১০ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৯ নং দ্রষ্টব্য।

১৮। বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য শর্ত হল "সময়"—ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১১ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৬ নং দ্রষ্টব্য।

১৯। কেস স্টাডির সুবিধাগুলো লেখ। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১২ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২০। সম্ভাব্য পরীক্ষণ কেন করা হয়? ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৩ এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৫ নং দ্রষ্টব্য।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। উন্নয়নশীল দেশের শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলির বর্ণনা দাও। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২২। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ম্যালথাসের তত্ত্বটি বর্ণনা কর।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৩ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৮ নং দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলাদেশ কারিগরি সাহায্য সংস্থার কার্যাবলি আলোচনা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৪ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৩ নং দ্রষ্টব্য।

২৪। "আত্মকর্মসংস্থানই কর্মসংস্থানের বিকল্প" ব্যাখ্যা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-৭ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ২ নং দ্রষ্টব্য।

২৫। শিল্পনীতির উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর। ***উত্তর সংকেত :*** অনুশীলনী-১০ এর রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। প্রকল্প ধারণার মূল্যায়ন কাকে বলে? ম্যাক্রো পরিবেশের উপাদান বা প্রভাবগুলোর বর্ণনা দাও।
উত্তর সংকেত : অনুশীলনী-৬ এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ১৪ ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি ৫ নং দ্রষ্টব্য।

———❖———